শরৎ রচনাবলী

দ্বিতীয় খণ্ড

রচনাকাল

১৯০৭—১৯১৩

নবজাতক প্রকাশন

এ-৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি-১২

প্রথম প্রকাশ
২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪

প্রকাশক
মজহারুল ইসলাম
নবজাতক প্রকাশন
এ-৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-১২

মুদ্রক
সুধীর পাল
সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১১৪/১এ, রাজা রামমোহন সরণি
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

দুনিয়ার শ্রমিক, এক হও!

সম্পাদকমণ্ডলী

পীযূষ দাশগুপ্ত

কল্পতরু সেনগুপ্ত

প্রভাস সিংহ

শঙ্কর দাশগুপ্ত

সুদর্শন রায় চৌধুরী

সর্বজনশ্রদ্ধেয় জননেতা এবং ভারতবর্ষের সাম্যবাদী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের জীবনাবসানে আমরা গভীর শোকসন্তপ্ত। এই রচনাবলী প্রকাশের আদিতে তিনি সর্বপ্রথম এই প্রয়াসকে অভিনন্দিত করেছিলেন।

তাঁর স্মৃতি এই প্রয়াসকে সার্থক করায় আমাদের সতত প্রেরণা দিক।

প্রকাশকের নিবেদন

স্তালিন রচনাবলীর প্রথম খণ্ড গত ৩১শে আগস্ট, ১৯৭৩ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রায় পাঁচ মাসের ব্যবধানে রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল। দুটি খণ্ড প্রকাশকালের মধ্যে এই দীর্ঘ ব্যবধান নিঃসন্দেহে পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে উদ্বেগের সঞ্চার করেছে। অসংখ্য পাঠক আমাদের দপ্তরে এসে 'কবে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ হচ্ছে', 'এতো দেরি হচ্ছে কেন'—এ জাতীয় প্রশ্ন করেছেন। ব্যক্তিগতভাবে তাঁদেরকে জবাব দেওয়া সত্ত্বেও সকল পাঠক পাঠিকার কাছেই আমাদের জবাবদিহি দেওয়ার প্রয়োজন আছে।

গত বছর শারদীয় উৎসবের অব্যবহিত পরেই রানীগঞ্জের বেঙ্গল পেপার মিলে লক-আউট ঘোষিত হয়। স্তালিন রচনাবলীর প্রথম খণ্ড বেঙ্গল পেপার মিলের তৈরী কাগজেই মুদ্রিত হওয়ায় পরবর্তী খণ্ডগুলির মুদ্রণে কাগজের সমমান বজায় রাখার জন্য নিরুপায় হয়ে আমাদের দীর্ঘ দিন প্রতীক্ষা করতে হয় মিলের লক-আউট প্রত্যাহৃত হলে আমরা প্রয়োজনমতো আবার কাগজ পাব এই আশায়।

কিন্তু লক-আউট প্রত্যাহারের আশু সম্ভাবনা একেবারে না থাকায় শেষ পর্যন্ত আমরা অন্য মিলের প্রায় সমমানের কাগজেই অবশিষ্ট ছাপার কাজ শুরু করে দিই। বস্তুতঃ এই কারণেই বর্তমান খণ্ডটি প্রকাশে এ-ধরনের বিলম্ব ঘটল। এতৎসত্ত্বেও আমরা স্বীকার করি যে পাঠক-পাঠিকারা সঙ্গতভাবেই রচনাবলী প্রকাশে বিলম্ব হওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়েছেন, যদিও ব্যাপারটি আমাদের সম্পূর্ণ আয়ত্তের বাইরে ছিল। সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আমরা দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশে অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্য আন্তরিক ক্ষমাপ্রার্থী।

রচনাবলীর গ্রাহকরা জানেন যে বর্তমান খণ্ড থেকে পরবর্তী সকল খণ্ডের গ্রাহক-মূল্য খণ্ড পিছু আপাততঃ

আরও চার টাকা করে বাড়ানো হয়েছে। এ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য যদিও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে তবু এই অবসরে আপনাদের তা পুনরায় অবগত করার সুযোগ গ্রহণ করছি।

স্তালিন রচনাবলীর প্রথম খণ্ড ছাপার সময় যে কাগজ প্রতি রিম আটচল্লিশ টাকা দরে আমরা কিনেছিলাম সেই একই কাগজ সরকারী ঔদাসীন্যে, কালোবাজারী ও মুনাফাবাজদের কল্যাণে একশ' টাকার উর্ধ্বে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বোর্ড ও রেক্সিনের মূল্যবৃদ্ধিহেতু বাঁধাইয়ের খরচও অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে। এই অবস্থায় রচনাবলীর প্রতি খণ্ড দশ টাকা হারে দেওয়া একমাত্র তখনই সম্ভব হত যদি আমরা উৎকৃষ্ট কাগজের পরিবর্তে সাদামাটা নিউজপ্রিন্টে রচনাবলী ছাপাতাম। কিন্তু যেহেতু এটা ধ্রুব সত্য যে গ্রাহকরা এই রচনাবলীকে স্থায়ীভাবেই সংরক্ষণ করতে চান সেই কারণেই কাগজের মানহ্রাস করার পরিবর্তে রচনাবলীর কিছুটা মূল্যবৃদ্ধি করার প্রয়োজন অনুভব করি এবং এজন্য পাঠকদের কাছ থেকেও মতামত চেয়ে পাঠানো হয়। ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭৩ তারিখ পর্যন্ত আমাদের দপ্তরে অসংখ্য গ্রাহক তাঁদের মতামত লিখিতভাবে পাঠান। দু-একজন ছাড়া সকলেই স্তালিন রচনাবলীর সুষ্ঠু প্রকাশের স্বার্থে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, বিশেষতঃ, কাগজের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ড থেকে পরবর্তী খণ্ডগুলির মূল্যবৃদ্ধির অনুকূলে মত দেন। তদনুযায়ী এই খণ্ড থেকে রচনাবলীর অবশিষ্ট সবকটি খণ্ড আপাততঃ আরও চার টাকা করে খণ্ড পিছু বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। আশা করি, গ্রাহক-গ্রাহিকারা তাঁদের অনেকের ব্যক্তিগত অসুবিধা সত্ত্বেও এই সিদ্ধান্ত এহেন প্রচেষ্টার স্বার্থে সহানুভূতির সঙ্গে মেনে নিতে দ্বিধা করবেন না।

সর্বজনশ্রদ্ধেয় জননেতা ও ভারতবর্ষে সাম্যবাদী আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদের

জীবনাবসানে আমাদের প্রতিষ্ঠান গভীর শোকসন্তপ্ত। পাঠক-পাঠিকারা জানেন যে বর্তমান রচনাবলী প্রকাশের গোড়াতে তিনিই সর্বপ্রথম আমাদের উদ্যোগকে অভিনন্দন জানান। রোগশয্যায় থেকেও তিনি নিয়ত খোঁজ নিয়েছেন স্তালিন রচনাবলীর প্রকাশ সম্পর্কে। আমাদের মনে পড়ে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার পর তাঁর কাছে যখন খণ্ডটি পৌঁছিয়ে দিই তখন কী অপরিমেয় ঔৎসুক্যের সঙ্গে তিনি তা গ্রহণ করেন। কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদের স্মৃতি আমাদের এই বন্ধুর কর্মপথকে সুগম করে দেবে—এই আশা আমরা নিশ্চিত পোষণ করি।

পরিশেষে, স্তালিন অনুরাগী পাঠক-পাঠিকাদের জানাই আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন।

২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪ — মজহারুল ইসলাম

নবজাতক প্রকাশন

কলিকাতা

বাংলা সংস্করণের ভূমিকা

স্তালিন রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হচ্ছে। বিলম্বিত প্রকাশের কারণ প্রকাশকের নিবেদনে বিবৃত হয়েছে; আশাকরি সে কৈফিয়ৎ সহৃদয় গ্রাহকবৃন্দের কাছে গ্রহণীয় হবে। আমরা কেবল এই সুযোগে তাঁদের কাছে জানাই আমাদের কৃতজ্ঞতা; বাস্তবিকই প্রথম খণ্ড তাঁদের কাছে যেমন বিপুল অভিনন্দন লাভ করেছে, তাতে সম্পাদক হিসাবে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করছি।

এই খণ্ডে সংকলিত হয়েছে স্তালিনের ১৯০৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ১৯১৩ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত লেখাগুলি—যখন তিনি তুরুখান্স্ক অঞ্চলে নির্বাসিত হন। বলা যেতে পারে, স্তালিনের বিপ্লবী জীবনের দুটি অধ্যায়ের বিভিন্ন লেখা এতে স্থান পেয়েছে—বাকু অধ্যায় এবং সেণ্ট পিটার্সবুর্গ অধ্যায়।

১৯০৭ সালের গোড়ার দিকের লেখাগুলিতে আলোচিত হয়েছে প্রথম রুশ বিপ্লবের সময়কার বলশেভিক রণ-কৌশল। প্রসঙ্গতঃ, 'কার্ল কাউটস্কির পুস্তিকার জর্জীয় সংস্করণের ভূমিকা', 'সেণ্ট পিটার্সবুর্গে নির্বাচনী সংগ্রাম এবং মেনশেভিকরা' প্রভৃতি রচনা দ্রষ্টব্য। ১৯০৭ সালের মাঝামাঝি কাল থেকে পার্টিতে দেখা দেয় সংকট এবং স্তালিনকে কলম ধরতে হয় মেনশেভিক বিলোপবাদীদের বিরুদ্ধে। 'পার্টির সংকট এবং আমাদের করণীয় কাজ', 'ককেশাস থেকে চিঠিপত্র' প্রভৃতি লেখা এই উপলক্ষে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। বিপ্লবী শ্রমিক-আন্দোলনের নেতৃত্বের প্রশ্নটি এই সময়ে পরম গুরুত্ব ধারণ করে। এই প্রশ্নটিরই উত্তর দেওয়া হয়েছে, 'সাম্প্রতিক ধর্মঘটগুলি আমাদের কী শিক্ষা দেয়?', 'অর্থনৈতিক সন্ত্রাসসৃষ্টির প্রশ্নে তৈল মালিকেরা' ইত্যাদি নিবন্ধে। রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির পঞ্চম কংগ্রেসের একটি বিশদ

বিবরণী পাওয়া যাবে 'রু. সো. ডি. এল. পার্টির লণ্ডন কংগ্রেস' শীর্ষক মন্তব্য-লিপিতে।

১৯১১ সালের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে শুরু হয় স্তালিনের বিপ্লবী জীবনের সেণ্ট পিটার্সবুর্গ অধ্যায়। কেন্দ্রীয় কমিটির রুশ ব্যুরোর ভারপ্রাপ্ত নেতা হিসাবে তাঁর উপর তখন দায়িত্ব এসে পড়ে পার্টির প্রাগ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলি কার্যকরী করার। এই সময়ে দেখা দেয় শ্রমিক-আন্দোলনে নতুন জোয়ার আর স্তালিনের লেখাগুলিতেও পাই সেই সম্পর্কে আলোচনা, নির্দেশনা ও নেতৃত্ব। প্রসঙ্গতঃ 'পার্টির সপক্ষে', 'বরফ গলছে' এবং 'সেণ্ট পিটার্সবুর্গে শ্রমিকদের নির্দেশ' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯১৩ সালে লেখা স্তালিনের সুবিখ্যাত রচনা 'মার্কসবাদ ও জাতি সমস্যা' এই খণ্ডেরই অন্তর্ভুক্ত। কেবল রাশিয়ায় নয়, অন্যান্য বহুজাতিক দেশগুলিতেও জাতি সমস্যার সমাধানে স্তালিনের এই অবদান চিরায়ত মূল্যে সমৃদ্ধ।

প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় যে কথা বলেছিলাম, দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকাতেও তার পুনরুক্তি করছি। ঐতিহাসিক পটভূমিকা ছাড়া এই জাতীয় রচনাবলী যথাযথভাবে অনুধাবন করা যায় না। তাই জিজ্ঞাসু পাঠক-পাঠিকাদের অনুরোধ করব, তাঁরা যেন এই খণ্ড শুরু করার আগে 'সোবিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির ইতিহাস'-এর অন্ততঃ চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায় দুটি পড়ে নেন।

পরিশেষে, সকলকে অভিনন্দন জানাবার সঙ্গে সঙ্গে এই আশা পোষণ করি, প্রথম খণ্ডের মতো এই দ্বিতীয় খণ্ডটিও তাঁদের সংবর্ধনা লাভ করবে।

২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪ সম্পাদকমণ্ডলী

সূচীপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা
কার্ল কাউটস্কির পুস্তিকায় জর্জীয় সংস্করণের ভূমিকা (রুশ বিপ্লবের চালিকাশক্তি ও সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ)		...	১৭
সেণ্ট পিটার্সবুর্গে নির্বাচনী সংগ্রাম এবং মেনশেভিকরা		...	২৮
ক্যাডেটদের স্বৈরতন্ত্র, না জনগণের সার্বভৌম অধিকার ?		...	৩৪
শ্রমিকশ্রেণী লড়াই করছে, বুর্জোয়াশ্রেণী সরকারের সঙ্গে জোট বাঁধছে			৩৬
কমরেড জি. তেলিয়া স্মরণে	...	...	৪০
অগ্রণী শ্রমিকশ্রেণী এবং পঞ্চম পার্টি কংগ্রেস		...	৪৪
বিভ্রান্তি	...	...	৪৭
আমাদের ককেশাসের ভাঁড়গুলি	...	...	৫০
ডুমা ছত্রভঙ্গের ঘটনা এবং শ্রমিকশ্রেণীর কর্তব্য		...	৫৩
রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির লণ্ডন কংগ্রেস (একজন ডেলিগেটের মন্তব্য)	...	...	৫৭
কংগ্রেসের গঠনবিন্যাস		...	৫৮
আলোচ্য বিষয়সূচী : কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্ট, ডুমা-গ্রুপের রিপোর্ট		...	৬২
অ-শ্রমিক পার্টিসমূহ	...	...	৬৮
লেবর কংগ্রেস	...	...	৭৬
তৃতীয় রাষ্ট্রীয় ডুমার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক ডেপুটিদের প্রতি নির্দেশ (বাকু শহরের শ্রমিক পরিষদের প্রতিনিধিদের সভায় গৃহীত, ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯০৭)	...	...	৮৫
সম্মেলন বয়কট কর !	...	...	৮৭
নির্বাচনের পূর্বে	...	...	৯২
গ্যারাণ্টিসহ সম্মেলন সম্পর্কে আরও কয়েকটি কথা		...	৯৬
সাম্প্রতিক ধর্মঘটগুলি আমাদের কি শিক্ষা দেয় ?		...	১০১
তৈলশিল্পের মালিকদের কৌশল বদল	...	...	১০৪
আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে !	...	...	১০৮
অর্থ নৈতিক সন্ত্রাসসৃষ্টি এবং শ্রমিক-আন্দোলন		...	১১১

বিষয়			পৃষ্ঠা
অর্থনৈতিক সন্ত্রাসসৃষ্টির প্রশ্নে তৈল মালিকেরা		...	১১৪
পত্রপত্রিকা	...	...	১২৭
সেবাদাস 'সমাজতন্ত্রীরা'	...	...	১২৭
ভণ্ড জুবাতভপন্থীরা	...	...	১২৯
সম্মেলন এবং শ্রমিকেরা	...	...	১৩২
পার্টির সংকট এবং আমাদের করণীয় কাজ	...	...	১৪৩
আসন্ন সাধারণ ধর্মঘট	...	...	১৫৪
পার্টি সংবাদ	...	...	১৫৯
'প্রলেতারির' বর্ধিত সম্পাদকমণ্ডলীতে মতানৈক্য সমূহের প্রশ্নে বাকু কমিটির প্রস্তাব	...	...	১৬০
ডিসেম্বরের ধর্মঘট ও ডিসেম্বরের চুক্তি (পঞ্চম বার্ষিকী উপলক্ষে)			১৬৩
ককেশাস থেকে পাওয়া চিঠিপত্র	...	...	১৬৮
১। বাকু	...	...	১৬৮
তৈলশিল্পের পরিস্থিতি	...	...	১৬৮
তৈলখনি অঞ্চলে আঞ্চলিক সরকার	...	...	১৭১
সংগঠনের অবস্থা	...	...	১৭৪
'আইনী সম্ভাবনাসমূহ'	...	...	১৭৫
২। তিফলিস	...	...	১৮০
কর্মসূচীগত বিলুপ্তিবাদ	...	...	১৮১
রণকৌশলগত বিলুপ্তিবাদ	...	...	১৮৪
১৯১০ সালের ২২শে জানুয়ারি বাকু কমিটি কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবাবলী (আসন্ন সাধারণ পার্টি-সম্মেলনের জন্য)	...	...	১৮৮
১। রাজনৈতিক প্রচার-অভিযান এবং পার্টির প্রকৃত সংহতিসাধন			১৮৮
২। আসন্ন সাধারণ পার্টি-সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব		...	১৯০
জার্মান শ্রমিকশ্রেণীর নেতা অগাস্ট বেবেল	...	...	১৯২
সোলভিচেগোদস্ক-এ নির্বাসন থেকে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিকে লেখা একখানা চিঠি	...	...	২০০
পার্টির সপক্ষে !	...	...	২০৪
পয়লা মে দীর্ঘজীবী হোক !	...	...	২০৯

বিষয়			পৃষ্ঠা
একটি নূতন অধ্যায়	…	…	২১৫
লিবারেল ভণ্ডরা	…	…	২১৭
অদলীয় নির্বোধেরা	…	…	২১৯
জীবনের জয়!	…	…	২২২
ওরা ভালভাবেই কাজটা চালাচ্ছে।…	…	…	২২৪
বরফ গলছে!…	…	…	২২৬
তারা নির্বাচনের জন্য কেমন করে প্রস্তুত হচ্ছে		…	২২৮
সিদ্ধান্ত	…	…	২৩১
আমাদের লক্ষ্য	…	…	২৩৫
প্রতিনিধির প্রতি সেণ্ট পিটার্সবুর্গের শ্রমিকদের নির্দেশ		…	২৩৭
ভোটদাতাদের প্রতিনিধিদের ইচ্ছা	…	…	২৪০
সেণ্ট পিটার্সবুর্গের শ্রমিক-কিউরিয়ার নির্বাচনের ফলাফল		…	২৪৩
১। ভোটদাতাদের প্রতিনিধিদের নির্বাচন		…	২৪৩
২। নির্বাচকদের নির্বাচন	…	…	২৪৪
৩। ভুটি ঐক্য	…	…	২৪৫
৪। ডুমায় প্রতিনিধি নির্বাচন	…	…	২৪৬
আজ নির্বাচনের দিন		…	২৪৯
গোটা রাশিয়ার মেহনতী নারী-পুরুষের প্রতি! (৯ই জানুয়ারি)			২৫২
সেণ্ট পিটার্সবুর্গে নির্বাচন (সেণ্ট পিটার্সবুর্গ থেকে একটি চিঠি)			২৫৭
১। শ্রমিকদের কিউরিয়া		…	২৫৭
১। নির্বাচনী সংগ্রাম		…	২৫৭
২। ডেপুটির নির্দেশ		…	২৫৯
৩। ঐক্যের মুখোস এবং ডুমা-ডেপুটিদের নির্বাচন		…	২৬২
২। নগর কিউরিয়া		…	২৬৫
৩। সংক্ষিপ্তসার		…	২৬৭
জাতীয়তাবাদের পথে (ককেশাস অঞ্চল থেকে লেখা চিঠি)		…	২৬৯
মার্কসবাদ ও জাতি সমস্যা		…	২৭৩
১। জাতি		…	২৭৫
২। জাতীয় আন্দোলন		…	২৮৩

বিষয়		পৃষ্ঠা

৩। সমস্যার উপস্থাপনা	...	২৯০
৪। সংস্কৃতিগত জাতীয় স্বায়ত্তশাসন	...	২৯৬
৫। বুন্দ, তার জাতীয়তাবাদ, তার বিচ্ছিন্নতাবাদ	...	৩০৬
৬। ককেশীয়দের অবস্থা, বিলুপ্তিবাদীদের সম্মেলন	...	৩১৮
৭। রাশিয়ায় জাতীয় সমস্যা	...	৩২৯
ডুমাতে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক গোষ্ঠীর অবস্থা	...	৩৩৬
লেনা হত্যাকাণ্ডের বর্ষপূর্তি	...	৩৪০
টীকা	...	৩৪৩

কার্ল কাউটস্কির পুস্তিকার রুশ সংস্করণের ভূমিকা

রুশ বিপ্লবের চালিকাশক্তি ও সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ[১]

কার্ল কাউটস্কির নাম আমাদের কাছে নতুন নয়। অনেকদিন ধরেই তিনি সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির একজন বিশিষ্ট তাত্ত্বিকরূপে পরিচিত। কিন্তু কেবল তত্ত্বের ক্ষেত্রেই নন, রণকৌশলগত সমস্যাবলীর ক্ষেত্রেও তিনি একজন ভূয়োদর্শী ও চিন্তাশীল গবেষকরূপে খ্যাত। উল্লিখিত বিষয়টিতে তিনি শুধু ইউরোপের কমরেডদের মধ্যে নয়, আমাদের মধ্যেও বিরাট প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই: আজ যখন রণকৌশলগত প্রশ্নে মতপার্থক্য রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসিকে দুটি দলে বিভক্ত করছে, যখন পরস্পরের সমালোচনা অভিযোগ-প্রত্যাভিযোগে পরিণত হয়ে অবস্থাকে প্রায়ই গুরুতর করে তুলছে এবং কোন্‌টা সত্য তা নির্ণয় করা খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন কার্ল কাউটস্কির মত নিরপেক্ষ ও অভিজ্ঞ একজন কমরেড কি বলেন সেটা জেনে নেওয়া খুবই প্রয়োজনীয়। সেজন্যই রণকৌশগত বিষয়ে কাউটস্কির 'রাষ্ট্রীয় ডুমা', 'মস্কো অভ্যুত্থান', 'কৃষি বিষয়ক প্রশ্ন', 'কৃষকসমাজ ও বিপ্লব', 'রুশ দেশে ইহুদী-বিরোধী হত্যাভিযান' এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য লেখাগুলি আমাদের কমরেডরা এত আগ্রহের সঙ্গে পড়তে শুরু করেছে। কিন্তু এইসব লেখাগুলির চেয়েও বর্তমান পুস্তিকাটি কমরেডদের দৃষ্টি বেশি আকর্ষণ করেছে; তার কারণ এই যে, যেসব প্রধান প্রধান প্রশ্ন সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসিকে দুটি দলে বিভক্ত করছে, তার সবগুলিই এতে আলোচনা করা হয়েছে। মনে হয় যে প্লেখানভ, যিনি আমাদের জরুরী সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য সম্প্রতি বিদেশের কমরেডদের পরামর্শ চেয়েছিলেন, তিনি কাউটস্কিকেও এই সমস্যাগুলি জানিয়ে উত্তর দিতে অনুরোধ করেছিলেন। কাউটস্কি যা বলেছেন তা থেকে বোঝা যায় যে, বর্তমান পুস্তিকা সেই অনুরোধেরই উত্তর। এরপর এটা অবশ্যই স্বাভাবিক যে, কমরেডরা এই পুস্তিকা সম্বন্ধে অধিকতর মনোযোগ দেবেন। স্পষ্টতঃই আমাদের কাছে এই কারণেও পুস্তিকাটির গুরুত্ব তাই এত বেশি।

সুতরাং এটা খুব প্রয়োজনীয় হবে যদি আমাদের মতপার্থক্যের বিষয়গুলি

অন্ততঃ সাধারণভাবেও আমরা আবার স্মরণ করি এবং তা করতে গিয়ে বিভিন্ন প্রশ্নে কাউটস্কির মতামতগুলি নির্ধারণ করি।

কাউটস্কি কোন্ পক্ষে, তিনি কাদের সমর্থন করেন, বলশেভিকদের না মেনশেভিকদের?

প্রথমে যে প্রশ্নটি রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসিকে দুইভাগে বিভক্ত করেছে তা হল, আমাদের বিপ্লবের সাধারণ চরিত্র কি সেই প্রশ্ন। এটি সকলের কাছেই পরিষ্কার যে, আমাদের বিপ্লব হল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নয়, এই বিপ্লব অবশ্যই সমাপ্ত হবে সামন্তবাদকে ধ্বংস করে, ধনতন্ত্রকে নয়। যা হোক, এখন প্রশ্ন হল, কে এই বিপ্লবের নেতৃত্ব দেবে এবং জনগণের মধ্যকার বিক্ষুব্ধ অংশগুলিকে কে তার চারিপাশে সমবেত করবে: বুর্জোয়া-শ্রেণী না শ্রমিকশ্রেণী? ফ্রান্সে যেমন ঘটেছিল শ্রমিকশ্রেণী কি সেইভাবে বুর্জোয়াশ্রেণীর পেছন পেছন চলবে না বুর্জোয়াশ্রেণীই শ্রমিকশ্রেণীকে অনুসরণ করবে? প্রশ্নটি এইভাবেই উপস্থিত হয়েছে।

মার্তিনভের মুখ দিয়ে মেনশেভিকরা বলছে যে, আমাদের বিপ্লব বুর্জোয়া বিপ্লব, এটি ফরাসী বিপ্লবের পুনরাবৃত্তি, এবং যেমন ফরাসী বিপ্লব বুর্জোয়া বিপ্লব হিসাবে বুর্জোয়াশ্রেণীর দ্বারাই পরিচালিত হয়েছিল, তেমনি আমাদের বিপ্লবও পরিচালিত হবে বুর্জোয়াশ্রেণীর দ্বারা। 'শ্রমিকশ্রেণীর অধিনায়কত্ব একটি ক্ষতিকারক কল্পনাবিলাস।...' 'শ্রমিকশ্রেণীকে অনুসরণ করতে হবে সেই বুর্জোয়াদের যারা রয়েছে চরম (সরকার-) বিরোধী ভূমিকায়।' (মার্তিনভের **দুই একনায়কতন্ত্র** দেখুন)।

অপরপক্ষে বলশেভিকরা বলে, 'এটি সত্য যে আমাদের বিপ্লব বুর্জোয়া বিপ্লব, কিন্তু তার অর্থ কোনক্রমেই এই নয় যে, এই বিপ্লব ফরাসী বিপ্লবের পুনরাবৃত্তি, ফ্রান্সে যেমন হয়েছিল, তেমনই এই বিপ্লব আবশ্যিকভাবেই বুর্জোয়া-শ্রেণীর দ্বারা পরিচালিত হবে। ফ্রান্সে শ্রমিকেরা ছিল প্রায় শ্রেণী-চেতনাবিহীন একটি অসংগঠিত শক্তি, ফলে বিপ্লবে অধিনায়কত্ব ছিল বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে। সে যাই হোক, আমাদের দেশে শ্রমিকশ্রেণী তুলনামূলকভাবে বেশি শ্রেণী-সচেতন এবং সংগঠিত শক্তি এবং ফলতঃ এই শক্তি বুর্জোয়াশ্রেণীর লেজুড়বৃত্তির ভূমিকায় সন্তুষ্ট নয় এবং সর্বাপেক্ষা বিপ্লবী শ্রেণী হিসাবে এই শক্তি বর্তমান দিনের আন্দোলনের পুরোভাগে এগিয়ে আসছে। শ্রমিকশ্রেণীর অধিনায়কত্ব কল্পনাবিলাস নয়, একটি জীবন্ত ঘটনা; বাস্তবিকপক্ষেই শ্রমিকশ্রেণী

বিক্ষুব্ধ মানুষকে তার চারিপাশে সমবেত করছে। এবং যে কেউ তাকে 'বিরোধী বুর্জোয়াদের অনুসারী হবার জন্য' উপদেশ দেয়, সে এই শক্তিকে তার স্বাধীন ভূমিকা থেকে বঞ্চিত করে, রুশ শ্রমিকশ্রেণীকে বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতিয়ারে পরিণত করে (লেনিনের **দুই কৌশল** দেখুন)।

এই প্রশ্নে কাউটস্কির অভিমত কি?

'লিবারেলরা প্রায়ই মহান ফরাসী বিপ্লবের উল্লেখ করে এবং প্রায়ই তা করে যুক্তিহীনভাবে। ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সের যে অবস্থা ছিল বর্তমান রাশিয়ার অবস্থা অনেক দিক থেকে তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক' (পুস্তিকার তৃতীয় অধ্যায় দেখুন)।...'রুশ লিবারেলবাদ পশ্চিম ইউরোপের লিবারেলবাদ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং একমাত্র এই কারণেই মহান ফরাসী বিপ্লবকে বর্তমান রুশ বিপ্লবের নিছক একটি মডেলরূপে গণ্য করা খুবই ভুল। পশ্চিম ইউরোপের বিপ্লবী আন্দোলনে নেতৃত্বশীল শ্রেণী ছিল পেটি-বুর্জোয়ারা, বিশেষতঃ বড় শহরগুলির পেটি-বুর্জোয়ারা' (চতুর্থ অধ্যায় দেখুন)।...'বুর্জোয়া বিপ্লব অর্থাৎ যে বিপ্লবে বুর্জোয়াশ্রেণী ছিল চালিকাশক্তি, তার যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে, রাশিয়ার ক্ষেত্রেও তা অতিক্রান্ত হয়েছে। সেখানেও শ্রমিকশ্রেণী আর বুর্জোয়াশ্রেণীর লেজুড় এবং হাতিয়ার নেই, বরং তা আজ নিজস্ব স্বাধীন বিপ্লবী লক্ষ্য সহ একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী' (পঞ্চম অধ্যায় দেখুন)।

রুশ বিপ্লবের সাধারণ চরিত্র সম্পর্কে কার্ল কাউটস্কি এই কথাই বলেছেন; বর্তমান রুশ বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকাকে কাউটস্কি এইভাবেই বুঝেছেন। বুর্জোয়াশ্রেণী রুশ বিপ্লবের নেতৃত্ব দিতে পারে না—অতএব, বিপ্লবের নেতা হিসাবে শ্রমিকশ্রেণী নিশ্চিতভাবেই এগিয়ে আসবে।

আমাদের মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রশ্নটি হল: লিবারেল বুর্জোয়ারা কি বর্তমান বিপ্লবে অন্ততঃপক্ষে শ্রমিকশ্রেণীর সহযোগী হতে পারে?

বলশেভিকরা বলে, তা হতে পারে না। এটা সত্য যে, লিবারেল বুর্জোয়া ফরাসী বিপ্লবে বিপ্লবী ভূমিকা পালন করেছিল, কিন্তু তার কারণ, সে দেশে শ্রেণী-সংগ্রাম তত তীব্র ছিল না। শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-চেতনা ছিল স্বল্প এবং তারা লিবারেলদের লেজুড়বৃত্তির ভূমিকাতেই সন্তুষ্ট ছিল, অপরপক্ষে আমাদের দেশে শ্রেণী-সংগ্রাম অতি তীব্র, শ্রমিকশ্রেণী ঢের বেশি শ্রেণী-সচেতন এবং তারা লিবারেলদের লেজুড় হওয়ার ভূমিকা মেনে নিতে পারে না। যেখানে যেখানে শ্রমিকশ্রেণী সচেতনভাবে সংগ্রাম করে সেখানে সেখানে

লিবারেল বুর্জোয়ারা আর বিপ্লবী থাকে না। সেজন্যই, ক্যাডেট-লিবারেলপন্থীরা শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামে সন্ত্রস্ত হয়ে প্রতিক্রিয়ার পক্ষপুটে আশ্রয় চাইছে। সেজন্যই তারা প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে, বিপ্লবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে। সেজন্যই ক্যাডেটরা[২] বিপ্লবের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ না হয়ে খুব শীঘ্রই বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে মৈত্রী করবে। হ্যাঁ, আমাদের লিবারেল বুর্জোয়ারা এবং তাদের মুখপাত্র ক্যাডেটরা প্রতিক্রিয়ার সহযোগী, তারা বিপ্লবের 'শিক্ষিত' শত্রু। গরিব কৃষকদের বিষয়টি কিন্তু সম্পূর্ণ পৃথক। বলশেভিকরা বলে যে কেবলমাত্র গরিব কৃষকরাই বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর দিকে হাত বাড়িয়ে দেবে। এবং বর্তমান বিপ্লবের সমগ্র যুগে কেবল তারাই শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে দৃঢ় মৈত্রীতে আবদ্ধ থাকতে পারে। এবং ক্যাডেট ও প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে এই কৃষকদেরই শ্রমিকশ্রেণী অবশ্যই সমর্থন করবে। যদি এই দুই প্রধান শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়, যদি শ্রমিক এবং কৃষক পরস্পরকে সমর্থন করে, তবে বিপ্লবের জয়লাভ নিশ্চিত হবে। যদি তারা তা না করে, তবে বিপ্লবে জয়লাভ হবে অসম্ভব। সেজন্যই বলশেভিকরা নির্বাচনের প্রথম স্তরে ডুমার মধ্যে বা ডুমার বাইরে ক্যাডেটদের সমর্থন করছে না। সেজন্যই ডুমার নির্বাচনে বলশেভিকরা প্রতিক্রিয়া ও ক্যাডেটদের বিরুদ্ধে শুধু কৃষকদের বিপ্লবী প্রতিনিধিদেরই সমর্থন করছে। সেই কারণেই বলশেভিকরা ব্যাপক জনগণকে শুধু ডুমার বিপ্লবী **অংশেরই** চারিপাশে সমবেত করে, **সমগ্র** ডুমার চারিপাশে নয়। সেই কারণেই বলশেভিকরা ক্যাডেট মন্ত্রিসভা নিয়োগের দাবিকে সমর্থন করে না (লেনিনের **দুই কৌশল** ও **ক্যাডেটদের জয়লাভ** দেখুন)।

মেনশেভিকরা অন্যভাবে যুক্তি দেয়। সত্য যে, লিবারেল বুর্জোয়ারা প্রতিক্রিয়া ও বিপ্লবের মধ্যে দোদুল্যমান, কিন্তু শেষ পর্যায়ে তারা বিপ্লবে যোগদান করবে এবং সর্বোপরি একটি বিপ্লবী ভূমিকা পালন করবে। কেন? কারণ লিবারেল বুর্জোয়ারা ফ্রান্সে বিপ্লবী ভূমিকায় ছিল, কারণ এরা পুরাতন ব্যবস্থার বিরোধী এবং স্বভাবতঃই বিপ্লবে যোগ দিতে বাধ্য হবে। মেনশেভিকদের মতে লিবারেল বুর্জোয়াদের এবং তাদের প্রবক্তা ক্যাডেটদের বর্তমান বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতক বলা চলে না, তারা হল বিপ্লবের মিত্র। সেই কারণেই মেনশেভিকরা নির্বাচনের সময় এবং ডুমার ভিতরে তাদের সমর্থন করে। মেনশেভিকরা জোর দিয়ে বলে, সার্বিক সংগ্রামকে কখনই শ্রেণী-সংগ্রামের দ্বারা আচ্ছন্ন করে দেওয়া উচিত হবে না। সেই কারণেই তারা

জনগণকে আহ্বান করে সমগ্র ডুমার চারিপাশে সমবেত হবার জন্য, কেবল তার বিপ্লবী অংশের চারিপাশে নয়; সেই কারণেই তারা ক্যাডেট মন্ত্রিসভা নিয়োগ করার দাবিকে সর্বশক্তি দিয়ে সমর্থন করে; সেই কারণেই মেনশেভিকরা সর্বোচ্চ কর্মসূচীকে বিস্মৃতির অতলগর্ভে নিক্ষেপ করতে প্রস্তুত, ন্যূনতম কর্মসূচীকে খর্ব করতে এবং ক্যাডেটরা যাতে সন্ত্রস্ত হয়ে চলে না যায়, সেজন্য গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে বর্জন করতে প্রস্তুত। কিছু পাঠক মনে করতে পারেন যে, এই কথাগুলি মেনশেভিকদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপ্রসূত অভিযোগ এবং তাঁরা আরও প্রমাণ দাবি করতে পারেন। তথ্য-প্রমাণ এখানে উপস্থিত করা হচ্ছে।

সম্প্রতি সুপরিচিত মেনশেভিক লেখক ম্যালিশেভস্কি যা লিখেছেন তা নীচে উদ্ধৃত করা হল:

'আমাদের বুর্জোয়াশ্রেণী প্রজাতন্ত্র চায় না, অতএব আমরা প্রজাতন্ত্র পেতে পারি না…' এবং সেই কারণে '…আমাদের বিপ্লবের ফলে অবশ্যই একটি গঠনতন্ত্রের উদ্ভব হবে, কিন্তু নিশ্চয়ই তা গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র নয়।' সেই কারণে ম্যালিশেভস্কি 'কমরেডদের' 'প্রজাতান্ত্রিক মোহগুলি' পরিত্যাগ করার উপদেশ দিয়েছেন (**প্রথম সিমপোসিয়াম**[৩], পৃঃ ২৮৮, ২৮৯ দেখুন)।

এই হল প্রথম ঘটনা।

নির্বাচনের প্রাক্কালে মেনশেভিক নেতা **চেরেভানিন** লিখেছিলেন:

'কিছু লোক যেমন প্রস্তাব করছেন সেই মতো শ্রমিকশ্রেণী যদি একটি সার্বভৌম ও লোকায়ত গণপরিষদের দাবিতে সরকার ও বুর্জোয়াশ্রেণী উভয়েরই বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়, তাহলে সেটা হবে এক উদ্ভট ও উন্মত্ত ব্যাপার।' তিনি বলেছেন ক্যাডেটদের সঙ্গে একটি চুক্তিতে পৌছানোর জন্য এবং একটি ক্যাডেট মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা এখন চেষ্টা করছি (**নাশে দোলো**[৪], সংখ্যা ১ দেখুন)।

এটি হল দ্বিতীয় ঘটনা।

কিন্তু এ সবই কেবল লেখা কথা। আর একজন মেনশেভিক নেতা **প্লেখানভ** নিজেকে লেখার মধ্যে আবদ্ধ না রেখে, যা লেখা হয়েছে তা কাজে পরিণত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। যেসময় পার্টির মধ্যে নির্বাচনী রণকৌশল সম্পর্কে প্রচণ্ড বিতর্ক চলছিল, যখন প্রত্যেকে জিজ্ঞাসা করছিল, নির্বাচনের প্রথম স্তরে ক্যাডেটদের সঙ্গে চুক্তি করা অনুমোদনযোগ্য কিনা, তখন প্লেখানভের মতে

ক্যাডেটদের সঙ্গে শুধু একটি চুক্তিতে আসাই যথেষ্ট নয়; ক্যাডেটদের সঙ্গে একটি প্রত্যক্ষ ব্লক গঠনের সপক্ষেও, একটি সাময়িক মিলনের সপক্ষেও তিনি ওকালতি করতে শুরু করেন। ২৪শে নভেম্বর (১৯০৬) তোভারিশ[৫] সংবাদপত্রটিকে স্মরণ করুন, যাতে প্লেখানভ তাঁর ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি বের করেছেন। তোভারিশের পাঠকদের মধ্যে একজন প্লেখানভকে জিজ্ঞাসা করেন: সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের সঙ্গে একটি অভিন্ন কর্মসূচী উপস্থিত করা কি সম্ভব? যদি সম্ভব হয় তা হলে 'এই অভিন্ন নির্বাচনী কর্মসূচীর প্রকৃতি কিরূপ হবে?' প্লেখানভ উত্তরে বলেছিলেন যে একটি অভিন্ন কর্মসূচী অবশ্যই প্রয়োজনীয় এবং এই কর্মসূচী হবে 'একটি সার্বভৌম ডুমা।'…'আর কোন উত্তর নেই, আর কোন উত্তর হতেও পারে না' (১৯০৬ সালের ২৪শে নভেম্বরের তোভারিশ দেখুন)। প্লেখানভের কথাগুলির অর্থ কি? সেগুলির একটি অর্থই আছে, তা হল নির্বাচনের সময় শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি অর্থাৎ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি মালিকশ্রেণীর পার্টি অর্থাৎ ক্যাডেটদের সঙ্গে যোগদান করবে, শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে লেখা আন্দোলনের প্রচারপত্রগুলি তাদের সঙ্গে যুক্তভাবে প্রকাশ করবে। প্রকৃতপক্ষে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের ন্যূনতম কর্মসূচী ও লোকায়ত গণপরিষদের শ্লোগান পরিত্যাগ করবে এবং তার পরিবর্তে ক্যাডেটদের সার্বভৌম ডুমার শ্লোগান প্রচার করবে। বস্তুতঃ তার অর্থ হল, ক্যাডেটদের খুশী করার জন্য এবং তাদের কাছে আমাদের সুনাম বাড়াবার জন্য আমাদের ন্যূনতম কর্মসূচী পরিত্যাগ করা।

এটি হল তৃতীয় ঘটনা।

কিন্তু প্লেখানভ যা একরকম ভয়ে ভয়ে বলেছেন তা তৃতীয় এক মেনশেভিক নেতা ভ্যাসিলিয়েভ বেশ সাহসের সঙ্গেই বলেছেন। সেটি শুনুন:

'প্রথমতঃ সমগ্র সমাজ, সকল নাগরিক…একটি নিয়মতান্ত্রিক সরকার গঠন করুক। যেহেতু এটি জনগণের সরকার, সেহেতু জনসাধারণ তাদের শ্রেণী ও স্বার্থ অনুযায়ী যেভাবে দলবদ্ধ হয়েছে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে… সকল সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হতে পারে। তখন শ্রেণী ও দলগুলির সংগ্রাম শুধু সঙ্গত হবে তা নয়, প্রয়োজনীয়ও হবে।…কিন্তু এখন, বর্তমান মুহূর্তে এটি হবে অপরাধস্বরূপ এবং আত্মহত্যার সামিল।…' তাই বিভিন্ন শ্রেণী ও দলগুলির পক্ষে প্রয়োজন 'কর্মসূচীর মধ্যে যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা সবই কিছুদিনের জন্য বাতিল করা এবং একটি নিয়মতান্ত্রিক পার্টিতে মিশে যাওয়া।…' 'আমার প্রস্তাব হল: অভিন্ন কর্মসূচী থাকবে, যার ভিত্তি হবে এমন একটি

সার্বভৌম সমাজের প্রাথমিক বুনিয়াদ গড়ে তোলা, একমাত্র যে সমাজই পারে অনুরূপ একটি ডুমা প্রতিষ্ঠা করতে।...' 'এইরূপ কর্মসূচীর মর্মবস্তু হচ্ছে... জনগণের প্রতিনিধিদের কাছে দায়ী একটি মন্ত্রিসভা...বাক্ ও প্রকাশনার স্বাধীনতা...' ইত্যাদি (১৯০৬ সালের ১৭ই ডিসেম্বরের তোভারিশ দেখুন)। লোকায়ত গণপরিষদ এবং আমাদের অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচী, ভ্যাসিলিয়েভের মতে এসব অবশ্যই 'বর্জন' করতে হবে।...

এটি হল চতুর্থ ঘটনা।

একথা সত্য যে, চতুর্থ মেনশেভিক নেতা মার্তভ মেনশেভিক ভ্যাসিলিয়েভের সঙ্গে দ্বিমত প্রকাশ করেছেন এবং উপরিউক্ত প্রবন্ধ লেখার জন্য তাঁকে ক্রুদ্ধ ভর্ৎসনা করেছেন (অৎক্লিকি[৬], সংখ্যা ২ দেখুন)। কিন্তু প্লেখানভ ভ্যাসিলিয়েভের উচ্চ প্রশংসা করেছেন, প্লেখানভের মতে তিনি 'সুইজারল্যাণ্ডের শ্রমিকদের একজন অক্লান্ত ও জনপ্রিয় সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক সংগঠক' এবং তিনি 'রাশিয়ার শ্রমিকদের স্বার্থে অনেক কাজ করতে পারবেন' (মির বঝি[৭], জুন, ১৯০৬ দেখুন)। এই দুই মেনশেভিকদের মধ্যে কাকে বিশ্বাস করব?—প্লেখানভকে না মার্তভকে? তাছাড়া মার্তভ কি নিজেই সম্প্রতি লেখেননি: 'বুর্জোয়া ও শ্রমিকের মধ্যে দ্বন্দ্ব স্বৈরতন্ত্রের অবস্থানকে শক্তিশালী করে এবং তার ফলে জনগণের মুক্তি-প্রচেষ্টার সাফল্য বাধাপ্রাপ্ত হয়'? (এলমার, 'জনগণ ও রাষ্ট্রীয় ডুমা', পৃঃ ২০ দেখুন)। কে না জানে যে, লিবারেলপন্থীদের যে 'প্রস্তাব' ভ্যাসিলিয়েভ তুলে ধরেছেন তার প্রকৃত ভিত্তি হল এই অ-মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গি?

তাহলে আপনারা দেখছেন, মেনশেভিকরা লিবারেল বুর্জোয়াদের 'বিপ্লবীপনায়' এতই জাদুমুগ্ধ, তাদের 'বিপ্লবীপনার' উপর এত আশা রাখছে যে তাদের খুশী করার জন্য মেনশেভিকরা এমনকি সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক কর্মসূচীকে বিস্মৃতির অতলে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত।

কার্ল কাউটস্কি আমাদের লিবারেল বুর্জোয়াদের কিভাবে দেখেন? কাকে তিনি শ্রমিকশ্রেণীর যথার্থ মিত্ররূপে গণ্য করেন? এই প্রশ্নে তাঁর বক্তব্য কি?

'বুর্জোয়া বিপ্লবগুলির সময় যেরূপ ছিল, বর্তমান সময়ে অর্থাৎ বর্তমান রুশ বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণী আর সেরূপ বুর্জোয়াশ্রেণীর লেজুড় এবং হাতিয়ার নয়, বরং তারা স্বাধীন বিপ্লবী লক্ষ্য সহ একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী। যেখানে শ্রমিকশ্রেণী

এইভাবে এগিয়ে আসছে সেখানে **বুর্জোয়া শ্রেণী আর বিপ্লবী শ্রেণী থাকছে না।** রুশ বুর্জোয়ারা যদি বা লিবারেলপন্থী হয় এবং একটি স্বাধীন শ্রেণী-নীতি অনুসরণ করে, তবে তার পরিসরের মধ্যে নিঃসন্দেহে তারা স্বৈরতন্ত্রকে ঘৃণা করে, কিন্তু তারা আরও বেশি ঘৃণা করে বিপ্লবকে।… এবং তারা যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা চায়, তা চায় প্রধানতঃ এই কারণে যে তারা বিপ্লবকে ধ্বংস করার সেটাই একমাত্র উপায় বলে মনে করে। সুতরাং **বুর্জোয়াশ্রেণী বর্তমান দিনে রাশিয়ায় বিপ্লবী আন্দোলনের চালিকা-শক্তি নয়।**… বিপ্লবী সংগ্রামের সমগ্র যুগে **একমাত্র শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের** স্বার্থের মধ্যেই দৃঢ় ঐক্য রয়েছে। এবং এটিই রাশিয়ার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির সমগ্র বিপ্লবী রণকৌশলের ভিত্তি হিসাবে কাজ করবে।… কৃষকদের বাদ দিয়ে আমরা বর্তমানে রাশিয়ায় জয়লাভ করতে পারি না' (পঞ্চম অধ্যায় দেখুন)।

এই হল কাউটস্কির বক্তব্য।

আমরা মনে করি, এর উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

আমাদের মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে তৃতীয় প্রশ্ন হল: আমাদের বিপ্লবের সাফল্যের শ্রেণীগত মর্মবস্তু কি হবে, বা অন্যভাবে বলতে গেলে, কোন্ কোন্ শ্রেণী আমাদের বিপ্লবে বিজয়লাভ করবে, কোন্ কোন্ শ্রেণী অবশ্যই ক্ষমতা দখল করবে?

বলশেভিকরা জোর দিয়ে বলতে চায়, যেহেতু শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষকসমাজ বর্তমান বিপ্লবের প্রধান শক্তি, এবং যেহেতু তারা পরস্পরকে সমর্থন না করলে তাদের পক্ষে জয়লাভ অসম্ভব, সেহেতু তারাই ক্ষমতা দখল করবে এবং সেই কারণে বিপ্লবে জয়লাভের অর্থ হবে **শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের একনায়কত্ব** প্রতিষ্ঠা (লেনিনের **দুই কৌশল** এবং **ক্যাডেটদের জয়লাভ** দেখুন)।

অপরপক্ষে, মেনশেভিকরা শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের একনায়কত্বকে বাতিল করে, তারা বিশ্বাস করে না যে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজ ক্ষমতা-লাভ করবে। তাদের মতে একটি ক্যাডেট ডুমার হাতে অবশ্যই ক্ষমতা আসবে। অতএব তারা অসাধারণ আগ্রহে ক্যাডেটদের দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা গঠনের শ্লোগানকে সমর্থন করে। এইভাবে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের একনায়কত্বের পরিবর্তে মেনশেভিকরা আমাদের উপহার দেয় ক্যাডেটদের

একনায়কত্ব (মার্তিনভের **তুই একনায়কত্ব** এবং **গোলোস ক্রুদা**, **নাশে দেলো** এবং অন্যান্য সংবাদপত্র দেখুন)।

এই প্রশ্নে কার্ল কাউটস্কির মতামত কি ?

এই বিষয়ে কাউটস্কি সোজাসুজি বলেছেন যে, 'রুশদেশের সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির বিপ্লবী সামর্থ্য এবং তার বিজয়ের সম্ভাবনা নির্ভর করে শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের যৌথ স্বার্থের উপর' (পঞ্চম অধ্যায় দেখুন)। অর্থাৎ বিপ্লব জয়লাভ করবে শুধু যদি শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজ সম্মিলিত বিজয়লাভের জন্য পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করে—ক্যাডেটদের একনায়কত্ব বিপ্লব বিরোধী।

আমাদের মতপার্থক্যের চতুর্থ বিষয় হল: বিপ্লবের ঝটিকাসংকুল সময়ে একটি তথাকথিত অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার অবশ্যই স্বভাবতঃ উদ্ভূত হবে। সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির পক্ষে সেই বিপ্লবী সরকারে যোগদান কি অনুমোদন যোগ্য ?

বলশেভিকরা বলে যে, এরূপ অস্থায়ী সরকারে যোগদান শুধু যে নীতিগত দিক থেকেই অনুমোদনীয় তাই নয়, সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি যাতে অস্থায়ী সরকারের মধ্যে শ্রমিকশ্রেণী ও বিপ্লবের স্বার্থ কার্যকরীভাবে রক্ষা করতে পারে সেজন্য ব্যবহারিক কারণে তা প্রয়োজনও বটে। যদি বাস্তব লড়াইয়ে শ্রমিকশ্রেণী কৃষকদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে পুরাতন ব্যবস্থাকে উৎখাত করে এবং যদি শ্রমিকশ্রেণী তাদের সঙ্গে একযোগে রক্তাপ্লুত হয় তাহলে আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের দিকে বিপ্লবকে পরিচালনা করার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে কৃষকদের সঙ্গে নিয়ে অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারে যোগদান করাই স্বভাবিক (লেনিনের **তুই কৌশল** দেখুন)।

মেনশেভিকরা কিন্তু অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারে যোগদানের চিন্তাকে বাতিল করে দেয়। তারা বলে, সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির পক্ষে এ কাজ অনুমোদনযোগ্য নয়, একজন সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটের পক্ষে এটি অনুপযুক্ত কাজ, শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে এটি হবে মারাত্মক (মার্তিনভের **তুই একনায়কত্ব** দেখুন)।

এই বিষয়ে কার্ল কাউটস্কি কি বলেন ?

'এটি খুবই সম্ভব যে, বিপ্লব আরও এগিয়ে গেলে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টি জয়লাভ করবে। ' কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, 'যে বিপ্লবের মধ্য

দিয়ে রাশিয়া অতিক্রম করছে সে বিপ্লব যদিও **সাময়িকভাবে রাষ্ট্রের হাল ধরার দায়িত্ব সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির উপর দেয়,** তাহলেও তা সেই মুহূর্তেই রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির প্রবর্তন করবে' (পঞ্চম অধ্যায় দেখুন)।

তাহলে দেখা যাচ্ছে কাউটস্কির মতে, অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারে যোগদানই শুধু অনুমোদনযোগ্য নয়, এমনকি এটিও ঘটতে পারে যে 'সাময়িকভাবে রাষ্ট্রের হাল' পুরোপুরি এবং একমাত্র সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির হাতেই আসবে।

আমাদের মতপার্থক্যের প্রধান প্রশ্নগুলি সম্পর্কে এই হল কাউটস্কির অভিমত।

দেখা যাচ্ছে, কাউটস্কি সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির একজন বিশিষ্ট তাত্ত্বিক এবং বলশেভিকরা তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

এমনকি মেনশেভিকরাও এটি অস্বীকার করে না, অবশ্য সামান্য কয়েকজন 'সরকারী' মেনশেভিক বাদে, যারা সম্ভবতঃ কাউটস্কির পুস্তিকায় চোখ বোলায়নি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মার্তভ স্পষ্টভাবেই বলেছেন, 'তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কাউটস্কি কমরেড লেনিন ও তাঁর সমমনা যে সব বন্ধুরা শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের কথা ঘোষণা করেছেন, তাঁদের সঙ্গে একমত' (অৎক্লিকি, সংখ্যা ২, পৃঃ ১৯ দেখুন)।

এবং তার অর্থ হল, মেনশেভিকরা কার্ল কাউটস্কির সঙ্গে একমত নন। বরং বলা যায় কাউটস্কিই মেনশেভিকদের সঙ্গে একমত নন।

তাহলে মেনশেভিকদের মত কে সমর্থন করে এবং কার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত মেনশেভিকরা একমত হল?

ইতিহাস এ সম্পর্কে আমাদের কি বলেছে তা এখানে উল্লেখ করছি। ২৭শে ডিসেম্বর (১৯০৬) সালিয়ানই গোরোদকে (সেণ্ট পিটার্সবুর্গে) একটি বিতর্কের অনুষ্ঠান হয়। বিতর্কে অংশগ্রহণ করে ক্যাডেট নেতা পি. স্ত্রুভ বলেন: 'আপনারা সকলেই ক্যাডেট হবেন।··· ইতিমধ্যেই মেনশেভিকদের আধা-ক্যাডেট বলে ডাকা হচ্ছে। অনেক লোকই প্লেখানভকে ক্যাডেট বলে মনে করে এবং বাস্তবিকপক্ষে প্লেখানভ বর্তমানে যা বলছেন তার অনেকটাই ক্যাডেটরা স্বাগত জানাতে পারে; যদিও দুঃখের ব্যাপার যে, যখন ক্যাডেটরা একাকী দাঁড়িয়েছিল তখন তিনি এসব কথা বলেননি' (১৯০৬, ২৮শে ডিসেম্বরের তোভারিশ দেখুন)।

সুতরাং আপনারা দেখছেন মেনশেভিকদের সঙ্গে কারা একমত হচ্ছেন।

যদি মেনশেভিকরা তাদের সঙ্গে একমত হয়ে লিবারেলপন্থী পথ গ্রহণ করে তাহলে সেটা কি বিস্ময়জনক হবে?…

ফেব্রুয়ারি, ১০, ১৯০৭

কাউটস্কির পুস্তিকা থেকে পুনর্মুদ্রিত

স্বাক্ষর: কোবা

সেণ্ট পিটার্সবুর্গে নির্বাচনী সংগ্রাম এবং মেনশেভিকরা

সেট পিটার্সবুর্গে নির্বাচনী সংগ্রাম যত তীব্র হয়েছিল তেমনি আর কোথাও হয়নি। সেট পিটার্সবুর্গে পার্টিগুলির পরস্পরের মধ্যে যেমন লড়াই হয়েছিল, তেমন আব কোথাও হয়নি। সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট, নারদ্নিক, ক্যাডেট, ব্ল্যাক হাণ্ড্রেড, সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক আন্দোলনের বলশেভিক ও মেনশেভিক, ত্রুদোভিক[১], নাবদ্নিকদেব মধ্যে সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও পপুলার সোশ্যালিষ্টবা, ক্যাডেট পার্টির ভেতবকার বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী ক্যাডেটবা—সকলেই প্রচণ্ড সংগ্রাম চালায়।···

অপবপক্ষে বিভিন্ন পার্টিব চেহাবা সেট পিটার্সবুর্গে যেমন স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তেমন আর কোথাও হয়নি। এছাডা অন্য কিছু হতেও পারত না। এটি একটি বাস্তব সংগ্রাম—এবং পার্টিগুলির চরিত্র একমাত্র সংগ্রামের মধ্যেই সঠিক-ভাবে বুঝতে পারা যায়। এটি ঠিক যে, সংগ্রাম যত তীব্রভাবে চালান হয়, ততই সংশ্লিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বীদের চেহারা আরও স্পষ্ট হতে বাধ্য।

এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে নির্বাচনী সংগ্রামেব সময় বলশেভিক ও মেনশেভিকদের আচরণ খুবই শিক্ষাপ্রদ।

সম্ভবতঃ আপনাদের মনে আছে, মেনশেভিকরা কি বলেছিল। এমনকি নির্বাচনেব আগে তারা বলেছিল যে, একটি গণপবিষদ এবং একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হল এক অনাবশ্যক বোঝা, প্রথমে যা প্রয়োজন তা হল, একটি ডুমা ও ক্যাডেট মন্ত্রিসভা, অতএব যা প্রয়োজন তা হল ক্যাডেটদের সঙ্গে একটি নির্বাচনী চুক্তিতে আসা। তাবা বলেছিল, সে চুক্তি যদি না করা যায় তাহলে ব্ল্যাক হাণ্ড্রেডরা জয়লাভ করবে। মেনশেভিক নেতা **চেরেভানিন** নির্বাচনের প্রক্কালে যা লিখেছিলেন, তা হল :

'কিছু লোক যেমন প্রস্তাব করছেন, সেই মতো শ্রমিকশ্রেণী যদি একটি সার্বভৌম লোকায়ত গণপরিষদের দাবিতে সরকার ও বুর্জোয়াশ্রেণী উভয়েরই বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়, তাহলে সেটা হবে এক উদ্ভট ও উন্মত্ত ব্যাপার' (**নাশে দেলো**, সংখ্যা ১ দেখুন)।

অপর এক মেনশেভিক নেতা প্লেখানভও চেরেভানিনকে সমর্থন করে লোকায়ত গণপরিষদকে বাতিল করলেন এবং তার পরিবর্তে একটি 'সার্বভৌম ডুমার' প্রস্তাব রাখলেন, যেটি হবে ক্যাডেট ও সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের 'অভিন্ন কর্মসূচী' (২৪শে নভেম্বর, ১৯০৬ সালের তোভারিশ দেখুন)।

এবং সুপরিচিত মেনশেভিক ভ্যাসিলিয়েভ আরও খোলাখুলিভাবে বললেন যে, 'বর্তমান সময়ে' শ্রেণী-সংগ্রাম 'আত্মহত্যার সামিল ও অপরাধস্বরূপ হবে…বিভিন্ন শ্রেণী ও দলকে কিছুদিনের জন্য "কর্মসূচীর যা কিছু শ্রেষ্ঠ" তার সবকিছুকেই অবশ্যই বর্জন করতে হবে এবং একটি নিয়মতান্ত্রিক পার্টিতে মিশে যেতে হবে…' (১৭ই ডিসেম্বর, ১৯০৬ সালের তোভারিশ দেখুন)।

মেনশেভিকরা এই কথাই বলেছিল।

গোড়া থেকেই মেনশেভিকদের এই ভূমিকাকে বলশেভিকরা নিন্দা করেছিল। তারা বলেছিল যে সোশ্যালিষ্টদের পক্ষে ক্যাডেটদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়া অনুচিত; নির্বাচনী সংগ্রামে সোশ্যালিষ্টদের স্বাধীনভাবে এগিয়ে আসতে হবে। নির্বাচনের প্রথম স্তরে কেবল বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে চুক্তি অনুমোদন-যোগ্য, এবং তারপরে শুধু সেই পার্টিগুলির সঙ্গেই চুক্তি অনুমোদন করা যাবে যাদের বর্তমান সময়ে শ্লোগান হল: লোকায়ত গণপরিষদ, সকলের জমি বাজেয়াপ্ত করা, আট ঘণ্টা কাজের দিন ইত্যাদি। কিন্তু ক্যাডেটরা এ সবই অগ্রাহ্য করে। কিছু সরল মানুষকে সন্ত্রস্ত করার জন্য লিবারেলরা 'ব্ল্যাক হাণ্ড্রেডের বিপদ' উদ্ভাবন করেছিল। ব্ল্যাক হাণ্ড্রেডরা ডুমা 'দখল' করতে পারে না। যখন মেনশেভিকরা 'ব্ল্যাক হাণ্ড্রেড বিপদের' কথা বলে, তখন তারা শুধু লিবারেলপন্থীদের কথাগুলিই পুনরাবৃত্তি করে। কিন্তু একটি 'ক্যাডেট বিপদও' রয়েছে, এবং সেটি হল একটি সত্যকার বিপদ। সকল বিপ্লবী শক্তিকে আমাদের চারিপাশে সমবেত করা এবং যে ক্যাডেটরা বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে মৈত্রী করছে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করাই হল আমাদের কর্তব্য। আমাদের একই সঙ্গে দুটি ফ্রণ্টে লড়তে হবে: প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে এবং লিবারেল বুর্জোয়া ও তাদের প্রবক্তাদের বিরুদ্ধে।

বলশেভিকরা এই কথাগুলিই বলেছিল।

সেণ্ট পিটার্সবুর্গ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক সম্মেলনের[10] উদ্বোধনের দিন এগিয়ে এল। এখানে, এই সম্মেলনে শ্রমিকশ্রেণীর সামনে দুই ধরনের রণকৌশল হাজির করার কথা ছিল; একটি হল ক্যাডেটদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হবার রণ-

-কৌশল এবং অপরটি হল ক্যাডেটদের বিরুদ্ধে লড়াই করার রণকৌশল।... এই সম্মেলনে বলশেভিক ও মেনশেভিকরা এতদিন পর্যন্ত যা বলেছে শ্রমিক-শ্রেণীকে তার প্রত্যেকটির মূল্যায়ন করতে হত। কিন্তু মেনশেভিকরা আগেই বুঝেছিল যে তাদের জন্য পরাজয় অপেক্ষা করছে। তাদের আশঙ্কা ছিল যে, সম্মেলন তাদের রণকৌশলকে নিন্দা করবে এবং সেই কারণে তারা সম্মেলন পরিত্যাগ ও সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করার সিদ্ধান্ত করে। ক্যাডেটদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার জন্য মেনশেভিকরা বিভেদ শুরু করল। ক্যাডেটদের সঙ্গে দরকষাকষি করে তারা 'নিজেদের লোককে' ডুমাতে পাঠাতে চেয়েছিল।

বলশেভিকরা এই মেরুদণ্ডহীন আচরণকে তীব্রভাবে নিন্দা করে। সংখ্যা-তথ্যের সাহায্যে প্রমাণ করে যে 'ব্ল্যাক হাণ্ড্রেড বিপদ' বলে কিছু ছিল না। তারা নির্মমভাবে সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও ক্রুদোভিকদের সমালোচনা করে এবং ক্যাডেট ও প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর চারিপাশে সমবেত হওয়ার জন্য তাদের প্রতি প্রকাশ্যে আহ্বান জানায়।

যখন বলশেভিকরা বিপ্লবী শক্তিগুলিকে শ্রমিকশ্রেণীর চারিদিকে ঐক্যবদ্ধ করছিল, যখন তারা বিচ্যুতির শিকার না হয়ে, শ্রমিকশ্রেণীর আপোষহীন রণকৌশল অনুসরণ করছিল, তখন মেনশেভিকরা শ্রমিকদের অগোচরে ক্যাডেটদের সঙ্গে আপোষ আলোচনায় লিপ্ত ছিল।

ইতিমধ্যে ক্যাডেটরা ক্রমশঃ দক্ষিণে ঝুঁকতে থাকে। স্তলিপিন ক্যাডেট নেতা মিলিউকভকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতে 'আপোষ আলোচনার জন্য' আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ক্যাডেটরা 'পার্টির পক্ষ থেকে' প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে আপোষ আলোচনার জন্য সর্বসম্মতভাবে মিলিউকভকে নির্দেশ দেয়। বস্তুতঃ ক্যাডেটরা বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে চুক্তি করতে চেয়েছিল। একই সময় আর একজন ক্যাডেট নেতা স্ত্রুভে প্রকাশ্যে বললেন যে 'একটি সংবিধান লাভের উদ্দেশ্যে ক্যাডেটরা রাজার সঙ্গে চুক্তি করতে চায়' (১৮ই জানুয়ারি, ১৯০৭ সালের রেশ[১১] দেখুন)। এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ক্যাডেটরা প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে যাচ্ছে।

তা সত্ত্বেও মেনশেভিকরা ক্যাডেটদের সঙ্গে আপোষ আলোচনায় প্রবৃত্ত হল, তারা তখনও ক্যাডেটদের সঙ্গে মৈত্রী করতে চাইল। হতভাগ্যের দল! তাদের ধারণা ছিল না যে, ক্যাডেটদের সঙ্গে মৈত্রী করে তারা প্রতিক্রিয়ার সঙ্গেই মৈত্রীতে আবদ্ধ হতে চলেছে!

ইতিমধ্যে সরকারের অনুমতি পেয়ে আলোচনা-সভাগুলি শুরু হল। এই সব সভায় এটা সুনিশ্চিতভাবে স্পষ্ট হল যে, 'ব্ল্যাক হাণ্ড্রেডের বিপদ' একটি নিছক কল্পনা ও লড়াইটা হচ্ছে প্রধানতঃ ক্যাডেট ও সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের মধ্যে এবং যারাই ক্যাডেটদের সঙ্গে চুক্তি করেছিল তারাই সোশ্যালিষ্ট ডিমোক্র্যাসির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। মেনশেভিকদের আর সভাগুলিতে দেখতে পাওয়া গেল না; তারা দু-তিনবার ক্যাডেটদের পক্ষ সমর্থন করার চেষ্টা করল এবং তাতে নিজেরাই নিজেদের নিছক কলঙ্কিত করল এবং দূরে সরে গেল। ক্যাডেটদের অনুচর মেনশেভিকরা ইতিপূর্বেই দুর্নামের অধিকারী হয়েছে। আলোচনার ক্ষেত্রে শুধু বলশেভিক ও ক্যাডেটরা রইল। সভাগুলির সমগ্র আলোচনার বিষয় হল তাদের উভয়ের মধ্যে সংগ্রাম। সোশ্যালিষ্ট রিভলিউ-শনারি এবং ক্রদোভিকরা ক্যাডেটদের সঙ্গে আলোচনা করতে অস্বীকার করল। পপুলার সোশ্যালিষ্টদের অবস্থা হল দোদুল্যমান। নির্বাচনী সংগ্রামের নেতা হল বলশেভিকরা।

এই সময় মেনশেভিকরা কোথায় ছিল ?

ডুমায় তিনটি আসনের জন্য তারা ক্যাডেটদের সঙ্গে আপোষ আলোচনা করছিল। এটি অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, কিন্তু এটিই হল ঘটনা এবং আমাদের কর্তব্য যা সত্য তা প্রকাশ্যে বলা।

বলশেভিকরা ঘোষণা করল : ক্যাডেটদের অধিনায়কত্ব ধ্বংস হোক !

মেনশেভিকরা কিন্তু **এই শ্লোগান বাতিল করল** এবং তারা ক্যাডেটদের অধিনায়কত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করল ও তাদের পেছন পেছন চলল।

ইতিমধ্যে শ্রমিকদের আইন পরিষদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। দেখা গেল যে **মেনশেভিক জেলাগুলির প্রায় সর্বত্র শ্রমিকরা তাদের ভোটদাতাদের প্রতিনিধিরূপে সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের নির্বাচিত করেছে।** শ্রমিকরা বলল,—'যারা ক্যাডেটদের সঙ্গে আপোষ করে আমরা তাদের ভোট দিতে পারি না; যাই হোক না কেন, তাদের চেয়ে সোশ্যালিষ্ট রিভলিউ-শনারিরাও ভাল',—শ্রমিকরা বলল, সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা লিবারেলপন্থী এবং তারা সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের সঙ্গে, বুর্জোয়া ডিমোক্র্যাটদের সঙ্গে যাওয়া বেশি পছন্দ করল ! মেনশেভিকদের সুবিধাবাদ এই পথেই নিয়ে গেল !

বলশেভিকরা তাদের আপোষহীন রণকৌশল অনুসরণ করল এবং সকল

বিপ্লবীশক্তিকে শ্রমিকশ্রেণীর চারিপাশে সমবেত হতে আহ্বান জানাল। বলশেভিকদের শ্লোগান: ক্যাডেটদের অধিনায়কত্ব ধ্বংস হোক—এর সঙ্গে সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি এবং ক্রদোভিকরা প্রকাশ্যে নিজেদের যুক্ত করল। পপুলার সোশ্যালিষ্টরা ক্যাডেটদের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক ছিন্ন করল। প্রত্যেকের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে একদিকে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট ও অপরদিকে সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি এবং ক্রদোভিকদের মধ্যেকার চুক্তি কোনক্রমেই ভোট এমনভাবে ভাগ করবে না যাতে ব্ল্যাক হাণ্ড্রেডরা জিতে যায়। হয় ক্যাডেটরা জিতবে, না হয় চরম বামপন্থীরা জিতবে—'ব্ল্যাক হাণ্ড্রেড বিপদ' ছিল অবাস্তব কল্পনা।

ক্যাডেটরা মেনশেভিকদের সঙ্গে আপোষ আলোচনা ভেঙ্গে দিল। স্বভাবতঃই একটি চুক্তিতে পৌছানো গেল না। যাই হোক, সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি, ক্রদোভিক এবং পপুলার সোশ্যালিষ্টদের সঙ্গে বলশেভিকরা একটি চুক্তি করল, ক্যাডেটদের কোণঠাসা করল, এবং প্রতিক্রিয়া ও ক্যাডেটদের বিরুদ্ধে একটি সার্বিক আক্রমণাত্মক অভিযান চালাল। সেণ্ট পিটার্সবুর্গে তিনটি নির্বাচনী তালিকা প্রকাশিত হল: ব্ল্যাক হাণ্ড্রেড, ক্যাডেট এবং চরম বামপন্থীদের। এইভাবে বলশেভিকরা যে তিনটি তালিকা হবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল মেনশেভিকদের মুখে ছাই দিয়ে তা সত্য হল।

শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা পরিত্যক্ত, ক্যাডেটদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত, সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও ক্যাডেটদের কাছে হাস্যাস্পদ এবং ইতিহাসের দ্বারা কালিমালিপ্ত হয়ে মেনশেভিকরা তাদের অস্ত্র নামিয়ে রাখল এবং ক্যাডেটদের বিরুদ্ধে চরম বামপন্থীদের তালিকাকে ভোট দিল। মেনশেভিকদের ভাইবোর্গ জেলা কমিটি প্রকাশ্যে বলল যে মেনশেভিকরা ক্যাডেটদের বিরুদ্ধে চরম বামপন্থীদের ভোট দেবে এবং তার অর্থ হল যে মেনশেভিকরা 'ব্ল্যাক হাণ্ড্রেড বিপদের' অস্তিত্ব অস্বীকার করল, ক্যাডেটদের সঙ্গে চুক্তিকে অগ্রাহ্য করল এবং ক্যাডেটদের অধিনায়কত্ব ধ্বংস হোক—বলশেভিকদের এই শ্লোগান সমর্থন করল।

এর আরও অর্থ হল যে, মেনশেভিকরা নিজেদেরই কৌশল বাতিল করল এবং বলশেভিক কৌশলকে স্বীকৃতি জানাল।

এবং সবশেষে এর অর্থ হল, মেনশেভিকরা ক্যাডেটদের পশ্চাদ্ধাবন করা বন্ধ করে দিয়ে এবার থেকে বলশেভিকদের পেছনে চলা শুরু করল।

শেষ পর্যন্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল এবং দেখা গেল যে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে ব্ল্যাক হাণ্ড্রেডের একজনও নির্বাচিত হল না।

এইভাবে বলশেভিক রণকৌশল যে নির্ভুল তা সেণ্ট পিটার্সবুর্গে প্রমাণিত হল।

এইভাবে মেনশেভিকরা পরাজয় বরণ করল।

চ্ভেনি ৎখোভ্রেবা

(আমাদের জীবন)[১২], সংখ্যা ১

১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯০৭

স্বাক্ষরবিহীন

ক্যাডেটদের স্বৈরতন্ত্র, না জনগণের সার্বভৌম অধিকার?

বিপ্লবের সময় কে ক্ষমতা দখল করবে? কোন্ কোন্ শ্রেণী সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের হাল ধরবে? বলশেভিকরা তখন উত্তরে বলেছিল—জনগণ, শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজ; এখনও বলশেভিকরা এই উত্তরই দেয়। তাদের মতে বিপ্লব জয়যুক্ত হবার অর্থ হল আট ঘণ্টা শ্রমদিবস, জমিদারের সকল জমির বাজেয়াপ্তি এবং একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা—এগুলি কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের একনায়কত্ব (সার্বভৌম অধিকার) প্রতিষ্ঠা করা। মেনশেভিকরা জনগণের সার্বভৌম অধিকারকে অগ্রাহ্য করে এবং কিছুদিন আগে পর্যন্ত কে ক্ষমতা দখল করবে এই প্রশ্নের কোন সোজা উত্তর দেয়নি। কিন্তু এখন তারা স্পষ্টই ক্যাডেটদের দিকে মুখ ফিরিয়েছে; তারা আরও সাহসের সঙ্গে বলছে যে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজ নয়, ক্যাডেটরাই ক্ষমতা দখল করবে। তাদের কথাগুলি শুনুন:

'শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষকসমাজের একনায়কত্ব হল…একটি হেঁয়ালী' (একটি বেখাপ্পা ব্যাপার)…এটি হল 'সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি মতবাদের প্রতি ঝোঁক' (মেনশেভিক পত্রিকা **না ওচেরেদি**[১৩], সংখ্যা ৪, পৃঃ ৪-৫, **পোত্রেসভের** প্রবন্ধ দেখুন)।

সত্য বটে, বিশিষ্ট মার্কসবাদী কার্ল কাউটস্কি পরিষ্কারভাবেই বলেছেন, শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব অবশ্যই প্রয়োজন; কিন্তু পোত্রেসভকে প্রতিবাদ করার কার্ল কাউটস্কি কে? প্রত্যেকেই তো জানেন যে পোত্রেসভ একজন সত্যকার মার্কসবাদী এবং কাউটস্কি তা নন!

আর একজন মেনশেভিক আরও বললেন:

'একটি দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভার শ্লোগান ক্ষমতা দখলের শ্লোগানে পরিণত হবে, সে সংগ্রাম হবে আমলাতন্ত্রের হাত থেকে জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সংগ্রাম' (ঐ, **কলৎসভের** প্রবন্ধ, পৃঃ ৩ দেখুন)।

দেখা যাচ্ছে, কলৎসভের মতে দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভার শ্লোগান অবশ্যই জনগণের সংগ্রামের শ্লোগান হবে, অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজ অন্য কোনও শ্লোগান নয়, কেবল ঐ শ্লোগানের তলাতেই দাঁড়িয়ে লড়াই করবে এবং

অবশ্যই রক্তদান করবে একটি ক্যাডেট মন্ত্রিসভার জন্য—গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের জন্য নয়।

তাহলে একেই মেনশেভিকরা বলছে জনগণের দ্বারা ক্ষমতা দখল।

ব্যাপারটা ভেবে দেখুন! দেখা যাচ্ছে, শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের একনায়কত্ব ক্ষতিকারক, কিন্তু ক্যাডেটদের একনায়কত্ব মঙ্গলজনক! একথা বলার অর্থ দাঁড়ায়: আমরা জনগণের সার্বভৌম অধিকার চাই না, আমরা ক্যাডেটদের স্বৈরতন্ত্র চাই!

হ্যাঁ ঠিকই! জনগণের শত্রু ক্যাডেটরা যে বিনা কারণে মেনশেভিকদের প্রশংসা করছে তা নয়!…

দ্রো (সময়)১৪, সংখ্যা ২
১৩ই মার্চ, ১৯০৭
স্বাক্ষরবিহীন

শ্রমিকশ্রেণী লড়াই করছে, বুর্জোয়াশ্রেণী সরকারের সঙ্গে জোট বাঁধছে

'১৭৮৯ সালে ফরাসী বুর্জোয়ারা যেমন ছিল প্রাশিয়ার বুর্জোয়ারা তেমন ছিল না…এরা এমন এক সামাজিক স্তরে অধঃপতিত হয়েছিল যে…এরা জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা এবং পুরাতন সমাজের রাজপ্রতিনিধির সঙ্গে আপোষের দিকে ঝুঁকেছিল।'

প্রাশিয়ার লিবারেলদের সম্বন্ধে কার্ল মার্কস এই কথা লিখেছিলেন।

এবং নিশ্চিতভাবেই বিপ্লব বাস্তবে শুরু হবার আগেই জার্মান লিবারেল-পন্থীরা 'সর্বোচ্চ ক্ষমতার' সঙ্গে বোঝাপড়া শুরু করে। শীঘ্রই তারা এই বোঝাপড়া সেরে নিল এবং তারপর সরকারের সঙ্গে যুক্তভাবে শ্রমিক ও কৃষকদের উপর আক্রমণ করল। কত তীক্ষ্ণভাবে এবং সঠিকভাবে কার্ল মার্কস লিবারেলপন্থীদের দু'মুখো আচরণের মুখোস খুলে দেন তা সুবিদিত:

'নিজের প্রতি আস্থাহীন, জনগণের প্রতি আস্থাহীন, যারা উপরতলার তাদের প্রতি বিরক্ত, যারা নীচের তলার তাদের সামনে কম্পমান, উভয়পক্ষের কাছেই আত্মম্ভরী এবং নিজের আত্মম্ভরিতা সম্পর্কে সচেতন, রক্ষণশীলদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিপ্লবী এবং বিপ্লবীদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে রক্ষণশীল, নিজের নীতির প্রতি অবিশ্বাসী, বিশ্বঝটিকার আশংকায় সন্ত্রস্ত, বিশ্বঝটিকাকে নিজের স্বার্থে ব্যবহারে সচেষ্ট; সর্ব বিষয়ে নিরুদ্যম, প্রতি বিষয়ে তস্করবৃত্তি; মৌলিকতা নেই বলে নীচ, নীচতায় মৌলিক; নিজের আশা-আকাঙ্খা নিয়ে দরকষাকষি, উদ্যোগবিহীন, বিশ্ব ইতিহাসে নির্দিষ্ট কোন ভূমিকাবিহীন; যেন একটি কুৎসিত বৃদ্ধ,…চক্ষুবিহীন, কর্ণবিহীন, দন্তবিহীন, সর্ব ইন্দ্রিয়বিহীন—এই রকম ছিল প্রাশিয়ার বুর্জোয়াশ্রেণী, মার্চ বিপ্লবের পর যারা প্রাশিয়ার রাষ্ট্রের কর্ণধাররূপে নিজেদের দেখতে পেল' (**নিউ রেইনিশে জেইটুং**[১৫] দেখুন)।

অনুরূপ কিছু ব্যাপার রুশবিপ্লবের গতিপথে এখানেও ঘটছে।

ঘটনা এই যে, ১৭৮৯ সালের ফরাসী বুর্জোয়াদের সঙ্গে আমাদের বুর্জোয়াদের পার্থক্য রয়েছে। আমাদের লিবারেল বুর্জোয়ারা জার্মান বুর্জোয়াদের চেয়ে আরও তৎপর এবং স্পষ্ট বক্তা—যখন তারা ঘোষণা করে যে তারা শ্রমিক ও কৃষকদের

বিরুদ্ধে 'সর্বোচ্চ ক্ষমতার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হবে'। ক্যাডেট নামে পরিচিত লিবারেল বুর্জোয়া পার্টি অনেকদিন আগেই জনসাধারণের অগোচরে গুলিপিনের সঙ্গে গোপন আপোষ আলোচনা শুরু করে। এই সব আপোষ আলোচনার উদ্দেশ্য কি ছিল? বস্তুতঃ, জনগণের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া 'যুদ্ধক্ষেত্রের সামরিক আদালতের' মন্ত্রীর সঙ্গে আর কি আলোচনার বিষয় থাকতে পারত? এই বিষয়ে ফরাসী এবং ইংরেজী সংবাদপত্রগুলি অল্পদিন আগেই লিখেছিল যে, বিপ্লব দমন করার উদ্দেশ্যে সরকার ও ক্যাডেটরা জোট বাঁধতে চলেছে। গোপন জোটের শর্তগুলি ছিল নিম্নরূপ: বিরোধিতামূলক দাবিগুলি ক্যাডেট-দের পরিত্যাগ করতে হবে এবং প্রতিদানে সরকার কয়েকজন ক্যাডেটকে মন্ত্রীপদে নিয়োগ করবে। এতে ক্যাডেটরা অসন্তুষ্ট হয়; এসব সত্য নয়—এই বলে প্রতিবাদ করে। কিন্তু এটি যে সত্য তা কার্যক্ষেত্রে প্রকাশ পেল, দেখা গেল যে ক্যাডেটরা **এরই মধ্যে** দক্ষিণপন্থীদের ও সরকারের সঙ্গে জোট বেঁধেছে।

ক্যাডেটরা সরকারের সঙ্গে জোটবদ্ধ—এছাড়া ডুমায় সাম্প্রতিক ভোট আর কী দেখায়? ঘটনাগুলি স্মরণ করুন: অনাহারক্লিষ্ট কৃষকদের সম্পর্কে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা একটি কমিশন গঠন করার প্রস্তাব আনে। তারা চেয়েছিল যে, ডেপুটি ও আমলারা ছাড়াও দুর্ভিক্ষগ্রস্তদের সাহায্য করার বিষয়টি জনগণ নিজেরাই গ্রহণ করুক এবং জনগণ নিজেরাই গুরকো ও লিডভালদের[১৬] 'বীরত্বপূর্ণ কাজগুলির' মুখোস খুলে দিক। এটা ভাল, এটা বাঞ্ছনীয়, কারণ এগুলি ডেপুটিদের সঙ্গে জনগণের সংযোগ নিবিড় করবে; এগুলি জনগণের চাপা অসন্তোষকে সচেতন রূপ দেবে। স্পষ্টতঃই যে ব্যক্তি জনগণের স্বার্থের পক্ষে সত্যই সচেষ্ট ছিল, সে-ই জনগণের পক্ষে মঙ্গলজনক কর্মপন্থা হিসাবে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির প্রস্তাবকে দ্বিধাহীনভাবে সমর্থন করত। কিন্তু ক্যাডেটরা কি করল? তারা কি সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের সমর্থন করল? না! অক্টোব্রিষ্ট[১৭] এবং ব্ল্যাক হাণ্ড্রেডদের সঙ্গে যোগসাজসে তারা সর্বসম্মতভাবে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের প্রস্তাবটি ভোটে হারিয়ে দিল। ক্যাডেট নেতা **হেসেন** সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের উত্তরে বলেছিলেন—যদি আপনাদের প্রস্তাব কার্যকরী হয়, তাহলে গণ-আন্দোলন মাথাচাড়া দেবে এবং সেই কারণে এই প্রস্তাব ক্ষতিকারক (**পারু**[১৮], সংখ্যা ২৪ দেখুন)। **গুলিপিন** ক্যাডেটদের যোগ্য স্বীকৃতি দিলেন এই বলে—ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আপনাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ

একমত, আপনারা ঠিকই বলেছেন (ঐ)। ফলে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা শুধু সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি, পপুলার সোশ্যালিষ্ট এবং অধিকাংশ ক্রুদোভিকের সমর্থন পেল।

এইভাবে ডুমা দুটি শিবিরে ভাগ হল: জনগণের আন্দোলনের শত্রুদের শিবির এবং জনগণের আন্দোলনের সমর্থকদের শিবির। প্রথম শিবিরে রইল ব্ল্যাক হাণ্ড্রেড, অক্টোব্রিষ্ট, স্তলিপিন, ক্যাডেট এবং অন্যান্যরা। দ্বিতীয় শিবিরে রইল সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট, সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি, পপুলার সোশ্যালিষ্ট, অধিকাংশ ক্রুদোভিক এবং অন্যান্যরা।

এটা কি দেখিয়ে দেয় না যে, ক্যাডেটরা **এরই মধ্যে** সরকারের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়েছে?

স্পষ্টতঃই বলশেভিকদের এই রণকৌশল, যা জনগণের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতক ক্যাডেটদের প্রতি অবিশ্বাস সৃষ্টি করে এবং তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান জানায়, তা ছিল সঠিক।

কিন্তু তাও সব নয়। ব্যাপারটি হল এই যে ফরাসী এবং ইংরেজী সংবাদ-পত্রগুলি পূর্বোক্ত যে গুজবগুলি ছড়িয়েছিল সেগুলি পুরোপুরি সমর্থিত হয়েছে। গত কয়েকদিন ধরে রাজধানীর সংবাদপত্রগুলি 'বিশ্বস্ত সূত্র' থেকে সংবাদ প্রকাশ করছে যে ক্যাডেটরা এর মধ্যেই সরকারের সঙ্গে দরকষাকষি করে একটি চুক্তিতে পৌঁছেছে। ব্যাপারটা ভেবে দেখুন! প্রকাশ যে, এই চুক্তির শর্তগুলির খুঁটিনাটি পর্যন্ত স্থির হয়ে গেছে। একথা সত্য যে, ক্যাডেটরা তা অস্বীকার করছে, কিন্তু তা ধাপ্পা ছাড়া আর কিছুই নয়। এটি শুনুন:

'খুবই বিশ্বস্ত সূত্র থেকে খবর নিয়ে **সেগোদ্নিয়া**[19] জানাচ্ছে যে, গতকাল রাষ্ট্রীয় ডুমাতে স্তলিপিনের বক্তৃতাটি ক্যাডেট এবং অক্টোব্রিষ্টদের কাছে একেবারেই বিস্ময়জনকভাবে আসেনি। প্রধানমন্ত্রী কাটলার···এবং দক্ষিণপন্থী কেন্দ্রের প্রতিনিধিত্ব যিনি করেছিলেন সেই কায়োদোরোভের মধ্যে সারাদিন ধরে এই বিষয়ে প্রাথমিক আলাপ আলোচনা চলেছিল। **রেচ্**-এর[20] সম্পাদকীয় কার্যালয়ে এই ব্যক্তিদের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট চুক্তি হয়েছিল, কাউণ্ট উইটও এই কার্যালয়ে যেতে চেয়েছিলেন।···চুক্তির প্রধান প্রধান বিষয়গুলি মোটের উপর নিম্নলিখিত ধরনের:

(১) ক্যাডেটরা বামপন্থী পার্টিগুলির সঙ্গে সকল সম্পর্ক প্রকাশ্যে ত্যাগ করবে এবং ডুমায় কঠোরভাবে একটি মধ্যপন্থী অবস্থান গ্রহণ করবে। (২) ক্যাডেটরা তাদের কৃষি-কর্মসূচীর কিছুটা অংশ পরিত্যাগ করবে এবং তাদের কর্মসূচীকে অক্টোব্রিষ্টদের কর্মসূচীর কাছাকাছি আনবে। (৩) ক্যাডেটরা আপাততঃ জাতিসমূহের সমানাধিকারের প্রশ্নটির উপর জোর দেওয়া

বন্ধ করবে। (৪) ক্যাডেটরা বৈদেশিক ঋণ সমর্থন করবে। এগুলির বিনিময়ে ক্যাডেটদের আশ্বাস দেওয়া হচ্ছেঃ ১) অবিলম্বে ক্যাডেট পার্টিকে আইনী করা হবে। ২) …কৃষি ও ভূমি জরিপ, জনশিক্ষা, শিল্প ও বাণিজ্য এবং বিচারবিভাগ—এইসব মন্ত্রীদপ্তরগুলি ক্যাডেটদের দেওয়া হবে। ৩) রাজনৈতিক বন্দীদের আংশিক মুক্তি দেওয়া হবে। ৪) যুদ্ধক্ষেত্রের সামরিক বিচারালয় বিলোপ সংক্রান্ত ক্যাডেটদের বিলটিকে সমর্থন করা হবে' (**পারুস,** সংখ্যা ২৫ দেখুন)।

অবস্থা এই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে।

যখন জনগণ সংগ্রাম করছে, যখন শ্রমিক এবং কৃষকরা প্রতিক্রিয়াকে ধ্বংস করার জন্য তাদের রক্ত ঢালছে, ক্যাডেটরা তখন জনগণের বিপ্লবকে দমন করার জন্য প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে জোট বাঁধছে!

এই হল ক্যাডেটদের স্বরূপ!

দেখা যাচ্ছে এই কারণেই তারা ডুমাকে 'রক্ষা' করতে চাইছে!

এই কারণেই সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের দুর্ভিক্ষ কমিশন গঠন করার প্রস্তাবটি তারা সমর্থন করেনি। ক্যাডেটরা গণতান্ত্রিক—এই মর্মে মেনশেভিক-দের তত্ত্বটি এইভাবে ধ্বসে পড়ছে।

ক্যাডেটদের সমর্থন করার মেনশেভিক রণকৌশল এইভাবেই ধূলিসাৎ হচ্ছেঃ এর পরেও ক্যাডেটদের সমর্থন করার অর্থ হল সরকারকেই সমর্থন করা!

একটি সংকটপূর্ণ মুহূর্তে আমরা শুধু কৃষকদের রাজনৈতিক সচেতন প্রতিনিধিদেরই, যেমন সোশ্যাল রিভলিউশনারি এবং অন্যান্যদেরই সমর্থন পাব—বলশেভিকদের এই মত সঠিক বলে প্রমাণিত হচ্ছে।

এটা স্পষ্ট যে আমরা ক্যাডেটদের বিরুদ্ধে তাদের অবশ্যই সমর্থন করব।

অপরদিকে হয়তো মেনশেভিকরা ক্যাডেটদের প্রতি তাদের সমর্থন অব্যাহত রাখার কথাই ভাববে।…

ভ্রো (সময়), সংখ্যা ৬

১৭ই মার্চ, ১৯০৭

স্বাক্ষরবিহীন

কমরেড জি. তেলিয়া[21] স্মরণে

লোকান্তরিত কমরেডদের সম্পর্কে অতিরিক্ত প্রশংসা করা আমাদের পার্টিমহলে প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকালকার শোকজ্ঞাপক বিজ্ঞপ্তিগুলির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে দুর্বল দিকগুলি চেপে যাওয়া আর সদর্থক দিকগুলিকে ফাঁপিয়ে বাড়িয়ে বলা। নিশ্চয়ই এটি একটি অসমীচীন প্রথা। আমরা তা অনুসরণ করতে চাই না। আমরা কমরেড জি. তেলিয়া সম্বন্ধে যা সত্য শুধু তাই বলতে চাই। বাস্তবে তিনি যেমন ছিলেন, আমরা চাই সেইভাবেই তেলিয়াকে পাঠকদের সামনে উপস্থিত করতে। এবং বাস্তব আমাদের বলে যে, একজন অগ্রণী শ্রমজীবী মানুষ ও সক্রিয় পার্টি-কর্মী কমরেড জি. তেলিয়া ছিলেন একটি অনিন্দনীয় চরিত্রের পুরুষ, পার্টির কাছে তাঁর মূল্য ছিল অপরিসীম। যে গুণগুলি সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টির বিশিষ্টতা সর্বাধিক প্রকাশ করে—জ্ঞানের আকাঙ্খা, স্বনির্ভরতা, বিচ্যুতিবিহীন অগ্রগতি, নিষ্ঠা, শ্রমশীলতা এবং নৈতিক শক্তি—কমরেড তেলিয়ার মধ্যে তার সবগুলিরই সমন্বয় হয়েছিল। শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেষ্ঠ গুণগুলি মূর্ত হয়েছিল তেলিয়ার মধ্যে। এটি অতিশয়োক্তি নয়। তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী—যা নীচে দেওয়া হল—তা-ই তার প্রমাণ।

কমরেড তেলিয়া 'পণ্ডিত' ছিলেন না। নিজের চেষ্টায় তিনি লিখতে ও পড়তে শিখেছিলেন এবং শ্রেণী-সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। চাগানি গ্রাম (কুতাইস উয়েজদের চাগানি গ্রামে তেলিয়া জন্মগ্রহণ করেন) ত্যাগ করার পর তিনি তিফলিসে একটি গৃহভৃত্যের চাকরি পান। এখানে তিনি রুশভাষায় কথা বলতে শেখেন এবং বই পড়ার প্রবল আগ্রহ অনুভব করেন। গৃহভৃত্যরূপে থাকতে তিনি শীঘ্রই অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন এবং রেলের কারখানার ছুতোর বিভাগে অচিরেই একটি কাজ পেয়ে যান। এইসব কারখানা কমরেড তেলিয়াকে অনেক সাহায্য করে। এগুলি ছিল তাঁর শিক্ষাক্ষেত্র; সেখানে তিনি সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট হন; সেখানে তিনি হয়ে ওঠেন ইস্পাত-দৃঢ় এবং একনিষ্ঠ সংগ্রামী; সেখানেই তিনি শ্রেণী-সচেতন ও সুযোগ্য শ্রমিকরূপে সামনের সারিতে এগিয়ে আসেন।

১৯০০-০১ সালে তেলিয়া এর মধ্যেই অগ্রণী শ্রমিকদের মধ্যে একজন সম্মানিত নেতা হিসাবে গণ্য হয়েছেন। ১৯০১ সালে তিফলিসের মিছিলের[২২] সময় থেকে তিনি বিশ্রাম কাকে বলে জানতেন না। উদ্দীপনাময় প্রচার, সংগঠন গড়া, গুরুত্বপূর্ণ সভায় যোগদান, সমাজতান্ত্রিক আত্ম-শিক্ষার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা—এইসব কাজেই তিনি তাঁর গোটা অবসর সময়টুকু ব্যয় করতেন। পুলিশ তাঁর পেছনে লাগে, 'লণ্ঠন হাতে নিয়ে' তাঁকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়ায়, কিন্তু তা তাঁর কর্মশক্তি ও সংগ্রামের উৎসাহকে দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয়। ১৯০৩ সালে মিছিলের (তিফলিসে)[২৩] উদ্যোগী ছিলেন কমরেড তেলিয়া। পুলিশ হন্যে হয়ে তাঁর পেছনে ছুটছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও, তিনি পতাকা উত্তোলন করেন এবং বক্তৃতা দেন। সেই মিছিলের পর তিনি সম্পূর্ণ আত্মগোপন করেন। সেই বছর সংগঠনের নির্দেশ অনুযায়ী তিনি ট্রান্স-ককেশিয়ার এক শহর থেকে অন্য শহর 'পরিভ্রমণ' শুরু করেন। সেই বছরেই সংগঠনের নির্দেশে একটি গোপন ছাপাখানার ব্যবস্থা করার জন্য তিনি বাটুম যান, কিন্তু বাটুম স্টেশনে এই ছাপাখানার যন্ত্রপাতি সহ তিনি ধরা পড়ে যান এবং এর পর তাঁকে চট্‌পট্‌ কুতাইস কারাগারে পাঠান হয়। তাঁর 'বিশ্রামহীন' জীবনের এক নতুন অধ্যায় সেখানেই শুরু হয়। আঠারো মাসের কারাজীবন তেলিয়ার কাছে ব্যর্থ হয়নি। কারাগার তাঁর কাছে হয়ে ওঠে দ্বিতীয় বিদ্যালয়। অবিরাম পড়াশুনা, সমাজতান্ত্রিক পুস্তক পাঠ এবং আলোচনায় যোগদান তাঁর জ্ঞানের ভাণ্ডারকে আরও সমৃদ্ধ করে। তাঁর যে অদম্য বিপ্লবী চরিত্রকে তাঁর অনেক কমরেড ঈর্ষা করতেন, এখানে তা আরও সুনির্দিষ্ট রূপ পেল। কিন্তু কারাগার তাঁর উপর মৃত্যুর চিহ্নও রেখে গেল, এই কারাগারেই তিনি এক মারাত্মক রোগে (ক্ষয়রোগে) আক্রান্ত হলেন, যা আমাদের দীপ্তিমান কমরেডটিকে কবরে নিয়ে গেল।

তেলিয়া তাঁর স্বাস্থ্যের মারাত্মক অবস্থার কথা জানতেন, কিন্তু তা তাঁকে ভেঙে দেয়নি। একমাত্র যে বিষয়টি তাঁর কাছে বিরক্তিকর ছিল তা হল, 'নিষ্ক্রিয় অবস্থায় অলসভাবে বসে থাকা'। 'আমি আন্তরিকভাবে চাই সেই দিনটি আসুক, যেদিন আমি মুক্ত হব এবং আমি যা করতে চাই তা করতে পারব, জনগণের সঙ্গে আবার আমার দেখা হবে, আমি তাদের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হব এবং তাদের সেবা করতে শুরু করব!'—বন্দীজীবনে এই স্বপ্নই আমাদের কমরেড দেখতেন। স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হল। আঠারো মাস পরে তাঁকে

'ছোট' কুতাইস কারাগারে পাঠান হল, যেখান থেকে তিনি অচিরেই পালাতে সক্ষম হলেন এবং তিফলিসে উপস্থিত হলেন। তখন পার্টিতে একটা ভাগাভাগি হচ্ছে। কমরেড তেলিয়া তখন মেনশেভিকদের মধ্যে ছিলেন, কিন্তু সেইসব 'সরকারী' মেনশেভিকদের সঙ্গে তাঁর একটুও মিল ছিল না যারা মেনশেভিকবাদকে তাদের 'কোরাণ' হিসাবে গণ্য করত, যারা নিজেদের ধর্মনিষ্ঠ এবং বলশেভিকদের কাফের হিসাবে গণ্য করত। যেসব 'অগ্রণী শ্রমিক' ভাবভঙ্গি দেখতে যেন তারা 'জন্ম থেকেই সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট', এবং আস্ত নির্বোধের মত হাস্যকরভাবে চীৎকার করে বলত: আমরা শ্রমিক—আমাদের কোনো জ্ঞানের প্রয়োজন নেই!—তাদের সঙ্গেও তেলিয়ার কোন সাদৃশ্য ছিল না। কমরেড তেলিয়ার যা বৈশিষ্ট্য ছিল, সুনির্দিষ্টভাবে তা হল এই যে, তিনি দলাদলির উন্মাদনা বর্জন করতেন, অন্ধ অনুকরণের তীব্র নিন্দা করতেন এবং প্রত্যেকটি বিষয় নিজেই ভেবেচিন্তে স্থির করতে চাইতেন। সেজন্য জেল থেকে পালানোর পরমুহূর্তেই তিনি এই বইগুলির উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন: **দ্বিতীয় কংগ্রেসের কার্যবিবরণী**, মার্তভের লেখা **অবরোধের অবস্থা** ও লেনিনের **কী করতে হবে?** এবং **এক পা আগে**। এ দৃশ্য দেখার মত—তেলিয়ার পাণ্ডুর ও শীর্ণ মুখমণ্ডল এই বইগুলির উপর ঝুঁকে রয়েছে এবং শোনা যাচ্ছে তিনি স্মিতহাস্যে বলছেন, 'আমি দেখছি বলশেভিক হতে হবে, না মেনশেভিক হতে হবে তা স্থির করা খুব সহজ ব্যাপার নয়; যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি এই বইগুলি পড়া শেষ করছি ততক্ষণ আমার মেনশেভিক মতবাদ বালির উপর দাঁড়িয়ে আছে।' সুতরাং প্রয়োজনীয় বইপত্র পড়ার পর, বলশেভিক এবং মেনশেভিকদের মধ্যে তর্কবিতর্কগুলি সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করার পর, প্রত্যেকটি বিষয় ওজন করে দেখার পর এবং একমাত্র তার পরেই কমরেড তেলিয়া বললেন, 'কমরেডগণ, আমি একজন বলশেভিক। আমি দেখছি, যে ব্যক্তি বলশেভিক নয়, সে ব্যক্তি মার্কসবাদের বিপ্লবী মর্মবস্তুর প্রতি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করছে।'

তারপর তিনি হলেন বিপ্লবী মার্কসবাদের (বলশেভিকবাদ) একনিষ্ঠ প্রচারক। ১৯০৫ সালে সংগঠনের নির্দেশে তিনি বাকু গেলেন। সেখানে তিনি একটি ছাপাখানা স্থাপন করলেন, জেলা সংগঠনের কাজকে উন্নত করলেন, নেতৃত্বশীল সংস্থার একজন সক্রিয় সদস্য হলেন এবং **প্রলেতারিয়াতিস বর্দজোলা**[২৪] লিখতে থাকলেন—কমরেড তেলিয়া এইসব কাজ করেছিলেন। যে পুলিশী

হামলার কথা সকলেরই ভালভাবে জানা আছে, তাতে তিনিও গ্রেপ্তার হলেন কিন্তু এবারেও তিনি 'পিছ্‌লে বেরিয়ে গেলেন' এবং আবার দ্রুত তিফলিসে চলে এলেন। তিফলিসে সর্বোচ্চ সংগঠনে অল্পদিন কাজ করার পর তিনি ১৯০৫ সালে ত্যামারফর্সে বলশেভিকদের সারা-রাশিয়া সম্মেলনে যোগদান করেন। এই সম্মেলন সম্বন্ধে তাঁর ধারণা শিক্ষাপ্রদ। পার্টির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি বিরাট আশা পোষণ করতেন এবং তাঁর চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠত যখন তিনি বলতেন: এই পার্টির জন্য আমার শেষ শক্তিটুকু পর্যন্ত ব্যয় করতে আমি দ্বিধা করব না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ রাশিয়া থেকে ফেরার অব্যবহিত পরেই তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন, আর কখনও উঠে দাঁড়াতে পারলেন না। ঐ অবস্থাতেই তিনি তন্ময়ভাবে লেখার কাজ শুরু করলেন। রোগাক্রান্ত অবস্থায় তিনি লিখলেন: **আমরা কি চাই** (**আখালি ৎখোভ্‌রেবা** দেখুন),[২৫] **পুরাতন ও নূতন মৃতদেহগুলি** (আরচিল জর্ডজাধের জবাবে), **নৈরাজ্যবাদ এবং সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি,* আমাদের কেন ব্ল্যাঙ্কিষ্ট বলা হয়** এবং অন্যান্য।

মৃত্যুর কয়েকদিন আগে তিনি আমাদের লিখে জানিয়েছিলেন যে, তিনি ককেশাসে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির ইতিহাসের ওপর একটি পুস্তিকা রচনার কাজ করছেন, কিন্তু নিষ্ঠুর মৃত্যু আমাদের অক্লান্ত কমরেডটির হাত থেকে অকালে লেখনী ছিনিয়ে নিল।

এই হল কমরেড তেলিয়ার সংক্ষিপ্ত কিন্তু ঝটিকাসংকুল জীবনের চিত্র।

বিস্ময়জনক কর্মদক্ষতা, অফুরন্ত কর্মক্ষমতা, স্বনির্ভরতা, প্রগাঢ় আদর্শ-নিষ্ঠা, সাহসিক সংকল্পদৃঢ়তা, তন্নিষ্ঠ প্রচারকের প্রতিভা—এইগুলি ছিল কমরেড তেলিয়ার বৈশিষ্ট্য।

একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেই তেলিয়ার মতো লোকদের দেখতে পাওয়া যায়; একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীই তেলিয়ার মতো বীরের জন্ম দেয়; এবং যে অভিশপ্ত সমাজব্যবস্থার যূপকাষ্ঠে **শ্রমিকশ্রেণীর সন্তান জি. তেলিয়া** বলি হলেন, শ্রমিকশ্রেণী অবশ্যই সেই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করবে।

দ্রো (সময়), সংখ্যা ১০
২২শে মার্চ, ১৯০৭
স্বাক্ষর: কো···

* শেষোক্ত দুটি পুস্তিকা ছাপাতে পারা যায়নি, কারণ পাণ্ডুলিপিগুলি হামলার সময় পুলিশ নিয়ে যায়।

অগ্রণী শ্রমিকশ্রেণী এবং পঞ্চম পার্টি কংগ্রেস

কংগ্রেসের প্রস্তুতি সমাপ্তপ্রায়[২৬]। বিভিন্ন গোষ্ঠীর আপেক্ষিক শক্তি ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। শোনা যাচ্ছে যে শিল্পাঞ্চল জেলাগুলি ব্যাপকভাবে বলশেভিকদের সমর্থক। সেন্ট পিটার্সবুর্গ, মস্কো, কেন্দ্রীয় শিল্পাঞ্চল, পোল্যাণ্ড, বলটিক অঞ্চল এবং উরাল—এগুলি সেই সব এলাকা যেখানে বলশেভিকদের রণকৌশলের প্রতি আস্থা রয়েছে। ককেশাস, ট্রান্স-কাসপিয়ান অঞ্চল, দক্ষিণ রুশ, বুন্দের[২৭] প্রভাবাধীন এলাকাগুলির অন্তর্গত কয়েকটি শহর এবং স্পিল্কার[২৮] কৃষক সংগঠনগুলি—এইগুলি হল উৎস, যেখান থেকে মেনশেভিক কমরেডরা তাদের শক্তি সংগ্রহ করে। দক্ষিণ রাশিয়াই হল একমাত্র শিল্পাঞ্চল যেখানে মেনশেভিকরা আস্থা অর্জন করেছে। মেনশেভিকদের বাকি শক্ত ঘাঁটিগুলি হল প্রধানতঃ ক্ষুদ্র শিল্পের কেন্দ্রগুলি।

এটি স্পষ্ট হচ্ছে যে, মেনশেভিকদের রণকৌশল হল প্রধানতঃ পশ্চাদ্‌পদ শহরগুলির রণকৌশল, যেখানে বিপ্লবের অগ্রগতি শ্রেণী-চেতনার ক্রমবর্ধমান বিকাশের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করা হয়।

এটি পরিষ্কার হচ্ছে যে, বলশেভিকদের রণকৌশল প্রধানতঃ উন্নত শহরগুলির, শিল্পকেন্দ্রগুলির রণকৌশল, যেসব স্থানে বিপ্লবের তীব্রতা বৃদ্ধি ও শ্রেণী-চেতনার ক্রমোন্নতিই হল মনঃসংযোগের কেন্দ্রবিন্দু।

একসময়ে রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসিতে সদস্য ছিল মুষ্টিমেয়। সেই সময় তার চরিত্র ছিল বুদ্ধিজীবীদের আন্দোলনের এবং তা শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামকে প্রভাবিত করতেও অক্ষম ছিল। একজন বা দু'জন ব্যক্তি তখন পার্টির নীতি নির্ধারণ করত—সর্বহারা পার্টি-সদস্যদের কণ্ঠস্বর তখন চাপা পড়ে যেত··· আজ অবস্থা সম্পূর্ণ অন্যরূপ। আজ আমাদের আছে একটি চমৎকার পার্টি—**রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টি**, যার সদস্য সংখ্যা হল ২০০,০০০, যা, শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামকে প্রভাবান্বিত করছে, সারা রুশদেশের বিপ্লবী গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে তার চারিপাশে সমবেত করছে, এবং যে পার্টি 'কর্তৃপক্ষের' চোখে বিভীষিকাস্বরূপ। এবং এই চমৎকার পার্টিটি আরও চমৎকার ও সমৃদ্ধ কারণ এর হাল ধরে আছে সাধারণ সদস্যরা, দু'একজন 'শিক্ষিত

ব্যক্তি' নয়। এটি স্পষ্ট দেখা গেল ডুমা নির্বাচনের সময়, যখন সাধারণ সদস্যরা 'অধিকার সম্পন্ন' প্লেখানভের প্রস্তাব প্রত্যাখান করল এবং ক্যাডেটদের সঙ্গে 'অভিন্ন কর্মসূচী' গড়ে তুলতে অস্বীকার করল। সত্য যে, মেনশেভিক কমরেডরা আমাদের পার্টিকে বুদ্ধিজীবীদের পার্টি বলে অভিহিত করতে জেদ ধরে, কিন্তু সম্ভবতঃ তার কারণ হল আমাদের পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য মেনশেভিক নয়। কিন্তু যদি ১৮,০০০,০০০ শ্রমিকের মধ্যে ৪০০,০০০ সদস্য থাকা সত্বেও জার্মান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টির নিজেকে শ্রমিক-শ্রেণীর পার্টি বলার অধিকার থাকে, তবে ৯,০০০,০০০ শ্রমিকের মধ্যে ২০০,০০০ সদস্য যে রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টির রয়েছে তারও নিজেকে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি বলে গণ্য করার অধিকার রয়েছে।...

স্থতরাং রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টি যে গরিমাদীপ্ত তা আরও এই কারণে যে এটি খাঁটি সর্বহারার পার্টি, যে পার্টি তার নিজের পথ ধরে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলছে এবং যে পার্টি তার পুরানো 'নেতাদের' চুপি চুপি দেওয়া উপদেশগুলির প্রতি সমালোচনার মনোভাব পোষণ করে।

এই দিক থেকে সেণ্ট পিটার্সবুর্গ এবং মস্কোর সম্প্রতিকালের সম্মেলনগুলি শিক্ষাপ্রদ।

দুটি সম্মেলনেরই মূল স্থরটি বেঁধে দেয় শ্রমিকরা, দুটি সম্মেলনেরই প্রতি-নিধিদের নয়-দশমাংশ ছিল শ্রমিকরা। দুটি সম্মেলনই প্লেখানভের মতো 'পুরানো নেতাদের' অচল ও অকেজো 'নির্দেশগুলি' বাতিল করে দেয়। উভয় সম্মেলনই বলশেভিকবাদের প্রয়োনীয়তা উচ্চৈস্বরে ঘোষণা করে। এবং এইভাবে মস্কো ও সেণ্ট পিটার্সবুর্গ মেনশেভিকদের রণকৌশলের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করে এবং বর্তমান বিপ্লবে সর্বহারার অধিনায়কত্বের আবশ্যকতা স্বীকার করে।

সেণ্ট পিটার্সবুর্গ এবং মস্কো সমগ্র শ্রেণী-সচেতন সর্বহারার পক্ষে বক্তব্য রেখেছে। মস্কো এবং সেণ্ট পিটার্সবুর্গ অপর শিল্প-শহরগুলিকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। জানুয়ারি এবং অক্টোবরের সংগ্রামগুলিতে নির্দেশ এসেছিল মস্কো এবং সেণ্ট পিটার্সবুর্গ থেকে; গৌরবোজ্জ্বল ডিসেম্বরের দিনগুলিতে তারাই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়। এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই যে আসন্ন বিপ্লবী অভিযানের সংকেত তারাই দেবে।

এবং সেণ্ট পিটার্সবুর্গ ও মস্কো বলশেভিকবাদের রণকৌশলের প্রতি

অনুরক্ত আছে। একমাত্র বলশেভিকবাদের রণকৌশলই হল সর্বহারার রণকৌশল—এই কথাই এই শহরগুলির শ্রমিকরা রুশের সর্বহারাশ্রেণীর কাছে বলছে।…

দ্রো (সময়), সংখ্যা ২৫
৮ই এপ্রিল, ১৯০৭
স্বাক্ষরবিহীন

লাখভারি[২৯] পত্রিকার 'সাংবাদিকরা' এখনও তাঁদের রণকৌশল নির্ণয় করতে পারছেন না। প্রথম সংখ্যায় তাঁরা লিখেছিলেন: ক্যাডেটদের সামগ্রিক-ভাবে সমর্থন করছি না, শুধু তাদের 'প্রগতিশীল পদক্ষেপগুলি' সমর্থন করছি। এর উপর মন্তব্য করতে গিয়ে আমরা বলেছিলাম—এটি হল কৌতুকজনক বাচনকৌশল কারণ মেনশেভিকরা ডুমাতে ভোট দেয় ক্যাডেট প্রার্থীদেরই পক্ষে, শুধু তাদের 'পদক্ষেপগুলির' পক্ষে নয়; তারা ডুমায় প্রবেশ করতে সাহায্য করে ক্যাডেটদেরই, তাদের 'পদক্ষেপগুলিকে' নয় এবং তারা ডুমার সভাপতি নির্বাচিত হতে সাহায্য করে একজন ক্যাডেটকে, কেবলমাত্র তার 'পদক্ষেপগুলিকে' নয়—এগুলি সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে মেনশেভিকরা ক্যাডেটদের সমর্থনে এত বেশি ব্যাপারে চীৎকার করেছে যে এই ঘটনার অস্বীকৃতি শুধু হাসির উদ্রেক করেছে।…

এখন বিষয়টি নিয়ে কিছু 'ধ্যান' করার পর তারা অন্যভাবে বলছে: সত্য, 'নির্বাচনের সময় আমরা ক্যাডেটদের সমর্থন করেছি' (**লাখভারি**, সংখ্যা ৩ দেখুন), কিন্তু তা করেছি কেবল নির্বাচনের সময়; ডুমাতে আমরা ক্যাডেটদের সমর্থন করছি না শুধু তাদের 'পদক্ষেপগুলিকে' সমর্থন করছি; তারা বলছে, তোমরা 'নির্বাচনের সময়ের রণকৌশল এবং ডুমার মধ্যের রণকৌশল এ-দুইয়ের মধ্যে তফাৎ করছ না।' প্রথমতঃ, যে 'কৌশল' কেবল ডুমার মধ্যে নির্বোধের মতো কাজ করা থেকে তোমাদের রক্ষা করে অথচ নির্বাচনের সময় নির্বোধের মতো কাজ করতে তোমাদের উৎসাহিত করে, সে কৌশল খুবই কৌতুকজনক। দ্বিতীয়তঃ, মেনশেভিকরা একজন ক্যাডেটকে সভাপতি নির্বাচিত হতে সাহায্য করেছে তা কি সত্য নয়? একজন ক্যাডেটকে সভা-পতি নির্বাচিত হতে সাহায্য করা—এটিকে আমরা রণকৌশলের কোন্ শ্রেণীতে ফেলব—'ডুমার মধ্যকার কৌশল', না ডুমার বাইরের কৌশল? আমরা মনে করি গলোভিন ডুমার মধ্যেই ডুমার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন, বাইরে রাস্তায় তিনি রাস্তার সভাপতি নির্বাচিত হননি।

পরিষ্কার যে, মেনশেভিকরা ডুমার বাইরে যে রণকৌশল অনুসরণ করেছে

ডুমার মধ্যেও সেই রণকৌশল অনুসরণ করছে। এগুলি হল ক্যাডটদের সমর্থন করার কৌশল। যদি এখন তারা এটি অস্বীকার করে তাহলে তার কারণ হবে, তারা বিভ্রান্তির বলি হয়েছে।

লাখভারি বলছে—ক্যাডেটদের সমর্থন করার অর্থ তাদের যাতে সুনাম হয়, তার চেষ্টা নয়; যদি সে চেষ্টা হয় তাহলে তোমরা সোশ্যালিষ্ট রিভলিউ-শনারিদের সমর্থন করে তাদের সুনাম সৃষ্টি করছ। এই 'লাখভারিপন্থীরা' কেমন ভাঁড়! তাদের মাথায় আসে না, কোন পার্টির প্রতি সোশ্যাল ডিমো-ক্র্যাসি সমর্থন জানালে তা সেই পার্টির সুনাম সৃষ্টি করে! মাথায় আসে না বলেই তারা সর্বপ্রকার 'সমর্থনের' প্রতিশ্রুতি দেওয়ার ব্যাপারে এত বেহিসেবী হয়েছে।··· হ্যাঁ, প্রিয় কমরেডরা, সোশ্যালিষ্ট রিভলিউনারিদের সমর্থন করে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি জনগণের কাছে তাদের সুনাম সৃষ্টি করেছে, এবং ঠিক এই কারণেই এইরকম সমর্থন **কেবল বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এবং ক্যাডেটদের পরাজিত করার পন্থা হিসাবে অনুমোদনযোগ্য।** সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের সমর্থন করা কোনমতেই আদর্শস্বরূপ নয়, এটি একটি অবাঞ্ছনীয় প্রয়োজন, ক্যাডেটদের দুর্বল করার জন্য এটি করতে হয়েছে। যদিও যে ক্যাডেটরা শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে তোমরা তাদেরই সমর্থন করেছিলে; সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা তাদের চেয়ে ভাল কারণ তারা বিপ্লবের পক্ষে রয়েছে।···

'উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায়, ক্যাডেটরা সর্বজনীন ভোটাধিকার দাবি করেছিল। দেখা যাচ্ছে, এই দাবি খুবই খারাপ, কারণ এটি ক্যাডেটদের দাবি' (ঐ)।

ওরা কি ভাঁড় নয়? আপনারা দেখছেন, সর্বজনীন ভোটাধিকার 'ক্যাডেট-দের দাবি' বলে দেখান হচ্ছে! তিফলিসের মেনশেভিকরা জানে না যে সর্ব-জনীন ভোটাধিকার ক্যাডেটদের দাবি নয়, রিভলিউশনারি ডিমোক্র্যাসির দাবি; সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরাই এই দাবির পক্ষে অন্য যে কারোর চেয়েও অধিকতর অবিচলভাবে বলে আসছে! না, কমরেডরা, আপনারা যদি এমনকি এটাও বুঝতে না পারেন যে ক্যাডেটরা রিভলিউশনারি ডিমোক্র্যাট নয়; যদি এমনকি এটিও না বোঝেন যে শ্রমিকশ্রেণীর অধিনায়কত্ব শক্তিশালী করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করাই আমাদের কাছে আজকের প্রশ্ন; এমনকি আপনারা যদি গতকাল যা বলেছেন এবং আজ যা বলছেন এ দুইয়ের মধ্যে

তফাৎ না করতে পারেন—তাহলে আপনাদের পক্ষে আরও ভাল হবে কলমগুলি সরিয়ে রাখা, যে বিভ্রান্ত অবস্থায় পড়েছেন তা থেকে নিজেদের মুক্ত করা এবং কেবলমাত্র তার পরেই 'সমালোচনা' আরম্ভ করা।...

পবিত্র ভুমার নামে বলছি, সেটাই আপনাদের পক্ষে বেশি ভাল হবে!

ভ্রো (সময়), সংখ্যা ২৬
১০ই এপ্রিল, ১৯০৭
স্বাক্ষরবিহীন

আমাদের ককেশাসের ভাঁড়গুলি

মেনশেভিক সংবাদপত্র **লাখভারি** আমাদের প্রবন্ধগুলির ব্যাপারে রেগে আগুন হয়ে উঠেছে। বাস্তবিকপক্ষে আমাদের অভিযোগগুলি লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করেছে। অবশ্যই, এটি একটি কৌতুকজনক দৃশ্য সৃষ্টি করেছে।…

সেগুলি কি সম্পর্কে?

আমরা লিখেছিলাম ডুমার দক্ষিণমুখী ঝোঁক আমাদের বিস্মিত করে না। কেন? কারণ ডুমায় আধিপত্য রয়েছে লিবারেল বুর্জোয়াদের, এবং এই বুর্জোয়ারা সরকারের সঙ্গে জোট বাঁধছে ও শ্রমিক এবং কৃষকদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করছে আর এই জন্যই ডুমার দুর্বলতা। এবং শ্রমিক ও বিপ্লবী কৃষকরা যে প্রতিবিপ্লবী ডুমার পেছনে ছুটছে না; ডুমার সংখ্যাগরিষ্ঠদের সঙ্গে যে তারা সংশ্রব ছিন্ন করছে—এই সব ঘটনা দেখিয়ে দেয় যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী দেশের জনগণ যতটা রাজনৈতিকভাবে সচেতন ছিল, আমাদের দেশের জনগণ তার চেয়ে রাজনৈতিকভাবে বেশি সচেতন। এখানেও আবার ডুমার দুর্বলতা। এভাবেই আমরা ডুমার দুর্বলতা এবং তার দক্ষিণমুখী ঝোঁককে ব্যাখ্যা করেছিলাম।

দেখা যাচ্ছে আমাদের এই ব্যাখ্যা পড়ে মেনশেভিকদের হৃদয় চুপসে গেছে এবং তারা আতংকে আর্তনাদ করছে :

'না, যদি বলশেভিকদের দেওয়া ব্যাখ্যা সত্য হত, তাহলে আমাদের কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলতে হত রুশ বিপ্লবের বারোটা বেজে গেছে' (**লাখভারি**, সংখ্যা ৬ দেখুন)।

হতভাগ্যের দল! ক্যাডদের বিপ্লবীয়ানার চেয়েও নিজেদের বিপ্লবীয়ানার প্রতি তাদের বিশ্বাস কম! লিবারেলরা বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে—অতএব, বিপ্লব কমজোরী হয়েছে! তাদের কাছে শ্রমিক ও বিপ্লবী কৃষকরা নেহাৎ কিছুই নয়। এর চেয়ে বেশি বোঝবার ক্ষমতা যদি তোমাদের না থাকে তাহলে তোমাদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে হয়!

এমনকি তারা নিজেদের প্রতিও বিশ্বস্ত নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, আঠারো মাস আগে, ঐ একই মেনশেভিকরা তাদের সংবাদপত্র **স্খিভিতে**[৩০] অন্যরকম লেখে :

'ডিসেম্বরের ধর্মঘট বুর্জোয়াকে বিপ্লব থেকে হটিয়ে দেয় এবং তাকে **রক্ষণশীল করে তোলে।** বিপ্লবের পরবর্তী অগ্রগতি অবশ্যই **উদারপন্থীদের বিরুদ্ধে** যাবে। বিপ্লব কি তা করতে সক্ষম হবে? তা নির্ভর করবে বিপ্লবের চালিকাশক্তি যে, তার উপরে। **এক্ষেত্রেও, অবশ্যই, শ্রমিকশ্রেণী হবে বিপ্লবের নেতা।** তারা বিপ্লবকে শেষ পরিণতিতে নিয়ে যেতে অসমর্থ হবে যদি না তাদের একটি শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত মিত্র থাকে এবং **কৃষকসমাজ হল সেই মিত্র—একমাত্র কৃষকসমাজ (স্থিতি,** সংখ্যা ১২ দেখুন)।

হ্যাঁ, মেনশেভিকরা যখন সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির মতের প্রতি অনুগত ছিল, তখন তারা এই কথাই বলেছিল।...

কিন্তু এখন, সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির দিকে পিঠ ফিরিয়ে তারা অন্য সুরে গান গাইছে এবং প্রচার করছে যে লিবারেলরাই বিপ্লবের চক্রকেন্দ্র, বিপ্লবের পরিত্রাতা।

আর এই সবের পরেও তারা আমাদের এই আশ্বাস দেওয়ার ধৃষ্টতা পোষণ করে যে ককেশাসের মেনশেভিকরা ভাঁড় নয়, তারা তাদের ক্যাডেট প্রকৃতিকে আড়াল দেওয়ার জন্য নিজেদের গায়ে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক আবরণ চড়ায় না!

মেনশেভিকরা জিজ্ঞাসা করে, 'প্রথম ডুমায় ক্যাডেটরা যে আরও সাহসের সঙ্গে কাজ করল, ডুমার প্রতি দায়িত্বসম্পন্ন একটি মন্ত্রিসভা প্রভৃতির দাবি তুলল—এগুলি কি করে হল? ডুমা ভেঙে দেওয়ার পরের দিন ক্যাডেটরা ভাইবোর্গ ইস্তেহারে সই করল, সেটাই বা কিভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে?

'কেন তারা বর্তমানে একই রকম আচরণ করছে না?

'বলশেভিকদের রাজনৈতিক দর্শন এই প্রশ্নের **কোন জবাব দেয় না, দিতেও পারে না**' (ঐ)।

হতভাগ্য ভীত-সন্ত্রস্ত কমরেডরা, নিজেদের সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই। ঐ প্রশ্নের জবাব আমরা অনেক আগেই দিয়েছি: বর্তমান ডুমা আরও বিবর্ণ, কারণ শ্রমিকশ্রেণী প্রথম ডুমার সময় যা ছিল তা থেকে এখন আরও রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন ও ঐক্যবদ্ধ, এবং সেটই লিবারেল বুর্জোয়াদের প্রতিক্রিয়ার দিকে আরও ঠেলে দিচ্ছে। লিবারেল-পন্থী কমরেডরা, চিরকালের জন্য ভালভাবে মগজে ঢোকাও: **শ্রমিকশ্রেণী যত বেশি সচেতনভাবে লড়াই করে বুর্জোয়াশ্রেণী তত বেশি প্রতিবিপ্লবী হয়।** এই হল আমাদের ব্যাখ্যা।

প্রিয় কমরেডরা, দ্বিতীয় ডুমার বিবর্ণ অবস্থাকে তোমরা কিভাবে ব্যাখ্যা কর ?

উদাহরণস্বরূপ বলছি : **লাখভারির** চতুর্থ সংখ্যায় তোমরা লিখেছ যে 'জনগণের রাজনৈতিক চেতনা ও সংগঠনের অভাবই ডুমার বিবর্ণ অবস্থার জন্য দায়ী।' তোমরা নিজেরাই বল যে প্রথম ডুমা অধিকতর 'সাহসী' ছিল—সুতরাং তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, সেই সময় জনগণ ছিল 'রাজনীতিগতভাবে সচেতন এবং সংগঠিত'। দ্বিতীয় ডুমা অধিকতর বিবর্ণ—অতএব, এই বছর জনগণ গত বছরের চেয়েও 'রাজনীতিগতভাবে কম সচেতন এবং কম সংগঠিত,' এবং সেই হেতু বিপ্লব ও জনগণের রাজনৈতিক চেতনা পিছিয়ে গেছে ! কমরেডরা, তোমরা কি এই কথাই বলতে চাও না ! প্রিয় বন্ধুগণ, এইভাবেই কি তোমরা ক্যাডেটদের প্রতি তোমাদের আকর্ষণকে যুক্তিসঙ্গত বলে প্রতিপন্ন করতে চাও না ?

যদি তোমরা এখনও ভাঁড়ের ভূমিকায় থাকতে চাও, তাহলে তোমাদের জন্য এবং তোমাদের জগাখিচুড়ি 'যুক্তির' জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি।…

দ্রো (সময়), সংখ্যা ২৯
১৩ই এপ্রিল, ১৯০৭
স্বাক্ষরবিহীন

ডুমা ছত্রভঙ্গের ঘটনা এবং শ্রমিকশ্রেণীর কর্তব্য

দ্বিতীয় ডুমাকে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয়েছে।[৩১] এটিকে শুধু ভেঙে দেওয়াই হয়নি, প্রথম ডুমার মতো এটিকেও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সশব্দে। আমাদের সামনে রয়েছে 'ছত্রভঙ্গ করার ইস্তেহার', যাতে ছত্রভঙ্গ করার জন্য ভণ্ড জারের 'আন্তরিক খেদ' প্রকাশ করা হয়েছে। আমরা একটি 'নতুন নির্বাচন সংক্রান্ত আইনও' পেয়েছি যা বাস্তবে শ্রমিক ও কৃষকদের ভোটের অধিকার বাতিল করেছে। এমনকি আমরা রাশিয়াকে 'পুনরুজ্জীবিত' করার প্রতিশ্রুতিও পেয়েছি, অবশ্য তা করা হবে গুলিচালনা এবং একটি তৃতীয় ডুমার সাহায্যে। সংক্ষেপে বলা যায়, মাত্র কিছুদিন আগে যখন প্রথম ডুমা ছত্রভঙ্গ করা হল তখন যা যা ছিল তার সবই আমরা পেয়েছি। প্রথম ডুমাকে ছত্রভঙ্গ করার আইনকে জার সংক্ষেপে পুনর্বার বিধিবদ্ধ করেছে।

দ্বিতীয় ডুমাকে ছত্রভঙ্গ করতে গিয়ে জার কোন উদ্দেশ্য সামনে না রেখে নিরর্থক আচরণ করেনি। সে চেয়েছিল ডুমার সাহায্যে কৃষকসমাজের সঙ্গে যোগাযোগ করতে, তাকে শ্রমিকশ্রেণীর মিত্র থেকে সরকারের মিত্রে পরিণত করতে, এবং শ্রমিকশ্রেণীকে একাকী রেখে, তাকে বিচ্ছিন্ন করে বিপ্লবকে পঙ্গু করতে, যাতে বিপ্লবের জয় অসম্ভব হয়। সেই উদ্দেশ্যে, যে লিবারেল বুর্জোয়া এখনও অজ্ঞ কৃষকসমাজের উপর কিছু প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম, সরকার সেই বুর্জোয়ার সাহায্য গ্রহণ করে এবং এই বুর্জোয়া মারফৎ সরকার ব্যাপক কৃষক-জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এইভাবেই সে দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় ডুমাকে ব্যবহার করতে চেয়েছিল।

কিন্তু উল্টোটিই ঘটল। দ্বিতীয় ডুমার প্রথম অধিবেশনেই দেখা গেল যে কৃষক ডেপুটিরা কেবলমাত্র সরকারকেই অবিশ্বাস করে না, লিবারেল বুর্জোয়া ডেপুটিদেরও তারা অবিশ্বাস করে। পর পর কতগুলি ভোট নেবার পর এই অবিশ্বাস বাড়ে এবং শেষ পর্যন্ত লিবারেল বুর্জোয়ার ডেপুটিদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিরোধিতার স্তরে পৌছায়। সুতরাং জার কৃষক ডেপুটিদের লিবারেলদের পাশে এবং তাদের মারফৎ পুরাতন শাসনব্যবস্থার পক্ষে সমবেত করতে সরকার ব্যর্থ

হল। ডুমার মারফৎ কৃষকসমাজের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন এবং শ্রমিকশ্রেণীকে বিচ্ছিন্ন করার সরকারী অভিসন্ধি ব্যর্থ হল। উল্টোটিই ঘটল: কৃষক ডেপুটিরা ক্রমশঃ আরও বেশি শ্রমিকশ্রেণীর ডেপুটিদের পাশে, সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের পাশে সমবেত হল। এবং যত বেশি তারা লিবারেলদের কাছ থেকে, ক্যাডেটদের কাছ থেকে সরে এল তত বেশি দৃঢ়ভাবে তারা সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক ডেপুটিদের কাছে এগিয়ে এল। ডুমার বাইরে শ্রমিক-শ্রেণীর চারিপাশে কৃষকদের সমবেত করার কাজ এর ফলে যথেষ্ট সহজ হল। ফলে কৃষকদের থেকে শ্রমিকশ্রেণী বিচ্ছিন্ন হল না, অপরপক্ষে লিবারেল বুর্জোয়া এবং সরকারই কৃষকদের থেকে বিচ্ছিন্ন হল—ব্যাপক কৃষকসমাজের সাহায্যে শ্রমিকশ্রেণী তার সমর্থকদের সংহত করল—সরকার ভেবেছিল যে বিপ্লব বিপর্যস্ত হবে, তা হল না, বরং প্রতিবিপ্লবই বিপর্যস্ত হয়ে গেল। এই অবস্থায় সরকারের পক্ষে দ্বিতীয় ডুমার অস্তিত্ব ক্রমশঃ আরও বেশি বিপজ্জনক হয়ে উঠল। এবং সেই কারণেই ডুমাকে 'ভেঙে দেওয়া' হল।

শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের ঐক্য প্রতিষ্ঠাকে আরও সার্থকভাবে বাধা দেওয়ার জন্য, অজ্ঞ কৃষক-সাধারণের মধ্যে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের প্রতি বিরোধী মনোভাব জাগাবার এবং তাদের নিজেদের পক্ষে আনার জন্য সরকার দুটি ব্যবস্থা নিল।

প্রথমতঃ, ডুমার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক দলকে আক্রমণ করল, মিথ্যা অভিযোগ করল যে তার সদস্যরা অবিলম্বে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ডাক দিয়েছে এবং দেখাতে চাইল, ডুমা ছত্রভঙ্গ হওয়ার জন্য তারাই মূলতঃ দায়ী, যেন তারা বলতে চাইল: প্রিয় কৃষকরা, আমরা তোমাদের 'সুন্দর ছোট্ট ডুমা' ভেঙে দিতাম না, কিন্তু সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরাই সশস্ত্র অভ্যুত্থানের হুমকি দেওয়ায় আমরা ডুমা 'ভেঙে দিতে' বাধ্য হয়েছি।

দ্বিতীয়তঃ, সরকার একটি 'নতুন আইন' জারী করল, যার দ্বারা কৃষক নির্বাচকের সংখ্যা অর্ধেক কমিয়ে দেওয়া হল, জমিদার নির্বাচকের সংখ্যা দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হল, সাধারণ সভা থেকে শেষোক্তদের কৃষক ডেপুটি নির্বাচন করার সুযোগ দেওয়া হল, শ্রমিক নির্বাচকের সংখ্যাও প্রায় অর্ধেক (২৩৭-এর জায়গায় ১২৪) করা হল, 'এলাকা, বিবিধ গুণমান এবং জাতীয় প্রকৃতি বিচার করে' ভোটদাতাদের পুনর্বণ্টন করার ক্ষমতা সরকারের হাতে সংরক্ষিত করা হল, এইভাবে স্বাধীন নির্বাচনী প্রচার প্রভৃতির সবল সম্ভাবনা নষ্ট করা

হল। এ সবকিছুই করা হল শ্রমিক ও কৃষকদের বিপ্লবী প্রতিনিধিদের তৃতীয় ডুমায় প্রবেশে বাধা দেওয়ার জন্য, জমিদার ও কারখানার মালিকদের লিবারেল এবং প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিনিধিদের দ্বারা ডুমা পূর্ণ করার জন্য, কৃষকদের ইচ্ছা সত্ত্বেও তাদের সত্যকার প্রতিনিধিরা নির্বাচিত না করে অতি রক্ষণশীল কৃষক প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করাকে সম্ভব করার জন্য, এবং তার দ্বারা শ্রমিকশ্রেণীর চারিপাশে ব্যাপক কৃষক-জনসাধারণকে প্রকাশ্যে সমবেত করার সুযোগ থেকে শ্রমিকশ্রেণীকে বঞ্চিত করার জন্য—ভাষান্তরে কৃষকসমাজের সঙ্গে প্রকাশ্যে পুনর্মিলনের সুযোগ পাবার জন্য এ সবকিছু করা হল।

দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় ডুমাকে বাতিল করার পিছনে এই ছিল মতলব।

বস্তুতঃ লিবারেল বুর্জোয়ারা এগুলি সবই বোঝে এবং তাদের ক্যাডেট প্রতিনিধিদের দ্বারা সরকারকে তারা সাহায্য করছে। দ্বিতীয় ডুমায় ইতিমধ্যেই পুরানো শাসকদের সঙ্গে তারা দরকষাকষি করে এবং কৃষক ডেপুটিদের সঙ্গে দহরম-মহরম করে শ্রমিকশ্রেণীকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করে। ছত্রভঙ্গ করার পূর্বমুহূর্তে ক্যাডেট নেতা মিলিউকভ তাঁর পার্টির সবলকে 'স্তলিপিন সরকারের' পাশে দাঁড়াতে আহ্বান করেন যাতে তার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়া যায় এবং বিপ্লবের বিরুদ্ধে অর্থাৎ আসলে শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা যায়। এবং দ্বিতীয় ক্যাডেট নেতা স্ত্রুভ ডুমা ছত্রভঙ্গ করার পর সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক ডেপুটিরা সরকারের কাছে যেন 'আত্মসমর্পণ' করে—এই মতের পক্ষে দাঁড়ালেন, ক্যাডেটদের আহ্বান করলেন প্রকাশ্যে বিপ্লবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পথ গ্রহণ করতে, প্রতিবিপ্লবী অক্টোব্রিষ্টদের সঙ্গে জোটবদ্ধ হতে এবং অশান্ত সর্বহারাকে কোণঠাসা করার পর তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে। ক্যাডেট পার্টি যে নীরব রয়েছে তার অর্থ তার নেতাদের সঙ্গে ক্যাডেট পার্টি একমত।

এটি স্পষ্ট যে, লিবারেল বুর্জোয়ারা বর্তমান পরিস্থিতির গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন।

অতএব শ্রমিকশ্রেণী আরও স্পষ্টভাবে জারের শাসনব্যবস্থা ধ্বংস করার কর্তব্যের সম্মুখীন হয়েছে। ভেবে দেখুন! প্রথম ডুমা ছিল। দ্বিতীয় ডুমা ছিল। কিন্তু দুটির কোনটিই বিপ্লবের একটি সমস্যারও 'সমাধান' করেনি, তাদের কোনটিই এই সমস্যাগুলি 'সমাধান' করতেও পারত না। আগের মতোই কৃষকরা রয়েছে জমিহীন, শ্রমিকরা রয়েছে আট ঘণ্টা শ্রমদিবস থেকে বঞ্চিত, এবং নাগরিকেরা রয়েছে রাজনৈতিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত। কেন?

কারণ জারের শাসনব্যবস্থা এখনও মরেনি, এখন এটি বেঁচে আছে, প্রথম ডুমার পর দ্বিতীয় ডুমাকে ভেঙে দিয়েছে, প্রতিবিপ্লব সংগঠিত করছে, বিপ্লবী শক্তিকে ভেঙে দেবার চেষ্টা করছে, শ্রমিকশ্রেণী থেকে ব্যাপক কৃষক-জনসাধারণকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করছে। ইতোমধ্যে বিপ্লবের অভ্যন্তরীণ শক্তিগুলি—শহরে সংকট এবং পল্লীজেলাগুলিতে দুর্ভিক্ষ—তাদের কাজ করে চলেছে, বেশি বেশি সংখ্যায় শ্রমিক ও কৃষককে জাগিয়ে তুলছে এবং আমাদের বিপ্লবের মৌলিক সমস্যাগুলি সমাধানের দাবিকে ক্রমশঃ তীব্রতর করছে। জারের শাসন জোর করে চালাবার চেষ্টা কেবলমাত্র সংকটকে বাড়িয়েই তুলছে। শ্রমিকশ্রেণী থেকে কৃষকদের বিচ্ছিন্ন করার জন্য লিবারেল বুর্জোয়ার প্রচেষ্টা বিপ্লবকে আরও তীব্র করছে। এটি পরিষ্কার যে, জারের শাসনব্যবস্থাকে উৎখাত করে লোকায়ত গণপরিষদ আহ্বান করা ছাড়া ব্যাপক শ্রমিক ও কৃষক-সাধারণকে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব। এটিও কিছু কম পরিষ্কার নয় যে, জারতন্ত্র এবং লিবারেল বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে একমাত্র কৃষকসমাজের সঙ্গে মৈত্রীর দ্বারাই বিপ্লবের মৌল সমস্যাগুলি সমাধান করা যায়।

জার শাসনব্যবস্থার ধ্বংস এবং একটি লোকায়ত গণপরিষদ আহ্বান—দ্বিতীয় ডুমার বিলুপ্তি এই দিকেই নিয়ে যাচ্ছে।

বিশ্বাসঘাতক লিবারেল বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং কৃষকসমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মৈত্রী—দ্বিতীয় ডুমা ছত্রভঙ্গ হওয়ার এই হল অর্থ।

শ্রমিকশ্রেণীর কর্তব্য সচেতনভাবে এই পথ গ্রহণ করা এবং যোগ্যতার সঙ্গে বিপ্লবের নেতার ভূমিকা পালন করা।

বাকিনস্কি প্রলেতারি, সংখ্যা ১
২০শে জুন, ১৯০৭
স্বাক্ষরবিহীন

রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির লণ্ডন কংগ্রেস
(একজন ডেলিগেটের মন্তব্য)[৩২]

লণ্ডন কংগ্রেস শেষ হয়েছে। ভারগেঝস্কি[৩৩] এবং কুস্কোভাদের[৩৪] মতো ভাড়াটিয়া লিবারেল লেখকদের আশা সত্ত্বেও কংগ্রেস থেকে পার্টিতে ভাঙন সৃষ্টি হল না, বরং তা পার্টিকে আরও সংহত করল, সমগ্র রাশিয়ার অগ্রণী শ্রমিকদের একটি অবিভাজ্য পার্টিতে ঐক্যবদ্ধ করল। এটি ছিল একটি প্রকৃত সর্ব-রুশ ঐক্যের কংগ্রেস, কারণ এই প্রথম আমাদের পোল্যাণ্ডের কমরেড, আমাদের বুন্দের কমরেড, আমাদের লেট-এর কমরেডদের এই কংগ্রেসে সর্বাধিক এবং পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব ছিল, এই প্রথম তাঁরা কংগ্রেসের কার্যাবলীতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করলেন এবং তার ফলে এই প্রথম তাঁরা তাঁদের স্ব স্ব সংগঠন-গুলির ভবিষ্যৎ সমগ্র পার্টির ভবিষ্যতের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত করলেন। এই দিক থেকে, রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টিকে শক্তিশালী ও সংহত করার ক্ষেত্রে লণ্ডন কংগ্রেসের প্রভূত অবদান ছিল।

লণ্ডন কংগ্রেসের এই ছিল প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ ফল।

কিন্তু লণ্ডন কংগ্রেসের গুরুত্ব এতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বিষয়টি হল, পূর্বোল্লিখিত ভাড়াটিয়া লিবারেল লেখকদের ইচ্ছা সত্ত্বেও কংগ্রেস সমাপ্ত হল 'বলশেভিক মতবাদের' বিজয়ে, পার্টির সুবিধাবাদী অংশ 'মেনশেভিকদের' উপর বিপ্লবী সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির জয়লাভে। অবশ্য, আমাদের বিপ্লবে বিভিন্ন শ্রেণী ও পার্টির ভূমিকা এবং তাদের প্রতি আমাদের মনোভাব সম্পর্কে আমাদের মধ্যকার মতপার্থক্যগুলি প্রত্যেকেই জানেন। প্রত্যেকে এটিও জানেন যে, মেনশেভিকদের নিয়ে গঠিত পার্টির সরকারী কেন্দ্র অনেকগুলি ঘোষণায় সমগ্র পার্টির বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। দৃষ্টান্ত হিসাবে স্মরণ করুন, দায়িত্বশীল ক্যাডেট মন্ত্রিসভা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটির শ্লোগানের বিষয়টি, যেটি প্রথম ডুমার সময় পার্টি অগ্রাহ্য করে; ঐ একই কেন্দ্রীয় কমিটির দেওয়া ডুমা ছত্রভঙ্গ হওয়ার পর 'ডুমার অধিবেশন পুনরারম্ভের' শ্লোগান, পার্টি সেটাও অগ্রাহ্য করে; প্রথম ডুমা ছত্রভঙ্গ করায় কেন্দ্রীয় কমিটির সর্বজনবিদিত সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান,

পার্টি সেটাও অগ্রাহ্য করে।... সেই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির অবসান করার প্রয়োজন ছিল। তা করার জন্য প্রয়োজন ছিল সুবিধাবাদী কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে যে প্রকৃত বিজয়গুলি আমাদের পার্টি অর্জন করে, যে বিজয়গুলি বিগত বৎসর আমাদের পার্টির অভ্যন্তরীণ বিকাশের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে, সেগুলির হিসাব-নিকাশ করা। সুতরাং লণ্ডন কংগ্রেস বিপ্লবী সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির এই সকল জয়লাভ একত্রে গ্রথিত করল এবং সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের সেই অংশের রণকৌশল গ্রহণ করে তার উপর সমর্থনের শীলমোহর দিল।

অতএব, পার্টি এবার থেকে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-নীতিকে কঠোরভাবে অনুসরণ করবে। যারা লিবারেল মতবাদে মোহমুগ্ধ তাদের সামনে শ্রমিকশ্রেণীর পতাকাকে আর টেনে নামানো হবে না। বুদ্ধিজীবীদের অস্থির-মতি চরিত্র, যা শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে বেমানান, তার প্রতি মারাত্মক আঘাত হানা হয়েছে।

আমাদের পার্টির লণ্ডন কংগ্রেসের এটিই হল দ্বিতীয় ফল, যার গুরুত্ব কম নয়।

বিপ্লবী সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির পতাকাতলে একটিমাত্র সর্ব-রুশ পার্টিতে সমগ্র রাশিয়ার অগ্রণী শ্রমিকদের প্রকৃত ঐক্য গঠন—এটিই হল লণ্ডন কংগ্রেসের তাৎপর্য, এটিই হল তার সার্বিক চরিত্র।

এখন আমরা আরও পুংখানুপুংখরূপে কংগ্রেসের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করব।

(১)

কংগ্রেসের গঠনবিন্যাস

কংগ্রেসে মোট ৩৩০ জন প্রতিনিধি হাজির ছিলেন। এর মধ্যে ৩০২ জনের ভোট দেওয়ার অধিকার ছিল; তাঁরা ১৫০,০০০-এরও বেশি পার্টি-সদস্যের প্রতিনিধিত্ব করেন। অবশিষ্টরা ছিলেন পরামর্শদায়ক প্রতিনিধি। প্রতিনিধিরা মোটামুটি নিম্নলিখিত দলে বিভক্ত ছিলেন (শুধু যাঁদের ভোট দেবার অধিকার ছিল তাঁদের সংখ্যা গণনা করে): বলশেভিক ৯২, মেনশেভিক ৮৫, বুন্দপন্থী ৫৪, পোল ৪৫ এবং লেট ২৬।

প্রতিনিধিদের সামাজিক স্তর (শ্রমিক বা অ-শ্রমিক) সম্বন্ধে কংগ্রেস নিম্নলিখিত চিত্রটি তুলে ধরে: মোট ১১৬ জন কায়িক পরিশ্রমকারী শ্রমিক, ২৪ জন অফিস ও অন্যান্য কাজে নিযুক্ত শ্রমিক, বাদবাকি অ-শ্রমিক। যে শ্রমিকরা কায়িক পরিশ্রম করেন তাঁরা নিম্নোক্ত বিভিন্ন দলে বিভক্ত ছিলেন: বলশেভিক দল ৩৮ (৩৬ শতাংশ), মেনশেভিক দল ৩০ (৩১ শতাংশ), পোল ২৭ (৬১শতাংশ), লেট ১২ (৪০ শতাংশ) এবং বুন্দপন্থী ৯ (১৫ শতাংশ)। পেশাদার বিপ্লবীরা নিম্নলিখিতভাবে বিভিন্ন দলভুক্ত ছিলেন: বলশেভিক দল ১৮ (১৭ শতাংশ), মেনশেভিক দল ২২ (২২ শতাংশ), পোল ৫ (১১ শতাংশ), লেট ২ (৬ শতাংশ), বুন্দপন্থী ৯ (১৫ শতাংশ)।

আমরা সকলেই এই পরিসংখ্যান দেখে 'বিস্ময়াভিভূত' হয়েছিলাম। এ কি করে হয়? মেনশেভিকরা এত চীৎকার করেছে যে আমাদের পার্টি বুদ্ধি-জীবীদের দ্বারা পুষ্ট; দিবারাত্র তারা বলশেভিকদের বুদ্ধিজীবী বলে নিন্দা করেছে; তারা সব বুদ্ধিজীবীকে পার্টি থেকে বের করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে এবং পেশাদার বিপ্লবীদের সব সময় গালাগাল দিয়ে এসেছে—কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল বলশেভিক 'বুদ্ধিজীবীদের' যা আছে তা থেকেও তাদের দলে শ্রমিকের সংখ্যা অনেক কম! আরও দেখা গেল বলশেভিকদের অপেক্ষা তাদের পেশাদার বিপ্লবী অনেক বেশি! কিন্তু আমরা মেনশেভিকদের চীৎকারের ব্যাখ্যা করেছিলাম এই প্রবাদবাক্যটির দ্বারা: 'যে দাঁতে ব্যথা হয় জিভ সব সময় সেইদিকেই যায়।'

আরও কৌতূহলকর হল কংগ্রেসের গঠনবিন্যাস সম্পর্কে সেই সংখ্যাগুলি যেগুলি দেখিয়ে দেয় প্রতিনিধিরা 'কোন্ কোন্ এলাকার'। দেখা গেল মেনশেভিক প্রতিনিধিদের বৃহৎ অংশ এসেছে প্রধানতঃ কৃষক এবং হস্তশিল্প অধ্যুষিত জেলাগুলি থেকে। গুরিয়া (৯ জন প্রতিনিধি), তিফলিস (১০ জন প্রতিনিধি), লিট্‌ল রুশের কৃষক সংগঠন 'স্পিল্কা' (আমার মনে হয় ১২ জন প্রতিনিধি), বুন্দ (বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল মেনশেভিক) এবং ব্যতিক্রম ছিল দোনেৎস্ বেসিন (৭ জন প্রতিনিধি)। অপরপক্ষে বলশেভিক প্রতিনিধিদের বড় দলগুলি এসেছিল একেবারেই বৃহদায়তন শিল্প অধ্যুষিত জেলাগুলি থেকে: সেণ্ট পিটার্সবুর্গ (১২ জন প্রাতনিধি), মস্কো (১৩ বা ১৪ জন প্রতিনিধি), উরাল (২১ জন প্রতিনিধি), আইভানোভো-ভোজনেসেন্স্ক (১২ জন প্রতিনিধি), পোল্যাণ্ড (৪৫ জন প্রতিনিধি)।

এটি পরিষ্কার যে, বলশেভিকবাদের রণকৌশল হল বৃহৎ শিল্পের শ্রমিক-শ্রেণীর রণকৌশল, যেখানে শ্রেণী-বিরোধ বিশেষভাবে স্পষ্ট এবং শ্রেণী-সংগ্রাম বিশেষভাবে তীব্র, সেইসব অঞ্চলের রণকৌশল। যারা প্রকৃতই সর্বহারা-শ্রেণী তাদেরই রণকৌশল হল বলশেভিকবাদ।

অপরপক্ষে এটিও কম স্পষ্ট নয় যে, মেনশেভিকদের রণকৌশল হল মূলতঃ হস্তশিল্পের শ্রমিক এবং কৃষক আধা-সর্বহারাদের রণকৌশল, সেই সব অঞ্চলের রণকৌশল যেখানে শ্রেণী-বিরোধ খুব স্পষ্ট নয়, এবং যেখানে শ্রেণী-সংগ্রাম কুয়াশাচ্ছন্ন। মেনশেভিকবাদ হল সর্বহারার মধ্যে আধা-বুর্জোয়ার রণকৌশল।

সংখ্যাগুলি এই কথাই বলে।

এবং এটি বুঝতে পারা শক্ত নয়: লজ, মস্কো বা আইভানোভো-ভোজনেসেন্স্ক-এর শ্রমিকদের কাছে সেই লিবারেল বুর্জোয়ার সঙ্গে জোটবদ্ধ হওয়ার কথা জোর দিয়ে বলা অসম্ভব, কারণ সেই বুর্জোয়ারাই শ্রমিকদের উপর হিংস্র আক্রমণ চালাচ্ছে এবং ব্যাপক লক-আউট ও আংশিক কর্মচ্যুতির দ্বারা তাদের যখন-তখন 'শাস্তি' দিচ্ছে। সেখানে মেনশেভিকবাদ কোন সহানুভূতি পাবে না; সেখানে বলশেভিকবাদ তথা শ্রমিকশ্রেণীর আপোষহীন শ্রেণী-সংগ্রামের রণকৌশল প্রয়োজন। অন্যদিকে গুরিয়ার কৃষক বা স্থলভের হস্তশিল্পের শ্রমিক, যারা শ্রেণী-সংগ্রামের তীক্ষ্ণ এবং ধারাবাহিক আঘাত অনুভব করে না এবং সেই কারণে 'সাধারণ শত্রুর' বিরুদ্ধে সকল রকম চুক্তি করতে দ্রুত সম্মতি দেয়, তাদের মধ্যে শ্রেণী-সংগ্রামের ধারণা সৃষ্টি করা খুবই শক্ত। সেখানে এখনও বলশেভিকবাদের চাহিদা নেই; সেখানে মেনশেভিকবাদেরই চাহিদা, কারণ সেখানে চুক্তি এবং আপোষের আবহাওয়া সবকিছুকে আচ্ছন্ন করে আছে।

কংগ্রেসের জাতিগত গঠনবিন্যাসও কিছু কম কৌতূহলকর নয়। সংখ্যা থেকে দেখা যায় যে মেনশেভিক দলের অধিকাংশ ছিল ইহুদি (অবশ্য বুন্দপন্থীদের হিসাবে ধরা হয়নি), তারপর ছিল জর্জীয় এবং তারপর রুশীয়। অপরদিকে বলশেভিক দলের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠরা হল রুশীয়, তারপর ইহুদিরা (পোল এবং লেটদের অবশ্য হিসাবে ধরা হয়নি), তারপর জর্জীয় ইত্যাদি। এই সম্পর্কে একজন বলশেভিক (আমার মনে হয় তিনি কমরেড এলেক্সিন্স্কি[৩৫]) পরিহাসছলে বলেছিলেন যে মেনশেভিকরা হল একটি ইহুদি দল আর বলশেভিকরা হল একটি প্রকৃত রুশীয় দল এবং সেই কারণে পার্টির

মধ্যে দাঙ্গা বাধিয়ে দেওয়া আমাদের—বলশেভিকদের—পক্ষে খারাপ ব্যাপার হবে না।

বিভিন্ন দলের উক্ত গঠনবিন্যাসটি ব্যাখ্যা করা শক্ত নয়। বলশেভিক মতবাদের প্রধান কেন্দ্র হল বৃহৎ শিল্প-অঞ্চলগুলি, পোল্যাণ্ড বাদে যেগুলি নিছক রুশজাতির লোকেদের জেলা; আর মেনশেভিক জেলাগুলি হল ক্ষুদ্র উৎপাদন এবং সেই সঙ্গে ইহুদি, জর্জীয় প্রভৃতিদের জেলা।

কংগ্রেসে বিভিন্ন ধরনের যেসব প্রবণতা প্রকাশিত হয় সেগুলি বিচার করলে দেখা যায়, যে পাঁচটি দলে (বলশেভিক, মেনশেভিক, পোল প্রভৃতি) কংগ্রেস আনুষ্ঠানিকভাবে বিভক্ত ছিল সেগুলি মূল নীতিগত প্রশ্ন সম্পর্কে (অ-শ্রমিক পার্টিসমূহ, শ্রমিক কংগ্রেস প্রভৃতি প্রশ্ন) আলোচনার পূর্বপর্যন্ত, নগণ্য হলেও কিছুটা যুক্তিসিদ্ধ অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। কিন্তু যখন এই নীতিগত প্রশ্নগুলি আলোচনায় উপস্থিত হল তখন প্রকৃতপক্ষে আনুষ্ঠানিক দলগত অস্তিত্ব এক পাশে ফেলে দেওয়া হল এবং যখন নিয়মানুযায়ী কংগ্রেসে ভোট নেওয়া হল তখন সকলে দুটি ভাগে বিভক্ত হল: বলশেভিক ও মেনশেভিক। কংগ্রেসে তথাকথিত কেন্দ্র বা জলাভূমি বলে কিছু ছিল না। ত্রৎস্কি 'সুন্দর কিন্তু অপদার্থ' বলে প্রমাণিত হলেন। পোল প্রতিনিধিরা সকলেই স্পষ্টভাবে বলশেভিকবাদের পক্ষে গেল। বুন্দপন্থী প্রতিনিধিদের মধ্যে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যারা কার্যতঃ সকল সময় মেনশেভিকদের সমর্থন করত, তারা আনুষ্ঠানিকভাবে চরম দ্ব্যর্থবোধক নীতি অনুসরণ করল, একদিকে হাসি অন্যদিকে ক্রোধের উদ্রেক করল। কমরেড রোজা লুক্সেমবুর্গ বুন্দ প্রতিধিদের অনুসৃত নীতিকে সঠিকভাবেই চিহ্নিত করলেন, যখন তিনি বললেন যে বুন্দের নীতি জনগণের উপর প্রভাব বিস্তার করে এমন একটি পরিপক্ক রাজনৈতিক সংগঠনের কর্মনীতি নয়, বরং এ হল সেই সব দোকানদারদের কর্মনীতি যারা অনন্তকাল ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকে এবং আগামীকাল চিনির দর কমবে এই আশায় অপেক্ষা করে। বুন্দপন্থীদের মধ্যে মাত্র ৮ থেকে ১০ জন প্রতিনিধি বলশেভিকদের সমর্থন করে, কিন্তু তাও সব সময় নয়।

সাধারণভাবে বলশেভিক তরফেরই আধিপত্য ছিল, বরং, বলা চলে, খুব বেশি আধিপত্য ছিল।

সুতরাং কংগ্রেসটি ছিল একটি বলশেভিক কংগ্রেস, যদিও ষোল আনা বলশেভিক নয়। মেনশেভিকদের প্রস্তাবগুলির মধ্যে শুধু গেরিলাযুদ্ধ সম্বন্ধে

একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়, এবং তাও ঘটনাচক্রে; কারণ এই বিষয়ে বলশেভিকরা লড়াই করতে চায়নি, বরং বলা চলে এই বিষয়টি নিয়ে লড়াইকে তার শেষ পরিণতি পর্যন্ত নিয়ে যেতে চায়নি, কারণ বলশেভিকরা চেয়েছিল 'মেনশেভিক-দের আনন্দ করার অন্ততঃ একটা সুযোগ দেওয়া হোক।'…

(২)

আলোচ্য বিষয়সূচী ঃ
কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্ট, ডুমা-গ্রুপের রিপোর্ট

কংগ্রেসের রাজনৈতিক ধারাগুলি সম্বন্ধে বলতে গেলে কংগ্রেসের কার্য-বিবরণীকে দুটি অংশে ভাগ করা যায়।

প্রথম অংশ ঃ আনুষ্ঠানিক প্রশ্নগুলির উপর বিতর্ক, যেমন, কংগ্রেসের আলোচ্য বিষয়সমূহ, কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্ট, ডুমা-গ্রুপের রিপোর্ট, অর্থাৎ, যে প্রশ্নগুলি ছিল গভীর রাজনৈতিক তাৎপর্যপূর্ণ, কিন্তু যেগুলি এ-দল বা সে-দলের 'সম্মানের' সঙ্গে জড়িত ছিল বা জড়িত করা হচ্ছিল, এই ধারণা নিয়ে যাতে কোন দলকে 'ক্ষুব্ধ করা না হয়', 'বিভেদ সৃষ্টি না হয়' —এবং এই কারণেই ঐ প্রশ্নগুলিকে আনুষ্ঠানিক প্রশ্ন বলে আখ্যা দেওয়া হয়। কংগ্রেসের এই অংশটি ছিল খুবই ঝটিকাসংকুল এবং সর্বাপেক্ষা বেশি সময় এতেই ব্যয় হয়। তার কারণ ছিল 'নৈতিক' বিচারের দ্বারা ('যাতে কেউ ক্ষুব্ধ না হয়') মূলনীতির বিচার-বিবেচনাকে জোর করে পেছনে ঠেলে দেওয়া হয় এবং ফলে সঠিকভাবে কোন দল গড়ে ওঠে না; সেই মুহূর্তে বলা সম্ভব ছিল না যে, 'কারা জয়লাভ করবে,' এবং 'শিষ্ট ও নিরপেক্ষদের' নিজেদের মধ্যে পাবার জন্য বিভিন্ন দল আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে এক প্রচণ্ড সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় অংশ ঃ মূলনীতিসংক্রান্ত প্রশ্নগুলির উপর আলোচনা, যেমন অ-শ্রমিক পার্টিগুলির সম্পর্কে প্রশ্ন, শ্রমিক কংগ্রেস সম্পর্কে প্রশ্ন প্রভৃতি। এখানে 'নৈতিক' বিচার অনুপস্থিত ছিল, সুনির্দিষ্ট মূলনীতিগত প্রবণতাগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দলগুলি সুনির্দিষ্টভাবে গড়ে ওঠে; এই গ্রুপগুলির মধ্যকার পারস্পরিক শক্তি-সম্পর্ক সেই মুহূর্তেই প্রকাশ পায়, এবং সেই কারণে

কংগ্রেসের অধিবেশনের এই অংশটি সবচেয়ে শান্ত থাকে এবং সর্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ হয়—পরিষ্কার প্রমাণ হয় যে মূলনীতির সঙ্গে মিল রেখে আলোচনা, একটি কংগ্রেসের কার্যধারা শান্ত ও ফলপ্রসূ হওয়ার পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্যারান্টি।

আমরা এখন সংক্ষেপে কংগ্রেসের কার্যধারার প্রথম ভাগের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করব।

কমরেড প্লেখানভ কংগ্রেসের উদ্বোধনী বক্তৃতায় বুর্জোয়া সমাজের 'প্রগতিশীলদের' সঙ্গে 'তেমন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে' চুক্তিবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন, তারপর কংগ্রেস পাঁচজনের সভাপতিমণ্ডলী (প্রত্যেক গ্রুপ থেকে একজন) নির্বাচন করে, একটি 'ক্রেডেনসিয়াল কমিটি' নির্বাচিত হয় এবং তারপর কংগ্রেসের আলোচ্য বিষয়সমূহ স্থির করার দিকে যাওয়া হয়। এটি লক্ষণীয় যে গতবছর ঐক্য কংগ্রেসে মেনশেভিকরা যেমন করেছিল তেমনি এই কংগ্রেসেও তারা বর্তমান পরিস্থিতি ও আমাদের বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী হিসাবে কর্তব্য সম্পর্কে প্রশ্নগুলি আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে আনার জন্য বলশেভিকদের প্রস্তাবটির প্রচণ্ড বিরোধিতা করে। বিপ্লবের জোয়ার উঠছে না নামছে এবং সেই বিচারে আমরা বিপ্লবকে 'বাতিল' করব না শেষ পর্যন্ত তাকে এগিয়ে নিয়ে যাব? আমাদের বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর কোন্ শ্রেণীগত কর্তব্যগুলি রুশ সমাজের অন্যান্য শ্রেণীগুলি থেকে স্পষ্টভাবে তাকে পৃথক করে? এইগুলি ছিল এমন প্রশ্ন, যেগুলিকে মেনশেভিকরা ভয় করত। অন্ধকার যেমন সূর্য উঠলে পালায় তেমনি এই প্রশ্নগুলির সামনে পড়ে তারা পলায়ন করে; তারা আমাদের মতপার্থক্যের মূলভিত্তিগুলি আলোর সামনে আনতে চায় না। কেন? এই প্রশ্নগুলিতে গভীর মতপার্থক্য থাকার জন্য মেনশেভিক দল নিজেরাই বিভক্ত, কারণ মেনশেভিকবাদ একটি সুসংবদ্ধ মতধারা নয়; মেনশেভিকবাদ হল হরেকরকম ধারার এমনি জগাখিচুড়ি যা বলশেভিকবাদের বিরুদ্ধে উপদলীয় ঝগড়ার সময় অদৃশ্য থাকে কিন্তু যে মুহূর্তে মূলনীতির ভিত্তিতে এখনকার রণকৌশল কি হবে সে বিষয়ের প্রশ্নগুলি সামনে আসে তখনই তা গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠে। মেনশেভিকরা তাদের দলের এই অন্তর্লীন দুর্বলতাকে প্রকাশ করতে চায় না। বলশেভিকরা এটা জানত এবং আলোচনাকে মূলনীতির সঙ্গে অধিকতর সংযুক্ত করার জন্য আলোচ্য সূচীতে উপরিউক্ত প্রশ্নগুলির অন্তর্ভুক্তির উপর জোর দেয়। মূলনীতির সঙ্গে সঙ্গতি যে তাদের খতম করবে তা বুঝতে পেরে মেনশেভিকরা একগুঁয়ে হয়ে ওঠে; তারা 'শিষ্ট

কমরেডদের' প্রতি ইঙ্গিত করে বলে যে সেই কমরেডরা 'ক্লষ্ট' হবে এবং সেই কারণে কংগ্রেস বর্তমান পরিস্থিতি ইত্যাদি বিষয় আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করে না। শেষে নিম্নলিখিত আলোচ্য বিষয়গুলি গৃহীত হল: কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্ট, ডুমা-গ্রুপের রিপোর্ট, অ-শ্রমিক পার্টিগুলি সম্বন্ধে মনোভাব, ডুমা, শ্রমিক কংগ্রেস, ট্রেড ইউনিয়ন, গেরিলা কার্যক্রম, সংকট, লক-আউট ও বেকার সমস্যা, স্টুটগার্ট-এ আন্তর্জাতিক কংগ্রেস[৩৬] এবং সাংগঠনিক প্রশ্নাবলী।

কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্টের উপর প্রধান বক্তা ছিলেন কমরেড মার্তভ (মেনশেভিকদের পক্ষে) এবং কমরেড রায়াদোভই[৩৭] (বলশেভিকদের পক্ষে)। সঠিকভাবে বলতে গেলে মার্তভের রিপোর্টের ঘটনাবলীর কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা ছিল না, কিভাবে নিরীহ কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টিকে এবং ডুমার মধ্যকার দলকে পরিচালনা করতে প্রবৃত্ত হয় এবং কিভাবে 'ভয়ংকর' বলশেভিকরা তাদের মূলনীতিগুলির আঘাতে কেন্দ্রীয় কমিটির কাজে বাধা সৃষ্টি করে, সেটা ছিল তারই আবেগময় এক কাহিনী। দায়িত্বশীল ক্যাডেট মন্ত্রিসভা, 'ডুমার পুনরধিবেশন' প্রভৃতি কেন্দ্রীয় কমিটির যে শ্লোগানগুলি পার্টি পরবর্তী সময়ে বাতিল করে মার্তভ সেই শ্লোগানগুলির যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করতে চান এই অজুহাতে যে, পরিস্থিতি তখনও কোন নির্দিষ্ট রূপ নেয়নি এবং অবস্থা যখন স্তিমিত ছিল, তখন এছাড়া অন্য কোন শ্লোগান উত্থাপন করা সম্ভব ছিল না। কেন্দ্রীয় কমিটির বিভ্রান্তিকর সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান এবং পরবর্তীকালে প্রথম ডুমা ছত্রভঙ্গ করার পরমুহূর্তে আংশিক সংগ্রামের আহ্বান তিনি সমর্থন করেন এই অজুহাতে যে, পরিস্থিতি অনির্দিষ্ট এবং জনগণের মনোভাব সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। সেণ্ট পিটার্সবুর্গ সংগঠনের[৩৮] ভাঙনের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় কমিটির ভূমিকা সম্বন্ধে তিনি খুব অল্পই বলেন। কিন্তু বলশেভিকদের একাংশের উদ্যোগে সামরিক ও প্রতিরোধী সংগঠনগুলির যে সম্মেলন আহ্বান করা হয় সে সম্বন্ধে তিনি অনেক বেশি কথা বলেন, কারণ মার্তভের মতে এগুলি পার্টি-সংগঠনে বিভেদ এবং অরাজকতা সৃষ্টি করেছিল। তাঁর বক্তব্যের শেষে মার্তভ ঘোষণা করেন, বিশেষভাবে জটিল ও বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে পার্টি পরিচালনা কত দুঃসাধ্য তা যেন কংগ্রেস মনে রাখে, এবং তিনি বলেন যে কেন্দ্রীয় কমিটির সমালোচনায় কংগ্রেস যেন কঠোর

মনোভাব গ্রহণ না করে। বস্তুতঃ মার্তভ নিজেই বুঝেছিলেন যে জবাবদিহি করার মতো গুরুতর অপরাধ কেন্দ্রীয় কমিটির ছিল।

কমরেড রায়াদোভই-এর বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ছিল। তিনি মত প্রকাশ করেন যে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কর্তব্য ছিল: (১) পার্টি-কর্মসূচীকে রক্ষা করা এবং কার্যকরী করা, (২) পার্টি কংগ্রেস যে সকল রণকৌশলগত বিষয়ে তাকে নির্দেশ দেবে সেগুলি কার্যকরী করা, (৩) পার্টির সংহতি রক্ষা করা, এবং (৪) পার্টির সংগ্রামী কাজকর্মগুলির সমন্বয় সাধন করা। কেন্দ্রীয় কমিটি এগুলির একটি কর্তব্যও পালন করেনি। পার্টি-কর্মসূচীর সমর্থনে দাঁড়ানো এবং তা কার্যকরী করার পরিবর্তে কেন্দ্রীয় কমিটি প্রথম ডুমার সুবিদিত কৃষি-সংক্রান্ত আবেদনের[৩৯] ব্যাপারে ডুমার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক দলকে নির্দেশ দেয় যে, বিরোধীদের ঐক্য সুনিশ্চিত করার জন্য এবং ক্যাডেটদের স্বপক্ষে আনার জন্য আমাদের কৃষি-সংক্রান্ত কর্মসূচীতে উল্লিখিত (জমিদারদের) সকল জমি বাজেয়াপ্ত করার বিষয়টি যেন ডুমার আবেদনের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা না করা হয়, বরং তারা যেন জমি হস্তান্তর করা সম্পর্কে একটি সাদাসিধা বিবৃতি দেওয়ার মধ্যেই নিজেদের নিবদ্ধ রাখে এবং ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে কি হবে না সে সম্পর্কে কোন কিছু না বলে।

একবার এটি ভেবে দেখুন! পার্টি-কর্মসূচীর জমি বাজেয়াপ্ত করা সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি নির্দেশ জারী করল! কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টি-কর্মসূচী লঙ্ঘন করল! কর্মসূচীর লঙ্ঘন-কারী হল কেন্দ্রীয় কমিটি—এর চেয়ে নিন্দনীয় আর কিছু আপনি ভাবতে পারেন?

আরও দেখা যাক। ঐক্য কংগ্রেসের নির্দেশগুলি কাজে পরিণত করা, ডুমার বাইরে শ্রেণী-সংগ্রামে অধিকতর রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারের জন্য ডুমার অভ্যন্তরে পার্টিগুলির মধ্যে লড়াইকে ধারাবাহিকভাবে তীব্রতর করা, শ্রমিকশ্রেণীর স্বাধীন শ্রেণীনীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করা, এই ন্যূনতম কাজগুলি করার পরিবর্তে কেন্দ্রীয় কমিটি দায়িত্বশীল ক্যাডেট মন্ত্রিসভা, 'ডুমার পুনরধিবেশন', 'প্রাসাদ চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে ডুমার পক্ষে' ইত্যাদি ইত্যাদি শ্লোগানগুলি দেয়, যে শ্লোগানগুলি ডুমার মধ্যে পার্টির সংগ্রামকে আচ্ছন্ন করে তোলে, ডুমার বাইরে শ্রেণী-দ্বন্দ্বকে এড়িয়ে যায়, শ্রমিকশ্রেণীর জঙ্গী রণনীতি ও লিবারেল বুর্জোয়ার আপোষনীতির মধ্যে সকল পার্থক্য বিলুপ্ত করে এবং

প্রথমটিকে দ্বিতীয়টির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়। এবং যখন কেন্দ্রীয় মুখপত্রের সম্পাদকমণ্ডলীর সভ্য ও স্বভাবতঃই কেন্দ্রীয় কমিটিরও সদস্য কমরেড প্লেখানভ ক্যাডেটদের সঙ্গে আপোষের পথে আরও খানিক দূর এগিয়ে প্রস্তাব করলেন যে, গণপরিষদের শ্লোগান পরিত্যাগ করে এবং লিবারেল বুর্জোয়াদের গ্রহণ-যোগ্য 'সার্বভৌম ডুমার' শ্লোগান দিয়ে পার্টিকে তাদের সঙ্গে একটি ব্লক গঠন করতে হবে, কমরেড প্লেখানভের এই হঠাৎ-ফেটেপড়া বক্তব্য, যা পার্টিকে কালিমালিপ্ত করল, কেন্দ্রীয় কমিটি তখন তার প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা, এমনকি তার সঙ্গে একমত হল, যদিও তাদের সম্মতিটি সরকারীভাবে জানাতে তারা সাহস পেল না।

ঐক্য কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলি এবং শ্রমিকশ্রেণীর স্বাধীন শ্রেণী-কর্মনীতির বুনিয়াদী প্রয়োজনীয়তাকে কেন্দ্রীয় কমিটি এইভাবে লঙ্ঘন করল!

একটি কেন্দ্রীয় কমিটি, যে শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-চেতনাকে অস্পষ্ট করে; একটি কেন্দ্রীয় কমিটি যে শ্রমিকশ্রেণীর কর্মনীতিকে লিবারেল বুর্জোয়ার কর্ম-নীতির তলায় স্থান দেয়; একটি কেন্দ্রীয় কমিটি যে ক্যাডেট লিবারেলবাদের বড়াইকারীদের সামনে শ্রমিকশ্রেণীর পতাকাকে টেনে নামিয়ে দেয়—এই জায়গায় আমাদের নিয়ে এসেছে মেনশেভিক সুবিধাবাদীর দল!

পার্টির ঐক্য এবং শৃঙ্খলা সুরক্ষিত করা তো দূরের কথা, সেণ্ট পিটার্সবুর্গ সংগঠনকে বিভক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় কমিটি ঐক্য ও শৃঙ্খলাকে কিভাবে রীতিমত লঙ্ঘন করল সে সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করতে চাই না।

আমরা এবিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করতে চাই না যে, কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টির কাজগুলির সমন্বয় সাধন করেনি, যদিও তাও আমাদের কাছে খুবই স্পষ্ট।

এইসব বিষয়, কেন্দ্রীয় কমিটির এইসব ভুলগুলি কিভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে? 'ভয়ংকর' লোকেরা কেন্দ্রীয় কমিটিতে ছিল, সে ঘটনার দ্বারা নিশ্চয়ই ব্যাখ্যা করা যাবে না, বরং ব্যাখ্যা করা যাবে এই তথ্যের দ্বারা যে, যে মেনশেভিকবাদ কেন্দ্রীয় কমিটিতে আধিপত্য বিস্তার করেছে, তা পার্টিকে পরিচালনা করতে অক্ষম এবং রাজনৈতিক প্রবণতা হিসাবে একেবারে দেউলিয়া। এইদিক থেকে বিচার করলে, কেন্দ্রীয় কমিটির সমগ্র ইতিহাসই হল মেনশেভিকবাদের ব্যর্থতার ইতিহাস। এবং যখন মেনশেভিক কমরেডরা আমাদের তিরস্কার করে বলে যে, আমরা কেন্দ্রীয় কমিটির কাজে 'প্রতিবন্ধকতা'

সৃষ্টি করেছি, আমরা তাকে 'বিরক্ত' করেছি, ইত্যাদি ইত্যাদি, তদুত্তরে আমরা এইসব নৈতিক জ্ঞানদাতা কমরেডদের না বলে পারি না: হ্যাঁ, কমরেডরা, আমরা কেন্দ্রীয় কমিটির পার্টি-কর্মসূচীকে লঙ্ঘন করার কাজে 'প্রতিবন্ধকতা' সৃষ্টি করেছি, লিবারেল বুর্জোয়ার পছন্দ অনুযায়ী সর্বহারার রণকৌশলকে তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার কাজে 'বাধা দিয়েছি', এবং আমরা এইভাবে বাধা দিয়েই যাব, কারণ এটিই আমাদের পবিত্র কর্তব্য।

মোটামুটি এই কথাই কমরেড রায়াদোভই বলেছিলেন।

আলোচনায় দেখা গেল যে অধিকাংশ কমরেড, এমনকি কয়েকজন বুন্দপন্থীও কমরেড রায়াদোভইয়ের মত সমর্থন করলেন। এবং যদিও শেষ পর্যন্ত বলশেভিক প্রস্তাবটি, যাতে কেন্দ্রীয় কমিটির ভুলগুলির উল্লেখ ছিল, তা গৃহীত হয়নি, তার কারণ ছিল 'পার্টি যেন ভাগ না হয়' এই চিন্তা কমরেডদের ওপর দৃঢ় প্রভাব বিস্তার করে। অবশ্য কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতি মেনশেভিকদের আস্থাসূচক প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। যা গৃহীত হয় তা হল কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যকলাপের গুণাগুণ বিচার না করে পরবর্তী কার্যসূচীতে যাওয়ার জন্য একটি সাদামাঠা প্রস্তাব।···

ডুমা-গ্রুপের রিপোর্টের উপর আলোচনাটি ছিল পূর্ববর্তী প্রশ্নের আলোচনার সাধারণ পুনরাবৃত্তি। সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না; কারণ ডুমার মধ্যের দল কেন্দ্রীয় কমিটির প্রত্যক্ষ পরিচালনায় কাজ করেছে এবং স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্রীয় কমিটিকে সমালোচনা করলে বা সমর্থন করলে একই সঙ্গে ডুমার ভেতরের দলকে সমালোচনা করা বা সমর্থন করা হত।

দ্বিতীয় বক্তা কমরেড আলেক্সিনস্কির (প্রথম বক্তা কমরেড সেরেতেলি) মন্তব্যগুলি খুবই শিক্ষাপ্রদ ছিল, এই দিক থেকে যে কমরেড আলেক্সিনস্কি যেমন বললেন যে ডুমার ভেতরের দল, যার অধিকাংশই মেনশেভিক, যে শ্লোগান দেয়, যেমন ডুমায় বিরোধীদের ঐক্য গঠন, বিরোধীদের মধ্যে অনৈক্য না আনা এবং ক্যাডেটদের সঙ্গে একত্রে চলার আবশ্যকতা—এই মেনশেভিক শ্লোগানটি ডুমাতে সম্পূর্ণ দেউলিয়া হয়ে যায়, কারণ বাজেট, সৈন্যবাহিনী প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে ক্যাডেটরা গুলিপিনের পক্ষাবলম্বন করে এবং মেনশেভিক সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা কৃষক ডেপুটিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সরকার ও ক্যাডেটদের বিরুদ্ধে লড়তে বাধ্য হয়। প্রকৃতপক্ষে মেনশেভিকরা তাদের

ভূমিকার ব্যর্থতা স্বীকার করতে এবং দক্ষিণপন্থী ও ক্যাডেটদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কৃষক ডেপুটিদের পক্ষে আনার বলশেভিক শ্লোগানটিকে ডুমার ভেতরে কার্যকরী করতে বাধ্য হয়।

পোল্যাণ্ডের কমরেডদের মন্তব্যও কম শিক্ষাপ্রদ হয়নি, যখন তাঁরা বলেন, যে ডুমার ভেতরকার দলকে নারদোভংসি[৪০] অর্থাৎ পোল্যাণ্ডের সেই ব্ল্যাক হাণ্ড্রেডদের সঙ্গে যুক্ত সভা করতে অনুমতি দেওয়া যায় না, কারণ তারা অতীতে একাধিকবার পোল্যাণ্ডে সমাজতন্ত্রীদের ব্যাপকভাবে হত্যা করেছে এবং এখনও তা চালিয়ে যাচ্ছে। এই কথা শুনে ককেশিয়ান তুজন মেনশেভিক নেতা[৪১] এক এক করে জবাবে বললেন, ডুমার ভেতরের দলের কাছে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল বিভিন্ন পার্টি ডুমার মধ্যে কি আচরণ করছে, ডুমার বাইরে নিজের এলাকায় কি করছে, তা গুরুত্বপূর্ণ নয়, এবং ডুমার ভেতরে নারদোভংসি কম-বেশী লিবারেলদের মতোই চলছে। অতএব এ থেকে বেরিয়ে আসছে যে পার্টিগুলিকে বিচার করতে হবে ডুমার বাইরে তারা কি **করছে** তা দিয়ে নয়, ডুমার মধ্যে তারা কি **বলছে** তাই দিয়ে। সুবিধাবাদ এর চেয়েও বেশি আর কতদূর যেতে পারে।…

কমরেড আলেক্সিন্স্কি যে মত প্রকাশ করেন তার সঙ্গে বেশির ভাগ বক্তাই একমত হন, কিন্তু, যাই হোক, এই প্রশ্নের উপর কোনরকম প্রস্তাবই গ্রহণ করা হয়নি; আর একবার 'যাতে না রুষ্ট হন' সেই বিচার করে কোন প্রস্তাব নেওয়া হল না। প্রস্তাব সম্পর্কে প্রশ্নটি কংগ্রেস এড়িয়ে গিয়ে সোজা পরবর্তী প্রশ্নে চলে গেল।

(৩)

অ-শ্রমিক পার্টিসমূহ

আনুষ্ঠানিক প্রশ্নগুলি থেকে এবারে আমরা যাচ্ছি মূলনীতিগত প্রশ্নগুলিতে —মতপার্থক্যের প্রশ্নগুলিতে।

রণকৌশলগত বিষয়ে যেসব প্রশ্নকে কেন্দ্র করে আমাদের মতপার্থক্য দেখা দেয়, সেগুলো হল আমাদের বিপ্লবের সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ এবং এই বিপ্লবে

রুশ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও পার্টির ভূমিকা সম্পর্কিত প্রশ্ন। আমাদের বিপ্লব যে বুর্জোয়া বিপ্লব, এই বিপ্লব যে শেষ হবে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধনে—ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধনে নয়, এবং এই বিপ্লব যে শুধু একটি গণতান্ত্রিকপ্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার শেষ সীমায় পৌছাতে পারে, মনে হয়, এই বিষয়ে আমাদের পার্টিতে সবাই একমত। আরও বলা যায়, সমগ্রভাবে আমাদের বিপ্লবের গতিতে যে ভাটা দেখা দেয়নি—দেখা দিয়েছে জোয়ার এবং আমাদের কর্তব্য যে তাকে 'ব্যর্থ করা' নয়—তাকে শেষ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া, এ ব্যাপারেও অন্ততঃ অনুষ্ঠানিকভাবে সকলে একমত, কারণ মেনশেভিকরা সমষ্টিগত হিসাবে এখনও পর্যন্ত এর বিরুদ্ধে কিছু বলেনি। কিন্তু কিভাবে আমাদের বিপ্লবকে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে? এই বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণী, কৃষকসমাজ, এবং লিবারেল বুর্জোয়ার ভূমিকা কি? কোন্ কোন্ সংগ্রামী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করলে এই বিপ্লব তার শেষ সীমা পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে? কাকে কাকে সঙ্গে নিয়ে আমরা এগোব, কার বিরুদ্ধে আমরা লড়ব? ইত্যাদি ইত্যাদি। এইখানেই আমাদের মতপার্থক্যের সূত্রপাত।

মেনশেভিকদের মত। যেহেতু আমাদের বিপ্লব বুর্জোয়া বিপ্লব, সেহেতু এই বিপ্লবের নেতা শুধু বুর্জোয়াই হতে পারে। ফ্রান্সের মহান বিপ্লবের নেতা ছিল বুর্জোয়ারা, অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলিতেও বিপ্লবের নেতা তারাই ছিল—রুশ বিপ্লবের নেতাও তারাই হবে। শ্রমিকশ্রেণী বিপ্লবের মূল যোদ্ধা, কিন্তু তাদের অবশ্যই বুর্জোয়াদের পেছনে চলতে হবে, এবং পেছন থেকে ঠেলে বুর্জোয়াদের এগিয়ে দিতে হবে। কৃষকসমাজও একটি বিপ্লবী শক্তি, কিন্তু তাদের মধ্যে এমন কিছু খুব বেশি মাত্রায় রয়েছে যা হল প্রতিক্রিয়াশীল এবং সেই কারণে লিবারেল-গণতন্ত্রী বুর্জোয়াদের তুলনায় তাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম করার সুযোগ শ্রমিকশ্রেণী পাবে অনেক কম। কৃষকসমাজ অপেক্ষা বুর্জোয়ারা শ্রমিকশ্রেণীর অধিকতর নির্ভরযোগ্য মিত্র। লিবারেল-গণতন্ত্রী বুর্জোয়ারা হল নেতা, তাদের চারিপাশে সকল সংগ্রামী শক্তিকে সমবেত হতে হবে। অতএব শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষকসমাজের সঙ্গে একত্রে সরকার ও লিবারেল বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হও—এই বিপ্লবী তত্ত্বের দ্বারা বুর্জোয়া দলগুলি সম্পর্কে আমাদের মনোভাব নির্ধারিত হবে না, হবে সেই সুবিধাবাদী তত্ত্বের দ্বারা, যে তত্ত্ব হল—লিবারেল বুর্জোয়ার নেতৃত্বে সকল সরকার-

বিরোধীদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সেই কারণেই লিবারেলদের সঙ্গে আপোষ করার রণকৌশল গ্রহণ করা হয়েছে।

এই হল মেনশেভিকদের মত।

বলশেভিকদের মত। নিঃসন্দেহে আমাদের বিপ্লব হল একটি বুর্জোয়া বিপ্লব, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে লিবারেল বুর্জোয়ারা তার নেতা হবে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী বুর্জোয়ারা ছিল ফরাসী বিপ্লবের নেতা, কিন্তু কেন? কারণ ফ্রান্সের শ্রমিকশ্রেণী তখন দুর্বল ছিল, তখন তারা স্বতন্ত্র শক্তিরূপে এগিয়ে আসেনি, তারা তাদের নিজস্ব শ্রেণীগত দাবি সামনে আনেনি; তাদের না ছিল শ্রেণী-চেতনা, না ছিল সংগঠন, তারা তখন বুর্জোয়াদের পেছন পেছন চলছিল এবং বুর্জোয়ারা নিজেদের বুর্জোয়া-স্বার্থ সাধনে তাদের যন্ত্ররূপে ব্যবহার করেছিল। দেখা যাচ্ছে, বুর্জোয়াদের তখন শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে জারতন্ত্রের মতো কোন সহযোগীশক্তির প্রয়োজন ছিল না—শ্রমিকশ্রেণী নিজেই তখন ছিল বুর্জোয়ার সহযোগী ও সেবক—এবং সেই কারণেই বুর্জোয়ারা তখন বিপ্লবী হতে পেরেছিল। এখানে রাশিয়াতে তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা কিছু দেখা যাচ্ছে। রুশ শ্রমিকশ্রেণীকে কোনমতেই দুর্বল বলা চলে না; এর মধ্যেই গত কয়েকবছর ধরে এরা নিজেদের শ্রেণী-দাবি সামনে রেখে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সংগ্রাম করছে; এরা নিজেদের স্বার্থ বুঝতে পারার মতো যথেষ্ট শ্রেণী-চেতনায় সুসমৃদ্ধ; শ্রমিকশ্রেণী তার নিজের পার্টিতে ঐক্যবদ্ধ; তাদের পার্টিই রাশিয়ায় সবচেয়ে শক্তিশালী পার্টি, যার নিজস্ব কর্মসূচী, রণ-কৌশলগত মূলনীতি ও সাংগঠনিক মূলনীতি আছে; এই পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণী এর মধ্যেই বুর্জোয়াদের পরাজিত করে অনেকগুলি উজ্জ্বল বিজয় অর্জন করেছে।··· এই পরিস্থিতিতে, আমাদের শ্রমিকশ্রেণী কি লিবারেল বুর্জোয়ার লেজুড় হয়ে থাকার ভূমিকায়, বুর্জোয়ার হাতে হতভাগ্য ক্রীড়নকের ভূমিকায় সন্তুষ্ট থাকতে পারে? তারা কি বুর্জোয়াদের পেছন পেছন চলতে এবং বুর্জোয়াশ্রেণীকে নিজেদের নেতা করতে পারে, বা অবশ্যই তাকে তা করতে হবে? বিপ্লবের নেতা ছাড়া শ্রমিকশ্রেণী আর কি হতে পারে? এখন দেখুন, আমাদের লিবারেল বুর্জোয়াদের শিবিরে কি ঘটছে: শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী মেজাজ দেখে বুর্জোয়ারা আতংকগ্রস্ত; বিপ্লবের পুরোভাগে যাওয়ার পরিবর্তে এরা প্রতিবিপ্লবের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এবং শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে তার সঙ্গে সমঝওতায় এসেছে। তাদের পার্টি, ক্যাডেট পার্টি, প্রকাশ্যেই বিশ্ববাসীর

চোখের সামনে স্তলিপিনের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে, জনগণের বিপ্লবের বিপক্ষে জারতন্ত্রের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে বাজেট ও সৈন্যবাহিনীর সপক্ষে ভোট দিয়েছে। এটি কি পরিষ্কার নয় যে, রাশিয়ার লিবারেল বুর্জোয়ারা একটি বিপ্লব-বিরোধী শক্তি, যার বিরুদ্ধে অতি নির্দয় সংগ্রামে চালাতে হবে ? এবং কাউটস্কি কি সঠিক বলেননি, যখন তিনি বলেছিলেন যেখানে শ্রমিকশ্রেণী স্বতন্ত্র ভূমিকায় স্বাধীনভাবে এগিয়ে আসে সেখানে বুর্জোয়ারা বিপ্লবী থাকে না ?...

অতএব রাশিয়ার লিবারেল বুর্জোয়ারা হল বিপ্লব-বিরোধী ; তারা বিপ্লবের চালিকাশক্তি হতে পারে না, নেতা হওয়া তো আরও দূরের কথা ; এরা হল বিপ্লবের বিঘোষিত শত্রু, এদের বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রাম চালাতে হবে।

আমাদের বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীই হল একমাত্র নেতা যে জার স্বৈরতন্ত্রের উপর আঘাত হানার জন্য রাশিয়ার বিপ্লবী শক্তিগুলিকে নেতৃত্ব দিতে আগ্রহী এবং সমর্থ। দেশের বিপ্লবী শক্তিগুলিকে একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীই তার চারি-পাশে সমবেত করবে ; আমাদের বিপ্লবকে সমাপ্তি পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীই। সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির কর্তব্য হল বিপ্লবের নেতার ভূমিকা পালনের জন্য সর্বাধিক সম্ভাব্য উপায়ে শ্রমিকশ্রেণীকে প্রস্তুত করা।

এই হল বলশেভিক মতবাদের মর্মবস্তু।

তাহলে নির্ভরযোগ্য মিত্র কে হতে পারে, এই প্রশ্নের জবাবে বলশেভিকদের উত্তর হল—শ্রমিকশ্রেণীর একমাত্র মিত্র হল বিপ্লবী কৃষকসমাজ, যারা সর্বতোভাবে নির্ভরযোগ্য এবং শক্তিশালী। বিশ্বাসঘাতক লিবারেল বুর্জোয়ারা নয়, বিপ্লবী কৃষকসমাজই শ্রমিকশ্রেণীর পাশে থেকে সামন্তবাদী ব্যবস্থা যে স্তম্ভগুলির উপর দাঁড়িয়ে আছে সেগুলির বিরুদ্ধে লড়বে।

অতএব বুর্জোয়া পার্টিগুলি সম্বন্ধে আমাদের মনোভাব এই সিদ্ধান্তের দ্বারা নির্ধারিত হবে : শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে বিপ্লবী কৃষকসমাজের সঙ্গে একত্রে জারতন্ত্র ও লিবারেল বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে। এজন্যই ক্যাডেট বুর্জোয়াদের আধিপত্যের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আবশ্যক এবং সেই কারণে ক্যাডেটদের সঙ্গে আপোষ করার অনুমতি দেওয়া চলে না।

এই হল বলশেভিকদের মত।

এই দুটি বিপরীত মতের কাঠামোর মধ্যেই লেনিন ও মার্তিনভ এবং অন্যান্য সকল বক্তার বক্তৃতা আবর্তিত হয়েছিল।

কমরেড মার্তিনভ মেনশেভিক মতবাদের 'গভীরতার' শেষ স্তর পর্যন্ত স্পর্শ করলেন, যখন তিনি, শ্রমিকশ্রেণী যে তার অধিনায়কত্ব অবশ্যই প্রতিষ্ঠা করবে, এটিকে সুনিশ্চিতভাবে অস্বীকার করলেন এবং সুস্পষ্টভাবে ক্যাডেটদের সঙ্গে ব্লক গঠনের মতকে সমর্থন করলেন।

অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে বিপুল সংখ্যকের বক্তৃতায় বলশেভিক মতবাদের প্রবণতাটিই প্রকাশ পায়।

অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ছিল কমরেড রোজা লুক্সেমবুর্গের বক্তৃতা, যিনি জার্মান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের পক্ষ থেকে কংগ্রেসকে অভিনন্দন জানান এবং আমাদের মতপার্থক্যের বিষয়গুলি সম্পর্কে জার্মান কমরেডদের মতামত জানান। (এখানে আমরা রোজা লুক্সেমবুর্গের বিভিন্ন সময়ের দুটি বক্তৃতা একত্রে উল্লেখ করছি।) বিপ্লব-বিরোধী শক্তি হিসাবে লিবারেল বুর্জোয়াদের ভূমিকা, বিপ্লবের নেতারূপে শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা প্রভৃতি প্রশ্ন সম্পর্কে বলশেভিকদের সঙ্গে সম্পূর্ণ মতৈক্য প্রকাশ করে রোজা লুক্সেমবুর্গ মেনশেভিক নেতা প্লেখানভ ও আক্সেলরডকে সমালোচনা করেন, তাদের সুবিধাবাদী আখ্যা দেন, এবং বলেন যে তাদের ভূমিকা ফ্রান্সের জরেসিস্টদের সমতুল্য। লুক্সেমবুর্গ বলেন, আমি জানি বলশেভিকদেরও কোন কোন ত্রুটি ও খেয়ালিপনা আছে, তারা কিছুটা অতিরিক্ত কঠোর, কিন্তু আমি তাদের ঠিকমতো বুঝি এবং মার্জনা করি: ছড়িয়ে পড়া এঁটেল জিনিসের মতো এই মেনশেভিক সুবিধাবাদ, তার মুখোমুখি হলে একজন কঠোর না হয়ে পারে না। ফ্রান্সের গুয়েসদিস্টদের[৪২] মধ্যেও এইরকম অতিরিক্ত কঠোরতা দেখা গিয়েছিল, তাদের নেতা কমরেড গুয়েসদি একটি বহুল প্রচারিত নির্বাচনী পোষ্টারে বলেছিলেন: 'একটি বুর্জোয়াও যেন আমাকে ভোট দিতে সাহস না করে, কারণ সকল বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে, কেবলমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের সমর্থনে আমি পার্লামেন্টে দাঁড়াব।' এসত্ত্বেও, এইরকম উগ্রতা সত্ত্বেও, মার্কসবাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতক জরেসিস্টদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামে আমরা জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা, গুয়েসদিস্টদের পক্ষে সব সময় দাঁড়িয়েছি। একই কথা বলশেভিকদের সম্পর্কেও বলতে হবে, আমরা জার্মান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা মেনশেভিক সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাদের সমর্থন করব।...

কমরেড রোজা লুক্সেমবুর্গ মোটামুটি এই কথাগুলি বলেছিলেন।

আরও চিত্তাকর্ষক ছিল জার্মান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টির কেন্দ্রীয়

কমিটি কংগ্রেসে যে চিঠিটি পাঠিয়েছিল এবং সেই চিঠিটি রোজা লুক্সেমবুর্গ সভায় পাঠ করেছিলেন। এটি চিত্তাকর্ষক, কারণ লিবারেলদের বিরুদ্ধে পার্টিকে সংগ্রাম করার পরামর্শ দিয়ে এবং রুশ বিপ্লবে রুশ শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের বিশেষ ভূমিকা স্বীকার করে, বন্ধুত্বের স্মারক এই পত্রে বলশেভিকদের সকল মূল প্রস্তাব সমর্থন করা হয়।

অতএব, এটি পরিষ্কার হল যে, ইউরোপের সব থেকে পরীক্ষিত, সব থেকে বিপ্লবী পার্টি জার্মান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টি মার্কসবাদের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকদের বিরুদ্ধে, মেনশেভিকবাদের বিরুদ্ধে বলশেভিকদের প্রকৃত মার্কসবাদী হিসাবে প্রকাশ্যে স্পষ্টভাবে সমর্থন করে।

সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য, পোল প্রতিনিধিদলের সদস্য কমরেড টিঝকার বক্তৃতার কয়েকটি অংশও মনোযোগ আকর্ষণ করে। কমরেড টিঝকা বললেন, উভয় দলই আমাদের আশ্বাস দিয়ে বলছে যে তারা মার্কসবাদী অবস্থানের উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কে যে প্রকৃতপক্ষে এই অবস্থানের উপর দাঁড়িয়ে আছে, বলশেভিকরা না মেনশেভিকরা, তা সকলের পক্ষে বুঝতে পারা সহজ নয়। কয়েকজন 'বামপন্থী' মেনশেভিক বাধা দিয়ে বলল, 'আমরা মার্কসবাদী অবস্থানের উপর দাঁড়িয়ে আছি।' টিঝকা তৎক্ষণাৎ উত্তরে বললেন, 'না কমরেডরা, আপনারা তার উপর **শুয়ে আছেন**, কারণ শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-সংগ্রাম পরিচালনা করতে গিয়ে আপনারা চূড়ান্ত অসহায়ভাব দেখাচ্ছেন, দেখা যাচ্ছে আপনারা মহান মার্কসের মহান উক্তিগুলি মুখস্থ করতে পারেন কিন্তু সেগুলি কার্যে প্রয়োগ করতে পারেন না—এসবই বুঝিয়ে দেয় যে, আপনারা মার্কসবাদী অবস্থানের উপর দাঁড়িয়ে নেই বরং মার্কসবাদের অবস্থানের উপর শুয়ে আছেন।'

সঠিকভাবেই বলা হয়েছে!

আচ্ছা, নিম্নলিখিত ঘটনাটি ধরুন। মেনশেভিকরা প্রায়ই বলে যে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের সব সময় সব জায়গায় কর্তব্য হল শ্রমিকশ্রেণীকে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা। এটি কি সত্য? সম্পূর্ণরূপে সত্য! এইগুলিই হল মার্কসের মহান উক্তি, যা প্রত্যেকটি মার্কসবাদীকে সকল সময় মনে রাখতে হবে। কিন্তু এই মেনশেভিক কমরেডরা কিভাবে সেগুলি কাজে প্রয়োগ করছে? যে বুর্জোয়া শক্তিগুলি দলবদ্ধভাবে শ্রমিকশ্রেণীকে ঘিরে রেখেছে, তা থেকে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে একটি স্বতন্ত্র, আত্মনির্ভরশীল

শ্রেণীতে সংগঠিত করার জন্য মেনশেভিকরা কি প্রকৃতপক্ষে সাহায্য করছে? তারা কি বিপ্লবী শক্তিগুলিকে শ্রমিকশ্রেণীর চারিপাশে সমবেত করছে এবং বিপ্লবের নেতার ভূমিকার জন্য শ্রমিকশ্রেণীকে প্রস্তুত করছে? ঘটনাবলী দেখায় যে মেনশেভিকরা এসব কিছুই করছে না। পক্ষান্তরে, মেনশেভিকরা শ্রমিকশ্রেণীকে প্রায়ই উপদেশ দিচ্ছে যাতে তারা আরও ঘন ঘন লিবারেল বুর্জোয়ার সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হয়—এবং তার দ্বারা মেনশেভিকরা শ্রমিকশ্রেণীকে একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী হিসাবে বুর্জোয়াদের থেকে বিচ্ছিন্ন করতে সাহায্য করছে না। বরং বুর্জোয়াদের সঙ্গে তাদের মিশিয়ে দিতে সাহায্য করছে। মেনশেভিকরা শ্রমিকশ্রেণীকে উপদেশ দিচ্ছে, বিপ্লবের নেতার ভূমিকা পরিত্যাগ করতে, সেই ভূমিকা বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে সমর্পণ করতে, বুর্জোয়াশ্রেণীকে অনুসরণ করতে—তার দ্বারা তারা শ্রমিকশ্রেণীকে স্বতন্ত্র শক্তিতে উন্নীত করতে সাহায্য করছে না, বরং বুর্জোয়াশ্রেণীর লেজুড়ে পরিণত করতে সাহায্য করছে।··· অর্থাৎ, সঠিক মার্কসবাদী সিদ্ধান্তের দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের যা করা উচিত, মেনশেভিকরা ঠিক তার উল্টোটিই করছে।

হ্যাঁ, কমরেড টিঝকা সঠিকভাবেই বলেছিলেন যে মেনশেভিকরা মার্কসবাদী অবস্থানের ওপর দাঁড়িয়ে নেই, তার উপর শুয়ে আছে।···

আলোচনার শেষে দুটি খসড়া প্রস্তাব পেশ করা হয়: একটি মেনশেভিক এবং অপরটি বলশেভিক প্রস্তাব। দুটির মধ্যে ভিত্তি হিসাবে বলশেভিকদের পেশ করা খসড়া প্রস্তাবটি বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়।

তারপর এল খসড়াটির উপর সংশোধন-প্রস্তাবগুলি। প্রায় আশীটি সংশোধন তোলা হল, প্রধানতঃ খসড়ার দুটি বিষয় সম্পর্কে: বিপ্লবের নেতা-রূপে শ্রমিকশ্রেণী এবং প্রতিবিপ্লবী শক্তি হিসাবে ক্যাডেটরা—এই দুটি বিষয়ে। আলোচনার এই অংশটি সর্বাপেক্ষা শিক্ষাপ্রদ ছিল, কারণ বিভিন্ন দলের চেহারা বিশেষভাবে ফুটে উঠল এই আলোচনায়। কমরেড মার্তভ প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন আনলেন। তিনি দাবি করলেন যে 'বিপ্লবের নেতা হিসাবে শ্রমিকশ্রেণী' এই শব্দগুলির পরিবর্তে 'অগ্রণী বাহিনী হিসাবে শ্রমিকশ্রেণী' এই শব্দগুলি বসাতে হবে। তাঁর সংশোধনের সমর্থনে তিনি বললেন যে, 'অগ্রণী বাহিনী' কথাটি ধারণাটিকে আরও সুনির্দিষ্টভাবে প্রকাশ করে। তার উত্তর দিলেন কমরেড আলেক্সিনস্কি, যিনি বললেন যে, এটি সুনির্দিষ্ট-করণের বিষয় নয়, এতে দুটি বিরোধী দৃষ্টিকোণ প্রতিফলিত হয়েছে, কারণ 'অগ্রণী

বাহিনী' ও 'নেতা' দুটি সম্পূর্ণ আলাদা ধারণা। অগ্রণী বাহিনী (সম্মুখ সারির সৈন্যদল) হওয়ার অর্থ, সম্মুখ সারিতে থেকে লড়াই করা, সেইসব স্থান দখল করা যেগুলি প্রচণ্ড গুলিবর্ষণের মুখে থাকে ; নিজেদের রক্ত পাত করা, কিন্তু সেই সঙ্গে **অপরের দ্বারা পরিচালিত হওয়া,** এক্ষেত্রে যার দ্বারা পরিচালিত হবে তারা হল গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া ; অগ্রণী বাহিনী কখনও সাধারণ সংগ্রামে নেতৃত্ব দেয় না, অগ্রণী বাহিনী সব সময় অপরের দ্বারা পরিচালিত হয়। অপর দিকে, নেতা হওয়ার অর্থ শুধু সম্মুখ সারিতে থেকে লড়াই করা নয়, **সার্বিক সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়া,** তাকে লক্ষ্যের দিকে **চালিত করা।** আমরা বলশেভিকরা চাই না যে শ্রমিকশ্রেণী গণতান্ত্রিক বুর্জোয়াদের দ্বারা পরিচালিত হোক, আমরা চাই শ্রমিকশ্রেণী নিজেই জনগণের সমগ্র সংগ্রাম পরিচালনা করবে এবং গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের দিকে তাকে চালিত করবে।

এর ফলে, মার্তভের সংশোধন প্রস্তাবটি পরাজিত হল।

একই ধরনের অন্যসব সংশোধন প্রস্তাবও পরাজিত হল।

অন্য কতকগুলি সংশোধন প্রস্তাব দ্বারা ক্যাডেট সম্পর্কিত বিষয়টির বিরোধিতা করা হল। মেনশেভিকরা প্রস্তাব দিল যে, ক্যাডেটরা তখনও পর্যন্ত প্রতিবিপ্লবের পথ ধরেনি তা স্বীকার করা হোক। কিন্তু কংগ্রেস এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে অস্বীকার করল এবং এই ধরনের সকল সংশোধন বাতিল করা হল। মেনশেভিকরা আরও প্রস্তাব করল যে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অন্ততঃ কিছু কিছু কাজের বিষয়ে ক্যাডেটদের সঙ্গে চুক্তির অনুমতি দেওয়া হোক। এই প্রস্তাবটিও কংগ্রেস গ্রহণ করতে অস্বীকার করল এবং এই ধরনের সকল সংশোধনী প্রস্তাব হারিয়ে দিল।

শেষে সমগ্র প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হল এবং দেখা গেল যে বলশেভিকদের প্রস্তাবের পক্ষে ১৫৯ ভোট পড়েছে, বিপক্ষে পড়েছে ১০৪ ভোট, বাকিরা ভোটদানে বিরত রইল।

পর্যাপ্ত সংখ্যাধিক্যে কংগ্রেস বলশেভিকদের প্রস্তাব গ্রহণ করল।

সেই সময় থেকে বলশেভিকদের অবস্থানই হল পার্টির অবস্থান।

এছাড়াও এই ভোটের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ফল হল।

প্রথমতঃ, কংগ্রেস যে পাঁচটি আনুষ্ঠানিক ও কৃত্রিম দলে বিভক্ত ছিল (বলশেভিক, মেনশেভিক, পোল, লেট ও বুন্দপন্থী), তার সমাপ্তি ঘটালো এই ভোট এবং মূলনীতির ভিত্তিতে একটি নতুন বিভাগ সৃষ্টি করল : বলশেভিকরা

(তার মধ্যে রয়েছে সকল পোল এবং লেটদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ) এবং মেনশেভিকরা (তার মধ্যে রয়েছে প্রায় সকল বুন্দপন্থী)।

দ্বিতীয়তঃ, এই ভোট কতকগুলি নির্দিষ্ট সংখ্যা সামনে আনল যা দেখায় বিভিন্ন দলে শ্রমিক প্রতিনিধিরা কিভাবে ভাগ হয়ে গেছে: দেখা গেল বলশেভিক দলে ৩৮ জন নয় ৭১ জন শ্রমিক ছিল (৩৮ যুক্ত ২১ জন পোল যুক্ত ১২ জন লেট) এবং মেনশেভিক দলে ছিল ৩৯ জন শ্রমিক, ৩০ জন নয় (৩০ যুক্ত ৯ জন বুন্দপন্থী)। দেখা গেল যে মেনশেভিক দল হচ্ছে বুদ্ধিজীবীদের একটি দল।

(৪)

লেবর কংগ্রেস

লেবর কংগ্রেস সম্পর্কে আলোচনার বিবরণ দেবার আগে এই প্রশ্নটির ইতিহাস জানা প্রয়োজন।* আসল ব্যাপার হল যে এই প্রশ্নটি অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর এবং অস্পষ্ট। যখন আমাদের মতপার্থক্যের অন্যান্য বিষয়গুলির উপর পার্টিতে ইতিমধ্যে দুটি সুতীক্ষ্ণ সুনির্দিষ্ট প্রবণতা রয়েছে, বলশেভিক ও মেনশেভিক, তখন লেবর কংগ্রেসের প্রশ্নে কিন্তু দুটি নয়, রয়েছে রাশীকৃত প্রবণতা, যেগুলি অত্যন্ত অপরিষ্কার এবং পরস্পর-বিরোধী। সত্য যে, বলশেভিকরা একটি ঐক্যবদ্ধ এবং সুনির্দিষ্ট ভূমিকা নেয়। তারা লেবর কংগ্রেসের পুরোপুরি বিরোধী। কিন্তু মেনশেভিকদের মধ্যে বিরাজ করে চরম বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তি; তারা অসংখ্য দলে ভাগ হয়ে গেছে, প্রত্যেকে নিজের সুরে গান গাইছে এবং অপরের প্রতি বধির থাকছে। যখন সেণ্ট পিটার্সবুর্গের মেনশেভিকরা আক্সেলরডের নেতৃত্বে প্রস্তাব করছে যে **একটি পার্টি গঠনের জন্য** লেবর কংগ্রেস আহ্বান করা হোক, মস্কো মেনশেভিকরা

---

*এটি আরও দরকার, কারণ মেনশেভিক কমরেডরা যারা বুর্জোয়া সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় কার্যালয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে, তারা এই প্রশ্নের অতীত ও বর্তমান সম্পর্কে অনেক গালগল্প ছড়াচ্ছে (একজন বিশিষ্ট মেনশেভিকের লেখা 'একটি শ্রমিক কংগ্রেস' যা **ভোভারিশে** প্রকাশিত এবং **বাকিনস্কি দাইয়েনে**[৪৩] পুনর্মুদ্রিত হয়—দেখুন)।

তখন এল-এর নেতৃত্বে প্রস্তাব করছে এই কংগ্রেস আহ্বান করা হোক একটি পার্টি গঠনের জন্য নয়, **একটি সারা-রুশ শ্রমিক লীগ গঠনের জন্য।** দক্ষিণের মেনশেভিকরা আরও এগিয়ে গিয়েছে এবং লারিনের[৪৪] নেতৃত্বে ঘোষণা করছে যে একটি লেবর কংগ্রেস আহ্বান করা হবে পার্টি গঠনের জন্য নয়, একটি 'শ্রমিক লীগ' গঠনের জন্যও নয়, **একটি ব্যাপকতর 'মেহনতী মানুষের লীগ'** গঠন করার জন্য, তাবৎ সর্বহারারা ছাড়াও তার অন্তর্ভূত হবে সমস্ত সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি, আধা-বুর্জোয়া 'মেহনতকারীরা'। অন্যান্য কম প্রভাবশালী দল ও ব্যক্তি, যেমন ওডেসা এবং ট্রান্স-ককেশিয়ার দল, বা একটি হাস্যকর প্রচারপত্রের সেই সব অতি নির্বোধ 'লেখকরা' যারা নিজেদের 'ব্রদিয়াগা' এবং 'শুরা'[৪৫] বলে পরিচয় দেয়—তাদের সম্বন্ধে আমি কিছু আলোচনা করব না।

মেনশেভিকদের মধ্যে বিভ্রান্তি এইরকমের।

কিন্তু লেবর কংগ্রেস কিভাবে আহূত হবে? কিভাবে এটি সংগঠিত হবে? কি সম্পর্কে এটি আহ্বান করা হবে? এতে কারা আমন্ত্রিত হবে? এটিকে আহ্বান করার জন্য কে উদ্যোগ নেবে?

কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সম্পর্কিত প্রশ্নে মেনশেভিকদের মধ্যে যেমন বিভ্রান্তি আছে, তেমনি উপরিউক্ত সকল প্রশ্নেও তাদের মধ্যে এইরকম বিভ্রান্তি রয়েছে।

যখন তাদের মধ্যে কয়েকজন প্রস্তাব দিল যে, ডুমা নির্বাচন যখন হবে, একই সঙ্গে এই কংগ্রেসেরও প্রতিনিধি নির্বাচন করা হবে এবং এইভাবে 'অনুমোদিত পদ্ধতিতে' লেবর কংগ্রেস সংগঠিত করা হবে, তখন অপর কয়েকজন সরকারের 'দেখেও না দেখার ভাবকে' বিশ্বাস করতে বা শেষ উপায় হিসাবে তার 'অনুমতি' চাইতে বলল, আরও কয়েকজন তখন উপদেশ দিল যে, প্রতিনিধিদের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হোক—তারা সংখ্যায় তিন বা চার হাজার যাই হোক না কেন,—শ্রমিক কংগ্রেস সেখানে অনুষ্ঠিত হোক।

যখন কয়েকজন মেনশেভিক প্রস্তাব দিল যে একমাত্র সঠিকভাবে গঠিত শ্রমিক সংগঠনগুলিকেই এই কংগ্রেসে প্রতিনিধি পাঠাবার অনুমতি দেওয়া হবে, তখন অন্যরা উপদেশ দিল যে সংগঠিত ও সকল অসংগঠিত শ্রমিকের—যাদের সংখ্যা এক কোটির কম নয়—তাদের প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানাতে হবে।

যখন কয়েকজন মেনশেভিক প্রস্তাব দিল যে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টির উদ্যোগে, বুদ্ধিজীবীদের অংশগ্রহণে কংগ্রেস আহূত হবে, তখন অপর কয়েকজন উপদেশ দিল যে পার্টি এবং বুদ্ধিজীবীদের উভয়কে সরিয়ে দেওয়া হোক, এবং বুদ্ধিজীবীদের অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে, একমাত্র শ্রমিকদের নিজস্ব উদ্যোগেই কংগ্রেস আহ্বান করা হোক।

যখন কয়েকজন মেনশেভিক অবিলম্বে শ্রমিক কংগ্রেস আহ্বান করার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল, তখন অপর কয়েকজন প্রস্তাব দিল, এটি অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখা হোক এবং ইতিমধ্যে শ্রমিক কংগ্রেস সংক্রান্ত মতের পক্ষে শুধু মাত্র আন্দোলন করা হোক।

কিন্তু বর্তমানে যে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবর পার্টি এপর্যন্ত কয়েকবছর ধরে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামে নেতৃত্ব দিচ্ছে, ১৫০,০০০ সদস্যকে নিজদলে ঐক্যবদ্ধ করেছে এবং যে পার্টি এপর্যন্ত পাঁচটি কংগ্রেসের অনুষ্ঠান করেছে ইত্যাদি, ইত্যাদি, সেই সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবর পার্টিকে নিয়ে কি করা হবে! 'তাকে গোল্লায় পাঠাও?' অথবা, অন্য কিছু?

এই সবের উত্তরে আক্সেলরড থেকে লারিন পর্যন্ত সকল মেনশেভিক সর্ববাদীসম্মতভাবে ঘোষণা করল যে **আমাদের কোন শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি নেই**। মেনশেভিকরা কংগ্রেসে বলল 'আসল কথা আমাদের কোন পার্টিই নেই'। **'আমাদের যা আছে তা হল পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের একটি সংগঠন'** যাকে সরিয়ে শ্রমিক কংগ্রেসের সাহায্যে সেখানে একটি পার্টিকে আনতে হবে। মেনশেভিক বক্তা আক্সেলরড পার্টি কংগ্রেসে এই কথাই বলেছিলেন।

কিন্তু অপেক্ষা করুন! এর অর্থ কি? প্রথম পার্টি কংগ্রেস (১৮৯৮) থেকে বর্তমান কংগ্রেস পর্যন্ত (১৯০৭) যেসব পার্টি কংগ্রেস হয়েছে, যেগুলি সংগঠিত করার কাজে মেনশেভিক কমরেডরা অতীতে উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছে, এইসব কংগ্রেস সংগঠিত করতে গিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ও শক্তি ব্যয় হয়েছে—এবং যার জন্য বলশেভিকদের মতো মেনশেভিকরাও সমান দায়ী—এ সবকিছুর অর্থ কি শুধু প্রতারণা এবং ধাপ্পা? !

পার্টি যেসব সংগ্রামী আবেদন শ্রমিকশ্রেণীর কাছে করে, যেসব আবেদনে মেনশেভিকরাও স্বাক্ষর করে, ১৯০৫, ১৯০৬ এবং ১৯০৭ সালে যেসব ধর্মঘট ও সশস্ত্র অভ্যুত্থান হয়, যেগুলির পুরোভাগে থাকে পার্টি, বারবার পার্টির

উদ্যোগেই যেগুলি ঘটে, পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণী যেসব বিজয় অর্জন করে। সেণ্ট পিটার্সবুর্গ, মস্কো এবং অন্যান্য স্থানের রাজপথে যে সহস্র সহস্র শ্রমজীবী মানুষ বলি হয়, যারা সাইবেরিয়ায় বন্দী থাকে এবং যারা পার্টির জন্য ও পার্টির পতাকার নীচে দাঁড়িয়ে বন্দীশালায় অকালে শেষ হয়ে যায়—এ সবকিছুর অর্থ কি নিছক প্রহসন ও প্রতারণা?

আমাদের কোন পার্টি নেই? আমাদের আছে শুধু 'পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের একটি সংগঠন'?

অবশ্যই এটি একটি নির্জলা মিথ্যা, একটি ভয়ংকর নির্লজ্জ মিথ্যা।

এই কথাগুলিই সঠিকভাবে বুঝিয়ে দেয় যে আক্সেলরডের পূর্বোক্ত বিবৃতি সেণ্ট পিটার্সবুর্গ ও মস্কোর শ্রমিক প্রতিনিধিদের মধ্যে কেন সীমাহীন ক্রোধ জাগিয়ে তোলে। তারা লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায় এবং দৃঢ়তার সঙ্গে আক্সেলরডকে উত্তর দেয়: 'তোমরা যারা বিদেশে গিয়ে দিন কাটাও, তারাই বুর্জোয়া, আমরা নই। আমরা শ্রমিক, আমাদের সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টি আছে, এবং তাকে কালিমালিপ্ত করার অনুমতি আমরা কাউকে দেব না।'...

কিন্তু মনে করা যাক যে লেবর কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছে; কল্পনা করা যাক যে ইতোমধ্যেই তার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টিকে মহাফেজখানায় রেখে দেওয়া হয়েছে, যেভাবেই হোক একটি শ্রমিক কংগ্রেস আহ্বান করা হয়েছে এবং এখানে আমরা 'শ্রমিকদের' বা 'মেহনতী মানুষদের' লীগ, যাহোক একটা সংগঠিত করতে চাই। বেশ, তারপর কি? এই কংগ্রেস কি কর্মসূচী গ্রহণ করবে? শ্রমিক কংগ্রেসের চেহারা কি হবে?

কয়েকজন মেনশেভিক উত্তরে বলে যে লেবর কংগ্রেস সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারে; সেই সঙ্গেই তারা বলে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির কর্মসূচী এই কংগ্রেস গ্রহণ না করতেও পারে এবং তাতে শ্রমিকশ্রেণীর বিশেষ ক্ষতি হবে না। অন্যরা আরও জোরের সঙ্গে বলে: যেহেতু আমাদের শ্রমিকশ্রেণী পেটি-বুর্জোয়া প্রবণতায় অত্যন্ত প্রভাবিত, সেজন্য খুবই সম্ভব যে লেবর কংগ্রেস একটি পেটি-বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক কর্মসূচী গ্রহণ করবে, সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক কর্মসূচী নয়। লেবার কংগ্রেসে শ্রমিকশ্রেণী সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক কর্মসূচী হারিয়ে ফেলবে কিন্তু তার পরিবর্তে এমন একটি শ্রমিক সংগঠন লাভ করবে, যা সকল শ্রমিককে একটি লীগের মধ্যে

ঐক্যবদ্ধ করবে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, মস্কো মেনশেভিকদের নেতা এন্. চেরেভানিন এই কথাই বলেন (**রণকৌশলের সমস্যা** দেখুন)।[৪৬]

অতএব লেবর কংগ্রেসের সম্ভাব্য ফল হল 'সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক কর্মসূচী বর্জিত একটি শ্রমিক লীগ'।

যাই হোক, মেনশেভিকরা এইভাবেই চিন্তা করে।

বস্তুতঃ, লেবর কংগ্রেসের উদ্দেশ্য এবং তা আহ্বান করার পদ্ধতি সম্পর্কে কোন কোন প্রশ্নে তারা পরস্পরের সঙ্গে দ্বিমত হলেও মেনশেভিকরা এই বিষয়ে নিজেদের মধ্যে একমত যে, 'আমাদের কোন পার্টি নেই, আমাদের যা আছে তা হল পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের একটি সংগঠন, **যাকে মহাফেজখানায় রেখে দেওয়া উচিত**।'...

এই কাঠামোর মধ্যেই আক্সেলরডের আলোচনা ঘোরাফেরা করে।

আক্সেলরডের বক্তব্য থেকে বোঝা গেল যে, একটি শ্রমিক কংগ্রেসের জন্য আন্দোলনের বাস্তব ও অবশ্যম্ভাবী অর্থ হল পার্টির **বিরুদ্ধে** আন্দোলন, তার **বিরুদ্ধে যুদ্ধ**।

এবং শ্রমিক কংগ্রেস আহ্বান করার বাস্তব এবং অবশ্যম্ভাবী অর্থ হবে, আমাদের পার্টিকে অসংগঠিত ও দুর্বল করার বাস্তব কাজ।

তথাপি মেনশেভিকরা তাদের বক্তাদের মারফৎ এবং তাদের খসড়া প্রস্তাবে শ্রমিক কংগ্রেস সংগঠিত করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে **আন্দোলন বন্ধ করার জন্য** কংগ্রেসকে অনুরোধ করে, তার অর্থ হল, পার্টিকে অসংগঠিত করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আন্দোলন বন্ধ করতে হবে।

এটি উল্লেখ করা কৌতূহলকর যে মেনশেভিক বক্তাদের (প্লেখানভ বাদে, তিনি শ্রমিক কংগ্রেস সম্বন্ধে কিছুই বলেননি) বক্তৃতার মধ্যে যে শ্লোগানগুলি ধ্বনিত হচ্ছিল, সেগুলি হল : 'পার্টি ধ্বংস হোক, সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি ধ্বংস হোক—অ-পার্টি নীতি দীর্ঘজীবী হোক, অ-সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক "শ্রমিক লীগ" দীর্ঘজীবী হোক।' বক্তারা এগুলি প্রকাশ্যে উচ্চারণ করেনি, কিন্তু তাদের বক্তৃতার মধ্যে এগুলি ধ্বনিত হয়েছিল চাপা গলায়।

সিণ্ডিক্যালিষ্ট ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি থেকে ক্যাডেট ও অক্টোব্রিষ্ট পর্যন্ত সকল বুর্জোয়া লেখকই শ্রমিক কংগ্রেসের পক্ষে যেভাবে আগ্রহের সঙ্গে নিজেদের মত প্রকাশ করল তা অকারণে নয়; মোটের উপর, তারা সকলেই আমাদের পার্টির শত্রু, তাছাড়া শ্রমিক কংগ্রেস আহ্বান করার ব্যবহারিক

কাজগুলি পার্টিকে যথেষ্টভাবে দুর্বল এবং অসংগঠিত করতে পারত। কাজেই, তারা 'একটি লেবর কংগ্রেসের চিন্তাকে' স্বাগত জানাবে না কেন?

বলশেভিক বক্তারা কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত কথাই বলে।

বলশেভিক বক্তা কমরেড লিনদফ[৪৭] মেনশেভিকদের প্রধান প্রবণতাগুলি সংক্ষেপে চিহ্নিত করার পর লেবর কংগ্রেসের চিন্তা কি অবস্থায় উদ্ভূত হল তা বলতে থাকেন। ১৯০৫ সালে অক্টোবরের দিনগুলির আগে দমনপীড়নের সময় লেবর কংগ্রেসের জন্য আন্দোলন শুরু হয়। অক্টোবর-নভেম্বর মাসে তা থেমে যায়। নতুন করে অত্যাচার শুরু হবার পরবর্তী মাসগুলিতে লেবর কংগ্রেসের জন্য আন্দোলন আবার মাথা চাড়া দিল। প্রথম ডুমা চলা কালে, যখন নাগরিক অধিকার অপেক্ষাকৃত বেশি ছিল তখন ঐ আন্দোলনে ভাটা পড়ল। তারপর ডুমা ছত্রভঙ্গ করার পর আবার এটি বাড়তে থাকল, ইত্যাদি। এ থেকে যে সিদ্ধান্ত টানতে হবে তা পরিষ্কার: যখন নাগরিক স্বাধীনতা অপেক্ষাকৃত বেশি থাকে, পার্টি স্বাধীনভাবে নিজের প্রসার ঘটাতে সক্ষম, সেই রকম সময় 'একটি বৃহৎ অ-পার্টি পার্টি' গঠনের উদ্দেশ্যে লেবর কংগ্রেসের জন্য আন্দোলনের কোন ভিত্তি স্বাভাবিকভাবেই থাকে না। অন্যদিকে দমনপীড়নের সময়, যখন পার্টিতে নতুন সদস্যের সমাগম না হয়ে পার্টি ত্যাগ করার ঘটনা ঘটতে থাকে তখন ছোট পার্টিকে বড় করার জন্য বা 'একটি বৃহৎ অ-পার্টি পার্টি' যাতে তার স্থান গ্রহণ করতে পারে তার কৃত্রিম পন্থা হিসাবে লেবর কংগ্রেসের জন্য আন্দোলন কিছু ভিত্তি খুঁজে পায়। কিন্তু এটি বলার প্রয়োজন নেই যে কোন কৃত্রিম উপায় কোন কাজেই আসবে না, কারণ পার্টির প্রকৃত বিস্তৃতির জন্য যা আবশ্যক তা হল রাজনৈতিক স্বাধীনতা, লেবর কংগ্রেস নয়, যে লেবর কংগ্রেসের নিজেরও এরূপ স্বাধীনতা আবশ্যক।

আরও দেখা যাক্। বাস্তব বিচারে শ্রমিক কংগ্রেসের ধারণা মূলতঃ ভ্রান্ত, কারণ এটি তথ্যভিত্তিক নয়, বরং 'আমাদের কোন পার্টি নেই'—এই মিথ্যা সিদ্ধান্তের উপর এটি দাঁড়িয়ে আছে। আসলে আমাদের একটি শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি আছে, যা তার অস্তিত্ব উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করছে এবং যার অস্তিত্ব শ্রমিকশ্রেণীর শত্রুরা খুব ভালভাবেই অনুভব করে—মেনশেভিকরাও এটি ভালই জানে—এবং ঠিক যে কারণে আমাদের এরই মধ্যে এরূপ একটি পার্টি আছে, সেই কারণে শ্রমিক কংগ্রেসের চিন্তা মূলতঃ ভ্রান্ত। অবশ্য ১৫০,০০০-এরও বেশি অগ্রণী শ্রমিক-সাধারণ সদস্য সহ এবং শত সহস্র সংগ্রামী মানুষের

পরিচালক একটি পার্টি যদি আমাদের না থাকত, গত শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে জার্মান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট এবং সপ্তম দশকে ফরাসী সোশ্যালিষ্টদের মতো যদি আমরা মুষ্টিমেয় প্রভাববিহীন ব্যক্তি হতাম, তাহলে আমরা নিজেরাই একটি শ্রমিক কংগ্রেস আহ্বানের চেষ্টা করতাম যাতে তার মধ্য থেকে একটি সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টির উদ্ভব ঘটানো যেত। কিন্তু আসল বিষয় হল, আমাদের ইতোমধ্যেই একটি পার্টি আছে, যেটি একটি প্রকৃত শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি, জনগণের মধ্যে যার প্রভূত প্রভাব রয়েছে এবং সেজন্য যদি লেবর কংগ্রেস আহ্বান এবং একটি কাল্পনিক 'অ-পার্টি পার্টি' গঠন করতে চাই তাহলে নিশ্চিতভাবে আমাদের সর্বপ্রথম বর্তমানে যে পার্টির অস্তিত্ব রয়েছে তাকে 'শেষ করে দিতে হবে', তাকে আমাদের চুরমার করে দিতে হবে।

সেই কারণেই, বাস্তবক্ষেত্রে একটি লেবর কংগ্রেস আহ্বানের কাজ নিশ্চিত-ভাবে পার্টিকে অসংগঠিত করবে। একটি 'বৃহৎ অ-পার্টি পার্টি' তার জায়গায় গঠন করার সাফল্য কখনও অর্জন করা যাবে কিনা এবং বাস্তবিক এমন পার্টি গঠন করা উচিত কিনা—সে সম্বন্ধেও সন্দেহ রয়েছে।

সেই কারণে, আমাদের পার্টির শত্রু ক্যাডেট ও অক্টোব্রিষ্টরা এবং তাদের মতো অন্যরা, শ্রমিক কংগ্রেসের পক্ষে মেনশেভিকরা যে আন্দোলন করছে তার জন্য এত পঞ্চমুখে প্রশংসা করছে।

সেই কারণে বলশেভিকরা মনে করে যে, লেবর কংগ্রেস আহ্বান করার কাজ হবে বিপজ্জনক এবং ক্ষতিকারক, কারণ এতে জনগণের চোখে পার্টির মর্যাদাহানি হবে এবং তাদের বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রবাভাধীন করা হবে।

মোটামুটি এই কথাই বলেছিলেন কমরেড লিনদফ।

লেবর কংগ্রেসের পক্ষে এবং সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টির বিপক্ষে? বা পার্টির পক্ষে এবং শ্রমিক কংগ্রেসের বিপক্ষে?

এইভাবেই প্রশ্নটি কংগ্রেসের সামনে উপস্থিত হয়েছিল।

বলশেভিক শ্রমিক প্রতিনিধিরা তৎক্ষণাৎ প্রশ্নটিকে বুঝতে পারে এবং তারা 'পার্টির সমর্থনে' উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে আসে। তাঁরা বলে, 'আমরা পার্টি-হিতৈষী, আমরা আমাদের পার্টিকে ভালবাসি এবং আমরা ক্লান্ত বুদ্ধিজীবীদের আমাদের পার্টির মর্যাদাহানি করতে দেব না।'

এটি লক্ষণীয় যে, জার্মান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির প্রতিনিধি কমরেড রোজা লুক্সেমবুর্গ বলশেভিকদের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হন। তিনি বলেন,

'আমরা জার্মান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা এই মেনশেভিক কমরেডদের হাস্যকর ভীতিবিহ্বলতা বুঝতে অক্ষম, যারা জনগণের জন্য পথ হাতড়াচ্ছে—যখন জনগণ নিজেরাই পার্টির প্রত্যাশায় রয়েছে এবং অদম্যভাবে তার দিকে এগিয়ে আসছে।'

আলোচনায় দেখা গেল যে বক্তাদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক বক্তাই বলশেভিকদের সমর্থন করল।

আলোচনার শেষে দুটি খসড়া প্রস্তাবই ভোটে দেওয়া হল: একটি বলশেভিকদের খসড়া এবং অপরটি মেনশেভিকদের খসড়া। এই দুটির মধ্যে বলশেভিকদের খসড়াটি ভিত্তি হিসাবে গৃহীত হল। মূলনীতি বিষয়ে প্রায় সকল সংশোধন প্রস্তাবই অগ্রাহ্য হল। লেবর কংগ্রেস সম্পর্কে আলোচনার স্বাধীনতা খর্ব করার বিরুদ্ধে মাত্র একটি কম-বেশি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন গৃহীত হয়। প্রস্তাবে সামগ্রিকভাবে বলা হয় যে, 'লেবর কংগ্রেস আহ্বান করার চিন্তা পার্টিকে অসংগঠিত করার দিকে', 'ব্যাপক শ্রমিক জনগণকে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রভাবাধীন করার দিকে নিয়ে যাবে', এবং সে কারণে এটি শ্রমিক-শ্রেণীর পক্ষে ক্ষতিকারক। তদুপরি, যে শ্রমিক ডেপুটিদের সোভিয়েতগুলি এবং তাদের কংগ্রেস পার্টিকে অসংগঠিত করা বা তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা দূরের কথা পার্টির নেতৃত্ব অনুসরণ করে, তাকে শক্তিশালী করে এবং বিপ্লবী অভ্যুত্থানের যুগে বাস্তব সমস্যাগুলি সমাধানে পার্টিকে সাহায্য করে, সেই তাদের ও শ্রমিক কংগ্রেসের মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য এই প্রস্তাব টেনে দিয়েছিল।

সর্বশেষে সমস্ত প্রস্তাবটি, পক্ষে ১৬১, বিপক্ষে ৯৩, ভোটে গৃহীত হয়। বাকি প্রতিনিধিরা ভোটদানে বিরত থাকে।

এইভাবে কংগ্রেস লেবর কংগ্রেসের চিন্তাকে ক্ষতিকারক ও পার্টি-বিরোধী হিসাবে বাতিল করে দেয়।

এই প্রশ্নের উপর ভোট আমাদের কাছে নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি উদ্ঘাটন করে। ভোটদানে যে ১১৪ জন শ্রমিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে তার মধ্যে মাত্র ২৫ জন লেবর কংগ্রেসের পক্ষে ভোট দেয়। বাকিরা বিরুদ্ধে ভোট দেয়। শতকরা হিসাবে দেখা যায়, শ্রমিক প্রতিনিধিদের শতকরা ২২ জন লেবর কংগ্রেসের পক্ষে ভোট দেয়, আর শতকরা ৭৮ জন এর বিরুদ্ধে ভোট দেয়। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যে, যে ৯৪ জন প্রতিনিধি লেবর কংগ্রেসের পক্ষে

ভোট দেয় তার মধ্যে মাত্র শতকরা ২৬ জন ছিল শ্রমিক এবং শতকরা ৭৪ জন বুদ্ধিজীবী।

তা সত্ত্বেও মেনশেভিকরা সব সময় চীৎকার করছিল যে লেবর কংগ্রেসের চিন্তা ছিল শ্রমিকদের চিন্তা ; শুধু বলশেভিক 'বুদ্ধিজীবীরা'ই কংগ্রেস আহ্বান করার বিরোধিতা করছে ইত্যাদি। পক্ষান্তরে এই ভোট বিচার করে একজন বরং স্বীকার করবে যে, একটি শ্রমিক কংগ্রেসের চিন্তা হল বুদ্ধিজীবী স্বপ্নবিলাসীদের চিন্তা।...

স্পষ্টতঃ, এমনকি মেনশেভিক শ্রমিকরাও শ্রমিক কংগ্রেসের পক্ষে ভোট দেয়নি : ৩৯ জন শ্রমিক প্রতিনিধির মধ্যে (৩০ জন মেনশেভিক যুক্ত ৯ জন বুন্দপন্থী) মাত্র ২৪ জন শ্রমিক কংগ্রেসের পক্ষে ভোট দেয়।

বাকু, ১৯০৭
প্রথম প্রকাশ : বাবিনস্কি প্রলেতারি
সংখ্যা ১ ও ২
২০শে জুন এবং ১০ই জুলাই, ১৯০৭
স্বাক্ষর : কোবা আইভানোভিচ

তৃতীয় রাষ্ট্রীয় ডুমার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক ডেপুটিদের প্রতি নির্দেশ

বাকু শহরের শ্রমিক পরিষদের প্রতিনিধিদের সভায় গৃহীত, ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯০৭[৪৮]

রাষ্ট্রীয় ডুমার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক ডেপুটিদের একটি আলাদা দল অবশ্যই গঠন করতে হবে, যা একটি পার্টি সংগঠন হিসাবে পার্টির সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকবে এবং পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পরিচালনা ও নির্দেশগুলি অবশ্যই মেনে নেবে।

রাষ্ট্রীয় ডুমার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক দলের প্রধান কাজ হবে শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-শিক্ষা এবং শ্রেণী-সংগ্রাম গড়ে তোলার কাজ সহজ করা, যাতে পুঁজিবাদী শোষণ থেকে শ্রমিক-সাধারণের মুক্তি এবং রাশিয়ার বর্তমান বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীকে রাজনৈতিক নেতার যে ভূমিকা পালন করতে হবে তা কাজে পরিণত করা যায়।

এই উদ্দেশ্যে, এই দলকে সকল অবস্থাতেই নিজস্ব শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-কর্মনীতি অনুসরণ করতে হবে, যা অন্য সকল সংগঠন ও বিপ্লবী পার্টিগুলি থেকে, ক্যাডেট থেকে সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি পর্যন্ত সকলের থেকে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসিকে পৃথক করে চিহ্নিত করে। ডুমার মধ্যে অপর কোন রাজনৈতিক পার্টি বা দলের সঙ্গে যুক্তভাবে বিরোধী কার্যক্রম অনুসরণ করার উদ্দেশ্যের কাছে কোন অবস্থাতেই এই কর্তব্যকে বলি দেওয়া চলবে না।

আমাদের ডেপুটিদেরকে অবশ্যই ডুমার মধ্যে ব্ল্যাক হাণ্ড্রেড জমিদার দলের এবং বিশ্বাসঘাতক লিবারেল-রাজতন্ত্রী, বুর্জোয়া, ক্যাডেট পার্টি—সকলেরই গোটা প্রতিবিপ্লবী চরিত্রের স্বরূপটিকে ধারাবাহিকভাবে উদ্ঘাটন করতে হবে। অন্যদিকে তাদের চেষ্টা করতে হবে যাতে কৃষক পেটি-বুর্জোয়া পার্টিগুলিকে (সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি, পপুলার সোশ্যালিষ্ট এবং ত্রুদোভিক) লিবারেলদের কাছ থেকে জোর করে বিচ্ছিন্ন করা যায়, তাদেরকে সংগতিপূর্ণ গণতান্ত্রিক-বিপ্লবী কর্মনীতির পথে এগিয়ে দেওয়া যায় এবং ব্ল্যাক হাণ্ড্রেড ও ক্যাডেট বুর্জোয়া উভয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পরিচালিত করা যায়।

একই সঙ্গে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক দলকে অবশ্যই সেই প্রতিক্রিয়াশীল মেকি-সমাজতান্ত্রিক কল্পনাবিলাসের বিরুদ্ধে লড়তে হবে যার সাহায্যে সোশ্যালিষ্ট-রিভলিউশনারি, পপুলার সোশ্যালিষ্ট ও অন্যান্যরা তাদের পেটি-বুর্জোয়া দাবি-গুলিকে আবৃত করে রাখে এবং যার সাহায্যে তারা শ্রমিকশ্রেণীর খাঁটি সর্বহারা সমাজতান্ত্রিক শ্রেণী-সচেতনতাকে ধোঁয়াটে করে তোলে। যে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে আমরা চলছি, তার সম্পর্কে পূর্ণ সত্যটি ডুমার মঞ্চ থেকে সমস্ত জনগণের কাছে আমাদের দলকে অবশ্যই বলতে হবে। জনগণের কাছে উচ্চৈঃস্বরে তারা ঘোষণা করবে যে, রাশিয়াতে শান্তিপূর্ণ পথে তাদের মুক্তি অর্জন করা যাবে না, মুক্তির একমাত্র পথ হল জার শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী সংগ্রামের পথ।

সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি যে শ্লোগান সামনে নিয়ে আসছে এবং যার জন্য সে জনসাধারণকে আর একটি প্রকাশ্য সংগ্রামে নামতে আহ্বান জানাচ্ছে, তা হল সর্বজনীন, প্রত্যক্ষ, সমানাধিকার সম্পন্ন এবং গোপন ভোটের ভিত্তিতে সমগ্র জনগণের দ্বারা স্বাধীনভাবে নির্বাচিত একটি গণপরিষদ, একটি পরিষদ যা জার স্বৈরতন্ত্রের অবসান ঘটাবে এবং রাশিয়ায় একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে। শ্রমিকশ্রেণীর শ্লোগানের বিরোধী লিবারেল বুর্জোয়াদের উত্থাপিত দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা ইত্যাদি গোছের অন্য কোনও শ্লোগান, সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক দল কর্তৃক গৃহীত বা সমর্থিত হতে পারে না।

রাষ্ট্রীয় ডুমার দৈনন্দিন আইন প্রণয়ন ও অন্যান্য কার্যে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক দল সমালোচনা ও আন্দোলন সৃষ্টির নিয়মিত দায়িত্ব অবশ্যই পালন করবে এবং নির্দিষ্ট আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য নিয়ে চলবে না; এবং তাকে জনগণের কাছে বোঝাতে হবে যে যতদিন প্রকৃত ক্ষমতা পুরোপুরিভাবে স্বেচ্ছাচারী সরকারের হাতে থাকবে, ততদিন ও ধরনের আইন প্রণয়ন ক্ষণস্থায়ী ও নিরর্থক হবে।

এইভাবে তৃতীয় রাষ্ট্রীয় ডুমায় কাজ করে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক দল, ডুমার বাইরে জার স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে কৃষকসমাজকে সঙ্গে নিয়ে শ্রমিকশ্রেণী যে বিপ্লবী সংগ্রাম বর্তমানে চালিয়ে যাচ্ছে তাকে সাহায্য করবে।

প্রচারপত্ররূপে প্রকাশিত
সেপ্টেম্বর, ১৯০৭

সম্মেলন বয়কট কর ![৪৯]

তৈলশিল্পের মালিকদের সঙ্গে সম্মেলনে যোগদান করা বা তাকে বয়কট করা আমাদের কাছে মূলনীতিগত প্রশ্ন নয়, বরং উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহারিক কৌশলের প্রশ্ন। বিরক্ত এবং সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ নয় এমন কিছু 'ব্যক্তি বিশেষ' যেমন প্রস্তাব দিয়েছে, তেমনভাবে প্রত্যেকটি সম্মেলন বয়কট করার কোন বাঁধাধরা নিয়ম আমরা স্থির করতে পারি না। আবার আমাদের ক্যাডেট-সদৃশ কমরেডরা যেমন যেনতেন উপায়ে সম্মেলনে যোগদান করে, তেমনভাবে আমরা প্রত্যেকটি সম্মেলনে যোগদান করার জন্যও কোন বাঁধাধরা নিয়ম করতে পারি না। জীবন্ত ঘটনাবলীর দৃষ্টিকোণ থেকে, একমাত্র ঘটনাবলী বিচার করেই আমাদের যোগদান বা বয়কটের প্রশ্নটির সম্মুখীন হতে হবে। এমন হতে পারে যে নির্দিষ্ট ঘটনা এবং নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার আমাদের কর্তব্যই আমাদের যোগদানকে বাধ্যতামূলক করবে, এবং সেক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই নিশ্চিতভাবে যোগদান করব। আবার অন্য পরিস্থিতিতে কিন্তু সেই একই কর্তব্য বয়কট করাকে বাধ্যতামূলক করবে—এবং সেক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই নিশ্চিতভাবে সম্মেলন বয়কট করব।

আরও বলতে চাই, বিভ্রান্তি এড়াবার জন্য আমাদের সর্বপ্রথম যে-সব ধারণা নিয়ে আমরা কাজ করছি তা সুনির্দিষ্ট করতে হবে। একটি সম্মেলনে 'যোগদানের' অর্থ কি? একটি সম্মেলন 'বয়কটের' অর্থ কি? বিভিন্ন সভা থেকে কতগুলি সাধারণ দাবি স্থির করা, প্রতিনিধি নির্বাচন করা প্রভৃতি কাজের মধ্য দিয়ে যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয় সম্মেলন অনুষ্ঠানে বাধা না দেওয়া, বরং বিপরীতপক্ষে আমাদের সম্মেলনে যাওয়ার উদ্দেশ্য হয় স্থায়ী নিয়মগুলি মেনে নিয়ে এবং সেগুলির উপর নির্ভর করে তৈলশিল্পের মালিকদের সঙ্গে আপোষ আলোচনা করা এবং শেষে কোন না কোনরূপ চুক্তিতে পৌছানো—তাহলে আমাদের ক্ষেত্রে এইরূপ আচরণকে আমরা সম্মেলনে যোগদান হিসাবে বর্ণনা করব। কিন্তু যদি দাবি স্থির করা, এই দাবিগুলিকে আরও সুনির্দিষ্ট করার জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করা এবং যে দাবিগুলি নির্দিষ্টভাবে স্থির করা হয়েছে সেগুলি প্রচার ও জনপ্রিয় করা,

এই সব কাজের মধ্য দিয়ে আমাদের উদ্দেশ্য হয় তৈলশিল্পের মালিকদের সঙ্গে কোন সম্মেলনের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ না করা বরং সম্মেলন অনুষ্ঠানে বাধা দেওয়া, **সংগ্রামের পূর্বে** তৈলশিল্পের মালিকদের সঙ্গে যে কোন চুক্তির সম্ভাবনাকে ব্যর্থ করা (আমরা মনে করি **সংগ্রামের পরে**, বিশেষ করে সফল সংগ্রামের পরেই একটি চুক্তি অবশ্যই প্রয়োজন)—সেক্ষেত্রে আমাদের আচরণকে আমরা নিশ্চয়ই সম্মেলন বয়কট করা হিসাবে বর্ণনা করব; অবশ্যই সক্রিয়ভাবে বয়কট করা, কারণ তার ফলে সম্মেলনই ব্যাহত হবে।

কোন অবস্থাতেই একটি সম্মেলন সম্পর্কিত রণকৌশলের সঙ্গে ডুমা সম্পর্কিত রণকৌশলকে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। একটি সম্মেলনে অংশগ্রহণ বা তাকে বয়কটের উদ্দেশ্য হল **তৈল শিল্পক্ষেত্রগুলিতে** যে অবস্থা রয়েছে তার উন্নতির জন্য ভিত্তি প্রস্তুত করা, সেক্ষেত্রে ডুমায় যাওয়া বা বয়কট করার উদ্দেশ্য হল **সমগ্র দেশের** সাধারণ অবস্থা **উন্নত করা**। একটি সম্মেলনের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণভাবে এবং **একমাত্র** নির্দিষ্ট অঞ্চলের শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা নির্ধারিত হয়, কারণ যদি শ্রমিকশ্রেণী তাতে যোগদান না করে তাহলে সম্মেলন স্বতঃই ব্যর্থ হয়, অপরপক্ষে ডুমায় যাওয়া হবে, না, বয়কটই করা হবে, এই বিষয়টি শুধু শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা নয়, কৃষকসমাজের দ্বারাও নির্ধারিত হয়। এবং সর্বশেষে, সক্রিয় সংঘর্ষ ব্যতিরেকেই একটি সম্মেলনের সক্রিয় বয়কট (তাকে ব্যাহত করা) সহজেই কার্যকরী করা যায়, কিন্তু ডুমা বয়কটের ফলাফলের ক্ষেত্রে তেমনটি হয় না।

এইসব সাধারণ মন্তব্যের পর, আমরা আসন্ন সম্মেলন বয়কট করার বাস্তব প্রশ্নে যাব।

বাকু শ্রমিকদের অর্থনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাসকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়।

প্রথম পর্যায় হল বর্তমান সময় পর্যন্ত সংগ্রামের পর্যায়, যে সময় প্রধান ভূমিকায় ছিল মিস্ত্রীরা, আর তখন তৈলশিল্পের শ্রমিকরা[৫০] মিস্ত্রীদের নেতা হিসাবে মেনে নিয়ে তাদের প্রতি আস্থা রেখে সরলভাবে তাদের অনুসরণ করত এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রমিকরা যে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে সে সম্বন্ধে তখনও পর্যন্ত তারা অচেতন ছিল। সেই পর্যায়ে তৈলশিল্পের মালিকরা যে রণকৌশল অবলম্বন করেছিল তাকে বলা যায় মিস্ত্রীদের সঙ্গে দহরম-মহরম করার কৌশল; কৌশলটি হল মিস্ত্রীদের ধারা-

বাহিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়া এবং একই রকম ধারাবাহিকভাবে তৈলশিল্পের শ্রমিকদের অবজ্ঞা করা।

দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হল তৈলশিল্পের শ্রমিকদের জাগরণে, রঙ্গমঞ্চে তাদের স্বতন্ত্র প্রবেশে এবং সেই সঙ্গে মিস্ত্রীদের পশ্চাদভূমিতে ঠেলে দেওয়ায়। কিন্তু এই প্রবেশের একটি হাস্যোদ্দীপক চরিত্র ছিল, কারণ (১) বোনাসের লজ্জাজনক দাবির বেশি এটি আর অগ্রসর হয়নি, (২) মিস্ত্রীদের প্রতি মারাত্মক অবিশ্বাসও এর সঙ্গে মিশ্রিত ছিল। তৈলশিল্পের মালিকরা পরিবর্তিত পরিস্থিতির সুযোগ নেবার চেষ্টা করছে এবং তাদের কৌশল পরিবর্তন করছে। তারা মিস্ত্রীদের সঙ্গে আর দহরম-মহরম করছে না; তারা মিস্ত্রীদের আর তোষামোদ করছে না, কারণ তারা ভালভাবেই জানে যে তৈলশিল্পের শ্রমিকরা এখন সব সময় তাদের অনুসরণ করবে না; অপর পক্ষে তৈলশিল্পের মালিকরা নিজেরাই তৈলশিল্পের শ্রমিকদের বাদ দিয়ে ধর্মঘট করার জন্য মিস্ত্রীদের প্ররোচনা দিচ্ছে যাতে তার দ্বারা মিস্ত্রীদের আপেক্ষিক দুর্বলতা দেখান যায়, এবং তাদের বশ্যতা স্বীকার করান যায়। এর সঙ্গে তুলনা করা যায় যে তৈলশিল্পের মালিকরা যারা আগে তৈলশিল্পের শ্রমিকদের প্রতি নজর দিত না, তারা এখন নির্লজ্জভাবে তাদের সঙ্গে দহরম-মহরম করছে এবং তাদের বোনাস দিয়ে আপ্যায়ন করছে। এইভাবে তারা চেষ্টা করছে মিস্ত্রীদের কাছ থেকে তৈল-শিল্পের শ্রমিকদের একেবারে বিচ্ছিন্ন করতে, তাদের সম্পূর্ণ দুর্নীতিগ্রস্ত করতে, মালিকদের প্রতি দাসসুলভ আস্থার মনোভাব তাদের মধ্যে সংক্রামিত করতে, আপোষহীন সংগ্রামের নীতিকে পরিবর্তন করে সেই স্থানে দরকষাকষি এবং সেবকের মনোভাবপ্রসূত ভিক্ষা চাওয়ার 'নীতি' নিয়ে আসতে এবং এই-ভাবে তারা সকল প্রকৃত উন্নয়ন অসম্ভব করতে চাইছে।

এই সব উদ্দেশ্য নিয়েই আসন্ন সম্মেলনের 'মতলব স্থির করা' হয়েছিল।

কাজেই এটি স্পষ্ট যে, অগ্রণী কমরেডদের এই মুহূর্তের কাজ হল তৈল-শিল্পের শ্রমিকদের জয় করার জন্য প্রচণ্ড সংগ্রাম করা, যে সংগ্রাম তৈলশিল্পের শ্রমিকদের মন **তৈলশিল্পের মালিকদের প্রতি পূর্ণ অবিশ্বাসে অনুপ্রাণিত করে, দরকষাকষি ও ভিক্ষার প্রতি অনিষ্টকর ঝোঁক তাদের মন থেকে মুছে ফেলে** মিস্ত্রী সহযোদ্ধাদের পাশে শ্রমিকদের সমবেত করবে। যে তৈলশিল্পের শ্রমিকরা রঙ্গমঞ্চে এই প্রথম এসেছে কিন্তু খুবই অমার্জিত ও কৌতুককর চেহারায় ('ভিক্ষা'[৫১] প্রভৃতি), সেই সব তৈলশিল্পের

শ্রমিক-সাধারণের কাছে আমাদের সরবে এবং স্পষ্টভাবে বলতে হবে (কেবল কথার সাহায্যে নয়, ঘটনাবলীর সাহায্যেও!) যে জীবনধারণের অবস্থার উন্নতি উপর থেকে দান হিসাবে আসে না, দরকষাকষির ফলেও তা হয় না, তা লাভ করা যায় তলা থেকে মিস্ত্রীদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে সাধারণ সংগ্রামের দ্বারা।

আমরা যদি এই কর্তব্য মনে রাখি, তাহলেই কেবল আমরা সঠিকভাবে সম্মেলনের প্রশ্নটির মীমাংসা করতে পারব।

সুতরাং আমরা মনে করি যে, আসন্ন সম্মেলনে যোগদান, একটি সাধারণ সংগ্রামের পূর্বে এখনই একটি বাধ্যতামূলক চুক্তি সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে তৈলশিল্পের শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে সহযোগিতার আহ্বান, যখন আংশিক সংগ্রাম এখনও চলছে, যখন সাধারণ সংগ্রাম এখনও দূরে রয়েছে, যখন তৈল-শিল্পের মালিকরা ডাইনে-বাঁয়ে বোনাস ছড়াচ্ছে, মিস্ত্রীদের থেকে শ্রমিকদের বিচ্ছিন্ন করছে ও তাদের নবজাগ্রত চেতনাকে দূষিত করছে, তখন এই পরিস্থিতিতে **'সম্মেলনে যাওয়ার'** অর্থ জনগণের মন থেকে 'ভিক্ষা' নেওয়ার ঝোঁক মুছে ফেলা নয় বরং আরও দৃঢ়বদ্ধ করা। এর অর্থ শ্রমিক-সাধারণের মনে তৈলশিল্পের মালিকদের প্রতি অবিশ্বাস সৃষ্টি করা নয় বরং তাদের প্রতি আস্থা নিয়ে আসা। এর অর্থ মিস্ত্রীদের চারিপাশে তৈলশিল্পের শ্রমিকদের সমবেত করা নয়, তাদের মিস্ত্রীদের আরও কাছে নিয়ে আসা নয়, বরং কিছুকালের জন্য তাদের পরিত্যাগ করা, তাদের পুঁজিপতিদের খপ্পরে আবার ঠেলে দেওয়া।

অবশ্যই, 'এটি একটি প্রবহমান দূষিত বায়ু যা কারোর কোন মঙ্গল করে না।' বর্তমান সময়ে একটি সম্মেলন সাংগঠনিক দিক থেকে **কিছু** উপকার করতে পারে—কমরেড **কোচেগার**[৫২] এইভাবে বলছেন। কিন্তু যদি সম্মেলন যে ক্ষতি করবে তা নিঃসন্দেহে এই **কিছু** উপকারের চেয়ে বেশি হয় তবে সম্মেলনকে অপ্রয়োজনীয় বোঝার মতো অবশ্যই দূরে ফেলে দিতে হবে। কারণ যদি এই সম্মেলন 'সংগ্রাম সংগঠিত' ও 'বিস্তৃত করবে' **প্রধানতঃ** এই যুক্তিতে কমরেড কোচেগার 'সম্মেলনে যেতে' প্রস্তুত থাকেন, তাহলে আমরা বুঝতে পারি না যে একটি সাধারণ সংগ্রামের প্রাক্কালে, যে সাধারণ সংগ্রাম সংগঠিত করা হচ্ছে তার প্রারম্ভে, যখন আন্দোলনের স্রোত জাগছে তখনও সম্মেলনে যোগদান সঠিক হবে না কেন। তখন ভয় পাবার কি আছে? সেইরূপ সময়ে 'সাধারণ সংগঠন' এবং 'সংগ্রামের বিস্তৃতি' বিশেষভাবে প্রয়োজন হয়, তাই নয়

কি ? সেই সময় জনগণের পক্ষে, মালিকদের দেওয়া সুযোগ-সুবিধাগুলির শিকারে পরিণত হওয়া কোনক্রমেই উচিত নয়, তাই নয় কি ? কিন্তু আসল বিষয়টি হল সংগঠিত করার (অবশ্যই **আমাদের** অর্থে, গ্যাপর অর্থে নয়) মানে **সর্বপ্রথম** মালিকশ্রেণী এবং শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে **বৈরিতামূলক** বিরোধ সম্পর্কে চেতনা উন্নত করা। যতদিন **সেই** চেতনা বিরাজ করবে, বাকিগুলি আপনা থেকেই আসবে।

আসন্ন সম্মেলন এ কাজটি যথোচিতভাবে করতে পারে না।

এই দিক থেকে বিচার করলে বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের কর্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একমাত্র রণকৌশল হল সম্মেলনকে বয়কট করার কৌশল।

বয়কটের কৌশলই তৈলশিল্পের মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে অনপনীয় বিরোধ সম্পর্কে চেতনাকে সর্বাপেক্ষা ভালভাবে উন্নত করতে পারবে।

বয়কটের কৌশল, 'ভিক্ষাগ্রহণের' সংস্কারকে চুরমার করে এবং তৈলশিল্পের মালিকদের কাছ থেকে তৈলশিল্পের শ্রমিকদের বিচ্ছিন্ন করে মিস্ত্রীদের পাশে তাদের জমায়েৎ করবে।

তৈলশিল্পের মালিকদের প্রতি অবিশ্বাস সৃষ্টি করে, বয়কটের কৌশলই সবচেয়ে ভালভাবে জনগণের দৃষ্টির সামনে তাদের জীবনধারণের মান উন্নয়নের একমাত্র পন্থা হিসাবে সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দেবে।

সেই কারণে আমাদের অবশ্যই বয়কট আন্দোলন চালাতে হবে: শ্রমিকদের সভা সংগঠিত করতে হবে, দাবিগুলি স্থির করতে হবে, সাধারণ দাবিগুলি আরও ভালভাবে নির্ধারণের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করতে হবে, দাবিগুলি ছাপিয়ে বিলি করতে হবে, সেগুলি ব্যাখ্যা করতে হবে, চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সেগুলিকে আবার জনগণের কাছে আনতে হবে ইত্যাদি, ইত্যাদি এবং আমাদের এ সবই করতে হবে বয়কট শ্লোগানের তলায় যাতে সাধারণ দাবিগুলিকে জনপ্রিয় করে এবং 'আইনী সুযোগগুলির' সদ্ব্যবহার করে সম্মেলন বয়কট করা যায়, তাকে উপহাসের বস্তু করে তোলা যায় এবং তার দ্বারা সাধারণ দাবিগুলির ভিত্তিতে একটি সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দেওয়া যায়। অতএব—সম্মেলন বয়কট কর!

গুদক, সংখ্যা ৪

২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯০৭

স্বাক্ষর: কো…

নির্বাচনের পূর্বে

তৈলশিল্পের মালিক মহাশয়েরা পশ্চাদপসরণ করেছে। সম্প্রতি তাদের পত্রিকা **নেফতায়ানোয়ে দেলো-র**[53] সম্পাদক মারফৎ তারা বলেছে যে বাকুর ট্রেড ইউনিয়নগুলি 'শ্রমিকদের থেকে বিচ্ছিন্ন এক বিজাতীয় ব্যাপার।' তাদের ইচ্ছানুযায়ী কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের একটি সংগঠনী কমিটিতে প্রতিনিধি নির্বাচন করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে নোটিশ দিয়েছে যার দ্বারা ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে আন্দোলনের নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়েছে। গতকাল অবস্থা ছিল এইরকম। কিন্তু এখন, ৭ই জানুয়ারি, ফ্যাক্টরি ইন্সপেক্টার ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদকদের জানিয়েছে যে, তৈলশিল্পের মালিকরা একটি সভা অনুষ্ঠিত করেছে যেখান থেকে তারা শহরের গভর্নরের কাছে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে তৈলক্ষেত্রে এবং কারখানায় সভা করার অনুমতি দেবার জন্য অনুরোধ জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

পুঁজিপতি ভদ্রমহোদয়গণ ট্রেড ইউনিয়নগুলির ক্রমবর্ধমান প্রভাবে ভীত; তারা শ্রমিকদের ঐক্যহীন ও অসংগঠিত অবস্থায় দেখতে চায়, এবং এই উদ্দেশ্যে তারা এমনকি তৈলক্ষেত্র ও কারখানার কমিশনগুলিকেও স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে। কিন্তু এখন আমরা তাদেরকে এটা মেনে নিতে বাধ্য করেছি যে শ্রমিকশ্রেণীর জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির মধ্যে অন্যতম প্রশ্ন, একটি সম্মেলন ও একটি যৌথ চুক্তির প্রশ্নের মীমাংসা পরিচালনার দায়িত্ব ট্রেড ইউনিয়নগুলিরই রয়েছে এবং অবশ্যই তা থাকবে।

যদিও দাসনাক্‌ৎসাকানরা[54] এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা তৈলশিল্পের মালিক এবং সরকারকে শ্রমিকদের সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে তাদের লড়াইয়ে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে, তবুও আমরা তাদের বাধ্য করেছি ট্রেড ইউনিয়নগুলির নেতৃত্বের ভূমিকাকে মেনে নিতে।

দাসনাক্‌ৎসাকান মহাশয়েরা শহরের গভর্নরের আহ্বানে দ্রুত সাড়া দিল এবং নিঃসন্দেহে নিজেদের স্বার্থে নির্বাচনের ব্যাপারে এগিয়ে গেল যাতে নির্বাচনী আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য ট্রেড ইউনিয়নগুলি থেকে যে সব শর্ত দেওয়া হয়েছে সেগুলি এবং সর্বোপরি শ্রমিকদের সংগঠনগুলি স্বীকার করার প্রধান শর্তটি এড়িয়ে যাওয়া যায়

কিন্তু তৈলশিল্পের মালিকরা দাসনাকৃৎসাকানদের তাড়াহুড়ো করে কাজ করায় সন্তুষ্ট হয়নি। কারণ শেষোক্তদের অনুগামী ছিল একমাত্র আবিয়াস্ত, রাহুগা, আরারাৎ, ফারো এবং অন্যান্য অপেক্ষাকৃত ছোট শিল্পগুলিতে নিযুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে এবং বড় আর্মেনিয়ান শিল্পগুলির মাত্র দুটি বা তিনটিতেই নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছিল।

কাস্পিয়ান ব্ল্যাক সী কোম্পানি, নোবেল, কোকোরেভ, বর্ন, শিবাইয়েভ, আসাদুল্লাইয়েভ, মস্কো-ককেশাস কোম্পানি এবং অন্যান্য শিল্পগুলিতে নিযুক্ত শ্রমিকরা এই সব নির্বাচনের প্রতিবাদ করে প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং সেগুলিতে অংশগ্রহণ করতে অসম্মতি জানায় যতক্ষণ না ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে অনুমোদন দেওয়া হয়।

সর্ববৃহৎ এবং সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকরা সুনির্দিষ্টভাবে এবং স্পষ্টভাবে তাদের মত প্রকাশ করে এবং তার দ্বারা শুধু তৈলশিল্পের মালিকদের নয়, তাদের সেইসব 'বন্ধুদেরও' জবাব দেয় যারা ফাঁকা বিষয়ে বাক্‌পটুতা দেখাতে ভালবাসে।

শ্রমিকরা তাদের প্রস্তাবগুলির দ্বারা সুনির্দিষ্টভাবে এবং সুস্পষ্টভাবে যে বিষয়টিকে অনুমোদন করেছে তা হল, ট্রেড ইউনিয়নগুলি যেসব শর্ত দাবি করে সেগুলি 'নেতাদের' উদ্‌ভাবন নয়, যেকথা সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা তাদের **কেন আমরা সম্মেলনে যাচ্ছি না**—এই ইস্তেহারে দাবি করছে।

সরকার, তৈলশিল্পের মালিকরা এবং দাসনাকৃৎসাকানরা ট্রেড ইউনিয়ন-গুলির ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে খর্ব করার চেষ্টা করছে। শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়নগুলির প্রতি আস্থা প্রকাশ করছে এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলি যেসব শর্ত দাবি করছে সেগুলির প্রতি সম্মতি জানাচ্ছে।

ধর্মঘটের পূর্বে দাবি উপস্থিত করা এবং আপোষ আলোচনার সম্ভাবনায় শ্রমিকরা যেমন ভীত হয় না, তেমনই 'সম্মেলন' এবং 'আপোষ আলোচনা' শব্দগুলির দ্বারা শ্রমিকরা ভীত নয়, ভীত হলে চলবে না। দাবি-সমূহের উপস্থাপনাই কখনো কখনো বিরোধ মীমাংসার উদ্দেশ্যে ধর্মঘটের প্রয়োজনীয়তাকে দূর করে। বেশিরভাগ সময় বিপরীতটিই ঘটে। কিন্তু যাতে 'আপোষ আলোচনা' শ্রমিকদের সামনে বর্তমান অবস্থার সমগ্র চিত্রটি খুলে ধরতে পারে, শ্রমিকদের জীবন যে যে প্রশ্নগুলির সঙ্গে জড়িত সেগুলির ব্যাপক প্রচার এবং জনগণের মধ্যে সেগুলির আলোচনা সুনিশ্চিত করে যাতে

সম্মেলন সম্পর্কে আন্দোলন শ্রমিকদের প্রভূত উপকারে লাগে, সেই কারণে ট্রেড ইউনিয়নগুলি যেসব শর্ত দাবি করেছে এবং যেগুলি নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রতি নির্দেশগুলিতে অন্তর্ভুক্ত হবে, সেগুলি অবশ্যই সমর্থন করতে হবে।

কোন আপোষ আলোচনাই 'ভয়ংকর' নয়, যদি তা জনগণের চোখের সামনে পরিচালনা করা হয়। যে শর্তগুলি দাবি করা হচ্ছে, সেগুলি, সম্মেলনের সঙ্গে জড়িত প্রশ্নগুলির আলোচনায় সকল শ্রমিকের ব্যাপক অংশগ্রহণের সম্ভাবনা সুনিশ্চিত করে।

শেনদ্রিকভ ধরনের সম্মেলন, যার স্মৃতি বিষাদময়, তা চিরকালের জন্য সমাধিস্থ হয়েছে।

যেসব কমরেড মিস্ত্রীদের ইউনিয়নের সঙ্গে 'যুক্ত' তাদেরকে আমাদের নেতৃত্ব অনুসরণ করতে এবং 'যে কোন মূল্যে সম্মেলন'-এর শ্লোগানটি পরিত্যাগ করতে আমরা সম্মত করতে পেরেছি। এবং তারা স্থির করেছে যে ট্রেড ইউনিয়ন-গুলির প্রধান ভূমিকার গুরুত্ব স্বীকার করা—এই মূল শর্তটি যদি মেনে না নেওয়া হয় তাহলে তারা নির্বাচন বয়কট করবে। এবং আমরা এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখব যে, 'যে কোন মূল্যে' বয়কটের পক্ষ-সমর্থনকারী আর কেউ থাকবে না। একটি সম্মেলন, এবং যেটি প্রধান জিনিস, সম্মেলনকে ঘিরে একটি আন্দোলন, শ্রমিকদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে যদি তার জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত-গুলি পূরণ করা হয়।

যে প্রস্তাবগুলি শ্রমিকরা সম্প্রতি গ্রহণ করেছে সেগুলির দ্বারা আমাদের ভূমিকার নির্ভুলতা প্রমাণিত হয়েছে।

আমাদের কাছে অনুমোদন এসেছে। কাজেই, আমরা কর্তৃপক্ষ এবং তৈলশিল্পের মালিকদের কাছ থেকে ইউনিয়নগুলির নেতৃত্বের ভূমিকা সম্বন্ধে স্বীকৃতি লাভ করেছি।

আমরা যেসব শর্তের উল্লেখ করেছি, তার ভিত্তিতে বড় বড় শিল্পগুলিতে নিযুক্ত শ্রমিকদের অধিকাংশ নির্বাচনে যোগদানের পক্ষে মত প্রকাশ করেছে।

আমরা এখন শান্তভাবে এবং আত্মবিশ্বাস নিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচনের দিকে এগোতে পারি; তাদের আমরা নিম্নলিখিত নির্দেশগুলি দেবার পরামর্শ দিতে চাই: যে ষোলজন প্রতিনিধি আপনারা নির্বাচন করবেন তারা এমন হোক

যেন তারা দাবি করে যে, সংগঠনী কমিটিতে আলোচনা চালাতে গেলে নিম্নলিখিত প্রাথমিক বিষয়গুলি মেনে নেওয়া অবশ্য স্বীকার্য শর্ত হবে :

(১) শ্রমিকদের প্রতিনিধি ও মালিকরা উভয়পক্ষই সম-অধিকার সম্পন্ন পক্ষ হিসাবে অর্থাৎ পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সম্মেলনের তারিখ স্থির করবে।

(২) একশো শ্রমিক পিছু একজন হিসাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন সম্মেলনের শেষ পর্যন্ত চলবে, কিছুকাল পর পর তারা সভায় মিলিত হবে এবং অবস্থা অনুযায়ী সম্মেলনের শ্রমিক প্রতিনিধিদের রিপোর্টের উপর আলোচনা করবে এবং তাদের উপযুক্ত নির্দেশ দেবে।

(৩) কারখানায়, তৈলক্ষেত্রগুলিতে এবং ওয়ার্কশপে সভার ব্যবস্থা করা এবং চুক্তির যেসব শর্ত দাবি করা হয়েছে এবং দিতে চাওয়া হয়েছে সে সম্বন্ধে আলোচনা করার অধিকার প্রতিনিধিদের থাকবে।

(৪) তৈলশিল্পের মালিকদের নিয়ে যে সম্মেলন হবে তাতে তৈলশিল্পের শ্রমিক ও মিস্ত্রীদের ট্রেড ইউনিয়নগুলির কর্মকর্তাদের প্রতিনিধি পাঠাবার অধিকার থাকবে, যাদের আলোচনায় যোগদানের অধিকার থাকবে কিন্তু ভোটদানের অধিকার থাকবে না এবং সম্মেলনের সকল কমিটির কাছে, প্রতিনিধি-সভায়, তৈলক্ষেত্রের ও কারখানার সভা প্রভৃতিতে তাদের রিপোর্ট দেওয়ার অধিকার থাকবে।

(৫) বৃত্তি অনুযায়ী ভাগ না করে, সমগ্র প্রতিনিধি কাউন্সিলের দ্বারাই সংগঠনী কমিটিতে প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবে। সংগঠনী কমিটিতে আপোষ আলোচনাও সমগ্রভাবে পরিচালিত হবে (সকল শ্রমিকদের জন্য একটিমাত্র চুক্তি হবে)।

গুদোক, সংখ্যা ১৪
১৩ই জানুয়ারি, ১৯০৮
স্বাক্ষরবিহীন

গ্যারান্টিসহ সম্মেলন সম্পর্কে আরও কয়েকটি কথা

সম্মেলনের জন্য আন্দোলন অতি উচ্চস্বরে উঠেছে। প্রতিনিধি নির্বাচন সমাপ্তপ্রায়। নিকট ভবিষ্যতে প্রতিনিধি পরিষদের সভা হবে। সম্মেলন হবে কি হবে না? কি কি গ্যারান্টি (শর্তাবলী) সহ সম্মেলন বাঞ্ছনীয়? এই সব শর্ত কিভাবে গণ্য করা হবে? প্রধানতঃ এই প্রশ্নগুলিই প্রতিনিধি পরিষদ বিবেচনা করবে।

প্রতিনিধি পরিষদে আমাদের কার্যধারা কি হওয়া উচিত?

আমরা আবার বলছি যে তৈলশিল্প মালিকদের সঙ্গে সম্মেলন আমাদের কাছে নতুন কিছু নয়। ১৯০৫ সালে একটি সম্মেলন হয়। দ্বিতীয় সম্মেলন হয় ১৯০৬ সালে। এই সব সম্মেলন থেকে আমরা কি লাভ করেছি? সেগুলি আমাদের কি শিক্ষা দিয়েছে? সেগুলি অনুষ্ঠিত হওয়ার কি কোন মূল্য ছিল?

সেই সময় এবং খুব সম্প্রতি আমাদের বলা হয় যে, সম্মেলনগুলি কোন শর্তব্যতিরেকে **আপনা থেকেই** জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে। কিন্তু ঘটনাবলী দেখায় যে, অতীতের দুটি সম্মেলনের কোনটিই জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করেনি, তা করাও সম্ভব ছিল না—শুধু নির্বাচনগুলিই হয় এবং সেইখানেই 'ঐক্যবদ্ধ করার কাজ' শেষ হয়ে যায়।

কেন?

কারণ অতীতের সম্মেলনগুলি সংগঠিত করার সময় **বাক্ স্বাধীনতা এবং সভাসমিতির স্বাধীনতার** ছিটেফোঁটাও ছিল না, তখন কারখানায়, তৈলক্ষেত্রগুলিতে এবং তাদের বাসস্থানে জনসাধারণকে জড়ো করে প্রতি বিষয়ের নির্দেশগুলি স্থির করা এবং সাধারণভাবে সম্মেলনের সকল কাজে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব ছিল না। ফলে, জনসাধারণ নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকতে বাধ্য হত, কেবল প্রতিনিধিরাই সক্রিয় থাকত—যদিও শ্রমিক-সাধারণের সঙ্গে তাদের কোন যোগাযোগ থাকত না। কিন্তু অনেকদিন আগে থেকেই আমরা জানি যে কেবল সংগ্রামের সময়েই জনগণকে সংগঠিত করা যায়।...

আরও বলতে হয়—সম্মেলনের অধিবেশন চলার সময় কোন প্রতিনিধি

পরিষদ, যে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে, শ্রমিকের এমন কোন স্থায়ী সংগঠন ছিল না; এমন কোন স্থায়ী সংগঠন ছিল না যে তার চারিপাশে সকল শিল্পের ও জেলার শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করবে, সেই সব শ্রমিকের দাবিগুলি স্থির করবে এবং সেই সব দাবির ভিত্তিতে শ্রমিক প্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রণ করবে। তৈলশিল্পের মালিকরা এইরূপ প্রতিনিধি পরিষদ গঠন করার অনুমতি দিত না এবং সেক্ষেত্রে সম্মেলনের উদ্যোক্তারা ভালমানুষের মতো এতে বশ্যতা স্বীকার করত।

বর্তমানের সঙ্গে পার্থক্য এইখানে যে তখন **ট্রেড ইউনিয়নগুলির** মতো আন্দোলনের কোন কেন্দ্র ছিল না, যেগুলি প্রতিনিধি পরিষদকে নিজেদের চারিপাশে জড়ো করতে পারত এবং শ্রেণী-সংগ্রামের পথে তাদের পরিচালনা করতে পারত।···

একসময় আমাদের বলা হত যে একটি সম্মেলন **নিজে থেকেই** শ্রমিকদের দাবিগুলি মীমাংসা করতে পারে। কিন্তু প্রথম দুটি সম্মেলনের অভিজ্ঞতা এই ধারণাকে বাতিল করেছে, কারণ প্রথম সম্মেলনে যখন আমাদের প্রতিনিধিরা শ্রমিকদের দাবি সম্পর্কে বলতে শুরু করে তখন তৈলশিল্পের মালিকরা তাদের বাধা দিয়ে বলে, 'সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে এটি নেই,' আরও বলে সম্মেলনের কাজ হল, 'শিল্পের জন্য তরল জ্বালানি সরবরাহ' সম্পর্কে আলোচনা করা, কোন ধরনের দাবি সম্পর্কে আলোচনা নয়। যখন দ্বিতীয় সম্মেলনে প্রতিনিধিরা দাবি তোলে যে, বেকারদের প্রতিনিধিদেরও অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হোক, তখন তৈলশিল্পের মালিকরা আবার তাদের বাধা দেয় এবং বলে, ঐ ধরনের দাবি সম্পর্কে বিবেচনা করার ক্ষমতা তাদের নেই। এই কথার দ্বারা আমাদের প্রতিনিধিদের ঘাড় ধরে বের করে দেওয়া হল। এবং যখন আমাদের কিছু কমরেড একটি সাধারণ সংগ্রামের দ্বারা আমাদের প্রতিনিধিদের সাহায্য করার কথা তোলে - তখন দেখা যায় যে এরকম কোন সংগ্রাম সম্ভব নয়; কারণ পুঁজিপতিরা দুটো সম্মেলনের ব্যবস্থাই শীতকালে মন্দার সময় করেছে, যা তাদের পক্ষে সুবিধাজনক, কারণ সেই সময় ভল্গায় নৌ-চলাচল বন্ধ, তৈল-শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্যের দাম পড়ে যাচ্ছে এবং তার ফলে তখন শ্রমিকদের জয়লাভের কথা চিন্তা করাও সম্পূর্ণ বোকামি।

পূর্ববর্তী দুটি সম্মেলন এই রকম 'মূল্যবান' ছিল।

পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে, **নাম-কো-ওয়াস্তে** একটি সম্মেলন, স্বাধীন প্রতিনিধি পরিষদ ব্যতিরেকে একটি সম্মেলন, ইউনিয়নগুলির পরিচালনা এবং যোগদান বাদ দিয়ে একটি সম্মেলন এবং তাছাড়াও শীতকালে আহূত একটি সম্মেলন—সংক্ষেপে **গ্যারান্টিবিহীন একটি সম্মেলন**—ফাঁকা বুলি ছাড়া আর কিছু নয়। শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করা এবং আমাদের দাবি পূরণে সাহায্য করা তো দূরের কথা, এই রকম একটি সম্মেলন কেবল শ্রমিকদের অসংগঠিত করতে পারে এবং আমাদের দাবি পূরণের বিষয়টি স্থগিত রাখতে পারে, কারণ এই রকম সম্মেলন শুধু শূন্য প্রতিশ্রুতি দ্বারা শ্রমিকদের পেট ভরায়, আসলে তাদের কিছু দেয় না।

পূর্ববর্তী সম্মেলন দুটি আমাদের সেই শিক্ষাই দিয়েছে।

সেই কারণেই শ্রেণী-সচেতন শ্রমিক ১৯০৭ সালের নভেম্বর মাসে তৃতীয় সম্মেলন বয়কট করে।

মিস্ত্রীদের ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত সেই সব কমরেডরা প্রত্যেকে উপরোক্ত বিষয় যেন মনে রাখে, কারণ পূর্ববর্তী সম্মেলনের সমগ্র অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও, **এবং সর্বশেষে ইউনিয়নগুলির মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি সত্ত্বেও, তারা গ্যারান্টিবাদে** একটি সম্মেলনের জন্য আন্দোলন করছে।

তারা যেন একথা মনে রাখে এবং এই চুক্তি লংঘন না করে।

কিন্তু এর অর্থ কি, আমরা সকল সম্মেলনই পাশে ফেলে দেব?

না, তা নয়!

বয়কটপন্থী সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা মন্তব্য করেছে যে আমরা সম্মেলনে যাব না, কারণ আমাদের শত্রু, বুর্জোয়ারা, এতে আমাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে; এই মন্তব্যের উত্তরে আমরা শুধু হাসতে পারি। যাই হোক, এই একই শত্রু বুর্জোয়ারা, আমাদের শিল্প, কারখানায়, তৈলক্ষেত্রে কাজ করার জন্য আমাদের আমন্ত্রণ জানায়। সেজন্য কি শিল্প, কারখানা ও তৈলক্ষেত্রকে বয়কট করা উচিত, যেহেতু আমাদের শত্রু বুর্জোয়ারা সেখানে আমাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে? যদি তা করা হয় তাহলে আমরা সকলেই অনাহারে মরব! যদি ওদের যুক্তি সঠিক হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে, বুর্জোয়ার আমন্ত্রণে চাকরি করতে যাওয়ার জন্য সকল শ্রমিকের বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে!

দাসনাকৎসাকানরা বিবৃতি দিয়েছে যে আমরা অবশ্যই সম্মেলনে যাব না কারণ এটি একটি বুর্জোয়া ব্যবস্থা—এই উদ্ভট বিবৃতির প্রতি আমাদের

কোন নজর দেবার দরকার নেই। কারণ বর্তমান দিনের সামাজিক জীবনও একটি বুর্জোয়া 'ব্যবস্থা', শিল্প, কারখানা, তৈলক্ষেত্র সবই বুর্জোয়া 'ব্যবস্থা', সেগুলি সংগঠিত হয়েছে বুর্জোয়াদের 'মনের ভাব এবং সাদৃশ্য অনুযায়ী', এবং তাদের মঙ্গলের জন্য। এসবগুলি কি শুধু বুর্জোয়া বলে আমরা বয়কট করব? যদি তা করি, তাহলে এদেশ ছেড়ে আমরা কোথায় যাব, মঙ্গলগ্রহে, জুপিটারে নাকি দাসনাক্‌ৎসাকান ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা যে আকাশ-সৌধ নির্মাণ করছে, সেখানে?...*

না, কমরেডরা! বুর্জোয়ার প্রতি আমাদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে চলবে না, তাদের মুখোমুখি হতে হবে এবং তাদের প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ করতে হবে! বুর্জোয়ারা যে স্থানগুলি দখল করে আছে সে স্থানগুলি তাদের অধিকারে আমরা ছেড়ে দেব না, ধাপে ধাপে আমরা সেগুলি দখল করব এবং সে স্থানগুলি থেকে বুর্জোয়াকে উচ্ছেদ করব! কেবলমাত্র যারা আকাশে নির্মিত সৌধে বাস করে তারাই এই সহজ সত্যটি বুঝতে অক্ষম!

যেসব গ্যারান্টি আমরা দাবি করেছি সেগুলি অগ্রিম না পেলে আমরা সম্মেলনে যাব না। কিন্তু আমাদের দাবি অনুযায়ী গ্যারান্টিগুলি যদি আমরা পাই, আমরা সম্মেলনে যাব, এইসব গ্যারান্টির উপর নির্ভর করে সম্মেলনকে ভিক্ষার বস্তু থেকে পরবর্তী সংগ্রামের হাতিয়ারে পরিবর্তন করার জন্য, ঠিক যেমনভাবে কতকগুলি প্রয়োজনীয় শর্ত পূর্ণ হবার পর শিল্প, কারখানা ও তৈলক্ষেত্রগুলিকে অত্যাচারের ঘাঁটি থেকে মুক্তির রণক্ষেত্রে পরিবর্তনের জন্য আমরা কাজ করতে যাই।

শ্রমিকদের আদায়করা গ্যারান্টিসহ একটি সম্মেলন সংগঠিত করে, এবং পঞ্চাশ হাজার শ্রমিক-সাধারণকে একটি প্রতিনিধি পরিষদে নির্বাচন এবং আমাদের দাবিগুলি স্থির করার জন্য আহ্বান করে, আমরা বাকুতে শ্রমিক-শ্রেণীর আন্দোলন তার পক্ষে সুবিধাজনক একটি নতুন সংগ্রামের পথে পরিচালনা করতে পারব, যে পথ স্বতঃস্ফূর্ত (অসংগঠিত) ও ভিক্ষা গ্রহণের জন্য আন্দোলনের পথ নয়, সংগঠিত ও শ্রেণী-সচেতন পথ।

---

*সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও দাসনাক্‌ৎসাকানরা যে বয়কটপন্থী ভূমিকা নিয়েছে তা যে খুবই অবাস্তব ও অসঙ্গত তা প্রমাণিত হয়েছে যে ঘটনার দ্বারা, তা হচ্ছে, তারা নিজেরাই মুদ্রণ শিল্পের শ্রমিক ও মালিকদের একটি সম্মেলনের পক্ষে, এবং তাদের মধ্যে একটি যৌথ চুক্তির পক্ষে ঝুঁকেছে। তা ছাড়াও এই পার্টিগুলির সদস্যদের ব্যক্তিগতভাবে এই ব্যাপারে ব্যবস্থা করে নেবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

সঠিকভাবে বলতে গেলে, গ্যারান্টিসহ একটি সম্মেলন থেকে এটিই আমরা বলি: **হয় গ্যারান্টিসহ সম্মেলন, না হয় কোন সম্মেলনই নয়।**[৫৫]

পুরানো ধরনের সম্মেলনের সমর্থনকারী ভদ্রলোকেরা গ্যারান্টির বিরুদ্ধে আলোড়ন তুলুক; গ্যারান্টিবিহীন সম্মেলনের প্রশংসায় তারা মুখর হয়ে উঠুক; জুবাতভ জলাভূমিতে তারা গড়াগড়ি দিয়ে ছটফট্ করুক—শ্রমিকেরা তাদের জলাভূমি থেকে টেনেহিঁচড়ে বার করবে এবং শ্রেণী-সংগ্রামের বিস্তীর্ণ ভূমি দিয়ে তাদের হাঁটতে শেখাবে!

দাসনাকৎসাকান ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা 'শূন্যে উড়তে' থাকুক; তাদের সেই অতি উচ্চ স্থান থেকে তারা শ্রমিকদের সংগঠিত সংগ্রাম বয়কট করুক। শ্রেণী-সচেতন শ্রমিকেরা তাদের এই পাপপূর্ণ পৃথিবীতে টেনে নামিয়ে আনবে এবং গ্যারান্টিসহ সম্মেলনের সামনে মাথা নত করতে তাদের বাধ্য করবে!

আমাদের লক্ষ্য পরিষ্কার: আমাদের সাধারণ দাবিগুলি পূরণ করার জন্য, আমাদের জীবনধারণের অবস্থার উন্নতির জন্য শ্রমিকশ্রেণীকে প্রতিনিধি পরিষদের চারিদিকে সমবেত করা এবং প্রতিনিধি পরিষদকে ইউনিয়নগুলির চারিদিকে সমবেত করা।

আমাদের পথ পরিষ্কার: গ্যারান্টিসহ একটি সম্মেলন থেকে তৈলশিল্পে শ্রমিকশ্রেণীর অত্যাবশ্যক চাহিদাগুলি পূর্ণ করার দিকে অগ্রসর হওয়া।

সময় এলে আমরা দুয়ের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করার জন্য প্রতিনিধি পরিষদকে আহ্বান জানাব—জলাভূমির বাসিন্দা সম্মেলন সমর্থনকারীদের বিরুদ্ধে এবং পরীর দেশের কল্পনাবিলাসী সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও দাসনাক বয়কট-পন্থীদের বিরুদ্ধে।

হয় নির্দিষ্ট গ্যারান্টিসহ সম্মেলন, নাহলে সম্মেলনের প্রয়োজন নেই!

গুদক, সংখ্যা ১৭
৩রা ফেব্রুয়ারি, ১৯০৮
স্বাক্ষরবিহীন

সাম্প্রতিক ধর্মঘটগুলি আমাদের কি শিক্ষা দেয়?

জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি মাসের ধর্মঘটগুলির চারিত্র্যচিহ্ন হল এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য যা আমাদের আন্দোলনের মধ্যে কতকগুলো নতুন উপাদান সঞ্চারিত করেছে। এই সব বৈশিষ্ট্যের একটি হল ধর্মঘটের আত্মরক্ষামূলক চরিত্র —যা ইতিমধ্যে শুদকে[৫৬] উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সেটা হল বাইরেকার বৈশিষ্ট্য। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হল অন্যগুলি অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যগুলি, যেগুলি আমাদের আন্দোলনের বিকাশধারার উপর পরিষ্কার আলোকপাত করে। দাবিগুলির চরিত্র, ধর্মঘটগুলি চালাবার পদ্ধতি, সংগ্রামের নূতন পদ্ধতি প্রভৃতির কথাই প্রসঙ্গতঃ আমাদের মনে পড়ছে।

প্রথম বিষয়, যা দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা হল দাবিগুলির মর্মবস্তু। এটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে অনেকগুলি ধর্মঘটে বোনাসের দাবি তোলা হয়নি (নোবেল, মতোভিলিখা, মোলৎ, মিরজোইয়েভ, আদামভ, এবং অন্যান্য স্থানে)। যেসব জায়গায় বোনাসের দাবি তোলা হয়েছে, শ্রমিকরা শুধু 'ভিক্ষা' হিসাবে কিছু পাওয়ার জন্য লড়াই করতে লজ্জা পেয়ে সেই দাবিগুলি তাদের দাবিপত্রের শেষ দিকে রাখার চেষ্টা করেছে (পিতোইয়েভ এবং অন্যান্য স্থানে)। বাস্তবিক-পক্ষে পুরানো 'ভিক্ষা' গ্রহণের অভ্যাস বদলে যাচ্ছে। 'ভিক্ষা' শ্রমিকদের কাছে গুরুত্ব হারাচ্ছে। পেটি-বুর্জোয়া দাবিগুলি (বোনাসের দাবি) থেকে শ্রমিকরা শ্রমিকশ্রেণীর দাবিগুলির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে: উদ্ধত ম্যানেজারদের বরখাস্ত করা (নোবেল, মোলৎ, আদামভে), ছাঁটাই কমরেডদের পুনর্বহাল (মিরজোইয়েভে), তৈলক্ষেত্র ও শ্রম কমিশনের অধিকার সম্প্রসারণ (নোবেল, মিরজোইয়েভে)। এই দিক থেকে মিরজোইয়েভের ধর্মঘট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।[৫৭] এই শিল্পের শ্রমিকরা কমিশনের স্বীকৃতি দাবি করে এবং আরও দাবি করে যে ছাঁটাই কমরেডদের পুনর্বহাল করতে হবে এই গ্যারান্টি দিয়ে যে, কমিশনের সম্মতি ছাড়া এই শিল্পে ভবিষ্যতে একটি শ্রমিকও ছাঁটাই হবে না। এরই মধ্যে ধর্মঘট দুসপ্তাহ ধরে চলেছে এবং এমন ঐক্যবদ্ধভাবে তা পরিচালিত হচ্ছে যা সচরাচর দেখা যায় না। এই

শ্রমিকদের লক্ষ্য করা প্রয়োজন এবং জানা প্রয়োজন কী গর্বের সঙ্গে তারা বলছে, 'আমরা বোনাস পাওয়ার জন্য লড়ছি না, তোয়ালে বা সাবান পাওয়ার জন্যও লড়ছি না, আমরা লড়ছি শ্রমিকদের কমিশনের অধিকার ও সম্মেলনের জন্য'—আমি বলতে চাই শ্রমিকদের মনে কি পরিবর্তন ঘটেছে তা বোঝার জন্য এগুলি জানা প্রয়োজন।

সাম্প্রতিক ধর্মঘটগুলির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল তৈলশিল্পের শ্রমিক-সাধারণের মধ্যে জাগরণ ও তাদের সক্রিয়তা। বিষয়টি হল, এখন পর্যন্ত তৈলশিল্পের শ্রমিক-দের মিস্ত্রীদের অনুসরণ করতে হত, এবং তারা সবসময় তাদের স্বেচ্ছায় অনুসরণ করত না; কেবল বোনাসের জন্য তারা স্বাধীনভাবে উঠে দাঁড়িয়েছিল। তাছাড়াও তাদের মধ্যে মিস্ত্রীদের প্রতি বিশেষভাবে বিরোধিতা ছিল, এবং তা বাড়িয়ে তুলত তৈলশিল্পের মালিকদের প্ররোচনা সৃষ্টিকারী 'ভিক্ষা' দেওয়ার নীতি (গত বছর বিবি-এইবাৎ কোম্পানি এবং বর্তমানে লাপশিন)। বর্তমান ধর্মঘটগুলি দেখায় যে তৈলশিল্পের শ্রমিকদের নিষ্ক্রিয়তা অতীতের বস্তুতে পরিণত হচ্ছে। তারাই নোবেলে ধর্মঘট শুরু করে (জানুয়ারি মাসে) এবং মিস্ত্রীরা তাদের নেতৃত্ব মেনে নেয়; মিরজোইয়েভের (ফেব্রুয়ারি মাসে) ধর্মঘটে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল তৈলশিল্পের শ্রমিকরা। একথা না বললেও চলে যে তৈলশিল্পের শ্রমিকদের জাগ্রত প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মিস্ত্রীদের প্রতি বিরোধিতা ক্রমশঃ কমে আসছে। তৈলশিল্পের শ্রমিকরা মিস্ত্রীদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে চলতে শুরু করেছে।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্যটি আরও গুরুত্বপূর্ণ—আমাদের ইউনিয়নের প্রতি ধর্মঘট-কারীদের বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবে এবং মোটামুটি অপেক্ষাকৃত সুসংগঠিতভাবে ধর্মঘটগুলির পরিচালনা। প্রথমতঃ, এটি লক্ষণীয় যে একগজ-লম্বা দাবি তালিকা, যা ধর্মঘট সফল করায় বাধা সৃষ্টি করে (মনে করুন গত বছরে কাস্পিয়ান কোম্পানিতে ধর্মঘট), সেরকম তালিকা নেই; এখন মাত্র কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ দাবি সামনে রাখা হয়েছে, যেগুলি জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম (নোবেল, মিরজোইয়েভ, মতোভিলিখা, মোলৎ এবং আদামভে)। দ্বিতীয়তঃ, ধর্মঘটগুলির প্রায় কোনটিই ইউনিয়নের সক্রিয় হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে ঘটেনি; শ্রমিকরা ইউনিয়ন প্রতিধিদের আমন্ত্রণ করা প্রয়োজন বোধ করেছে (কোকোরেভ, নোবেল, মোলৎ, মিরজোইয়েভ এবং অন্যান্যতে)। আগে একদিকে তৈলক্ষেত্র ও শ্রম কমিশন এবং অপরদিকে ইউনিয়ন উভয়ের মধ্যে যে

প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল তা এখন অতীতের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। শ্রমিকরা ইউনিয়নকে তাদের নিজের সন্তানের মতো মনে করছে। ইউনিয়নের প্রতিদ্বন্দ্বী না হয়ে তৈলক্ষেত্র ও শ্রম কমিশন তার সমর্থকে পরিণত হচ্ছে। এ থেকে বোঝা যায়, বর্তমান ধর্মঘটগুলিতে সংগঠনের বৃহত্তর রূপ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

এ থেকে আসে চতুর্থ বৈশিষ্ট্যটি—বর্তমান ধর্মঘটগুলির তুলনামূলক সাফল্য, বা আরও স্পষ্ট করে বললে, ঘটনা হল যে, আংশিক ধর্মঘট প্রায়ই ব্যর্থ হয় না, হলেও সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় না। আমাদের মনে রয়েছে কোকোরেভের ধর্মঘটের কথা। আমরা মনে করি যে কোকোরেভের ধর্মঘট আমাদের সংগ্রাম পদ্ধতির ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে নতুন পথের সূচনা। এটি এবং অন্য কতকগুলি ধর্মঘট (পিতোইয়েভ এবং মতোভিলিখাতে) বুঝিয়ে দেয় যে, যদি (১) ধর্মঘট সংগঠিতভাবে পরিচালিত হয়, (২) ইউনিয়ন সক্রিয়ভাবে হস্তক্ষেপ করে, (৩) কিছু পরিমাণ অধ্যবসায় থাকে এবং (৪) সংগ্রাম শুরু করার উপযুক্ত মুহূর্ত সঠিকভাবে নির্ধারণ করা হয় তবে আংশিক ধর্মঘট কিছুতেই নিষ্ফল হতে পারে না। মোটামুটি এটি পরিষ্কার যে যারা 'মূলনীতির দোহাই দিয়ে' চীৎকার করে 'আংশিক ধর্মঘট ধ্বংস হোক!' তারা একটি বিপজ্জনক শ্লোগান দিচ্ছে যা সম্প্রতিকালের আন্দোলনের ঘটনাগুলির দ্বারা যথেষ্টভাবে ন্যায়সঙ্গত হিসাবে প্রমাণিত হয় না। অপরপক্ষে, আমরা মনে করি যে, ইউনিয়ন যদি নেতৃত্ব দেয় এবং সংগ্রাম শুরু করার উপযুক্ত সময় যদি সঠিকভাবে স্থির করা হয়, তাহলে শ্রমিকশ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হিসাবে আংশিক ধর্মঘটগুলিকে কাজে লাগান যায়।

আমাদের মতে এইগুলিই হল বর্তমানকালে ধর্মঘটগুলির অতি গুরুত্বপূর্ণ অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য।

গুদক, সংখ্যা ২১
২রা মার্চ, ১৯০৮
স্বাক্ষর: কে. কাটো

তৈলশিল্পের মালিকদের কৌশল বদল

বেশিদিন আগে নয়—মাত্র কয়েকমাস আগে তেল মালিকরা শ্রমিক এবং মালিকদের মধ্যে 'ইউরোপীয় ধাঁচের' সম্পর্ক নিয়ে 'বকবকানি' জুড়েছিল।

সেই সময় তারা চেষ্টা করেছিল আপোষমুখী আচরণ করার। এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না: যৌথ চুক্তি যে ঈশ্বর প্রেরিত সে সম্বন্ধে 'ধ্যান-নিমগ্ন' রিনের নিরবচ্ছিন্ন প্রচার, আংশিক ধর্মঘটের ক্রমবর্ধমান তরঙ্গ, 'ইউরোপীয় ধাঁচের' সম্মেলন মারফৎ 'উৎপাদনের সুব্যবস্থা' সম্পর্কে তেল মালিকদের আশা এবং সরকারের দিক থেকে কিছুটা চাপ সৃষ্টি—সবগুলি একত্রে তেলকল মালিকদের অপোষমুখী 'ইউরোপীয়' মনোভাবাপন্ন করে।

রিন চীৎকার করে বলেছিল 'ধর্মঘটের অরাজকতা ধ্বংস হোক!'

রিনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তেল মালিকরা বলেছিল 'শৃংখলা দীর্ঘজীবী হোক!'

দেখে মনে হল যেন 'শৃংখলা' চালু করা হচ্ছে। মনে হল মালিকদের অত্যাচার কমে আসছে। ধর্মঘটের সংখ্যাও কমে গেল। মালিকেরা 'চুক্তিতে আসা প্রয়োজন বোধ করল' (ডিসেম্বরের **নেফ্‌তায়ানোয়ে দেলো** দেখুন)।

কিন্তু তারপর শুরু হল আন্দোলন। আড়ালে অনুষ্ঠিত হয়েছে এই ধরনের আগেকার সম্মেলনগুলি শ্রমিকরা জোরের সঙ্গে বাতিল করে দিল। শ্রমিকদের মধ্যে প্রভূত সংখ্যক গ্যারান্টিসহ সম্মেলনের পক্ষে মত প্রকাশ করল। তার দ্বারা শ্রমিকরা সম্মেলনকে সব থেকে ভালভাবে ব্যবহার করার, সম্মেলনকে সংগঠিত, সচেতন সংগ্রামের হাতিয়াররূপে ব্যবহার করার সুস্পষ্ট ইচ্ছা প্রকাশ করল।

বেশ, তখন কি ঘটনা দেখা দিয়েছে?

আমরা আর 'ইউরোপীয় ধাঁচের' সম্পর্কের কথা শুনতে পাচ্ছি না। 'উৎপাদনের সুব্যবস্থার' কোন 'আশা' সম্পর্কে একটি কথাও শোনা যাচ্ছে না। 'ধর্মঘটের অরাজকতা' আর তেলকল মালিকদের সন্ত্রস্ত করছে না; বিপরীত পক্ষে, শ্রমিকদের উপর আক্রমণ, যেগুলি তারা পেয়েছিল সেগুলি কেড়ে নেওয়া, অগ্রণী শ্রমিকদের ছাঁটাই প্রভৃতির দ্বারা তারা নিজেরাই শ্রমিকদের 'অরাজকতার' দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

বস্তুতঃ তেল মালিকরা আর মিটমাট করার কোন প্রয়োজনীয়তা দেখছে না। তারা আক্রমণ করাটাকেই বেশি পছন্দ করছে।

ইতোমধ্যে জানুয়ারির শেষে তাদের কংগ্রেসেই তৈলশিল্পের মালিকরা শ্রমিকদের উপর আক্রমণ শুরু করল। তারা ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের কণ্ঠরোধ করল। শ্রমিকদের চুক্তির প্রশ্নগুলিকে তারা কবরস্থ করল। বিদ্যালয়, চিকিৎসা প্রভৃতি প্রশ্নগুলিকে তারা 'বাতিল' করার সিদ্ধান্ত নিল। গণ-ভবন পরিচালনা ও অংশগ্রহণের অধিকার থেকে শ্রমিকদের বঞ্চিত করল।

এই সব কাজের দ্বারা তেল মালিকরা বোঝালো যে তারা একটি 'নতুন' 'অ-ইউরোপীয়' পথ গ্রহণ করেছে, যা হল শ্রমিকদের উপর প্রকাশ্য আক্রমণের পথ।

কংগ্রেসের কাউন্সিল তাদের কংগ্রেসের 'কাজ' করে চলেছে। এই কাউন্সিল 'দশ কোপেক হাসপাতাল লেভি' ধার্য করে শ্রমিকদের উপর আক্রমণ করেছে। তা ছাড়া এমনকি কাউন্সিলের ছোটখাট নির্দেশগুলির মধ্যেও শিল্প-মালিকদের কৌশলের একই পরিবর্তনের ছাপ রয়েছে।

তারপর তৈলক্ষেত্রে এবং কারখানায় পূর্বে অর্জিত অধিকারগুলি বাতিল, কর্মচারীর সংখ্যা হ্রাস, অগ্রণী শ্রমিকদের ছাঁটাই, লক-আউট প্রভৃতির দ্বারা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার 'তীব্রতা' বাড়ানো হল।

তৈলক্ষেত্র এবং কারখানা কমিশনগুলিকে তারা অকেজো করে দিল। রথসচাইল্ড (বালাখানি), কাস্পিয়ান কোম্পানি, সিবাইয়েভ (বালাখানি), বর্ন (বালাখানি), বিয়েরিং, মিরজোইয়েভ এবং নাফথা উৎপাদক এসোসিয়েশন—এই সব শিল্পে কমিশনের ব্যাপারে যে বিরোধ, তা থেকেই এটি স্পষ্ট প্রমাণিত হয়।

'কর্মচারীর সংখ্যা কমানোর' অজুহাতে সব থেকে প্রভাবশালী কমরেডদের, বিশেষতঃ যারা কাউন্সিলের প্রতিনিধি তাদের 'বিতাড়িত করা হচ্ছে'। কাস্পিয়ান কোম্পানিতে, বর্নে, মুখতারভে (বালাখানি), সিবাইয়েভে (বালাখানি), লাসপিনে (বিবি-এইবাৎ) এবং মালনিকভে যেসব ঘটনা ঘটেছে, সেগুলি এই বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ রাখে না।

উটানের লক-আউট তৈলশিল্পের মালিকদের 'নতুন' কৌশলের সেরা দৃষ্টান্ত।

এই সব উপায়ে তারা, স্বতঃস্ফূর্ত এবং অরাজক বিস্ফোরণ যা শ্রমিকদের শক্তিকে নিঃশেষ করে দেয়, তাদের সেই পথে ঠেলে দিচ্ছে।

ধর্মঘটকারীদের বিরুদ্ধে দমনপীড়নের কায়দাগুলি আরও লক্ষ্য করার মতো। আমাদের মনে আছে মিরজোইয়েভ কারখানার ব্যাপার, বা আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে ঐ কারখানার ম্যানেজার মিঃ মারকারভের ব্যাপার, এই ব্যক্তি রাইফেলধারী সশস্ত্র মুসলমানদের উত্তেজিত করছে আর্মেনিয়ান ধর্মঘটকারীদের বিরুদ্ধে এবং এইভাবে আর্মেনিয়ান-তাতার সংঘর্ষের অবস্থা সৃষ্টি করছে।

তৈলশিল্পের মালিকদের কৌশলের ক্ষেত্রে এইরূপ পরিবর্তন এসেছে।

বস্তুতঃ তেল মালিকরা আর 'ইউরোপীয় অবস্থা' চাইছে না।

সম্মেলনের 'সাফল্যের' কোন সম্ভাবনা না দেখতে পেয়ে, শ্রমিকদের মূল দাবিগুলি পূরণ করে শুধু সম্মেলনের সাহায্যে 'উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের' কোন আশা না দেখে, সম্মেলন ভেদ সৃষ্টির হাতিয়ার থেকে ৫০,০০০ শ্রমিক-সাধারণকে সংগঠিত করার হাতিয়ারে রূপান্তরিত হচ্ছে লক্ষ্য করে—তেল মালিকরা যে কোন উপায়ে সম্মেলনকে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রেখে তা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে বা অন্ততঃপক্ষে সম্মেলনকে প্রাণহীন করে দিতে চাইছে।

এই উদ্দেশ্যে তারা দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করছে, শ্রমিকদের প্ররোচিত করছে যাতে তারা অপ্রস্তুত অবস্থায় সংগ্রামে নামে, বর্ধমান সাধারণ আন্দোলনকে ভেঙ্গে পৃথক খণ্ড সংগ্রামে পরিণত করছে এবং শ্রেণী-সংগ্রামের প্রশস্ত পথ থেকে দলগত সংঘাতের আঁকাবাঁকা গলিতে শ্রমিকদের ঠেলে দিচ্ছে।

এই সব উপায়ে তারা গ্যারান্টিসহ একটি সম্মেলন থেকে শ্রমিকদের দৃষ্টি সরিয়ে দিতে চায়, যে প্রতিনিধি পরিষদ শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করতে পারত তার মর্যাদা শ্রমিকদের কাছে নষ্ট করতে চায়, শ্রমিকদের ঐক্য গড়ে তোলার প্রচেষ্টাকে বাধা দিতে চায় এবং তার দ্বারা দাবি আদায়ের জন্য শ্রমিকদের প্রস্তুতিকে ব্যাহত করতে চায়।

এই সব কাজের মধ্য দিয়ে প্ররোচনা সৃষ্টি করে তারা এখনও যে শ্রমিকেরা অসংগঠিত, তাদের অপ্রস্তুত অবস্থায় সাধারণ সংগ্রামে নামিয়ে দিতে চায়, কারণ সেই অবস্থা শ্রমিকদের 'সম্পূর্ণরূপে' ধ্বংস করে দেবার সুযোগ এনে দিতে পারে, এবং দীর্ঘদিনের জন্য 'নিরবচ্ছিন্নভাবে' তৈল উৎপাদনের সুযোগ তারা পেতে পারে।

তেল মালিকদের কৌশল পরিবর্তনের তাৎপর্য এইরূপ।

উপরে যা বলা হল সেগুলির বিচারে আমাদের কর্মকৌশল কি হওয়া উচিত?

আমাদের সংগঠনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তৈলশিল্পের মালিকরা আমাদের আক্রমণ করছে। অতএব, আমাদের কর্তব্য হল, আমাদের ইউনিয়নের চারিধারে সংহত হওয়া এবং সর্বশক্তি দিয়ে তাদের আক্রমণ থেকে আমাদের আত্মরক্ষা করা।

আমাদের স্বতঃস্ফূর্ত খণ্ড সংগ্রামে প্ররোচিত করার চেষ্টা চলছে, যাতে আমাদের সাধারণ আন্দোলনকে টুকরো করে দেওয়া যায়—অতএব, আমাদের তৈলশিল্পের মালিকদের ফাঁদে পা দিলে চলবে না, যতদূর সম্ভব আংশিক ধর্মঘট থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে, সাধারণ আন্দোলনকে আমরা কিছুতেই ভাগ করব না।

অনির্দিষ্টকালের জন্য সম্মেলন স্থগিত রেখে এবং অপ্রস্তুত অবস্থায় সাধারণ সংগ্রামে নামার জন্য প্ররোচিত করে, ঐক্যের হাতিয়ার থেকে আমাদের বঞ্চিত করার, আমাদের কাছ থেকে প্রতিনিধি পরিষদকে কেড়ে নেবার চেষ্টা চলছে। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হল, অবিলম্বে প্রতিনিধি পরিষদের অধিবেশন করার জন্য দাবি করা, শ্রমিকদের দাবিগুলি স্থির করার কাজ চালানো, এবং এই কাজের সময় প্রতিনিধি পরিষদের পাশে শ্রমিকদের সমবেত করা।

প্রতিনিধি পরিষদকে শক্তিশালী এবং ৫০,০০০ শ্রমিককে তার পাশে সমবেত করার পর তৈলশিল্পের মালিক মহোদয়দের অ-ইউরোপীয় পরিকল্পনা-গুলিকে উপযুক্তভাবে মোকাবিলা করতে আমাদের অসুবিধা হবে না।

গুদক, সংখ্যা ২২
৯ই মার্চ, ১৯০৮
স্বাক্ষরবিহীন

আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে ।

প্রতিনিধি পরিষদের[৫৮] অধিবেশন যাতে দ্রুত আহ্বান করানো যায় তার জন্য তৈলশিল্পের শ্রমিক ইউনিয়নের কার্যনির্বাহীসভা ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

যে শ্রমিকরা আর বেশিদিন অপেক্ষা করতে রাজী নয় এবং প্রতিনিধি পরিষদের আশু অধিবেশন যারা দাবি করছে তাদের পক্ষ থেকে অসংখ্য বিবৃতি কার্যনির্বাহীসভাকে এই বিষয়ে তৎপর করেছে ।

মিস্ত্রীদের ইউনিয়নও এই ধারায় সচেষ্ট হবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

গত কয়েকদিনে উভয় ইউনিয়নই সিনিয়র ফ্যাক্টরি ইন্সপেক্টরের কাছে প্রয়োজনীয় বিবৃতি দাখিল করেছে।

অবশ্যই ধারণা করা যায় যে প্রশ্নটির শীঘ্রই কোন-না-কোন মীমাংসা হবে।

অবশ্য, আমরা এখনও বলতে পারি না যে, পুঁজি ও ক্ষমতার অধিকারী যারা তারা ঐ বিবৃতির উত্তর কিভাবে দেবে।

তারা শ্রমিকদের কাছে নতিস্বীকার করতে পারে এবং অবিলম্বে প্রতিনিধি কাউন্সিল আহ্বান করতে পারে এবং সেক্ষেত্রে খুব সম্ভব সম্মেলনের ব্যবস্থা 'স্বাভাবিক পথেই' এগোবে।

অপরদিকে, তারা টালবাহানা করতে পারে এবং এখনকার মতো কোন নির্দিষ্ট উত্তর না দিতে পারে ।

যাই হোক, আমাদের সম্ভাব্য যে কোন পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, যাতে তৈলশিল্পের মালিকরা শ্রমিকদের প্রতারণা না করতে পারে ।

সব দিক থেকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত অবস্থায় তৈলশিল্পের মালিকদের মোকাবিলা করার জন্য আমাদের তৈরী থাকতে হবে।

এর জন্য আমাদের এখনই দাবিগুলি স্থির করার কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

আমরা গ্যারান্টিসহ একটি সম্মেলনে যাচ্ছি, কিন্তু তৈলশিল্পের সকল শ্রমিকের দ্বারা স্বীকৃত দাবিগুলি ছাড়া তৈলশিল্পের মালিকদের সামনে আর

কি নিয়ে আমরা উপস্থিত হব? অতএব শ্রমিকদের মজুরি, কাজের ঘণ্টা, শ্রমিকদের বাসস্থান, গণ-ভবন (পিপল্‌স হল), চিকিৎসার সুযোগ প্রভৃতি দাবিগুলি আমাদের এবার স্থির করতে হবে।

আমাদের ইউনিয়ন ইতোমধ্যেই কাজ শুরু করেছে। **গুদক** পত্রিকায় বাসস্থান, চিকিৎসার সুযোগ, গণ-কক্ষ (পিপল্‌স হল), বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রশ্নে সে তার মত প্রকাশ করেছে। ইতোমধ্যেই ইউনিয়ন এই সব দাবি উল্লেখ করে **সম্মেলনের মালমশলা** নামে একটি প্রচারপত্র প্রকাশ করেছে।

কিন্তু তাও যথেষ্ট নয়।

এই সব দাবি জনগণের কাছে নিয়ে আসতে হবে, যাতে তারা সেগুলি আলোচনা করতে পারে এবং তাদের মতামত দিতে পারে, কারণ কেবলমাত্র তাদের মতামতই সেগুলিকে তাদের কাছে অবশ্য-পালনীয়রূপে গণ্য করতে পারে।

তার উপর, ইউনিয়ন এখনও মজুরি ও কাজের ঘণ্টা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়নি। সুতরাং এই সব ব্যাপারে দাবিগুলি স্থির করার জন্যও আমাদের এখনই অগ্রসর হতে হবে।

এই উদ্দেশ্যে, দাবি স্থির করার জন্য আমাদের ইউনিয়ন একটি বিশেষ কমিশন নির্বাচন করবে।

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনকে স্পর্শ করছে এমন জরুরী প্রশ্নগুলি যুক্ত-ভাবে স্থির করে নেওয়ার উদ্দেশ্যে এই কমিশন পরিষদ প্রতিনিধিদের এবং চারটি জেলার তৈলক্ষেত্র ও কারখানা কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করবে।

পরে কারখানায়, তৈলক্ষেত্রগুলিতে এবং শ্রমিকদের বাসস্থানে সাধারণ সভা করা হবে, যেখানে দাবিগুলি চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হবে।

গ্যারান্টিসহ একটি সম্মেলনের প্রস্তুতির জন্য এইগুলিই আমাদের পরিকল্পনা হওয়া প্রয়োজন।

দাবিগুলি স্থির করে এবং জনগণের কাছে সেগুলি পরিচিত করেই আমরা প্রতিনিধি পরিষদের চারিপাশে সেই জনগণকে সমবেত করতে পারব।

জনগণকে তাদের পরিষদের চারপাশে জমায়েত করেই আমরা তাদের তৈলশিল্পের মালিকদের সম্ভাব্য আকস্মিক আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করতে পারব।

গ্যারান্টির বিষয়গুলি 'বাস্তবসম্মত করা' সম্পর্কে শিথিল দার্শনিকসুলভ

প্রচার নয় (প্রমিগ্লভি ভেস্ত্‌নিক[৫৭] দেখুন), 'বসন্তের আবির্ভাব' (সোশ্যালিস্ট রিভলিউশনারিদের স্মরণ করুন) সম্বন্ধে নির্বোধ চীৎকারও নয়, বরং শ্রমিকদের দাবিগুলি স্থির করার জন্য অধ্যবসায়ের সঙ্গে চেষ্টা করা—আসন্ন ঘটনাবলীর সামনে, সবকিছুর ওপরে এই কাজের মধ্যেই আমাদের আত্মনিয়োগ করতে হবে !

সুতরাং আসুন, আমরা আরও উৎসাহের সঙ্গে গ্যারান্টিসহ একটি সম্মেলনের জন্য প্রস্তুতি চালাই !

গুদক, সংখ্যা ২৩
১৬ই মার্চ, ১৯০৮
স্বাক্ষরবিহীন

অর্থনৈতিক সন্ত্রাসসৃষ্টি এবং শ্রমিক-আন্দোলন

শ্রমিকদের সংগ্রাম সব সময়ে এবং সর্বত্র একই রূপ ধারণ করে না।

একটা সময় ছিল যখন শ্রমিকেরা তাদের মালিকদের সঙ্গে সংগ্রাম করবার সময় মেশিনপত্র চূর্ণ করত এবং ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগিয়ে দিত। মেশিনই হল দারিদ্র্যের হেতু! কারখানাই হল অত্যাচারের পীঠস্থল! সুতরাং সেগুলিকে টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে ফেল, জ্বালিয়ে দাও!—সে সময়ে শ্রমিকেরা এই রকম বলত।

এটা ছিল অসংগঠিত **নৈরাজ্যবাদী-বিদ্রোহী সংঘর্ষের** সময়কাল।

আমরা অন্য ধরনের ঘটনার কথাও জানি যেখানে আগুন দেওয়া এবং ধ্বংসসাধন সম্পর্কে মোহমুক্ত হয়ে শ্রমিকরা 'আরও হিংসাত্মক ধরন' অবলম্বন করে—ডিরেক্টর, ম্যানেজার, ফোরম্যান প্রভৃতিদের হত্যা করে। সে সময়ে শ্রমিকেরা বলল, সমস্ত মেশিন এবং সমস্ত কারখানা ধ্বংস করা অসম্ভব এবং অধিকন্তু তা করা শ্রমিকদের স্বার্থসাধনও করে না, কিন্তু সন্ত্রাসসৃষ্টির দ্বারা তাদের আতংকিত করা, আঘাত দ্বারা তাদের কঠোরতা পর্যুদস্ত করা সব সময়েই সম্ভব—সুতরাং তাদের মারধর কর, সন্ত্রস্ত কর তাদের!

এটা ছিল অর্থনৈতিক সংগ্রাম থেকে উদ্ভূত ব্যক্তিগত **সন্ত্রাসবাদী সংঘর্ষের** সময়কাল।

সংগ্রামের এই দুটি ধরনকেই শ্রমিক-আন্দোলন তীব্রভাবে নিন্দা করল এবং এদের অতীতের ঘটনায় পরিণত করল।

এটা সহজেই বোঝা যায়। কোন সন্দেহ নেই যে, কারখানা হল প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকদের শোষণের পীঠস্থল এবং মেশিন এই শোষণ বিস্তৃত করতে সর্বদাই বুর্জোয়াদের সাহায্য করে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে মেশিন ও কারখানা আপনা থেকেই হল দারিদ্র্যের হেতু। পক্ষান্তরে, ঠিক এই কারখানা এবং মেশিনই দাসত্বের শৃংখল ভাঙ্গতে, দারিদ্র্যের বিলোপসাধন করতে এবং অত্যাচারকে পর্যুদস্ত করতে শ্রমিকশ্রেণীকে সক্ষম করে তুলবে—যা কিছু প্রয়োজন তা হল, কারখানা ও মেশিনগুলিকে ব্যক্তিগত পুঁজিপতিদের নিজস্ব সম্পত্তি থেকে জনগণের সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করা।

অন্যপক্ষে, আমরা যদি মেশিন, কারখানা এবং রেলওয়েগুলিকে ধ্বংস করতে এবং পোড়াতে আরম্ভ করি, তাহলে আমাদের জীবনযাত্রারই বা কি অবস্থা হবে? তা হয়ে দাঁড়াবে একটি নিরানন্দ মরুভূমিতে বাস করার মতো এবং সর্বপ্রথমে শ্রমিকেরাই হারাবে তাদের জীবিকা!···

এটা স্পষ্ট যে, আমরা অবশ্যই মেশিন ও ফ্যাক্টরিগুলিকে চূর্ণবিচূর্ণ করব না, **কিন্তু আমরা যদি প্রকৃতপক্ষে দারিদ্র্য বিলুপ্ত করতে কঠোরভাবে সচেষ্ট হই, তাহলে যখনই সম্ভব হবে, তখনই সেগুলি দখল করে নিতে হবে।**

এই জন্যই শ্রমিক-আন্দোলন নৈরাজ্যবাদী বিদ্রোহী সংঘর্ষ বাতিল করে।

সন্দেহ নেই যে, বুর্জোয়াদের ভীতসন্ত্রস্ত করবার উদ্দেশ্যে যখন অর্থনৈতিক সন্ত্রাসসৃষ্টির পথ নেওয়া হয়, তখন তারও কিছুটা 'ন্যায্যতা' আছে বলে বাহ্যতঃ প্রতীয়মান হয়। কিন্তু এই ভীতসন্ত্রস্ত করার উপকারিতা কি, যদি তা ক্ষণস্থায়ী হয়, তার দ্রুত অবসান ঘটে? তা যে কেবল ক্ষণস্থায়ী হতে পারে তা এই একটিমাত্র ঘটনা থেকেই স্পষ্ট যে, সব সময়ে এবং সর্বত্র অর্থনৈতিক সন্ত্রাসসৃষ্টির আশ্রয় নেওয়া অসম্ভব। এটা হল প্রথম বিষয়। দ্বিতীয় বিষয়টি হল: আমাদের পেছনে যদি একটি শক্তিশালী, ব্যাপক শ্রমিক সংগঠন না থাকে, যা সব সময়ে শ্রমিকদের দাবির জন্য সংগ্রাম করতে প্রস্তুত থাকবে এবং যে সুযোগ-সুবিধাগুলি আমরা অর্জন করেছি তা বজায় রাখতে সমর্থ হবে, তাহলে বুর্জোয়াদের এই অস্থায়ী ভয় এবং তার চাপে আদায় করা সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদির উপযোগিতা কি? বাস্তবিকপক্ষে ঘটনা আমাদের দৃঢ়প্রত্যয় উৎপাদন করে এই কথাই বলে যে, অর্থনৈতিক সন্ত্রাসবাদ এরকম সংগঠন গড়ার আগ্রহকে বিনষ্ট করে, ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং আত্মনির্ভরতার সঙ্গে বেরিয়ে আসার আগ্রহ থেকে শ্রমিকদের বঞ্চিত করে—কেননা তাদের রয়েছে সন্ত্রাসবাদী বীরেরা, যারা তাদের জন্য কার্যকলাপ চালাতে সক্ষম। আমরা কি শ্রমিকদের মধ্যে স্বাধীন কর্মতৎপরতার মনোবৃত্তি অনুশীলন করব না? আমরা কি শ্রমিকদের মধ্যে ঐক্যের জন্য আকাঙ্খাকে উদ্দীপিত করব না? অবশ্যই আমরা তা করব! কিন্তু অর্থনৈতিক সন্ত্রাসবাদ যদি শ্রমিকদের মধ্যে এই দুটির জন্য আকাঙ্ক্ষাকেই বিনষ্ট করে, তাহলে আমরা কি তা অবলম্বন করতে পারি?

না, কমরেডগণ, না! ব্যক্তিগত, চোরাগোপ্তা হিংসাত্মক কার্যকলাপের দ্বারা বুর্জোয়াদের সন্ত্রস্ত করা আমাদের নীতি-বিরোধী। এরকম 'কাজ' কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী লোকজনদের উপর ছেড়ে দেওয়া যাক। বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে আমাদের অবশ্যই **প্রকাশ্যভাবে** দাঁড়াতে হবে, **যে পর্যন্ত না চূড়ান্ত জয় অর্জিত হয়, সে পর্যন্ত সব সময়ের জন্যই** তাদের ভয়ভীতির অবস্থার মধ্যে আমাদের অবশ্যই রাখতে হবে! কিন্তু তার জন্য অর্থনৈতিক সন্ত্রাসবাদের প্রয়োজন আমাদের নেই, প্রয়োজন হল একটি শক্তিশালী গণ-সংগঠনের যা শ্রমিকদের সংগ্রামের পক্ষে পরিচালিত করতে সক্ষম হবে।

এর জন্যই শ্রমিক-আন্দোলন অর্থনৈতিক সন্ত্রাসবাদ বাতিল করে।

উপরে যা বলা হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে, মিরজোইয়েভের তৈলখনি অঞ্চলের ধর্মঘটীরা অগ্নিসংযোগ এবং 'অর্থনৈতিক' হত্যার বিরুদ্ধে সম্প্রতি যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে তা বিশেষ আগ্রহ-উদ্দীপক। এই প্রস্তাবে মিরজোইয়েভের তৈল-খনি অঞ্চলের ১,৫০০ শ্রমিকের যুক্ত কমিশন একটি বয়লার ঘরে (বালাখানিতে) আগুন দেবার কথা এবং অর্থনৈতিক কারণে একজন ম্যানেজারকে (সুরাখানি) হত্যা করার কথা উল্লেখ করে ঘোষণা করেছে যে 'হত্যা এবং অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি সংগ্রাম পদ্ধতির বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ করছে' (২৪ নং **গুদক** দেখুন)। এর দ্বারা মিরজোইয়েভের তৈলখনি অঞ্চলের লোকজনেরা পুরানো, সন্ত্রাস-বাদী, বিদ্রোহী ঝোঁকের সঙ্গে তাদের চূড়ান্ত সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করল। এর দ্বারা তারা দৃঢ় সংকল্প সহকারে সত্যিকারের শ্রমিক-আন্দোলনের পথ গ্রহণ করল।

মিরজোইয়েভের তৈলখনি অঞ্চলের শ্রমিকদের আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং তারা যেমন দৃঢ়পণ হয়ে শ্রমিকশ্রেণীর গণ-আন্দোলনের পথ গ্রহণ করেছে, সেইরূপ দৃঢ়পণ হয়ে ওই পথ গ্রহণ করতে আমরা সমস্ত শ্রমিকদের আহ্বান জানাচ্ছি।

গুদক, সংখ্যা ২৫
৩০শে মার্চ, ১৯০৮
স্বাক্ষরবিহীন

অর্থনৈতিক সন্ত্রাসসৃষ্টির প্রশ্নে তৈল মালিকেরা

অর্থনৈতিক সন্ত্রাসসৃষ্টির প্রশ্ন 'জনসাধারণের' মনোযোগ আকর্ষণ করে চলেছে।

এ সম্পর্কে আমাদের মতামত আমরা এর আগেই প্রকাশ করেছি এবং অর্থনৈতিক সন্ত্রাসসৃষ্টি শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে ক্ষতিকর বলে একে নিন্দা করেছি এবং বলেছি, সেজন্য, তা সংগ্রামের অনুপযুক্ত পদ্ধতি।

তৈলখনি অঞ্চল এবং কারখানাগুলির শ্রমিকেরা প্রায় একই ধরনে তাদের মতামত প্রকাশ করেছে।

তৈল মালিকেরাও, অবশ্য, এ বিষয়ে তাদের মতামত ব্যক্ত করেছে এবং দেখা যায় তাদের 'মতামত' শ্রমিকদের ব্যক্ত মতামত থেকে মূলগতভাবে পৃথক; কেননা তারা যেখানে 'শ্রমিকদের থেকে উদ্ভূত' অর্থনৈতিক সন্ত্রাস-সৃষ্টির নিন্দা করছে, সেখানে তারা তৈল মালিকদের পক্ষ থেকে একই রকমের সন্ত্রাসসৃষ্টির বিরুদ্ধে কিছুই বলছে না। আমরা স্মরণ করছি তৈল মালিকদের সুবিদিত মুখপত্রে (৬ নং **নেফতিয়ানোয়ে দেলোতে,** মিঃ কে-জার[৬০] প্রবন্ধ দেখুন) প্রকাশিত অর্থনৈতিক সন্ত্রাসসৃষ্টি সম্পর্কে সুপরিচিত মুখ্য প্রবন্ধটি।

এই মুখ্য প্রবন্ধটি আলোচনা করা যাক। শুধু তৈল মালিকদের 'মতামতের' প্রমাণ হিসাবে নয়, শ্রমিকদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামের বর্তমান স্তরে তাদের মেজাজের অভিব্যক্তি হিসাবেও প্রবন্ধটি কৌতূহলকর। সুবিধার জন্য প্রবন্ধটিকে তিনটি অংশে ভাগ করতে হবে: প্রথম, যেখানে মিঃ কে-জা শ্রমিকদের এবং তাদের সংগঠনগুলি সম্পর্কে কতকগুলি বিশেষ প্রশ্ন উত্থাপন করছেন; দ্বিতীয়, যেখানে তিনি অর্থনৈতিক সন্ত্রাসবাদের কারণগুলি সম্পর্কে আলোচনা করছেন; এবং তৃতীয়, এর বিরুদ্ধে লড়াই করার পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে বলছেন।

বিশেষ বিশেষ প্রশ্নগুলি নিয়ে আরম্ভ করা যাক। সর্বপ্রথমে, মিরজোই-য়েভের তৈলখনির লোকগুলি সম্পর্কে। সাধারণভাবে এটা সুবিদিত যে সুরাখানি তৈলক্ষেত্রগুলির ম্যানেজারকে হত্যা এবং বয়লার-ঘরে অগ্নিসংযোগের অব্যবহিত পরে মিরজোইয়েভের তৈলখনি অঞ্চলের লোকজনদের যুক্ত কমিশন

১,৫০০ শ্রমিকের পক্ষ থেকে সংগ্রামের এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে সর্বসম্মতভাবে প্রতিবাদ জানায় এবং এই কথা অস্বীকার করে যে একদিকে অগ্নিসংযোগ ও হত্যা এবং অন্যদিকে ধর্মঘটের মধ্যে কোন সম্পর্ক রয়েছে। তাদের প্রতিবাদের আন্তরিকতা সম্পর্কে সন্দেহের কোন কারণ থাকা উচিত নয় মনে হয়। কিন্তু কে-জা অন্যরূপ ভেবেছেন। তৎসত্ত্বেও একজন খুঁতখুঁতে 'সমালোচকের' মতো তিনি শ্রমিকদের আন্তরিকতার প্রশ্নে সন্দেহ প্রকাশ করা প্রয়োজনীয় মনে করেছেন এবং বলছেন যে, 'কমিশন ভুল করেছে', অগ্নিসংযোগ ও হত্যা এবং ধর্মঘটের মধ্যে একটি প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। এবং এটা বলছেন ১,৫০০ শ্রমিকদের সর্ববাদীসম্মত প্রতিবাদের পরে! তবে এটা কিসের সাক্ষ্য বহন করে যদি তা ঘটনা বিকৃত করার বাসনা, শ্রমিকদের নামে কলঙ্ক আরোপ করা তাদের 'উপহাসের পাত্র করা' না হয়—যদিও এই কাজ করতে গিয়ে কুৎসার আশ্রয় নিতে হয়, তাহলেও? এবং এর পরেও মিঃ কে-জা, যিনি তাঁর প্রবন্ধে 'জনসাধারণের অপরাধমূলক ইচ্ছাকে মহত্ত্বের ভূষণে ভূষিত করা' সম্পর্কে অনেক কিছু বলেছেন, তাঁর আন্তরিকতায় বিশ্বাস করা সম্ভব কি?

মিরজোইয়েভের তৈলখনি অঞ্চলের শ্রমিকদের থেকে মিঃ কে-জা আমাদের ইউনিয়ন সম্পর্কে এসে গেছেন। প্রত্যেকেই জানে আমাদের ইউনিয়ন দ্রুত বেড়ে উঠছে। এর প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে সম্মেলন সম্পর্কে সমস্ত প্রচার-আন্দোলন এগিয়ে চলেছে, কেবলমাত্র এই ঘটনা থেকেই বিচার করা যায় শ্রমিকদের মধ্যে ইউনিয়নের কী বিপুল প্রভাব রয়েছে। এবং গুদক কেবল একটি সর্বজন-বিদিত ঘটনার উল্লেখ করেছে যখন সে বলছে, 'ইউনিয়নের প্রভাব এবং গুরুত্ব দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে, ব্যাপক শ্রমিক-সাধারণের স্বাভাবিক নেতা হিসাবে তা এমনকি সর্বাপেক্ষা অনগ্রসর অংশগুলির কাছ থেকেও স্বীকৃতি ক্রমশঃ অর্জন করছে।' হাঁ, এটা হল সর্বজনবিদিত ঘটনা। কিন্তু আমাদের অদম্য 'সমালোচক' সত্য ঘটনার ধার ধারেন না, তিনি সমষ্টিগতভাবে ও ব্যক্তিগত-ভাবে সকলের উপরেই 'সন্দেহ আরোপ করেন', পাঠকদের চোখে শ্রমিক ইউনিয়নের মর্যাদা ও সম্মান খর্ব করার জন্য এমনকি সত্য ঘটনাকে অসত্য বলে ঘোষণা করতেও তিনি প্রস্তুত! এবং এসবের পরেও মিঃ কে-জা আমাদের ইউনিয়নের একজন সমর্থক এবং 'অর্থনৈতিক সংগ্রামকে মহান করে তোলার' সমর্থকও বলে নিজেকে ঘোষণা করবার ধৃষ্টতা রাখেন!

যে কেউই একটি পদক্ষেপ নিলে তার পরবর্তী পদক্ষেপটি তাকে অবশ্যই

নিতে হবে, যে কেউই আমাদের ইউনিয়নের বিরুদ্ধে গালিগালাজ করে, তাকে আমাদের সংবাদপত্রের বিরুদ্ধেও গালি পাড়তেই হবে, এবং সুতরাং মিঃ কে-জা **গুদককে** নিয়ে পড়লেন; এবং বললেন, **গুদক** 'ভাষার অপ্রয়োজনীয় রুক্ষতা, বিপজ্জনক অসন্তুষ্টি, মাত্রাধিক উত্তেজনা এবং অজ্ঞতাপ্রসূত বিদ্বেষ থেকে অর্থনৈতিক সংগ্রামের আবহাওয়াকে মুক্ত করতে যা করতে পারত, তা করছে না', বললেন যে, **গুদক** 'অন্যান্য সংগঠন, পার্টি, শ্রেণী, সংবাদপত্র এবং ব্যক্তিদের ও এমনকি এর নিজের সহযোগী, **প্রমিস্লভি ভেস্ত্নিক**-এর বিরুদ্ধেও আক্রমণ করা ছাড়া আর কিছুই করে না।'

মিঃ কে-জা এই গানই গাইছেন। সুপ্রসিদ্ধ 'সমালোচকের' এই সব বাচালতা আমরা উপেক্ষা করতে পারি—তার প্রভুকে খুশী করবার আশায় পুঁজির সেবাদাস কি সবকিছু সম্পর্কেই অনর্থক বকবকানি করবে না! কিন্তু তাই হোক! এই উপলক্ষে বাকুর মহান সমালোচক সম্পর্কে দুই-একটি কথা প্রয়োগ করা যাক। তাহলে, **গুদক** 'ভাষার অপ্রয়োজনীয় রুক্ষতা, বিপজ্জনক অসন্তুষ্টি থেকে সংগ্রামের আবহাওয়াকে মুক্ত করছে না।'… ধরে নেওয়া যাক যে এ সমস্তই সত্য। কিন্তু পুঁজির পবিত্র নাম নিয়ে তিনি আমাদের বলুন, কিসে ভাষার অধিকতর রুক্ষতা, অধিকতর অসন্তুষ্টি প্রবর্তন করে—**গুদকের** মুদ্রিত অক্ষর, না তৈল মালিকদের প্রকৃত কার্যকলাপ যারা সুসম্বদ্ধভাবে শ্রমিক-দের ছাঁটাই করেছে, দশ-কোপেকের হাসপাতাল-কর চালু করছে, জনগণের হলঘর ব্যবহার থেকে শ্রমিকদের বঞ্চিত করছে, কোচিদের[৬১] (ভাড়া-করা ঘাতকদের) সাহায্য নিচ্ছে এবং শ্রমিকদের মারধর করছে, ইত্যাদি? অর্থনৈতিক সংগ্রামকে মহান করে তোলার 'একনিষ্ঠ' সমর্থক মিঃ কে-জা তৈল মালিকদের কার্যকলাপ, যা শ্রমিদের ক্রুদ্ধ করে, তাদের তিক্ততা বাড়ায়, তার সম্পর্কে একটি কথা বলাও প্রয়োজনীয় মনে করেন না কেন? মোটের উপর, 'অন্ধকারের' শক্তিগুলি, যাদের অর্থনৈতিক সন্ত্রাসসৃষ্টির আশ্রয় নেবার সম্ভাবনা, তারা আমাদের কাগজ পড়ে না; তৈল মালিকদের, বড় এবং ছোট, নিপীড়নমূলক ব্যবস্থার জন্যই তাদের ক্রুদ্ধ এবং তিক্তবিরক্ত হবার অধিকতর সম্ভাবনা—ঘটনা যদি তাই-ই হয় মিঃ কে-জা, যাঁর **গুদকের** বিরুদ্ধে এত কথা বলার আছে, তিনি কেন তৈল মালিক মহাশয়দের 'অন্ধকারের কাজগুলি' সম্পর্কে আদৌ কিছু বলেন না? এবং এর পরে এটা কি স্পষ্ট নয় যে মিঃ কে-জার ঔদ্ধত্যের কোন সীমা নেই?

দ্বিতীয়তঃ, মিঃ কে-জা এই ধারণা কোথা থেকে পেলেন যে **গুদক** 'ভাষার অপ্রয়োজনীয় রুক্ষতা এবং বিপজ্জনক অসন্তুষ্টি' থেকে অর্থনৈতিক সংগ্রামের আবহাওয়াকে মুক্ত করতে চেষ্টা করেনি? অর্থনৈতিক সন্ত্রাসসৃষ্টি এবং অবস্থান ধর্মঘটের বিরুদ্ধে, নৈরাজ্যবাদী-বিদ্রোহী ধর্মঘটের বিরুদ্ধে এবং সংগঠিত ধর্মঘটের অনুকূলে, আংশিক সংগ্রামী কার্যাবলীর বিরুদ্ধে এবং আমাদের স্বার্থের সর্বজনীন শ্রেণী-প্রতিরক্ষার অনুকূলে **গুদকের** প্রচার-আন্দোলন সম্পর্কে তাহলে কি বলা যেতে পারে? তা যদি 'ভাষার অপ্রয়োজনীয় রুক্ষতা এবং বিপজ্জনক অসন্তুষ্টি থেকে সংগ্রামের আবহাওয়াকে মুক্ত করা' না হয় তাহলে তা কি? মিঃ কে-জা কি সত্যসত্যই এসব সম্পর্কে অবগত নন? অথবা সম্ভবতঃ, পুঁজির পক্ষে ওকালতি করার ভূমিকা পালনে তিনি যে জানেন না তাই ভান করা তিনি প্রয়োজনীয় বিবেচনা করেন? কিন্তু ঘটনা যদি তাই-ই হয়, তাহলে 'নৈতিকতা' এবং 'মনুষ্যোচিত বিবেক' সম্পর্কে এই সব চমৎকার কথা বলা কেন?

গুদক 'অন্যান্য সংগঠন, পার্টি, শ্রেণী, সংবাদপত্র, ব্যক্তি এবং এমনকি **প্রমিস্লভি ভেস্ত্নিক**-এর বিরুদ্ধে আক্রমণ' চালায়—বলছেন মিঃ কে-জা, তাঁর অভিযোগ পুনরারম্ভ করে। সম্পূর্ণ ঠিক, মিঃ কে-জা, আপনি অপ্রত্যাশিত-ভাবে সত্যকথা বলে ফেলেছেন! বাস্তবিকই **গুদক** অন্যান্য শ্রেণী এবং তাদের মুখপত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালায়। কিন্তু শ্রমিককেরা, যারা অন্য সমস্ত শ্রেণী এবং গোষ্ঠী দ্বারা শোষিত হয়, আপনি তাদের সংবাদপত্র থেকে আর কিছু দাবি করতে পারেন কি? 'নির্দোষ দেবদূতে'র ভূমিকার অভিনয় বন্ধ করে, দ্ব্যর্থবোধক উক্তি বাদ দিয়ে আমাদের সোজাসুজি বলুনঃ আপনি কি সত্যসত্যই জানেন যে, তৈল মালিকদের মুখপত্র, **নেফতিয়ানোয়ে দেলো** এবং তার মালিক, দি কাউন্সিল অব দি কংগ্রেস, বিশেষভাবে শ্রমিকশ্রেণী, শ্রমিকদের পার্টি এবং শ্রমিকদের সংবাদপত্রগুলির বিরুদ্ধে 'আক্রমণ' চালাবার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? দশ-কোপেকের কর চাপানো, খাবারের দাম বাড়ানো, স্কুল এবং কুটিরের সংখ্যা কমানো, জনগণিক হলঘর ব্যবহার থেকে শ্রমিকদের বঞ্চিত করা প্রভৃতি ব্যাপার সম্পর্কে কাউন্সিল অব দি কংগ্রেস কর্তৃক প্রচারিত সাম্প্রতিক নির্দেশগুলি কি আপনি সত্যসত্যই ভুলে গেছেন? এবং এই সব এশিয়া-সুলভ নির্দেশগুলির ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করার জন্য তৈল মালিকদের মুখপত্র, **নেফতিয়ানোয়ে দেলো** কি চেষ্টা করছে না? অথবা সম্ভবতঃ এগুলি শ্রমিকদের বিরুদ্ধে 'আক্রমণ' নয়, কিন্তু এগুলি হল 'অপরাধমূলক ইচ্ছাকে

মহত্ত্বের আবরণে আবৃত করা', অর্থনৈতিক সংগ্রামকে নিয়ন্ত্রিত করা, প্রভৃতি? যে তৈল মালিকেরা শ্রমিকদের শোষণ করছে তাদের সম্পর্কে, তাদের সংগঠন, যা শ্রমিকদের বোকা বানাচ্ছে তার সম্পর্কে, তাদের মুখপত্র যা শ্রমিকদের দুর্নীতিগ্রস্ত করছে তার সম্পর্কে এবং উদাহরণস্বরূপ, মিঃ কে-জা, যিনি তৈল মালিকদের এশিয়াসুলভ বর্বর পদক্ষেপের জন্য 'দার্শনিক' ন্যায্যতা-প্রতিপাদন খুঁজে পাবার জন্য হাস্যকর প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন, তাঁর সম্পর্কে, একটি শ্রমিক সংবাদপত্রের অন্য কিভাবে আচরণ করা আপনি চান? মিঃ কে-জা কি প্রকৃতই শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে শ্রেণী-সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে ব্যর্থ হন? নিঃসন্দেহে মিঃ কে-জা এ সবই খুব ভালভাবেই বুঝতে পারেন; তিনি নিজেই শ্রমিকশ্রেণী ও তার সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাচ্ছেন! কিন্তু, প্রথমতঃ, তিনি শ্রমিকদের পরিচালিত সংগ্রামের বিরোধী, তবে সাধারণভাবে সংগ্রামের বিরোধী নন; দ্বিতীয়তঃ, তৈল মালিকরা, মনে হয়, সংগ্রাম করছেন না 'সংগ্রামকে মহত্ত্বের পর্যায়ে তুলছেন'; তৃতীয়তঃ, কে-জা শ্রমিকদের বিরোধী নন, না, তা তিনি নন, তিনি সম্পূর্ণরূপে শ্রমিকদের পক্ষে, তবে তা তৈল মালিকদের···উপকারের জন্য; চতুর্থতঃ, মোটের উপর কে-জা 'পারিশ্রমিক পান' এবং তাও বিবেচনা করতে হবে, আপনারা জানেন।···

স্পষ্টতঃ, অবস্থার প্রয়োজনে প্রসারিত হবার ক্ষমতায় মিঃ কে-জার ঔদ্ধত্য সাফল্যের সঙ্গে তাঁর 'বিবেকের' সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে।

শ্রমিকশ্রেণী এবং তার সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে তার বিশেষ বিশেষ প্রশ্নগুলি সম্পর্কে মিঃ কে-জার মুখ্য প্রবন্ধের ঘটনা হল এই।

এখন আমরা তাঁর প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশে যাচ্ছি।

এখানে লেখক অর্থনৈতিক সন্ত্রাসবাদের কারণ সম্পর্কে বলছেন। এটা 'উন্মোচিত হয়েছে' যে কারণ হল, শ্রমিকশ্রেণীর অনগ্রসর অংশসমূহের 'মনের অজ্ঞানতা' এবং 'অপরাধমূলক কামনা'। এই 'অজ্ঞানতা' এবং এই 'অপরাধ-প্রবণতা' আবার তাদের দিক থেকে এই ঘটনার জন্য উদ্ভূত হয় যে, শ্রমিকদের ইউনিয়ন এবং সংবাদপত্রগুলি শ্রমিকদের মধ্যে আলোবিস্তার করা এবং মহান করে তোলার কার্যকলাপ পর্যাপ্ত উদ্যম নিয়ে পরিচালনা করছে না। অবশ্য, মিঃ কে-জা বলছেন, 'কর্মসূচীগুলি (ইউনিয়নদের?) অর্থনৈতিক সন্ত্রাস-

সৃষ্টি অনুমোদন করে না', কিন্তু 'একবার যদি দেখতে পাওয়া যায় যে জীবন ভুল পথ ধরেছে', তাহলে শুধুমাত্র 'কার্যসূচীকে অনুমোদন না করাই যথেষ্ট নয়, এক্ষেত্রে সমস্ত পার্টি এবং ইউনিয়নগুলি কর্তৃক···সক্রিয় সংগ্রাম অবশ্যই চালাতে হবে' 'যে অশুভ শক্তি জেগে উঠেছে তার বিরুদ্ধে।' তিনি কি বলতে চান তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মিঃ কে-জা বলতে থাকেন: 'কেবলমাত্র যখন···পার্টি-পরিচয়-নির্বিশেষে শ্রমিকদের সমস্ত বন্ধু অর্থনৈতিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে···প্রবলভাবে সক্রিয় সংগ্রাম চালায়, **কেবলমাত্র তখনই** গুপ্তহত্যা অন্তর্হিত হবে' ইত্যাদি।

এবং তাহলে শ্রমিকদের মন অজ্ঞানতাপূর্ণ এবং সেজন্যই তারা প্রায়ই গুপ্ত-হত্যার আশ্রয় নেয়; কিন্তু তাদের মন হল অজ্ঞানতাপূর্ণ, যেহেতু তাদের ইউনিয়ন এবং সংবাদপত্রগুলি তাদের 'আলোকপ্রাপ্ত করতে এবং মহান করে তুলতে' কোন প্রচেষ্টা করে না—সেইহেতু শ্রমিকদের ইউনিয়ন এবং সংবাদ-পত্রগুলি সব কিছুর জন্য দোষী।

এরূপই হল মিঃ কে-জার গানের বিষয়বস্তু।

অর্থনৈতিক সন্ত্রাসবাদ সম্বন্ধে মিঃ কে-জার মস্তিষ্কে যে বিভ্রান্তি বিরাজ করছে, সে সম্পর্কে আমরা বেশি আলোচনা করব না—তাঁর এই অজ্ঞতা-প্রসূত বিবৃতি যে অর্থনৈতিক সন্ত্রাসবাদ একটি কর্মসূচী-সংক্রান্ত প্রশ্ন আমরা সেটা স্মরণ করছি। আমরা কেবলমাত্র নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলি করতে চাই: (১) যদি, 'কর্মসূচী-সংক্রান্ত সংগ্রাম' উল্লেখ করে মিঃ কে-জা ইউনিয়নগুলি সম্পর্কে বলে থাকেন, তাহলে কি তিনি সত্যসত্যই জানেন না যে রাশিয়ার ইউনিয়নগুলির কোন কর্মসূচী নেই? প্রত্যেকটি মেহনতী মানুষ তা জানে! (২) যদি, অবশ্য, তিনি পার্টিগুলির কথা মনে করে থাকেন, তিনি কি সত্য-সত্যই জানেন না—যা প্রতিটি স্কুলের ছেলেও জানে—যে অর্থনৈতিক সন্ত্রাসবাদ কর্মসূচীগত কোন প্রশ্ন নয়, তা হল কর্মকৌশলের প্রশ্ন? তাহলে কর্মসূচী সম্পর্কে এই সব বাজে বকবকানি কেন? আমরা বিস্ময়বোধ করছি যে তৈল মালিক মশাইরা একটি উৎকৃষ্টতর, অন্ততঃ একটি কম অজ্ঞ 'মতাদর্শের প্রবক্তা' ভাড়া করতে সক্ষম হয়নি।

আমরা মিঃ কে-জার অন্য বক্তব্যটি, এবার যেটি তালগোল-পাকানো (এবং শুধু অজ্ঞতাপূর্ণ নয়!), সেটি সম্পর্কেও বেশি আলোচনা করব না—তাঁর এই ব্যক্তব্যটি হল এই যে, অর্থনৈতিক সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে 'জীবন ভুল পথ

নিয়েছে' এবং 'আমাদের' অবশ্যই জীবনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। আমরা কেবল মন্তব্য করব যে, যদি জীবনই ভুল পথ গ্রহণ করে থাকে এবং **এটা নয় যে ব্যক্তিমানুষেরা জীবনের পিছনে পড়ে গেছে,** তাহলে আমাদের উদ্দেশ্য সংঘাতিক অবস্থায় পড়বে। আমাদের আন্দোলনের শক্তি ঠিক ঠিক এই ঘটনার মধ্যে নিহিত আছে যে জীবন নিজেই সর্বশক্তিমান, বিকাশমান; জীবন অর্থনৈতিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের দাবি করছে। যদি মিঃ কে-জা এটা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন, তাহলে তাঁকে আমরা অন্য গ্রহে চলে যেতে পরামর্শ দিচ্ছি। সম্ভবতঃ সেখানে তিনি বিকাশমান জীবনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা সম্পর্কে তাঁর তালগোল-পাকানো তত্ত্বকে প্রয়োগ করতে সক্ষম হবেন।···

আমরা বরং মিঃ কে-জার 'বিশ্লেষণে' অগ্রসর হই।

সর্বপ্রথমে আমরা জিজ্ঞাসা করতে চাইবঃ মিঃ কে-জা কি সত্যসত্যই বিশ্বাস করেন যে শ্রমিকদের ইউনিয়ন এবং সংবাদপত্রগুলিই হল অর্থনৈতিক সন্ত্রাসবাদের হেতু?

শ্রমিকদের 'আলোকপ্রাপ্ত' করার অর্থ কি? এর অর্থ হল একটি শ্রেণী-সচেতন সুসংবদ্ধ সংগ্রাম চালাতে শ্রমিকদের শিক্ষা দেওয়া! (মিঃ কে-জা এটা মেনে নেন!) কিন্তু যদি শ্রমিকদের ইউনিয়ন এবং সংবাদপত্রগুলি একটি সংগঠিত সংগ্রামের অনুকূলে তাদের আন্দোলনের মৌখিক এবং ছাপানো বিষয়-বস্তু নিয়ে এই করণীয় কাজে প্রবৃত্ত না হয় তাহলে আর কে হতে পারে?

অর্থনৈতিক সংগ্রামকে 'মহান করে তোলার' অর্থ কি? এর অর্থ হল একে **ব্যবস্থার** বিরুদ্ধে পরিচালিত করা; কিন্তু কোন অবস্থাতেই **ব্যক্তির** বিরুদ্ধে নয়! (এমনকি মিঃ কে-জাও এর সাথে একমত!) কিন্তু শ্রমিকদের ইউনিয়ন এবং সংবাদপত্রগুলি ছাড়া আর কে এ কাজে প্রবৃত্ত হবে?

কিন্তু তৈল মালিকেরা কি শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে এই সংগ্রামকে ব্যক্তিগত শ্রমিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পরিণত করে না? তারা কি শ্রমিকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেণী-সচেতনদের বেছে নিয়ে তাদের বরখাস্ত করে না?

যদি মিঃ কে-জা শ্রমিকদের ইউনিয়ন এবং সংবাদপত্রগুলির বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগের ন্যায্যতা সম্পর্কে সত্যসত্যই দৃঢ়বিশ্বাসী, তাহলে কেন তিনি এই সব ইউনিয়ন এবং সংবাদপত্রগুলিকে উপদেশ দিতে চান? তিনি কি প্রকৃতই জানেন না যে, যে সমস্ত সংগঠন 'অন্যান্য শ্রেণী, সংবাদপত্র এবং ব্যক্তি প্রভৃতির

উপর আক্রমণ চালায়' তারা তাঁর উপদেশ অনুসরণ করবে না? কেন তিনি হামানদিস্তার মধ্যে জল পিষে অযথা তাঁর সময় নষ্ট করেন?

স্পষ্টতঃই, তিনি নিজেই তাঁর অভিযোগে বিশ্বাস করেন না। এবং যদি, এ সত্ত্বেও মিঃ কে-জা ইউনিয়নগুলির বিরুদ্ধে বলেন তিনি তা করেন, শুধু প্রকৃত কারণ থেকে তাঁর পাঠকদের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করার জন্য, প্রকৃত 'অপরাধীদের' তাদের নিকট থেকে লুকিয়ে রাখার জন্য।

কিন্তু মিঃ কে-জা, না! আপনার পাঠকদের নিকট থেকে অর্থনৈতিক সন্ত্রাসবাদের প্রকৃত কারণসমূহ আপনি গোপন রাখতে সফল হবেন না।

শ্রমিক এবং তাদের সংগঠনগুলি নয়, তৈল মালিক সাহেবদের কার্যকলাপ, যা শ্রমিকদের ক্রোধ জাগায়, তাদের তিক্তবিরক্ত করে, তাই হল 'অর্থনৈতিক গুপ্তহত্যার' প্রকৃত কারণ।

আপনি শ্রমিকশ্রেণীর কতকগুলি অংশের 'অজ্ঞানতা' ও 'অজ্ঞতা'র কথা উল্লেখ করছেন। যদি স্কুলে এবং বক্তৃতার মাধ্যমে না নয় তাহলে 'অজ্ঞানতা' এবং 'অজ্ঞতার' সঙ্গে কোথায় সংগ্রাম করতে হবে? তাহলে, কেন তৈল মালিক সাহেবরা স্কুল এবং বক্তৃতার সংখ্যা কমিয়ে দিচ্ছেন? এবং যে আপনি 'অজ্ঞানতার' বিরুদ্ধে সংগ্রামের 'আন্তরিক' সমর্থক, সেই আপনি কেন তৈল মালিকদের বিরুদ্ধে কণ্ঠস্বর তুলছেন না, যারা শ্রমিকদের স্কুল ও বক্তৃতা থেকে বঞ্চিত করছে?

আপনি 'মহান করে তোলার' অভ্যাস সম্পর্কে কথা বলেন। তাহলে, প্রিয় মশাই, যখন তৈল মালিক সাহেবরা জনসাধারণের হলঘর, যেগুলি হল জনপ্রিয় আমোদ-প্রমোদের কেন্দ্র, সেগুলি থেকে শ্রমিকদের বঞ্চিত করেছিল, তখন আপনি চুপ করে ছিলেন কেন?

আপনি 'অর্থনৈতিক সংগ্রামকে মহান করে তোলা'র কীর্তন করেন কিন্তু যখন পুঁজির ভাড়াটে লোকজন শ্রমিক খানলারকে[৬২] (নাপথা তৈলক্ষেত্রের উৎপাদকদের সমিতিতে) খুন করল, যখন কাস্পিয়ান কোম্পানি, বর্নের, সিভাইয়েভের, মিরজোইয়েভের, মোলৎ, মতোভিলিখা, বাইরিশের, মুখতারভের, ম্যালিনকভের এবং অন্যান্য ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান যখন তাদের সবচেয়ে অগ্রসর শ্রমিকদের বরখাস্ত করল, এবং যখন বিবি-এইবাতে সিবাইয়েভের, মুখতারভের, মোলৎ, রুনো এবং কংকোরাভের এবং অন্যান্য ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের মারধর করা হয়েছিল, তখন আপনি নীরব ছিলেন কেন?

আপনি শ্রমিকদের 'অপরাধমূলক ইচ্ছা', 'ভাষার অপ্রয়োজনীয় রুক্ষতা'

প্রভৃতির কথা বলেন, কিন্তু যখন তৈল মালিক সাহেবরা শ্রমিকদের ক্রোধে ক্ষিপ্ত করল, তাদের মধ্যে সবচেয়ে স্পর্শকাতর এবং সবচেয়ে সহজে উত্তপ্ত হয় যারা—সেই অস্থায়ী শ্রমিক এবং বেকারদের ক্রোধোদীপ্ত করল, তখন আপনি কোথায় পালিয়েছিলেন? এবং প্রিয় মশাই, আপনি কি অবগত আছেন যে এরাই হল শ্রমিকদের ঠিক ঠিক সেই অংশ, কুখ্যাত দশ-কোপেক হাসপাতাল-কর চাপানোতে এবং কংগ্রেস-কাউন্সিল পরিচালিত ক্যান্টিনে খাবারের দাম বাড়ানোতে যাদের ভাগ্যলিপিতে ছিল অনাহার?

আপনি অর্থনৈতিক সন্ত্রাসবাদ থেকে উদ্ভূত 'রক্ত এবং অশ্রুজলে'র ভয়ংকরত্বের কথা বলেন, কিন্তু আপনি কি জানেন যে বহুসংখ্যক শ্রমিক আহত হয়ে কংগ্রেস-কাউন্সিল কর্তৃক পরিচালিত হাসপাতালে জায়গা পেতে যখন অশক্ত হয় তখন কত পরিমাণ রক্ত ও অশ্রুজল ঝরে পড়ে?

তৈল মালিক সাহেবরা কুটিরের সংখ্যা কমাচ্ছে কেন? এবং শ্রমিকদের ইউনিয়ন এবং সংবাদপত্রসমূহের বিরুদ্ধে আপনি যতখানি চীৎকার করেন, কুটিরের সংখ্যা কমানোর বিরুদ্ধে আপনি ঠিক ততখানি চীৎকার করছেন না কেন?

আপনি 'বিবেক' এবং এমন আরও কিছুর কথা বলেন; কিন্তু তৈল মালিক সাহেবরা যে এই সমস্ত প্রতিশোধগ্রহণ চালিয়ে যাচ্ছে, সে বিষয়ে আপনার স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ বিবেক নীরব কেন?

আপনি বলছেন···কিন্তু এই যথেষ্ট! এটা স্পষ্টভাবে বোধগম্য যে 'অর্থনৈতিক গুপ্তহত্যার' প্রধান কারণ শ্রমিকেরা এবং তাদের সংগঠনগুলি নয়, প্রধান কারণ হল তৈল মালিক সাহেবদের কার্যকলাপ, যা শ্রমিকদের ক্রুদ্ধ এবং তিক্তবিরক্ত করে।

এটাও কম স্পষ্ট নয় যে মিঃ কে-জা তৈল মালিক সাহেবদের একজন জঘন্য ঠিকাদার, যে শ্রমিকদের সংগঠনসমূহের উপর সমস্ত দোষ আরোপ করে এবং এইভাবে 'জনসাধারণের' চোখে তার প্রভুদের ক্রিয়াকলাপের ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করতে প্রচেষ্টা করে।

এখন মিঃ কে-জার প্রবন্ধের তৃতীয় অংশে যাওয়া যাক।

তাঁর প্রবন্ধের তৃতীয় অংশে মিঃ কে-জা অর্থনৈতিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার পদ্ধতি সম্পর্কে বলছেন, এবং তাঁর এই 'পদ্ধতিসমূহ' অর্থনৈতিক সন্ত্রাসবাদের 'কারণগুলি সম্পর্কে' তাঁর 'দর্শনের' সাথে সম্পূর্ণরূপে সঙ্গতিপূর্ণ।

বাকুর এই বিরাট দার্শনিক কি বলেন শোনা যাক :

'যে অকল্যাণ জেগে উঠেছে তার বিরুদ্ধে সক্রিয় সংগ্রাম অবশ্যই চালাতে হবে এবং এই সংগ্রামের শ্লোগান অবশ্যই প্রচার করতে হবে। এই শ্লোগান, যা সমস্ত পার্টি এবং সংগঠন, ইউনিয়ন এবং সংঘের গ্রহণ করতে হবে, তা এখন অবশ্যই হবে : "অর্থনৈতিক সন্ত্রাসবাদ নিপাত যাক্!" কেবলমাত্র যখন আমরা সাহসের সঙ্গে এই শ্লোগানসমৃদ্ধ পবিত্র শ্বেতপতাকা উত্তোলন করব, কেবলমাত্র তখনই···গুপ্তহত্যা অন্তর্হিত হবে।'

এইভাবে মিঃ কে-জা তাঁর দার্শনিক বাণী বিতরণ করেন।

আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, মিঃ কে-জা পুঁজি নামক পূজ্যপাদের নিকট শেষ পর্যন্ত বিশ্বস্ত আছেন।

প্রথমতঃ, তিনি তৈল মালিকদের উপর থেকে 'অর্থনৈতিক গুপ্তহত্যাগুলির' সমস্ত 'দোষ' অপসারিত (দার্শনিকভাবে অপসারিত!) করলেন এবং তা চাপালেন শ্রমিকদের, তাদের ইউনিয়ন এবং সংবাদপত্রগুলির উপর। এইভাবে তথাকথিত 'সমাজের' চোখে তৈল মালিকদের **এশীয় বর্বরতাসুলভ** আক্রমণাত্মক কর্মকৌশলের 'ন্যায্যতা' তিনি পরিপূর্ণভাবে 'প্রতিপাদন করলেন'।··

দ্বিতীয়তঃ—এবং তৈল মালিকদের পক্ষে এইটেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—'গুপ্ত হত্যার' সঙ্গে লড়াই করার জন্য তিনি সর্বাধিক সুলভ পদ্ধতি 'আবিষ্কার করলেন', যে পদ্ধতিটি তৈল মালিকদের কোন খরচের মধ্যে জড়িয়ে ফেলবে না —তা হল অর্থনৈতিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ইউনিয়ন এবং সংবাদপত্রসমূহের দ্বারা বিক্ষোভ-আন্দোলন তীব্রতর করা। এইভাবে তিনি আর একবার জোর দিলেন যে শ্রমিকদের নিকট তৈল মালিকদের হার স্বীকার করা উচিত হবে না, উচিত হবে না কোন 'ব্যয়' তাদের নিজেদের স্কন্ধে নেওয়া।

একাধারে শস্তা ও সহজ! মিঃ কে-জার প্রস্তাব শুনে তৈল মালিকরা সোল্লাসে চীৎকার করে উঠতে পারেন।

অবশ্য, তৈল মালিক সাহেবরা তথাকথিত 'সমাজের' মতামত 'সুবিধাজনকভাবে অবজ্ঞা' করতে পারত, কিন্তু জনৈক কে-জা এগিয়ে এসে 'মানবীয় বিবেকের' স্বার্থে 'সমাজের' চোখে তাদের ন্যায়পরতা পতিপন্ন করায় তাদের কোন্ আপত্তি থাকতে পারে?

অন্যপক্ষে, এই ন্যায়পরতা প্রতিপাদনের পর যখন সেই একই কে-জা এগিয়ে এসে অর্থনৈতিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার 'নিশ্চিততম' এবং

সুলভতম উপায় প্রস্তাব করে, তখন তারা খুশী হবে না কেন? যে পর্যন্ত না তৈল মালিকদের পকেটে হাত পড়ে, সে পর্যন্ত ইউনিয়ন এবং সংবাদপত্রসমূহ অবাধে এবং অব্যাহতভাবে বিক্ষোভ-আন্দোলন করুক। আচ্ছা, এটা কি উদারনীতিপ্রসূত নয়?…এর পরে তারা তাদের 'মহিমা-কীর্তনীয়া দস্যু', মিঃ কে-জাকে সাহিত্যিক মঞ্চে পাঠাবে না কেন?

তথাপি, একটু চিন্তা করা দরকার, শুধুমাত্র শ্রেণী-সচেতন শ্রমিকদের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা দরকার, তাহলেই মিঃ কে-জার প্রস্তাবিত পদ্ধতির চরম ধোঁকাবাজি আবিষ্কার হয়ে যাবে।

এখানে এটা কোনক্রমেই কেবলমাত্র ইউনিয়ন এবং সংবাদপত্রগুলির বিষয় নয়; ইউনিয়ন এবং সংবাদপত্র অর্থনৈতিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল ধরে বিক্ষোভ-আন্দোলন চালিয়ে আসছে, তথাপি 'গুপ্তহত্যা' থামেনি। এই গুপ্তহত্যা বরং তৈল মালিক সাহেবদের কার্যকলাপের সঙ্গে ঢের বেশি সংশ্লিষ্ট বিষয়; তাদের কার্যকলাপ শ্রমিকদের রোষদীপ্ত ও তিক্তবিরক্ত করে তোলে, তৈল মালিক সাহেবদের বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র অর্থনৈতিক নিপীড়নমূলক পদ্ধতি, তাদের **এশীয় বর্বরতাসুলভ** আক্রমণাত্মক কর্মকৌশল, যা 'অর্থ নৈতিক গুপ্তহত্যা'—যাতে আমরা উদ্বিগ্ন—তাকে পোষণ করে এবং পোষণ করে থাকে।

যদি ইচ্ছা হয়, আমাকে বলুন: তৈল মালিক সাহেবরা একটার পর একটা তাদের অর্জিত বস্তু থেকে শ্রমিকদের অন্যায়ভাবে এবং বলপূর্বক বঞ্চিত করছে, এবং এর দ্বারা তাদের মধ্যে সবচেয়ে কম শ্রেণী-সচেতন অংশকে 'অর্থ নৈতিক গুপ্তহত্যার' পথে ঠেলে দিচ্ছে—এইসব মালিকদের **রোষোদ্দীপক কার্যকলাপের সামনে** ইউনিয়ন ও সংবাদপত্রগুলি **একক বিক্ষোভ-আন্দোলন** কি করতে পারে, এমনকি যদি ঐ সমস্ত ইউনিয়ন ও সংবাদপত্র অত্যন্ত প্রভাবশালীও হয়? স্পষ্টভাবে, এমনকি 'বিশুদ্ধ শ্বেতপতাকার' তলে চালিত হলেও কেবলমাত্র সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী আন্দোলন অর্থনৈতিক গুপ্তহত্যা বিলোপ করবার পক্ষে শক্তিহীন।

স্পষ্টতঃই, 'অর্থনৈতিক গুপ্তহত্যার' 'অবসান' ঘটাবার জন্য কেবলমাত্র আন্দোলনের চেয়ে প্রগাঢ়তর পদ্ধতি প্রয়োজন; এবং যা প্রাথমিকভাবে প্রয়োজন, তা হল, তৈল মালিকদের নিপীড়নমূলক ব্যবস্থাগুলি—বৃহৎ ও ক্ষুদ্র—ছাড়তে হবে এবং শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি মেটাতে হবে।…যখন তাদের মজুরি কমানো, জনগণের হলঘর কেড়ে নেওয়া, স্কুল এবং কুটিরের সংখ্যা কমানো,

দশ-কোপেক হাসপাতাল-কর সংগ্রহ করা, খাবারের দাম বাড়ানো, অগ্রসর শ্রমিকদের নিয়মিতভাবে বরখাস্ত করা, তাদের মারধর করা প্রভৃতি এশীয় বর্বরতাসুলভ আক্রমণাত্মক কর্মকৌশল তারা পরিত্যাগ করবে, যখন তৈল মালিকরা নির্দিষ্টভাবে ব্যাপক শ্রমিকদের সঙ্গে সংস্কৃতিসম্পন্ন ইউরোপীয়-ধরনের সম্পর্ক গড়ে তোলার পথ ধরবে এবং তাদের 'সমমর্যাদাসম্পন্ন' শক্তি হিসাবে গণ্য করবে, কেবলমাত্র তখনই 'গুপ্তহত্যার' 'অবসান' সূচিত হবে।

এ সব এতই স্পষ্ট যে তার কোন প্রমাণের প্রয়োজন নেই।

কিন্তু মিঃ কে-জা এটা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন; বাস্তবিকপক্ষে, তিনি এটা বুঝতে পারেন না, অথবা আরও সঠিকভাবে, বুঝতে চান না, কেননা তা তৈল মালিকদের পক্ষে 'অলাভজনক' হবে; কারণ এতে তারা কিছু পরিমাণ খরচার মধ্যে গিয়ে পড়বে, এবং যারা অর্থনৈতিক 'গুপ্তহত্যার' অপরাধে 'অপরাধী', তাদের সম্পর্কে এতে সামগ্রিক সত্য উদ্‌ঘাটিত হবে।...

এ থেকে একমাত্র সিদ্ধান্ত যা টানতে হয়, তা হল এই যে, কে-জা হলেন পুঁজির একনিষ্ঠ সেবাদাস।

কিন্তু এ থেকে, কে-জার সেবাদাসের ভূমিকা থেকে, ফলস্বরূপে কি বোঝায়?

এটাই বোঝা যায় যে, মিঃ কে-জা তাঁর নিজের মতামত প্রকাশ করছেন না, প্রকাশ করছেন তৈল মালিকদের মতামত—যারা তাঁকে 'অনুপ্রাণিত করে'। সুতরাং কে-জার প্রবন্ধ তাঁর নিজের দর্শন প্রকাশ করে না, প্রকাশ করে তৈল মালিক সাহেবদের দর্শন। স্পষ্টতঃই, তৈল মালিকেরাই কে-জার মুখ দিয়ে কথা বলছে, কে-জা শুধুমাত্র তাদের 'চিন্তা, ইচ্ছা ও অনুভূতিসমূহ' জ্ঞাপন করছেন।

এতেই, শুধুমাত্র এই জন্যই, মিঃ কে-জার যে প্রবন্ধ আমরা আলোচনা করছি সে সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল।

কে-জা কোজা* হিসাবে, কে-জা একটি 'বিশিষ্ট ব্যক্তি' হিসাবে, আমাদের নিকট একটি একেবারেই তুচ্ছ ব্যক্তি, একেবারে মূল্যহীন ওজনশূন্য বস্তু। গুদক তাঁর 'বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের' বিরুদ্ধে 'আক্রমণ' চালায়, সে অভিযোগ করার কে-জার কোন যুক্তিই নেই; আমরা কে-জাকে আশ্বস্ত করছি গুদক কখনও তাঁর তথাকথিত 'বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বে' আগ্রহী ছিল না।

কিন্তু কে-জা একটি নৈর্ব্যক্তিক কোন-কিছু হিসাবে, কে-জা 'বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের' অনুপস্থিতি হিসাবে, তৈল মালিক সাহেবদের মতামত ও অনুভূতি-

*কোজা—ছাগলের রুশ নাম।

সমূহের অভিব্যক্তি হিসাবে, কে-জা নিশ্চিতরূপে আমাদের নিকট কিছুটা মূল্য বহন করে। এই দিক থেকেই আমরা স্বয়ং কে-জাকে এবং তাঁর প্রবন্ধকে পর্যালোচনা করছি।

এটা স্পষ্ট যে মিঃ কে-জা শুধুশুধু সুর তুলছেন না। তাঁর প্রবন্ধের প্রথম অংশে তিনি ইউনিয়নগুলিকে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করেন এবং তাদের সুনাম-হানি করতে চেষ্টা করেন, এই ঘটনা, তাঁর প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশে তিনি অর্থ-নৈতিক সন্ত্রাসসৃষ্টির অভিযোগে ইউনিয়নগুলিকে অভিযুক্ত করেন, কিন্তু তৈল মালিকদের দ্বারা প্রচারিত এশীয় নির্দেশগুলি সম্পর্কে একটি কথাও বলছেন না, এই ঘটনা এবং তাঁর প্রবন্ধের তৃতীয় অংশে তিনি তাঁর প্রভুদের আক্রমণাত্মক কর্মকৌশলকে স্রেফ বাদ দিয়ে সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী আন্দোলনকে 'গুপ্তহত্যা-সমূহের' সঙ্গে লড়াই করার কথা একমাত্র পদ্ধতি হিসাবে উল্লেখ করছেন— এ সবকিছুই দেখিয়ে দিচ্ছে যে তৈল মালিকেরা ব্যাপক শ্রমিকগণকে কোন সুযোগ-সুবিধা দিতে চায় না।

তৈল মালিকেরা আক্রমণ করবে, তারা অবশ্যই আক্রমণ করবে, কিন্তু তোমরা শ্রমিক ও ইউনিয়নসমূহ, তোমরা ভালটি হয়ে পশ্চাদপসরণ কর—মিঃ কে-জার প্রবন্ধ এই কথাই আমাদের বলছে, তৈল মালিকেরা তাদের 'মহিমা-কীর্তনীয়া দস্যুর' মুখ দিয়ে যা বলছে তা এই কথাই।

মিঃ কে-জার প্রবন্ধ থেকে আহরণ করতে হয় এরূপ নীতি-বাণীই।

আমাদের শ্রমিকদের, আমাদের সংগঠন ও সংবাদপত্রসমূহের কাজ হল তৈল মালিক সাহেবদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা, যাতে তাদের ঘোর দৌরাত্ম্য-পূর্ণ কাজে নিজেদের প্ররোচিত হতে না দেই, অথচ যাতে আমরা আমাদের স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামকে একটি যথাযথ শ্রেণী-সংগ্রামে পরিণত করার পথে দৃঢ় এবং শান্তভাবে ক্রমাগত এগিয়ে যেতে পারি—এটাই সুসংবদ্ধভাবে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়।

পুঁজির বিভিন্ন ভাড়াটেদের ভণ্ডামিপূর্ণ কর্কশ বক্তব্য সম্পর্কে আমরা তাদের উপেক্ষা করতে পারি।

গুদক, সংখ্যা ২৮, ৩০ ও ৩২
২১শে এপ্রিল, ৪ঠা ও ১৮ই মে, ১৯০৮
স্বাক্ষর : কে. কাটো

পত্রপত্রিকা[৬৩]

সেবাদাস 'সমাজতন্ত্রীরা'

তিফলিস থেকে জর্জীয় ভাষায় একটি সংবাদপত্র বের হয়—এ নিজের নাম দিয়েছে **স্যাপাৎস্কালি**[৬৪]। এ একটি নতুন এবং একই সময়ে একটি পুরানো কাগজ, কেননা ১৯০৫ সালে **স্খিভির** সময় থেকে তিফলিসে যতগুলি মেনশেভিক সংবাদপত্র বেরিয়েছে এটা হল তাদের ধারাবাহী। মেনশেভিক সুবিধাবাদীদের একটি পুরানো গোষ্ঠী **স্যাপাৎস্কালি** সম্পাদনা করেন। কিন্তু সেটাই একমাত্র বিষয় নয়। মুখ্য বিষয়টি হল, এই গোষ্ঠীর সুবিধাবাদ এমন এক ব্যাপার যা অতুলনীয় ও অবিশ্বাস্য ধরনের। সুবিধাবাদ হল নীতির অভাব, রাজনৈতিক মেরুদণ্ডহীনতা। আমরা ঘোষণা করছি, তিফলিসের মেনশেভিক গোষ্ঠী যেমন নির্লজ্জ মেরুদণ্ডহীনতা দেখিয়েছে, তা আর কোন মেনশেভিক গোষ্ঠী দেখায়নি। ১৯০৫ সালে এই গোষ্ঠী বিপ্লবী নেতা হিসাবে **শ্রমিক-শ্রেণীর** ভূমিকা স্বীকার করে নিল (**স্খিভি** দেখুন)। ১৯০৬ সালে এ তার 'অবস্থান' পরিবর্তন করল এবং ঘোষণা করল 'শ্রমিকদের উপর আস্থা স্থাপন করে কোন লাভ নেই···কেবলমাত্র **কৃষকদের** নিকট থেকেই উদ্যোগ আসতে পারে' (**স্খিভি** দেখুন)। ১৯০৭ সালে এ তার 'অবস্থান' আবার বদল করল এবং বিবৃতি দিল, 'নেতৃত্ব নিশ্চিতই থাকবে লিবারেল বুর্জোয়াদের' (**আজ্রি**[৬৫] দেখুন), ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কিন্তু উপরিউক্ত গোষ্ঠীর নীতিহীনতা কখনও এতটা নির্লজ্জ মাত্রায় ওঠেনি যেমন উঠেছে এখন, ১৯০৮ সালের গ্রীষ্মকালে। বঞ্চিত মানুষদের মনের দিক থেকে গোলামে পরিণতকারী তথাকথিত এক্সার্ক-এর হত্যার ব্যাপারটা নিয়ে **স্যাপাৎস্কালির** পাতায় যে পর্যালোচনা প্রকাশিত হয়েছে, তার কথাই এখানে বলছি। এই হত্যার কাহিনী সুবিদিত। কোন একটি গোষ্ঠী এক্সার্ককে হত্যা করে, তারা খুন করে সেনা-পুলিশের একজন ক্যাপ্টেনকেও, সে 'অপরাধস্থল' থেকে রিপোর্ট নিয়ে ফিরছিল এবং তারপর তারা এক্সার্কের শবানুগমনকারী দুর্বৃত্তদের একটি মিছিলকেও আক্রমণ করে। স্পষ্টতঃই এটা গুণ্ডাদের কোন গোষ্ঠী ছিল না, কিংবা একটি বিপ্লবী গোষ্ঠীও ছিল না, কেননা

বর্তমানে যখন আমাদের শক্তিসমূহকে জড়ো করা হচ্ছে, তখন কোন বিপ্লবী গোষ্ঠীই এমন কাজ করবে না এবং এইভাবে শ্রমিকশ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজ বিপদগ্রস্ত করবে না। এই ধরনের গোষ্ঠীগুলির প্রতি সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির মনোভাব সাধারণভাবে বিদিত: কোন্ কোন্ অবস্থা এই রকম গোষ্ঠীগুলির উদ্ভব ঘটায় সে সম্পর্কে অবহিত হয়ে, সেই সব অবস্থার বিরুদ্ধে সোশ্যাল ডিমো-ক্র্যাসি লড়াই করে এবং একই সময়ে তা এই সমস্ত গোষ্ঠীগুলির বিরুদ্ধে মতাদর্শ-গত এবং সাংগঠনিক সংগ্রাম চালায়, শ্রমিকশ্রেণীর চোখে তাদের অপদস্থ করে এবং শ্রমিকশ্রেণীকে তাদের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন করে। কিন্তু **ত্স্যাপাৎ-সুকালি** এটা করে না। কোন কিছুই নির্ধারণ এবং ব্যাখ্যা না করে তা সাধারণভাবে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কতকগুলি গতানুগতিক কথা উদ্গীরণ করে এবং তারপরে যায় এর পাঠকদের উপদেশ দিতে, এবং শুধুমাত্র উপদেশ নয়, নির্দেশও দিতে যে, এই ধরনের গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে **রিপোর্ট** দেওয়া এবং পুলিশের হাতে তাদের **ধরিয়ে দেওয়া** ছাড়া তারা আর কিছুই করবে না। এটা লজ্জাকর, কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে এটা সত্য ঘটনা। **ত্স্যাপাৎ-সুকালি** কি বলে শুনুন:

'এক্সার্কের হত্যাকারীদের একটি কোর্টের সামনে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া—কারো উপর থেকে চিরকালের জন্য কলঙ্ক অপনোদনের এই-ই একমাত্র উপায়।··· অগ্রণী শ্রমিকদের এটাই হল কর্তব্য' (৫ নং **ত্স্যাপাৎ-সুকালি** দেখুন)।

সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা পুলিশের স্বতঃপ্রবৃত্ত সংবাদদাতার ভূমিকায়—তিফলিসের মেনশেভিক সুবিধাবাদীরা আমাদের এই পর্যায়ে এনেছে!

সুবিধাবাদীদের রাজনৈতিক মেরুদণ্ডহীনতা কোন রহস্যজনক ঘটনা নয়। বুর্জোয়াদের রুচির সঙ্গে খাপ-খাইয়ে নেওয়া, 'প্রভুদের' খুশী করে তাদের প্রশংসা অর্জন করবার অদম্য কঠিন প্রচেষ্টা থেকে এর জন্ম। খাপ-খাইয়ে নেবার সুবিধাবাদী কর্মকৌশলের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিই হল এই ধরনের। অতএব 'ভদ্রলোকদের' সঙ্গে ভাল সম্পর্ক বজায় রাখতে, তাদের খুশী করতে অথবা এক্সার্কের হত্যার প্রশ্নে তাদের ক্রোধকে যে কোন অবস্থায় নিবৃত্ত করতে আমাদের মেনশেভিক সুবিধাবাদীরা ভৃত্যোপম স্তাবকের মতো তাদের সামনে লুটিয়ে পড়ে এবং পুলিশী গোয়েন্দার কাজ বরণ করে নেয়!

মানিয়ে নেবার কর্মকৌশল এর চেয়ে বেশি দূর যেতে পারে না!

ককেশাসের শহরগুলির মধ্যে যে শহরটি মৌলিক ধরনের সুবিধাবাদের জন্ম দেয়, সেটি হল বাকু। বাকুতে একটি গোষ্ঠী আছে যা আরও বেশি দক্ষিণপন্থী এবং, সুতরাং, তিফলিস গোষ্ঠী অপেক্ষা আরও বেশি নীতিবিবর্জিত। আমরা **প্রমিশ্লেন্তি ভেস্ত্‌নিকের** কথা বলছি না, যা বুর্জোয়া **সেগোদ্‌নিয়ার** সঙ্গে অবৈধ সহবাসের পর্যায়ে প্রবেশ করেছে; আমাদের পত্রপত্রিকায় ঐ কাগজটি সম্পর্কে যথেষ্ট লেখা হয়েছে। আমরা বাকু মেনশেভিকদের জনক শেনড্রিকভপন্থী **প্রাভোয়ি দেলো** গোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করছি। সত্য বটে, বাকুতে এই গোষ্ঠীটির অস্তিত্ব অনেকদিন ধরেই নেই; বাকুর শ্রমিক ও তাদের সংগঠন-গুলির ক্রোধ এড়াবার জন্য তাদের বাকু ছেড়ে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে চলে যেতে হয়েছিল। কিন্তু গোষ্ঠীটি বাকুতে তাদের পত্রপত্রিকা পাঠায়, কেবলমাত্র বাকুর ঘটনা নিয়েই লেখালেখি করে, নিশ্চয়ই বাকুতে তাদের সমর্থক খুঁজে বেড়াচ্ছে, বাকুর শ্রমিকশ্রেণীকে 'জয় করে নেবার' জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। সুতরাং এই গোষ্ঠীটির সম্পর্কে কিছু বলা অবান্তর হবে না। আমাদের সামনে রয়েছে ২-৩ নং **প্রাভোয়ি দেলোর** একটি কপি। আমরা পাতা উল্টিয়ে যাচ্ছি এবং আমাদের চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে পুরানো সন্দেহজনক দুর্বৃত্ত দল, শেনড্রিকভদের[৬৬] পুরাতন চিত্র। এখানে রয়েছে ইলিয়া শেনড্রিকভ, পর্দার আড়ালের ষড়যন্ত্রের ঝানু ব্যক্তিটি, মিঃ জুনকোভস্কির সঙ্গে সুপরিচিত 'করমর্দন-কারী'। এখানে রয়েছে প্রাক্তন সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি, প্রাক্তন মেনশেভিক, প্রাক্তন 'জুবাতভপন্থী', অধুনা অবসরপ্রাপ্ত গ্লেব শেনড্রিকভও। এই যে এখানে রয়েছে সুপ্রসিদ্ধ বাচাল, 'নিষ্কলঙ্ক' ক্লাভদিয়া শেনড্রিকভা, সর্বতোভাবে মনোরমা মহিলা। তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের 'অনুগামীদের'ও অভাব নেই, যেমন রয়েছে গ্রোসেভ এবং কালিনিনরা, যারা কিছুদিন আগে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল কিন্তু এখন যারা সময়ের পিছনে পড়ে গেছে এবং স্মৃতিচারণের জাবর কেটে জীবনযাপন করছে। এমনকি মৃত লেভের ছায়াও আমাদের সম্মুখে জেগে উঠছে।...সংক্ষেপে, চিত্রটা সম্পূর্ণ!

কিন্তু কার প্রয়োজন এ সবের? অন্ধকারময় অতীতের এই গৌরবহীন

ছায়াগুলি কেন শ্রমিকদের উপর প্রলম্বিত করা হচ্ছে? তারা কি ভারী ভারী কপিকলগুলিতে আগুন লাগিয়ে দিতে শ্রমিকদের আহ্বান করছে? কিংবা পার্টিকে নিন্দা করা ও তাকে পায়ের তলে মাড়াবার জন্য? অথবা শ্রমিকদের ছাড়াই সম্মেলনে যাওয়া এবং তারপর মিঃ জুনকোভস্কির সঙ্গে একটি সন্দেহজনক চুক্তি করা?

না! শেনড্রিকভরা বাকুর শ্রমিকদের 'রক্ষা' করতে চায়! তারা 'দেখতে পায়' যে ১৯০৫ সালের পরে অর্থাৎ শ্রমিকেরা শেনড্রিকভদের তাড়িয়ে দেবার পরে 'শ্রমিকেরা দেখে যে তারা একটি খাড়া পাহাড়-চূড়ার কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে' (**প্রাভোয়ি দেলো**, ৮০ পৃঃ দেখুন); এবং সুতরাং শ্রমিকদের 'রক্ষা করা' এবং তাদের 'কানা গলি' থেকে বের করে আনবার উদ্দেশ্যে শেনড্রিকভরা **প্রাভোয়ি দেলো** বের করল। এইটি করবার জন্য তারা প্রস্তাব করছে যে শ্রমিকেরা অতীতে ফিরে যাক, গত তিন বছরে তাদের অর্জিত বস্তু তারা পরিত্যাগ করুক, **গুদক** এবং **প্রমিশ্লিন্ডি ভেস্তনিকের** দিক থেকে তারা পিছন ফিরুক, বর্তমান ইউনিয়নগুলি ছেড়ে দিক, সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসিকে জাহান্নমে পাঠাক এবং শ্রমিকদের কমিশনগুলি থেকে সমস্ত অ-শেনড্রিকভপন্থীদের বের করে দিয়ে তারা **সালিশী বোর্ডের** চারিপাশে ঐক্যবদ্ধ হোক। ধর্মঘটের আর প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন নেই বে-আইনী সংগঠনের—শ্রমিকদের যা কিছু প্রয়োজন তা হল, কনসিলিয়েশন বোর্ডগুলি, যেখানে শেনড্রিকভেরা এবং গুকাসভেরা[৬৭] জুনকোভস্কির অনুমতি নিয়ে 'বিষয়গুলির নিষ্পত্তি' করবে।...

এইভাবে তারা বাকুর শ্রমিক-আন্দোলনকে 'কানা গলি' থেকে বের করে আনতে চায়।

নেফতিয়ানোয়ে দেলো থেকে বহুরূপী মিঃ কে-জা ঠিক এই জিনিসটাই প্রস্তাব করেন (১১ নং **নেফতিয়ানোয়ে দেলো** দেখুন)।

কিন্তু এইভাবেই না শ্রমিকেরা মস্কোতে জুবাতভের, সেণ্ট পিটার্সবুর্গে গ্যাপনের এবং ওডেশায় শায়েভিচের দ্বারা 'রক্ষিত' হয়েছিল? এবং এরা সকলেই না শ্রমিকদের মারাত্মক শত্রু হিসাবে প্রমাণিত হয়েছিল?

তাহলে, কাদের উপর এই সমস্ত ভণ্ড 'রক্ষাকর্তারা' তাদের দিবালোকের ন্যায় স্বচ্ছ প্রতারণা খাটাতে চায়?

না, শেনড্রিকভ মশাইরা, যদিও আপনারা মিঃ কে-জার সঙ্গে একযোগে

জোর দিয়ে বলছেন যে, বাকুর শ্রমিকশ্রেণী 'এখনও সাবালক হয়ে ওঠেনি', বলছেন যে, এখনও 'তার প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করতে হবে' (কার সামনে?) (**প্রাভোয়ি দেলো** ২-এর পাতা দেখুন), আপনারা তাকে বোকা বানাতে সফল হবেন না!

আপনাদের মুখোস ছিঁড়ে ফেলতে এবং আপনাদের উপযুক্ত জায়গায় আপনাদের স্থাপন করতে বাকুর শ্রমিকশ্রেণী রাজনৈতিক দিক থেকে যথেষ্ট সচেতন!

কে আপনারা? কোথা থেকে আসছেন আপনারা?

আপনারা সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট নন, কেননা সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির সঙ্গে সংঘর্ষের ভিতর দিয়েই, পার্টিনীতির সঙ্গে সংঘর্ষের ভিতর দিয়েই আপনারা বড় হয়ে উঠেছেন, বেঁচে থাকছেন!

আপনারা ট্রেড ইউনিয়নিস্টও নন, কেননা শ্রমিক ইউনিয়নগুলি, যারা স্বভাবতঃই সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির মূলনীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত, আপনারা তাদের পাকে ডুবিয়ে মাড়িয়ে যান!

আপনারা ঠিক ঠিকভাবে গ্যাপনপন্থী, জুবাতভপন্থী, ভণ্ডামি করে 'জনগণের বন্ধু'র মুখোস পরে আছেন!

আপনারা ঘরের শত্রু, এবং সেজন্য আপনারা শ্রমিকশ্রেণীর সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক শত্রু!

শেনড্রিকভপন্থীরা নিপাত যাক! শেনড্রিকভপন্থীদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ান!

শেনড্রিকভ মশাইরা! আপনাদের **প্রাভোয়ি দেলোর** নিকট এই আমাদের জবাব!

এবং এইভাবেই বাকুর শ্রমিকশ্রেণী আপনাদের ঘনিষ্ঠ হবার ভণ্ড প্রচেষ্টার জবাব দেবে!…

বাকিনস্কি প্রলেতারি, সংখ্যা ৫
২০শে জুলাই, ১৯০৮
স্বাক্ষর: কো…

সম্মেলনের প্রচার স্থগিত রাখা হয়েছে। পার্টিগুলির ভিতর আলাপ আলোচনা মাঝ পথে বন্ধ হয়েছে।[৬৮] পুরানো কিন্তু চির নতুন সম্মেলনের অধিবেশন আবার ব্যাহত হয়েছে। প্রতিনিধি পরিষদ, সংগঠনী কমিটি, দাবির তালিকা রচনা, জনসাধারণের কাছে রিপোর্ট পেশ, নিজেদের কমিশনের চারিপাশে তথা শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নসমূহের চারিপাশে তথা কমিশনগুলির এবং সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির চারিপাশে (ট্রেড ইউনিয়নগুলির) ব্যাপক সংঘবদ্ধতা—এ সবকিছুকেই মধ্যপথে বাধা দেওয়া হয়েছে, অতীতের ঘটনায় পরিণত করা হয়েছে। সম্মেলনের মাধ্যমে 'উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত' করবার ভণ্ডামিপূর্ণ কথাবার্তা, শ্রমিক ও মালিকদের 'সম্পর্ক মহান করে তোলা'র কথাবার্তাও বিস্মৃত। তিফলিসের সেই প্রাচীন ভাঁড়টি, মিঃ জুনকোভস্কি, ঘোষণা করেছে যে 'প্রদর্শনী' শেষ হয়ে গিয়েছে। পুঁজির সেই ক্লিন্ন অবসন্ন স্তাবকটি, মিঃ কারামুর্জা তাকে প্রশংসা করেছে। পর্দা পড়ে গেছে, এবং আমরা সেই পুরানো পরিচিত ছবিটি পাচ্ছি: তৈল মালিক এবং শ্রমিক যে যার পূর্বেকার অবস্থায় চলে গেছে, সেখান থেকে তারা আরও বড়, নতুন নতুন সংঘর্ষের জন্য অপেক্ষমান হয়ে আছে।

কিন্তু এখানে কিছু জিনিস 'অবোধগম্য' রয়েছে। শুধুমাত্র গতকাল 'আংশিক ধর্মঘটসমূহের অরাজকতা' অবসান করার জন্য, তাদের সঙ্গে 'আপোষ করার জন্য' তৈল মালিকরা একটি সম্মেলনে রাজী হবার জন্য শ্রমিকদের সনির্বন্ধ অনুরোধ করছিল, আর সেই সময়ে কর্তৃপক্ষ, কুখ্যাত জুনকোভস্কির বকলমে, তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য প্রভাবশালী শ্রমিকদের আহ্বান করল, তাদের সঙ্গে সরকারীভাবে আপোষ আলোচনার ব্যবস্থা করল, তাদের সামনে যৌথ চুক্তির সুবিধাগুলি সাগ্রহে সমর্থন করল। কিন্তু অকস্মাৎ একটি তীব্র পরিবর্তন ঘটল—সম্মেলনকে অনাবশ্যক বলে ঘোষণা করা হল, যৌথ চুক্তিকে ক্ষতিকর এবং 'আংশিক ধর্মঘটসমূহের অরাজকতা'কে কাম্য বলে ঘোষণা করা হল!

এর অর্থ কি? এই 'অদ্ভুত' পরিস্থিতিকে কিভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে? সম্মেলন ব্যাহত হওয়ার জন্য কে 'দোষী'?

অবশ্যই শ্রমিকরা দোষী, জবাব দেন মিঃ জুনকোভস্কি : আমরা এখনও আপোষ আলোচনা আরম্ভই করিনি, কিন্তু ইউনিয়ন সম্পর্কে একটি চরমপত্রের আকারে তারা তাদের দাবি পেশ করল। শ্রমিকেরা তাদের ইউনিয়ন পরিত্যাগ করুক, তখন আমরা সম্মেলন বসাব। তারা যদি তা না করে, তাহলে আমরা কোন সম্মেলন চাই না!

আমরা একমত—তৈল মালিকরা সমস্বরে সাড়া দিল। প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকেরাই দোষী। তারা তাদের ইউনিয়ন পরিত্যাগ করুক। আমরা কোন ইউনিয়ন চাই না!

তারা সম্পূর্ণরূপে সঠিক কথা বলছে; সত্যসত্যই শ্রমিকেরাই দোষী—শ্রমিকদের শত্রুদের কথা প্রতিধ্বনিত করে বলে 'মিস্ত্রীদের ইউনিয়ন'—যে ইউনিয়নে কোন শ্রমিক নেই। শ্রমিকেরা কেন তাদের ইউনিয়ন ত্যাগ করবে না! আমাদের দাবিগুলি ত্যাগ করে প্রথমে কিছুটা দর-কষাকষি করে, তারপরে দাবির কথা বলা কি ভাল হবে না?

হ্যাঁ, এই কথাই সঠিক—শ্রমিকবিহীন ইউনিয়নকে সমর্থন জানিয়ে, অনুমোদন জানিয়ে বলে পাঠকবিহীন সংবাদপত্র **প্রমিশ্লভি ভেস্ত্‌নিক**। মর্যাদাসম্পন্ন শ্রমিকেরা প্রথমে দর-কষাকষি করে এবং তারপর তারা চরমপত্রের কথা বলে; প্রথমে তারা তাদের অবস্থান সমর্পণ করে এবং তারপর তারা আবার তা জয় করে নেয়। বাকুর শ্রমিকদের এই মর্যাদাবোধের অভাব ছিল, তারা তাদের অত্যন্ত সম্ভ্রমহীন প্রমাণ করল, তারা প্রায় বয়কটপন্থী।

আমরা এটা জানতাম, আমরা এটা দীর্ঘদিন পূর্বেই জেনেছিলাম—গাম্ভীর্যের সঙ্গে মন্তব্য করে দাসনাক সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা: শ্রমিকেরা যদি বয়কটের কথা চেঁচিয়ে বলত, তারা যদি সম্পূর্ণরূপে ইউনিয়নগুলি ত্যাগ করত এবং যদি প্রস্তাব ছাড়াই তারা ধর্মঘটে এবং ব্যাপক জনসাধারণের কোন কোন শ্রেণীকে সমবেত করার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ত, তাহলে তারা উপলব্ধি করত যে, 'জমি ও স্বাধীনতা' ছাড়া কোন সম্মেলন ছিল অসম্ভব এবং 'সংগ্রাম করেই তুমি তোমার অধিকার অর্জন করবে।'৬৯...

বাকুর শ্রমিকশ্রেণীর 'বন্ধুরা' এবং শত্রুরা এই কথাই বলছে।

কিন্তু বাকুর শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে এই সব অভিযোগ যে অসার তা প্রমাণের কোন প্রয়োজন আছে? দাসনাক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা, যারা শ্রমিকদের এই বলে অভিযুক্ত করে যে তারা সম্মেলনের ব্যাপারে মোহগ্রস্ত,

তাদের এবং মিস্ত্রী ও তৈল মালিক যারা সেই একই শ্রমিকদের সম্মেলন বয়কট করার অভিযোগে অভিযুক্ত করে, তাদের—এই উভয়কে মুখোমুখি আনা যথেষ্ট—আমি বলছি, উল্লিখিত অভিযোগগুলির চরম অসামঞ্জস্য ও মিথ্যা তৎক্ষণাৎ ধরার পক্ষে এই সমস্ত একের সঙ্গে অন্যের খাপ-খাওয়ানোর অসাধ্য মতামতকে তুলনা করা যথেষ্ট হবে।··

কিন্তু সে ক্ষেত্রে, সম্মেলন ব্যাহত হওয়ার জন্য সত্যসত্যই কে 'দোষী' ?

সম্মেলনের ইতিহাস সংক্ষেপে পর্যালোচনা করা যাক। এটাই প্রথমবার নয় যখন তৈল মালিকেরা শ্রমিকদের একটি সম্মেলনে নিমন্ত্রণ করেছে—এটা হল আমাদের দেখা ৪র্থ সম্মেলন (১৯০৫, ১৯০৬, ১৯০৭, ১৯০৮)। প্রত্যেকবারই তৈল মালিকেরাই প্রথমে সম্মেলন আহ্বান করেছে এবং প্রত্যেকবারই কর্তৃপক্ষ তাদের সাহায্য করছে শ্রমিকদের সঙ্গে 'আপোষ করতে', একটি যৌথ চুক্তি সম্পাদন করতে। তৈল মালিকেরা তাদের নিজের উদ্দেশ্য অনুসরণ করে যা'চ্ছল: ছোটখাটো সুযোগ-সুবিধা দিয়ে তারা চাইছিল ধর্মঘটের বিরুদ্ধে গ্যারান্টি পেতে এবং তৈল নিষ্কাশন অব্যাহত রাখা নিশ্চিত করতে। কর্তৃপক্ষ তৈলরাজ্যে 'শান্তি ও স্বস্তি' বজায় রাখার জন্য আরও বেশি আগ্রহী—তা হল এই সব ঘটনা থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথকভাবে যে, সরকারের অনেক বেশি সদস্যরা বড় বড় তৈল সংস্থার শেয়ারের মালিক, তৈলশিল্পের উপর কর রাষ্ট্রীয় বাজেটের রাজস্বখাতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি দফা, বাকুর অপরিশোধিত তৈল 'অভ্যন্তরীণ শিল্পের' যোগানদার, এবং, সেই হেতু, তৈলশিল্পের সামান্যতম বাধাও রাশিয়ার শিল্পব্যবস্থাকে অপরিহার্যভাবে প্রভাবিত করে।

কিন্তু এটা-ই সব নয়। উপরে এর আগে যা কিছু বলা হয়েছে তা থেকে ভিন্নভাবে, বাকুতে শান্তি বজায় থাকা সরকারের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ কেননা বাকুর শ্রমিকশ্রেণীর গণ-কর্মতৎপরতা (তৈলশিল্পের শ্রমিক এবং তাদের সাথে সংযুক্ত শ্রমিক উভয়েরই) অন্যান্য শহরের শ্রমিকশ্রেণীর উপর সংক্রামক প্রভাব বিস্তার করে। ঘটনাগুলি স্মরণ করুন। ১৯০৩ সালের বসন্তকালে বাকুর প্রথম সাধারণ ধর্মঘট দক্ষিণ-রাশিয়ার শহরগুলিতে[৭০] সুপ্রসিদ্ধ জুলাই ধর্মঘট এবং বিক্ষোভ-শোভাযাত্রাসমূহের সূত্রপাত সূচিত করবে। ১৯০৪ সালের নভেম্বর এবং ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সাধারণ ধর্মঘট[৭১] সারা রাশিয়ায় পরিব্যাপ্ত জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসের গৌরবময় কার্যাবলীর সংকেত হিসাবে

কাজ করে। ১৯০৫ সালে আর্মেনিয়ান-তাতার ব্যাপক হত্যাকাণ্ড থেকে দ্রুত পুনরুজ্জীবিত হয়ে বাকুর শ্রমিকেরা আবার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে 'সমগ্র ককেশিয়াকে' উৎসাহ-উদ্দীপনায় সংক্রামিত করে। সর্বশেষে, ১৯০৬ সাল থেকে আরম্ভ করে, রাশিয়ায় বিপ্লবের পশ্চাদপসরণের পর, বাকু আজও পর্যন্ত 'অদম্য' রয়েছে, বাস্তবক্ষেত্রে কতকগুলি স্বাধীনতা ভোগ করছে এবং প্রত্যেক বছর, অন্যান্য শহরে মহতী ঈর্ষার অনুভূতি জাগিয়ে, রাশিয়ার অন্যান্য যে কোন জায়গার তুলনায় শ্রমিবশ্রেণীর মে দিবসের উৎসব ভালভাবে পালন করে।... এ সবকিছুর পরে, এটা বোঝা শক্ত নয় যে, কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করে যাতে বাকুর শ্রমিকেরা ক্রুদ্ধ না হয় আর তাই তারা শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করা, তাদের সঙ্গে 'আপোষ করার' এবং একটি যৌথ চুক্তি সম্পাদন করার জন্য তৈল মালিকদের প্রচেষ্টার প্রতি প্রত্যেকবার সমর্থন করে।

কিন্তু আমরা বলশেভিকরা প্রত্যেকবারই বয়কটের মারফৎ আমাদের জবাব দিই।

কেন?

যেহেতু তৈল মালিকরা আলাপ আলোচনা এবং চুক্তি সম্পাদন করতে চেয়েছিল ব্যাপক শ্রমিকদের সঙ্গে নয়, নয় তাদের নজরের মধ্যেও, চেয়েছিল ব্যাপক শ্রমিকদের অগোচরে মাত্র গুটিকয়েক ব্যক্তির সঙ্গে। তারা বেশ ভাল-ভাবেই জানে যে কেবলমাত্র এই উপায়েই তৈলশিল্পের বহু সহস্র শ্রমিককে ঠকানো যেতে পারে।

আমাদের সম্মেলনের সার কথা কি? আমাদের সম্মেলনের অর্থ হল, দাবিগুলি সম্পর্কে তৈলশিল্পের শ্রমিক এবং তৈলশিল্পের মালিকের মধ্যে আপোষ আলোচনা। আপোষ আলোচনা যদি সার্থক হয়, তাহলে কিছু-কালের জন্য এবং উভয় পক্ষের উপর বাধ্যবাধকতা চাপিয়ে একটি চুক্তি সম্পাদন করে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটবে। **সাধারণভাবে বলতে গেলে,** সম্মেলনে আমাদের আপত্তি নেই, কেননা কতকগুলি অবস্থায়, সাধারণ দাবির ভিত্তিতে সম্মেলন শ্রমিকদের একটি ঐক্যবদ্ধ সত্তায় সমবেত করতে **পারে।** কিন্তু একটি সম্মেলন কেবল তখনি শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করতে পারে: (১) যখন ব্যাপক শ্রমিক এতে সর্বাধিক সক্রিয় অংশগ্রহণ করে, অবাধে তাদের দাবিসমূহ আলোচনা করতে পারে, তাদের প্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, ইত্যাদি; (২) প্রয়োজন হলে একটি সাধারণ ধর্মঘট দ্বারা তাদের দাবিগুলি

সমর্থন করার সুযোগ যখন ব্যাপক শ্রমিকদের থাকে। তৈলখনিতে, তৈল-শিল্প সংস্থায় মিলিত হবার কতক পরিমাণ স্বাধীনতা ছাড়া, একটি প্রতিনিধি পরিষদ, যা অবাধে মিলতে পারে, তা ব্যতিরিকে এবং ইউনিয়নগুলির নেতৃত্ব ব্যতিরেকে শ্রমিকেরা কি সক্রিয়ভাবে পরামর্শ, দাবির উপর আলোচনা প্রভৃতি করতে পারে? অবশ্যই না! শীতকালে, যখন জাহাজ-চলা বন্ধ হয়ে যায়, জাহাজযোগে তৈল প্রেরণের বিরতি ঘটে, যখন মালিকেরা বছরের অন্য যে কোন ঋতুর তুলনায় বেশি দিন ধরে একটি সাধারণ ধর্মঘটকে প্রতিরোধ করতে পারে, তখন কি কারো দাবি সমর্থন করা সম্ভব? আবার, অবশ্যই না! এবং তথাপি, এপর্যন্ত আমরা যেসব সম্মেলন পেয়েছি তার সবগুলিই ডাকা হয়েছিল ঠিক শীতকালেই এবং দাবিগুলি আলোচনা করার স্বাধীনতা, একটি স্বাধীন প্রতিনিধি পরিষদ, এবং ইউনিয়নগুলির হস্তক্ষেপের সুযোগ ছাড়াই আমাদের যোগ দিতে বলা হয়েছিল; রঙ্গমঞ্চ থেকে ব্যাপক শ্রমিক এবং সংগঠনগুলিকে সযত্নে দূরে রাখা হয়েছিল এবং সমস্ত বিষয়টিই রাখা হয়েছিল মাত্র কয়েকজন শেনড্রিকভপন্থী 'ব্যক্তিদের' হাতে। এ হল শ্রমিকদের এই কথা বলারই সামিল: ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা আপনাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করুন এবং তারপর বাড়ি চলে যান! শ্রমিক**বিহীন** একটি সম্মেলন, শ্রমিকদের **প্রতারিত করার জন্য** একটি সম্মেলন—তিন বছর ধরে আমাদের এরূপ সম্মেলনেই যোগ দিতে বলা হয়েছিল। **এরূপ** সম্মেলন কেবলমাত্র বয়কট করারই যোগ্য, এবং আমরা বলশেভিকরা সেগুলিকে বয়কট করেছিলাম।…

শ্রমিকেরা অবশ্য তখনই এসব উপলব্ধি করেনি এবং সেজন্য, ১৯০৫ সালে, প্রথম সম্মেলনে যায়। কিন্তু তারা বাধ্য হল সম্মেলন পরিত্যাগ করতে, তাকে ছত্রভঙ্গ করতে।

১৯০৬ সালে, দ্বিতীয় সম্মেলনে গিয়ে শ্রমিকেরা আবার ভুল করে। কিন্তু তারা আবার বাধ্য হয় সম্মেলন ত্যাগ করতে, আবার তাকে ভেঙে দিতে।

এ সব দেখিয়ে দেয় যে জীবন নিজেই শ্রমিকদের ভুলভ্রান্তিকে তিরস্কার এবং সংশোধন করে, শ্রমিকদের বাধ্য করে পর্দার অন্তরালস্থ, প্রতারণাপূর্ণ শেনড্রিকভ-ধরনের সম্মেলনগুলি বয়কট করার পথ গ্রহণ করতে।

মেনশেভিকরা, যারা শ্রমিকদের **এরূপ** সম্মেলনে যেতে আমন্ত্রণ করে, তারা শ্রমিকদের ঠকাতে অজ্ঞাতসারে তৈল মালিকদের সাহায্য করেছিল।…

কিন্তু ১৯০৭ সালে ঘটনা আলাদা মোড় নিল। একদিকে দুটি সম্মেলনের

অভিজ্ঞতা এবং অন্যদিকে বলশেভিকদের তীব্রায়িত আন্দোলনের ফলশ্রুতি ঘটল। কর্তৃপক্ষ এবং তৈল মালিকদের সম্মেলন (তৃতীয়) অনুষ্ঠিত করবার প্রস্তাবকে শ্রমিকেরা জোরালোভাবে প্রত্যাখ্যান করল।

বাকুর শ্রমিক-আন্দোলনে এতে একটি নতুন স্তর উন্মোচিত হল।…

কিন্তু তার অর্থ কি এই যে শ্রমিকরা সম্মেলন সম্পর্কে ভয় পেয়েছিল? অবশ্যই না। যারা প্রচণ্ড প্রচণ্ড ধর্মঘটে সামিল হয়েছে, তারা কেন তৈল মালিকদের সঙ্গে আপোষ আলোচনায় ভয় পেতে যাবে?

এর অর্থ কি এই যে শ্রমিকেরা একটি যৌথ চুক্তি থেকে পালিয়ে যায়? অবশ্যই না। যাদের 'ডিসেম্বর চুক্তির' সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, তারা কেন একটি যৌথ চুক্তিতে ভীত হয়ে পড়বে?

১৯০৭ সালের নভেম্বর সম্মেলন বয়কট করে শ্রমিকেরা এই মর্মে বুঝিয়েছিল যে, পর্দার অন্তরালস্থ, শেনড্রিকভ-ধরনের সম্মেলনের মাধ্যমে তাদের শত্রুদের তাদের আর বোকা বানাতে না দেবার মতো পর্যাপ্ত পরিপক্কতা তাদের হয়েছে।

অতএব, বয়কটের আতঙ্কে অভিভূত হয়ে কর্তৃপক্ষ এবং তৈল মালিকরা যখন আমাদের জিজ্ঞাসা করল, কি কি শর্তে আমরা একটা সম্মেলনে রাজী হব, আমরা জবাবে বললাম: একমাত্র এই শর্তে যে ব্যাপক শ্রমিকেরা এবং তাদের ইউনিয়নসমূহ সম্মেলনের সমস্ত কার্যধারায় সম্ভাব্য ব্যাপকতম অংশগ্রহণ করতে পারবে। কেবলমাত্র যখন শ্রমিকেরা সক্ষম হবে (১) অবাধে তাদের দাবি সম্পর্কে আলোচনা করতে, (২) স্বাধীনভাবে একটি প্রতিনিধি পরিষদের সমাবেশ করতে, (৩) অবাধে তাদের ইউনিয়নসমূহের কাজকর্ম পরিচালনা করতে, এবং (৪) স্বাধীনভাবে সম্মেলন অনুষ্ঠানের দিন-তারিখ মনোনীত করতে —একমাত্র তখনই শ্রমিকেরা সম্মেলনের প্রশ্নে রাজী হবে। এবং আমাদের দাবিসমূহের ভিত্তিপ্রস্তর হল ইউনিয়নগুলির স্বীকৃতি। এই বিষয়গুলিকে বলা হয় গ্যারান্টি। এখানে, এই প্রথম, সুপ্রসিদ্ধ সূত্রটি বেরিয়ে এল: **হয় গ্যারান্টিসহ সম্মেলন, না হয় আদৌ কোন সম্মেলন নয়!**

এর দ্বারা আমরা শ্রমিকবিহীন পুরানো শেনড্রিকভ-ধরনের সম্মেলন বয়কট করার কর্মকৌশলের প্রতি কি অবিশ্বস্ত হলাম? এক বিন্দুও নয়! পুরানো ধরনের সম্মেলন বয়কট-করা পুরোমাত্রায় থাকল—আমরা যা কিছু করলাম তা হল একটি নতুন ধরনের সম্মেলন ঘোষণা করা, তা হল গ্যারান্টিসহ সম্মেলন, এবং কেবলমাত্র এরূপ একটি সম্মেলন!

এই সব কর্মকৌশলের নির্ভুলতা প্রমাণের কি কোন প্রয়োজন আছে? এর কি প্রমাণের প্রয়োজন আছে যে, এই সমস্ত কর্মকৌশলের দ্বারা আমরা সমর্থ হব শ্রমিকদের প্রতারণা করবার একটা হাতিয়ার থেকে বহু সহস্র শ্রমিকদের এক বিশাল বাহিনী, যে বাহিনী তার দাবিগুলি রক্ষা করার চেষ্টা চালাতে সক্ষম, এমন একটি বাহিনীতে নিজেদের ইউনিয়নসমূহের চারিপাশে তাদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য একটি হাতিয়ারে সম্মেলনকে পরিবর্তিত করতে?

এমনকি, মেনশেভিকরা, মিস্ত্রীদের ইউনিয়ন এবং **প্রমিশ্লভি ভেস্ত্‌নিকও** এই নীতি ও মনোভাবের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে অসমর্থ হল এবং আমাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ইউনিয়নের বিষয়টিকে চূড়ান্ত শর্ত হিসাবে ঘোষণা করল। আমাদের নিকট দলিলপত্র আছে যেগুলি দেখাবে যে, যদি ইউনিয়নের বিষয়টি মেনে না নেওয়া হয়, এবং ইউনিয়নগুলিকে যদি অনুমতি-পত্র না দেওয়া হয়, তাহলে শুধু সম্মেলনে রাজী না হওয়া নয়, প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যাপারেও মেনশেভিকরা অসম্মতি জানিয়েছিল। এ সমস্তই ঘটেছিল সংগঠনী কমিটিতে আপোষ আলোচনার **পূর্বে**, প্রতিনিধি পরিষদ বসবার **পূর্বে**, প্রতিনিধি নির্বাচনের **পূর্বে**। এখন অবশ্য তারা বলতে পারে যে, 'কেবলমাত্র আপোষ আলোচনার **শেষে** চরম শর্ত দেওয়া যেতে পারে', বলতে পারে যে **'একেবারে শুরু থেকেই'** তারা 'চরমপত্রের আকারে দাবি পেশ করার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়েছিল' (২১নং **প্রমিশ্লভি ভেস্ত্‌নিক** দেখুন), কিন্তু এগুলি হল মেনশেভিক শিবিরে মেরুদণ্ডহীন সুবিধাবাদীদের স্বাভাবিক এবং দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত 'ডিগবাজি'—যা আর একবার আমাদের কর্ম-কৌশলের সুসঙ্গতিকে প্রমাণ করে!

এমনকি সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি এবং দাসনাকরা, যারা 'সম্মেলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবকিছুকে' অভিশাপ দিয়েছে, এমনকি তারাও আমাদের কর্মকৌশলের সামনে 'মাথা নীচু করল' এবং সম্মেলনের সঙ্গে সংযুক্ত প্রস্তুতি-মূলক কাজে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিল!

শ্রমিকেরা বুঝল যে, আমাদের নীতি ও মনোভাব সঠিক এবং তাদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এর পক্ষে ভোট দিল। ৩৫,০০০ শ্রমিকদের নিকট ভোট চাওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে কেবলমাত্র ৮,০০০ শ্রমিক সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও দাসনাকদের পক্ষে ভোট দিয়েছিল (সব অবস্থাতেই বয়কট), ৮,০০০ ভোট দিয়েছিল মেনশেভিকদের পক্ষে (সব অবস্থাতেই

সম্মেলন) এবং ১৯,০০০ শ্রমিক ভোট দিয়েছিল আমাদের কর্মকৌশলের পক্ষে—গ্যারান্টিসহ সম্মেলনের পক্ষে।

দেখা যাচ্ছে, শ্রমিকেরা মেনশেভিকদের কর্মকৌশল—শ্রমিকবিহীন, গ্যারান্টিবিহীন সম্মেলনের কর্মকৌশল প্রত্যাখ্যান করল। আরও প্রত্যাখ্যান করল তারা দাসনাক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের কর্মকৌশল, যা হল একটি কাল্পনিক বয়কট এবং একটি অসংগঠিত সাধারণ ধর্মঘটের কর্মকৌশল। শ্রমিকেরা গ্যারান্টিসহ সম্মেলনের পক্ষে ঘোষণা করল, ঘোষণা করল একটি সাধারণ ধর্মঘট সংগঠিত করবার উদ্দেশ্যে সম্মেলনের সমস্ত কার্যধারাকে সুসংবদ্ধভাবে কাজে লাগাবার পক্ষে।

এখানেই নিহিত রয়েছে সম্মেলন ব্যাহত হওয়ার গুপ্ত রহস্য!

তৈল মালিকেরা সমস্বরে গ্যারান্টিবিহীন সম্মেলনের পক্ষে সমর্থন ঘোষণা করল। এইভাবে তারা মেনশেভিকদের কর্মকৌশল অনুমোদন করল। আমরা দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করছি, মেনশেভিকরা যে অবস্থান গ্রহণ করেছিল তা যে ভুল, এটা হল তার উৎকৃষ্টতম সম্ভাব্য প্রমাণ।

কিন্তু, যেহেতু শ্রমিকেরা গ্যারান্টিবিহীন সম্মেলন প্রত্যাখ্যান করল, সেহেতু তৈল মালিকেরা তাদের কর্মকৌশল বদল করল এবং সম্মেলনটিকে ব্যাহত করল, তাকে বয়কট করল। এই পথে তারা দাসনাক এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের কর্মকৌশলের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করল। আমরা দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করছি যে দাসনাক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা যে অবস্থান গ্রহণ করেছিল তা যে যুক্তিহীন ছিল, এটা হল তার উৎকৃষ্টতম সম্ভাব্য প্রমাণ।

বাকুর শ্রমিকদের কর্মকৌশল একমাত্র সঠিক কর্মকৌশল বলে প্রমাণিত হল।

এইজন্যই তৈলশিল্পের বুর্জোয়ারা এই সমস্ত কর্মকৌশলকে সমস্ত শক্তি দিয়ে আক্রমণ করছে। মেনশেভিকদের গ্যারান্টিবিহীন সম্মেলনের প্রস্তাবকে তারা সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করছে, এবং শেষ উপায় হিসাবে তারা দাসনাক সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের বয়কটের জন্য প্রস্তাবকে আঁকড়ে ধরছে; কিন্তু তারা কোন মূল্যেই বাকুর শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে শান্তি স্থাপন করবে না—তারা যে গ্যারান্টিসহ সম্মেলনের পক্ষে ঘোষণা করেছে!

এটা বোঝা যায়। মাঝে মাঝে এই ধরনের একটা ছবি ভেবে নিন:

কতকগুলি বিষয় মেনে নেওয়া হল—গ্যারান্টিগুলি; শ্রমিকদের দাবিগুলি ব্যাপকতম সম্ভাব্য মাত্রায় আলোচিত হল; ব্যাপক শ্রমিকদের মধ্যে প্রতিনিধি পরিষদ ক্রমেই বেশি বেশি করে প্রতিষ্ঠিত হল; তাদের দাবি রচনাকালের গতিপথে ব্যাপক শ্রমিকেরা তাদের পরিষদের চারিপাশে জড়ো হল, জড়ো হল এর মধ্য দিয়ে তাদের ইউনিয়নের চারিপাশে। একটিমাত্র বাহিনীতে সংগঠিত, সংখ্যায় ৫০,০০০, ব্যাপক শ্রমিকেরা তৈল মালিকদের নিকট তাদের দাবি পেশ করল; তৈল মালিকেরা বাধ্য হল লড়াই ছাড়াই আত্মসমর্পণ করতে, অন্যথায় তাদের যে প্রস্তুত থাকতে হবে একটি সম্ভাব্য পুরাদস্তুর সংগঠিত সাধারণ ধর্মঘটের জন্য এবং তাও এমন একটি সময়ে যা তাদের পক্ষে ন্যূনতম সুবিধাজনক—তৈলশিল্পের বুর্জোয়াদের পক্ষে এটা কি লাভজনক? এর পরে **নেফতিয়ানোয়ে দেলো** এবং **বাকুতে**[১২] বুর্জোয়াদের প্রশ্রয়প্রাপ্ত প্রিয়পাত্রেরা অবিশ্রান্ত চীৎকার এবং মিউ-মিউ না করে কিভাবে থাকতে পারে? অতএব—সম্মেলন নিপাত যাক, যেহেতু ওই সব অভিশপ্ত গ্যারান্টি ছাড়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে পারে না—তৈল মালিকরা এই বলে, তারা সম্মেলনকে বাধা দেয়।

কর্তৃপক্ষ এবং তৈল মালিকদের দ্বারা সম্মেলন পরিহার করার এই হল কারণ।

সম্মেলনের ইতিহাস আমাদের যা বলে, তা এই।

কিন্তু, এ সমস্ত ভুলে গিয়ে **প্রমিগ্রস্তি ভেস্তনিক** 'নেতাদের কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয়ের অক্ষমতা' সম্পর্কে গান গেয়েই চলে, বোকার মতো **বাকু** এবং **নেফতিয়ানোয়ে দেলোর** মুখ্য প্রবন্ধগুলি পুনরাবৃত্তি করে, জাবর কাটে! এমনকি তিফলিসের মেনশেভিকদের জর্জিয়ান সংবাদপত্র 'তার কণ্ঠস্বর উঁচুতে তোলা' এবং বাকুর ক্যাডেটদের[১৩] সুরে সুর মিলানো প্রয়োজনীয় মনে করল। কী শোচনীয় অনুকরণ!

কিন্তু নতুন পরিস্থিতিতে আমাদের কি কর্মকৌশল হবে?

তৈল মালিকরা সম্মেলন পরিহার করেছে। তারা একটি সাধারণ ধর্মঘটের প্ররোচনা দিচ্ছে। এর অর্থ কি এই যে আমরা অবিলম্বে সাধারণ ধর্মঘটের পথে এর জবাব দেব? অবশ্যই না! তৈল মালিকরা এর মাঝেই তেলের বিরাট বিরাট ভাণ্ডার সঞ্চয় করে রেখেছে এবং সাধারণ ধর্মঘটকে প্রতিরোধ করার জন্য দীর্ঘ দিন ধরে প্রস্তুতি চালাচ্ছে—এই ঘটনা ছাড়াও আমরা অবশ্যই

ভুলব না যে আমরা এখনও এরূপ গুরুতর সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত নই। আপাততঃ সাধারণ অর্থনৈতিক ধর্মঘটের ধারণা আমাদের দৃঢভাবে ত্যাগ করতে হবেই।

বর্তমান পরিস্থিতিতে পশ্চাদপসরণের একমাত্র সুবিধাজনক রূপ হল আলাদা আলাদাভাবে প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট। মেনশেভিকরা প্রায় 'নীতি'গতভাবে এ ধরনের ধর্মঘটের উপযোগিতা অস্বীকার করে (এল. এ. রিনের পুস্তিকা[৭৪] দেখুন), তারা গভীরভাবে ভ্রান্ত। বসন্তকালের ধর্মঘটগুলির অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দেয় যে, ইউনিয়নগুলি এবং আমাদের সংগঠনের সক্রিয় হস্তক্ষেপ হলে, ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানসমূহে ধর্মঘটগুলি শ্রমিকশ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করার অন্যতম সর্বাধিক নিশ্চিত উপায় বলে প্রমাণিত হতে পারে। সুতরাং আরও বেশি দৃঢ়ভাবে এরূপ সব উপায় আমাদের আঁকড়ে ধরতে হবে। শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের সমস্ত ব্যাপারে আমরা যে পরিমাণে সক্রিয়ভাবে হস্তক্ষেপ করব, একমাত্র সেই পরিমাণে আমাদের সংগঠন বেড়ে উঠবে, একথা আমরা অবশ্যই ভুলব না।

এরূপই হল আমাদের আশু কর্মকৌশলগত কাজ।

সম্মেলনকে ব্যাহত করে, কর্তৃপক্ষ এখন তথাকথিত 'বাকু স্বাধীনতাসমূহকে' সম্পূর্ণরূপে বিলোপ করতে চায়। এর অর্থ কি এই যে আমরা পুরোপুরি গোপন অবস্থায় চলে যাব এবং অন্ধকারের শক্তিগুলির কার্যকলাপের জন্য অবাধ কর্মক্ষেত্র রেখে যাব? অবশ্যই না! প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি যতই ক্রোধোন্মত্ত হোক না কেন, আমাদের ইউনিয়ন এবং সংগঠন তারা যত বেশিই ধ্বংস করুক না কেন তাতে কিছু এসে যায় না, কারখানায় এবং তৈলখনি-গুলিতে 'অরাজকতা এবং সংঘর্ষ' সৃষ্টি না করে প্রতিক্রিয়ার শক্তি কিছুতেই তৈলখনি এবং কারখানার কমিশনগুলিকে লোপ করতে পারবে না। আমাদের কর্তব্য হল এই কমিশনগুলিকে শক্তিশালী করা, তাদের সমাজতন্ত্রের নীতিতে অনুপ্রাণিত করা এবং নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তাদের ঐক্যবদ্ধ করা। এটি অর্জন করার জন্য আমাদের কারখানা এবং তৈলখনি অঞ্চলের পার্টি ইউনিয়নগুলি অবশ্যই নিয়মিতভাবে এই সমস্ত কমিশনের নেতৃত্বে এসে দাঁড়াবে এবং নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান অনুযায়ী তাদের প্রতিনিধিসমূহের মাধ্যমে তারা, আবার তাদের কাজ হিসাবে, আন্তঃ-জেলাগত ভিত্তিতেও ঐক্যবদ্ধ হবে।

এই হল আমাদের আশু সাংগঠনিক কাজ।

এই আশু কর্তব্যগুলি সম্পাদন করে এবং তার দ্বারা আমাদের ইউনিয়ন-সমূহ ও সংগঠনকে শক্তিশালী করে, তৈল পুঁজির বিরুদ্ধে আসন্ন সংগ্রামের জন্য তৈলশিল্পের বহু সহস্র শ্রমিকসাধারণকে একটি অখণ্ড সত্তায় দৃঢ়ভাবে সংহত করতে পারব।

৫ নং বাকিনস্কি প্রলেতারির
ক্রোড়পত্র হিসাবে প্রকাশিত
২০শে জুলাই, ১৯০৮
স্বাক্ষর: কোবা

পার্টির সংকট এবং আমাদের করণীয় কাজ

কারো নিকট এটা গোপন নেই যে, আমাদের পার্টি গুরুতর সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছে। পার্টির সদস্যসংখ্যা হ্রাস, সংগঠনগুলির সংকোচন এবং তাদের দুর্বলতা, সংগঠনগুলির পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা এবং সুসংবদ্ধ পার্টি-কাজের অভাব—এ সমস্তই দেখিয়ে দিচ্ছে যে, পার্টি অসুস্থ এবং তা গুরুতর সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছে।

সর্বপ্রথম জিনিস যা বিশেষভাবে পার্টিকে হতাশ করে তুলছে তা হল, ব্যাপক জনসাধারণ থেকে তার সংগঠনগুলির বিচ্ছিন্নতা। এক সময়ে আমাদের সংগঠনগুলির কর্মী ছিল হাজার হাজার এবং তারা লক্ষ লক্ষ মানুষকে পরিচালিত করত। সে সময়ে জনসাধারণের মধ্যে পার্টির দৃঢ় শিকড় ছিল। এখনকার অবস্থা তা নয়। হাজার হাজারের পরিবর্তে এখন কয়েক ডজন কিংবা, খুব বেশি হলে, কয়েক শ' করে কর্মী আমাদের সংগঠনগুলিতে রয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষকে পরিচালিত করা সম্পর্কে, বলার মতো কিছু নেই। সত্য বটে, জনসাধারণের মাঝে আমাদের পার্টির ব্যাপক **ভাবাদর্শগত** প্রভাব রয়েছে; জনসাধারণ পার্টিকে জানে, তাকে শ্রদ্ধা করে। এটাই প্রধানতঃ 'প্রাক্-বিপ্লব' পার্টি থেকে 'বিপ্লবোত্তর' পার্টির বৈশিষ্ট্য সূচিত করে। কিন্তু পার্টির প্রভাব বলতে যা বোঝায় কার্যতঃ তা আজ এখানেই এসে দাঁড়িয়েছে। এবং তথাপি একমাত্র ভাবাদর্শগত প্রভাবই যথেষ্ট নয়। বিষয় হল, **ভাবাদর্শগত** প্রভাবের প্রশস্ততা **সাংগঠনিক** সংহতির সংকীর্ণতার দ্বারা ব্যর্থ হয়ে যায়। এটাই হল আমাদের সংগঠনগুলির ব্যাপক জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্নতার কারণ। সেণ্ট পিটার্সবুর্গের কথা উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে, যেখানে ১৯০৭ সালে আমাদের ৮,০০০ সভ্য ছিল, সেখানে এখন আমরা বড় জোর ৩০০ থেকে ৪০০ সভ্য জড়ো করতে পারি, এ থেকে সঙ্গে সঙ্গেই সংকটের পরিপূর্ণ গুরুত্ব যথাযথভাবে উপলব্ধি করা যায়। আমরা মস্কো, উরাল অঞ্চল, পোল্যাণ্ড, ডনেৎস্ উপত্যকা ইত্যাদির কথা বলব না, সেসব স্থানেও অবস্থা একইরূপ।

কিন্তু সেটাই সব নয়। পার্টি শুধু জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্নতায় ভুগছে না, তা এ ঘটনা থেকেও ভুগছে যে, তার সংগঠনগুলির পরস্পরের সঙ্গে সংযোগ

নেই, একই পার্টিজীবনের শরিক নয়, সেগুলি পরস্পর পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন। ককেশাসে কি ঘটছে সেণ্ট পিটার্সবুর্গ জানে না, ককেশাস জানে না উরাল অঞ্চলে কি ঘটছে, ইত্যাদি; প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র কোণ তার নিজের পৃথক জীবনযাপন করছে। যথাযথভাবে বলতে গেলে, আমাদের একটি অখণ্ড পার্টিজীবন আর নেই, নেই সেই অভিন্ন জীবন ১৯০৫ সাল থেকে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত সময়পর্বে আমরা সকলেই যে সম্বন্ধে এত গর্ব করে বলতাম। আমরা অত্যন্ত কলঙ্কজনকভাবে শখের কর্মীর পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করছি। যে সমস্ত মুখপত্র বিদেশে প্রকাশিত হচ্ছে—একদিকে **প্রলেতারি**[15] ও **গোলস**[16], অন্যদিকে **সৎসিয়াল ডিমোক্র্যাত**[17]—সেগুলি রাশিয়ায় ছড়িয়ে-পড়া সংগঠনগুলিকে সংযুক্ত করে না এবং করতে পারে না, এবং তাদের একটি অখণ্ড পার্টিজীবনে অভ্যস্ত করতে পারে না। এটা ভাবা বিস্ময়কর হবে যে, রাশিয়ার বাস্তব অবস্থা থেকে বহুদূরে অবস্থিত, বিদেশে প্রকাশিত মুখপত্রগুলি পার্টির কাজের সমন্বয় সাধন করতে পারে—যে পার্টি বহুদিন আগে পাঠচক্রের স্তর অতিক্রম করে এসেছে। সত্য বটে, বিচ্ছিন্ন সংগঠনগুলির অনেক কিছু একই রকমের আছে, যা তাদের **ভাবাদর্শগতভাবে** একত্রিত করে—তাদের আছে একটি সাধারণ কর্মসূচী যা বিপ্লবের পরীক্ষা পার হয়ে টিঁকে আছে; তাদের আছে সাধারণ ব্যবহারিক নীতি, যেগুলি বিপ্লব কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে; তাদের আছে গৌরবময় বিপ্লবী ঐতিহ্য। এটা হল 'বিপ্লবোত্তর' পার্টি এবং 'প্রাক্-বিপ্লব' পার্টির মধ্যে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য। কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়। কিন্তু কেবল পার্টি সংগঠনগুলির **ভাবাদর্শগত** ঐক্যই সাংগঠনিক সংহতির অভাব এবং পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা থেকে পার্টিকে বেশিদিন বাঁচাতে পারে না। এটা উল্লেখ করা যথেষ্ট যে এমনকি চিঠিপত্র আদান-প্রদানের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষার ব্যবস্থাও এখন পার্টিতে তেমন কিছু একটা নেই। পার্টিকে একটি অখণ্ড সত্তায় দৃঢ়রূপে সংহত করার বিষয়ে পরিস্থিতি আরও কত বেশি খারাপ।

এইভাবে: (১) ব্যাপক জনসাধারণ থেকে পার্টির বিচ্ছিন্নতা, (২) পার্টির সংগঠনগুলির পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্নতা—এটাই হল, যে সংকটের ভিতর দিয়ে পার্টি চলেছে, তার মর্মবস্তু।

এটা উপলব্ধি করা শক্ত নয় যে, এ সবের কারণ হল, বিপ্লবের নিজেরই সংকট, প্রতিবিপ্লবের সাময়িক বিজয়লাভ, বিভিন্ন কর্মতৎপরতার পরে ঝিমিয়ে-

পড়া অবস্থা, এবং সর্বশেষে, ১৯০৫ এবং ১৯০৬ সালে পার্টি যে আধা-স্বাধীনতাগুলি ভোগ করত সেগুলিও হারানো। যখন বিপ্লবে অগ্রগতি ঘটছিল, স্বাধীনতাগুলি বিদ্যমান ছিল, তখন পার্টির উন্নতি ও বিস্তৃতি ঘটছিল, পার্টি শক্তিশালী হচ্ছিল। বিপ্লব পশ্চাদপসরণ করল, স্বাধীনতাসমূহ অন্তর্হিত হল—তখন পার্টি অসুস্থ হতে লাগল, বুদ্ধিজীবীরা পার্টি ত্যাগ করতে আরম্ভ করল এবং তার পরে শ্রমিকদের মধ্যে যারা সর্বাধিক দোদুল্যমতি তারা এদের অনুসরণ করল। বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীদের ক্ষেত্রে পার্টি পরিত্যাগের এই যে হিড়িক তার কারণ হল পার্টির তথা অগ্রণী শ্রমিকদের ভাবাদর্শগত অগ্রগতি—যারা ইতিমধ্যে তাদের জটিল প্রয়োজনসমূহের চাপে '১৯০৫ সালের বুদ্ধিজীবীদের' স্বল্প মানসিক মূলধনকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছে।

অবশ্য তা থেকে এটা কোনক্রমেই আসে না যে, ভবিষ্যতে যে পর্যন্ত স্বাধীনতাগুলি না পাওয়া যাচ্ছে, ততদিন পার্টি এই সংকটের অবস্থায় নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকবে—যেমন কিছু কিছু লোক ভুলভাবে ভাবছে। প্রথমতঃ, এই সমস্ত স্বাধীনতার ফিরে-আসা বিপুলভাবে নির্ভর করে পার্টি এই সংকট থেকে সুস্থভাবে এবং নবতেজে বেরিয়ে আসবে কিনা তার উপর; স্বাধীনতাগুলি আকাশ থেকে পড়ে না, অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে, শ্রমিকদের একটি সু-সংগঠিত পার্টির অস্তিত্বের কল্যাণে সেগুলি অর্জিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, সবজনবিদিত শ্রেণী-সংগ্রামের বিধিনিয়মগুলি আমাদের বলে, বুর্জোয়াদের ক্রমাগত বর্ধমান সংগঠনের অনিবার্য ফলশ্রুতি হল শ্রমিকশ্রেণীর অনুরূপ সংগঠন। এবং সকলেই জানে যে, শ্রমিকদের একমাত্র পার্টি হিসাবে আমাদের পার্টির নতুন করে শক্তি সঞ্চয় শ্রেণী হিসাবে আমাদের শ্রমিকদের সংগঠন বৃদ্ধির পক্ষে একটি অবশ্যিক প্রারম্ভিক শর্ত।

সেজন্য, স্বাধীনতাগুলি ফিরে পাবার পূর্বে আমাদের পার্টির পুনরুজ্জীবন, সংকট থেকে তার মুক্তি শুধু সম্ভব নয়, আবশ্যিকও বটে।

সমগ্র বিষয়টি হল পার্টির পুনরুজ্জীবন ঘটানোর পথ খুঁজে বের করা; উপায় বের করা যাতে পার্টি (১) জনগণের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে, এবং (২) বর্তমানে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন সংগঠনসমূহকে পার্টি একটি একক প্রতিষ্ঠানে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে।

তাহলে, আমাদের পার্টি কিভাবে এই সংকট থেকে মুক্ত হতে পারে? সংকট মুক্তির জন্য অবশ্যই কি করতে হবে?

পার্টিকে যথাসম্ভব আইনসম্মত কর এবং ডুমার আইনী গোষ্ঠীর চারিপাশে তাকে ঐক্যবদ্ধ কর—কেউ কেউ আমাদের বলেন। কিন্তু যখন সাংস্কৃতিক সংস্থা প্রভৃতির মতো নির্দোষতম আইনী প্রতিষ্ঠানগুলিও সাংঘাতিক নির্যাতন ভোগ করছে, তখন পার্টিকে যথাসম্ভব আইনসম্মত করা কিভাবে সম্ভব? তার বিপ্লবী দাবিগুলি পরিত্যাগ করে তা কি করা যেতে পারে? কিন্তু তা করলে, তার অর্থ হল পার্টিকে কবর দেওয়া, তাতে নতুন প্রাণ সঞ্চার করা নয়! অধিকন্তু, ডুমায় যে গোষ্ঠী আছে তা কিভাবে জনসাধারণের সঙ্গে পার্টির সংযোগসাধন করতে পারে যখন সে নিজেই শুধু জনসাধারণ থেকে নয়, পার্টি সংগঠনগুলি থেকেও বিচ্ছিন্ন?

স্পষ্টতঃই বোঝা যায়, সমস্যাটির এরূপ সমাধান পার্টিকে কেবল আরও বিভ্রান্তই করবে এবং পার্টির পক্ষে সংকট থেকে মুক্ত হবার কাজকে আরও দুরূহ করেই তুলবে।

পার্টির কাজকর্মের যথাসম্ভব বৃহৎ অংশ শ্রমিকদের নিজেদের হাতে স্থানান্তরিত কর এবং এর দ্বারা পার্টিকে অবিশ্বস্ত বুদ্ধিজীবী অংশগুলি থেকে মুক্ত কর—অন্যেরা আমাদের বলে। কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে, পার্টি থেকে নিষ্কর্মা অতিথিদের দূর করা এবং শ্রমিকদের নিজেদের হাতে কাজকর্ম কেন্দ্রীভূত করা পার্টিতে নতুন প্রাণ সঞ্চার করার প্রশ্নে বহুল পরিমাণে সাহায্য করবে। কিন্তু এটাও সমান স্পষ্ট যে, সংগঠনের পুরানো ব্যবস্থার অধীনে, পার্টির কাজের পুরানো পদ্ধতি বজায় রেখে এবং বিদেশ থেকে 'নেতৃত্ব' নিয়ে, শুধুমাত্র 'কাজকর্মের স্থানান্তরণ' জনসাধারণের সঙ্গে পার্টির সংযোগসাধন করতে পারে না, পারে না তাকে একটি একক অখণ্ড জীবনসত্তায় দৃঢ়রূপে সংহত করতে।

স্পষ্টতঃই, আধা-আধি ব্যবস্থার মারফৎ বেশি কিছু করা যেতে পারে না—অসুস্থ পার্টিকে সম্পূর্ণ সুস্থ করতে হলে আমাদের মৌলিক উপায় খুঁজতে হবে।

পার্টি প্রধানতঃ জনগণ থেকে বিচ্ছিন্নতা থেকে ভুগছে; যে কোন মূল্যে জনসাধারণের সঙ্গে এর সংযোগসাধন করতে হবে। কিন্তু আমাদের বর্তমান অবস্থায় যে প্রশ্নগুলি ব্যাপক জনসাধারণকে বিশেষভাবে আলোড়িত করছে, প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ সেই প্রশ্নগুলির ভিত্তিতেই তা করা যেতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ, ধরা যাক, জনসাধারণের নিঃস্বভবন এবং পুঁজি মালিকদের আক্রমণ। শ্রমিকদের উপর দিয়ে বিরাট লক-আউট ঝঞ্ঝার মতো বেগে বয়ে গেল এবং উৎপাদন হ্রাস করা, স্বেচ্ছাচারভাবে বরখাস্ত করা, মজুরি কমানো, কাজের দিনের ঘণ্টা বাড়িয়ে দেওয়া এবং সাধারণভাবে পুঁজিপতিদের আক্রমণ আজও পর্যন্ত চলছে। এটা অনুভব করা খুবই কঠিন যে, এ সমস্ত শ্রমিকদের মধ্যে কতখানি দুঃখ-যন্ত্রণা ঘটাচ্ছে, কত গভীরভাবে তাদের চিন্তা করাচ্ছে, শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে কত বেশি সংখ্যক 'ভুল বোঝাবুঝি' ও সংঘর্ষ সৃষ্টি করছে এবং এই ভিত্তিতে শ্রমিকদের মনে কী পরিমাণ কৌতূহলকর প্রশ্ন জাগছে। সাধারণ রাজনৈতিক কাজকর্ম চালানোর অতিরিক্ত কাজ হিসাবে আমাদের সংগঠনগুলি এই সমস্ত গৌণ সংঘর্ষগুলিতে প্রতিনিয়ত হস্তক্ষেপ করুক, মহান শ্রেণী-সংগ্রামের সাথে তারা এগুলিকে সংযুক্ত করুক এবং তাদের প্রাত্যহিক প্রতিবাদ ও দাবিতে জনসাধারণকে সমর্থন করে, জীবন্ত ঘটনার দ্বারা আমাদের পার্টির মহান নীতিগুলিকে প্রদর্শন করুক। প্রত্যেকের নিকট এটা পরিষ্কার হওয়া উচিত যে কেবলমাত্র এই উপায়েই জনসাধারণকে, যাদের 'দেয়াল ঠাসা করা' হয়েছে তাদেরকে, সক্রিয় করা সম্ভব হবে, শুধুমাত্র এই উপায়েই অভিশপ্ত অচল অবস্থান অতিক্রম করে তাদের 'সক্রিয় করা' সম্ভব হবে। এবং অচল অবস্থান অতিক্রম করে 'সক্রিয় করার' ঠিকঠিক অর্থ হল—আমাদের সংগঠন-সমূহের চারিপাশে তাদের সমবেত করা।

কারখানা ও কর্মশালাগুলিতে পার্টি কমিটিসমূহ হল পার্টির কার্যসাধনের হাতিয়ার যা সর্বাধিক সাফল্যের সঙ্গে জনসাধারণের এরূপ কর্মতৎপরতা বিকশিত করতে পারে। ফ্যাক্টরি এবং কারখানা কমিটির অগ্রসর শ্রমিকেরা হল সব প্রাণবন্ত মানুষ, যারা তাদের চারিপাশের জনসাধারণকে পার্টিতে জড়ো করতে পারে। যা কিছু প্রয়োজন তা হল, কারখানা ও কর্মশালা কমিটি-গুলিকে সর্বদা শ্রমিকদের সংগ্রামে মাথা গলাতে হবে, তাদের প্রতিদিনের স্বার্থকে সমর্থন করতে হবে এবং শেষোক্তগুলিকে শ্রমিকশ্রেণীর মূলগত স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। ফ্যাক্টরি এবং কারখানা কমিটিগুলিকে পার্টির মুখ্য দুর্গ হিসাবে গড়ে তোলা—এটাই হল করণীয় কাজ।

আরও, জনসাধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার একই লক্ষ্য অনুসরণে, অন্যান্য উচ্চতর পার্টি সংগঠনগুলির কাঠামোকে জনসাধারণের শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বার্থ নয়, অর্থনৈতিক স্বার্থও রক্ষা করবার উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। শিল্পের

যে-কোন গুরুত্বের কোন একটি শাখাও কোনক্রমেই সংগঠনের দৃষ্টি এড়াবে না। এটি অর্জনের জন্য, সংগঠন গড়ে তোলবার বিষয়ে আঞ্চলিক নীতির সঙ্গে অবশ্যই শিল্পগত নীতি সংযোজিত করতে হবে, অর্থাৎ শিল্পের বিভিন্ন শাখার ফ্যাক্টরি ও কারখানা কমিটিগুলিকে শিল্প অনুযায়ী উপ-জেলাগুলিতে অবশ্যই গোষ্ঠীবদ্ধ করতে এবং এই সমস্ত উপ-জেলাগুলিকে আঞ্চলিকভাবে জেলাসমূহে অবশ্যই সংযুক্ত করতে হবে, ইত্যাদি। এতে যদি উপ-জেলাগুলির সংখ্যা বেড়েও যায় তাতে কিছু আসবে যাবে না—সংগঠন আরও দৃঢ় এবং মজবুত ভিত্তি লাভ করবে এবং তা জনসাধারণের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হবে।

সংকট অতিক্রম করার পক্ষে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল পার্টির সংগঠন-সমূহের গঠনরীতি। অগ্রসর শ্রমিকদের মধ্যে সবচেয়ে অভিজ্ঞ এবং প্রভাবশালী যারা তাদের নিশ্চিতই স্থানীয় সংগঠনগুলিতে স্থান করে দিতে হবে, সংগঠন-সমূহের বিষয়গুলি তাদের সবল হাতে অবশ্যই কেন্দ্রীভূত করতে হবে এবং ব্যবহারিক ও সংগঠনগত পদ থেকে সাহিত্য-সংক্রান্ত পদ পর্যন্ত সমস্ত সংগঠনে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদ অবশ্যই তাদের দখলে থাকবে। গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা শ্রমিকদের যদি পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা এবং ট্রেনিং-এর অভাব দেখা যায়, এমনকি যদি তারা প্রথম প্রথম হোঁচটও খায় তাতে কিছু আসবে যাবে না—হাতে-কলমে কাজ এবং অপেক্ষাকৃত অভিজ্ঞ কমরেডদের পরামর্শ তাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত করবে এবং পরিণামে প্রকৃত লেখক হবে, আন্দোলনের নেতা হতে তাদের শিক্ষিত করে তুলবে। এটা অবশ্যই ভুললে হবে না যে বেবেলরা আকাশ থেকে পড়েন না এবং তাঁরা কেবলমাত্র কাজের ধারার মধ্য দিয়ে, ব্যবহারিক কাজের দ্বারা, শিক্ষিত হয়ে ওঠেন এবং আগের যে-কোন সময়ের তুলনায় বেশি করে এখন আমাদের আন্দোলনের জন্য প্রয়োজন রাশিয়ার বেবেলদের, সাধারণ স্তরের শ্রমিকদের মধ্য থেকে অভিজ্ঞ এবং পরিপক্ক নেতাদের।

এর জন্যই আমাদের সাংগঠনিক শ্লোগান অবশ্যই হবে: 'পার্টির কার্য-কলাপের সমস্ত ক্ষেত্রে অগ্রসর শ্রমিকদের জন্য রাস্তা প্রশস্ত কর', 'তাদের আরও বেশি কাজের সুযোগ দেও।'

এটা না বললেও চলে যে পরিচালনা করার সংকল্প ও উদ্যোগ ছাড়াও, অগ্রসর শ্রমিকদের অবশ্যই বেশ কিছু জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। আমাদের খুব কমই শ্রমিক আছে যারা জ্ঞানের অধিকারী। কিন্তু ঠিক এখানেই অভিজ্ঞ এবং সক্রিয় বুদ্ধিজীবীদের সাহায্য কার্যকর হবে। উচ্চতর সার্কেল, অগ্রসর

শ্রমিকদের জন্য 'আলোচনা চক্র', অন্ততঃ প্রত্যেক জেলায় একটি করে, যেখানে তাদের সুসংবদ্ধভাবে মার্কসবাদের তত্ত্ব ও ব্যবহারিক প্রয়োগ 'শিক্ষা করতে হবে', এ সবের বন্দোবস্ত অবশ্যই করতে হবে। এই সমস্ত অগ্রসর শ্রমিকদের জ্ঞানের মধ্যে যেসব ফাঁক থাকবে তা বহুপরিমাণে পূরণ করবে এবং ভবিষ্যতে তাদের বক্তা ও মতাদর্শগত নেতা হতে সাহায্য করবে। সঙ্গে সঙ্গে, তাদের শ্রোতাদের মতে 'তালগোল পাকানোর' ঝুঁকি নিয়েও অগ্রসর শ্রমিকেরা 'পুরাদস্তুর ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য' তাদের ফ্যাক্টরি ও কারখানাগুলিতে আরও ঘন ঘন অবশ্যই বক্তৃতা দেবে। অবশ্যই তাদের চিরকালের মতো একবার অত্যধিক বিনয় দূরে সরিয়ে রাখতে হবে, ত্যাগ করতে হবে নাটকীয় ভীরুতা, সজ্জিত হতে হবে দুঃসাহস এবং নিজেদের শক্তির উপর আস্থায়। তারা যদি প্রথম প্রথম ভুলও করে তাতে কিছু এসে যায় না; তারা একবার কি দুবার হোঁচট খাবে এবং তারপর তারা স্বনির্ভর হয়ে হাঁটতে শিখবে, 'যীশুখ্রীষ্ট যেমন জলের উপর দিয়ে হেঁটেছেন' তদনুরূপ।

সংক্ষেপে, (১) শ্রমিকশ্রেণীর সাধারণ শ্রেণী-প্রয়োজনের সংগে যুক্ত প্রাত্যহিক প্রয়োজনকে ঘিরে তীব্রান্বিত আন্দোলন, (২) পার্টির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ জেলাকেন্দ্র হিসাবে ফ্যাক্টরি এবং কারখানা কমিটিসমূহের সংগঠন ও সংহতিসাধন, (৩) অগ্রসর শ্রমিকদের হাতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পার্টির কাজকর্ম 'স্থানান্তরণ' এবং (৪) অগ্রসর শ্রমিকদের জন্য 'আলোচনা চক্রসমূহের' সংগঠন—এইগুলি হল উপায় যার দ্বারা আমাদের সংগঠনগুলি ব্যাপক জনসাধারণকে আমাদের পার্টির চারিপাশে জমায়েত করতে সক্ষম হবে।

এটা লক্ষ্য না করে পারা যায় না যে, পার্টি সংকটকে অতিক্রম করার জন্য জীবন নিজেই এই পথ দেখিয়ে দিচ্ছে। কেন্দ্রীয় জেলা এবং উরাল অঞ্চল বহুকাল ধরে বুদ্ধিজীবীদের ছাড়াই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে; সেখানে শ্রমিকেরা নিজেরাই সংগঠনের ব্যাপারগুলি পরিচালনা করেছে। সরমোভো, লুগান্স্ক (ডনেৎস উপত্যকা) এবং নিকোলায়েভে শ্রমিকেরা ১৯০৮ সালে প্রচারপত্র বের করেছিল এবং নিকোলায়েভে প্রচারপত্রের অতিরিক্ত তারা একটি বে-আইনী মুখপত্রও বের করে। বাকুতে সংগঠন শ্রমিকদের সংগ্রামের সমস্ত ব্যাপারে নিয়মিতভাবে হস্তক্ষেপ করেছে এবং তা শ্রমিকদের ও তৈল মালিকদের মধ্যে কোন সংঘর্ষই বাদ দেয়নি বললেও চলে। তদুপরি অবশ্য, একই সময়ে সাধারণ রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনা করছে। প্রসঙ্গক্রমে, এ থেকেই বোঝা যায়

যে কেন বাকু সংগঠন আজও পর্যন্ত জনসাধারণের সাথে সংযোগ বজায় রেখেছে।

ব্যাপক শ্রমিকসাধারণের সঙ্গে পার্টির সংযোগসাধন করার পদ্ধতি সম্পর্কে এটাই হল পরিস্থিতি।

কিন্তু পার্টি শুধু জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্নতা হতে ভুগছে না। সংগঠনগুলির পরস্পরের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্নতা হতেও পার্টি ভুগছে।

এই শেষ প্রশ্নে যাওয়া যাক।

অতএব, বিচ্ছিন্ন স্থানীয় সংগঠনগুলি পরস্পরের সঙ্গে কিভাবে সংযুক্ত হতে পারে, একটি অখণ্ড জীবনযাপন করে কিভাবে তারা একটিমাত্র সুসংবদ্ধ পার্টিতে সংহত হতে পারে?

কেউ ভাবতে পারেন কখনও কখনও যে সাধারণ পার্টি সম্মেলনগুলির ব্যবস্থা করা হয়, সেগুলিই সমস্যার সমাধান করবে, সংগঠনগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করবে; অথবা বিদেশে প্রকাশিত প্রলেতারি, গোলস এবং সৎসিয়াল-ডিমোক্র্যাত পরিণামে পার্টিকে জড়ো ও ঐক্যবদ্ধ করবে। কোন সন্দেহই থাকতে পারে না, প্রথম ও দ্বিতীয়টি—কোনটিই সংগঠনগুলির সংযোগসাধনে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। যেভাবেই হোক, সম্মেলনসমূহ এবং বিদেশে প্রকাশিত মুখপত্রগুলি বিচ্ছিন্ন সংগঠনগুলিকে সংযুক্ত করার ব্যাপারে এপর্যন্ত একমাত্র উপায় হয়ে এসেছে। কিন্তু প্রথমতঃ খুব কালেভদ্রে অনুষ্ঠিত সম্মেলনসমূহ শুধুমাত্র কিছু সময়ের জন্যই সংগঠনগুলিকে সংযুক্ত করতে পারে এবং সাধারণভাবে যতটা প্রয়োজন ততটা স্থায়ীভাবে নয়: সম্মেলনগুলির মধ্যবর্তী সময়ে সংযোগগুলি ভেঙ্গে যায় এবং পুরানো পথের কাজের পদ্ধতি পূর্বের মতো চলতে থাকে। দ্বিতীয়তঃ, বিদেশে প্রকাশিত মুখপত্রগুলি সম্পর্কে: অত্যন্ত সীমিত সংখ্যায় তারা যে রাশিয়ায় পৌঁছে এই ঘটনা ছাড়াও, তারা রাশিয়ায় পার্টি-জীবনের ধারা থেকে পেছনে পড়ে থাকে, যে প্রশ্নগুলি শ্রমিকদের উত্তেজিত করে সময়মত সেগুলি জানতে এবং তাদের উপর মন্তব্য করতে তারা অসমর্থ হয় এবং সেই হেতু, আমাদের স্থানীয় সংগঠনগুলিকে স্থায়ী বন্ধনে সংযুক্ত করতে তারা পারে না। ঘটনাবলী দেখায় লণ্ডন কংগ্রেসের পরে পার্টি দুটি সম্মেলন[৭৮] সংগঠিত করতে এবং বিদেশে প্রকাশিত মুখপত্রগুলির বহুতর সংখ্যা মুদ্রিত করতে সফল হয়েছে; এবং তথাপি একটি সত্যিকারের পার্টিতে আমাদের সংগঠন-

সমূহকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজ, সংকট অতিক্রম করার কাজ, বড় একটা এগোয়নি।

অতএব, সম্মেলন এবং বিদেশে প্রকাশিত মুখপত্রসমূহ পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও, সংকট জয় করা, স্থানীয় সংগঠনগুলিকে স্থায়ীভাবে ঐক্যবদ্ধ করার ব্যাপারে যথেষ্ট নয়।

স্পষ্টতঃ, কার্যসাধনের একটি মৌলিক উপায় প্রয়োজন।

একমাত্র মৌলিক উপায় হতে পারে, একটি সারা-রাশিয়া সংবাদপত্রের প্রকাশনা—একটি সংবাদপত্র যা পার্টির কর্মতৎপরতার কেন্দ্র হিসাবে কাজ করবে এবং রাশিয়ায় প্রকাশিত হবে।

একমাত্র সাধারণ পার্টি কর্মতৎপরতার ভিত্তিতে সংগঠনগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব হবে। কিন্তু যদি স্থানীয় সংগঠনসমূহের অভিজ্ঞতা একটি সাধারণ কেন্দ্রে সংকলিত না হয়, যেখান থেকে সূত্রাকারে গ্রথিত পার্টি-অভিজ্ঞতা পরে সমস্ত স্থানীয় সংগঠনগুলিতে ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে, তাহলে সাধারণ পার্টি কর্মতৎপরতা অসম্ভব হবে। একটি সারা-রাশিয়া সংবাদপত্র এই কেন্দ্র হিসাবে কাজ করতে পারে—যে কেন্দ্রটি কর্মতৎপরতাকে পরিচালিত, সমন্বিত করতে পারবে, নির্দেশ দিতে পারবে। কিন্তু পার্টির কর্মতৎপরতা এই সংবাদ-পত্র যাতে সত্যসত্যই পরিচালিত করতে পারে, তারজন্য স্থানীয় অঞ্চলগুলি থেকে খোঁজ-খবর, বিবৃতি, চিঠিপত্র, তথ্য, অভিযোগ, প্রতিবাদ, কাজের পরিকল্পনা, যে প্রশ্নগুলি জনসাধারণকে আলোড়িত করছে, প্রভৃতি অবিরাম ধারায় একে অবশ্যই পেতে হবে; ঘনিষ্ঠতম এবং সবাপেক্ষা স্থায়ী বন্ধন স্থানীয় অঞ্চলগুলির সঙ্গেই সংবাদটিকে যুক্ত রাখবে; এইভাবে পর্যাপ্ত সামগ্রী পেয়ে সংবাদপত্রটি যথাসময়ে প্রয়োজনীয় প্রশ্নসমূহের উপর মনোযোগ দেবে, মন্তব্য করবে, সেগুলিকে ব্যাখ্যা করবে, এই জিনিস থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও শ্লোগান ছেঁকে নেবে এবং সেগুলিকে সমগ্র পার্টি, পার্টির সমস্ত সংগঠনগুলির অবগতিতে আনবে।...

এই অবস্থাগুলি বিদ্যমান না থাকলে পার্টির কাজে কোন নেতৃত্ব থাকতে পারে না, এবং পার্টির কাজকর্মে কোন নেতৃত্ব না থাকলে সংগঠনসমূহকে একটি অখণ্ড জীবন্ত সত্তায় স্থায়ীভাবে সংহত করা যায় না!

এর জন্যই ঠিক একটি সারা-রাশিয়া সংবাদপত্রের উপর আমরা জোর দেই (এবং বিদেশে প্রকাশিত একটি সংবাদপত্রের উপরে নয়), জোর দেই

নিশ্চিতভাবে একটি নেতৃত্ব-প্রদানকারী সংবাদপত্রের উপর (এবং শুধু একটি জনপ্রিয় সংবাদপত্রের উপরে নয়)।

বলা নিষ্প্রয়োজন, একটিমাত্র প্রতিষ্ঠান যা এরকম একটি সংবাদপত্র চালু করতে, পরিচালনা করতে পারে তা হল পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি। অবশ্য এ কাজ ছাড়াও কেন্দ্রীয় কমিটির আবশ্যিক কর্তব্য হল পার্টির কাজকর্ম পরিচালিত করা; কিন্তু বর্তমান সময়ে কেন্দ্রীয় কমিটি তার এই কর্তব্যও সন্তোষজনকভাবে সম্পাদন করছে না এবং তার ফলে, স্থানীয় সংগঠনগুলি প্রায় সম্পূর্ণরূপে পরস্পর পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন। এবং তৎসত্ত্বেও একটি সুপরিচালিত সারা-রাশিয়া সংবাদপত্র পার্টিকে কার্যকরভাবে ঐক্যবদ্ধ এবং পার্টির কাজকর্ম পরিচালিত করার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির হাতে একটি ফলপ্রসূ হাতিয়ার হিসাবে কাজ করতে পারে। অধিকন্তু, আমরা দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করছি যে, একমাত্র এই পথে কেন্দ্রীয় কমিটি একটি অলীক কেন্দ্র থেকে একটি সত্যি-কারের সারা-পার্টি কেন্দ্রে রূপান্তরিত হতে পারে, যা প্রকৃতপক্ষে পার্টিকে একটি মিলনসূত্রে গ্রথিত করবে এবং পার্টির কর্মতৎপরতাকে একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সুরে বেঁধে দেবে। তজ্জন্য, একটি সারা-রাশিয়া সংবাদপত্র সংগঠিত করা এবং পরিচালনা করা কেন্দ্রীয় কমিটির আশু করণীয় কাজ।

এইভাবে, মুখপত্র হিসাবে একটি সারা-রাশিয়া সংবাদপত্র যা পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করে কেন্দ্রীয় কমিটির চারিপাশে সমবেত করবে—এটাই হল করণীয় কাজ, এটাই হল যে সংকটের মধ্য দিয়ে পার্টি যাচ্ছে তাকে অতিক্রম করার পথ।

যা কিছু উপরে বলা হয়েছে তা একসঙ্গে সংক্ষেপে উপস্থিত করা যাক। বিপ্লবে সংকটের জন্য পার্টিতে সংকট জন্মেছে—সংগঠনগুলি জনসাধারণের সঙ্গে স্থায়ী সংযোগ হারিয়েছে, পার্টি বিভিন্ন সংগঠনে বিভক্ত হয়েছে।

আমাদের সংগঠনগুলিকে ব্যাপক জনসাধারণের সঙ্গে অবশ্যই সংযুক্ত হতে হবে—এটি হল স্থানীয় করণীয় কাজ।

উপরিলিখিত সংগঠনগুলিকে অবশ্যই পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির চারিপাশে সংহত করতে হবে—এটি হল কেন্দ্রীয় করণীয় কাজ।

স্থানীয় করণীয় কাজ সম্পাদন করার জন্য, সাধারণ রাজনৈতিক আন্দোলন ছাড়াও, শ্রমিকদের তীব্র প্রাত্যহিক প্রয়োজনসমূহ ঘিরে অর্থনৈতিক আন্দোলন অবশ্যই পরিচালিত করতে হবে; শ্রমিকদের সংগ্রামে সুপরিকল্পিত হস্তক্ষেপ

অবশ্যই থাকবে ; কারখানা ও কর্মশালার পার্টি কমিটিগুলিকে অবশ্যই গড়ে তুলে সুসংহত করতে হবে ; যথাসম্ভব বেশিসংখ্যক কাজকর্ম অগ্রসর শ্রমিকদের হাতে কেন্দ্রীভূত করতে হবে, পরিপক্ক চেতনা-সমৃদ্ধ শ্রমিক নেতাদের প্রশিক্ষণ দেবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর শ্রমিকদের জন্য অবশ্য 'আলোচনা গোষ্ঠী' সংগঠিত করতে হবে।

কেন্দ্রীয় কর্তব্য সম্পাদন করার জন্য আমাদের অবশ্যই থাকবে একটি সারা-রাশিয়া সংবাদপত্র, যা স্থানীয় সংগঠনগুলিকে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে সংযুক্ত করবে এবং তাদের একটি অখণ্ড জীবন্ত সত্তায় সংহত করবে।

একমাত্র যদি এই কর্তব্যকাজগুলি সম্পাদিত হয়, তাহলে পার্টি সংকট থেকে মুক্ত হয়ে ও নতুন শক্তি অর্জন করে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হবে ; কেবল-মাত্র এই সমস্ত শর্ত পূরণ করে পার্টি রাশিয়ার বীর শ্রমিকশ্রেণীর সুযোগ্য অগ্রবাহিনীর দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

পার্টি সংকট জয় করার এটাই হল পথ।

বলা নিষ্প্রয়োজন, পার্টি তার চারিপাশের আইনসঙ্গত সম্ভাবনাগুলিকে যত পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাবে—ডুমার কক্ষতল এবং ট্রেড ইউনিয়ন থেকে সমবায় সমিতি এবং কবর-সংক্রান্ত তহবিল পর্যন্ত সব কিছুই সংকট জয় করার জন্য করণীয় কাজ—রাশিয়ার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির নতুন রূপ দান করা এবং তাকে সুস্থ করে তোলার কর্তব্য তত শীঘ্র পালন করা হবে।

বাকিনৃস্কি প্রলেতারি, সংখ্যা ৬ ও ৭
১লা ও ২৭শে আগস্ট, ১৯০৯
স্বাক্ষরবিহীন

আসন্ন সাধারণ ধর্মঘট

বাকুর শ্রমিকেরা কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে চলেছে। যে আক্রমণ তৈল মালিকেরা গত বছরের বসন্তকালে আরম্ভ করেছিল, তা এখনও চলছে। অতীতে শ্রমিকেরা যেসব সাফল্য অর্জন করেছিল, সেগুলি নিঃশেষে তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। এবং শ্রমিকেরা নীরব থাকতে 'বাধ্য', তাদের এ সবই সহ্য করতে হবে—'যেসবের কোন শেষ নেই'।

সোজাসুজি কেটে দিয়ে কিংবা বাড়িভাড়া বাবদ ভাতা, বোনাস ইত্যাদি প্রত্যাহার করে নিয়ে তাদের মজুরি কমানো হচ্ছে। তিন-শিফট প্রথার বদলে দুই-শিফট প্রথা চালু করে কাজের সময় বাড়ানো হচ্ছে এবং বিশেষ করে উপরি-সময় খাটানো এবং সর্দারী প্রথায় কাজ করানো কার্যতঃ বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। তথাকথিত 'কর্মী সংকোচন' আগের মতোই চলছে। শ্রমিকদের, বিশেষ করে শ্রেণী-সচেতন শ্রমিকদের তুচ্ছ অজুহাতে, এবং প্রায়ই আদৌ কোন অজুহাত ছাড়াই, বরখাস্ত করা হচ্ছে। 'অপরাধীর তালিকাভুক্ত করা' অত্যন্ত নির্মমভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে। 'স্থায়ী' শ্রমিক প্রথার বদলে 'অস্থায়ী' লেবেল প্রথা চালু করা হচ্ছে, যার আওতায় কিঞ্চিৎমাত্র অজুহাতেই তাদের জীবিকা থেকে শ্রমিকদের সবদাই বঞ্চিত করা যেতে পারে। জরিমানা ও মারধর করার 'প্রথা' পুরোদমে চলছে। তৈলখনি ও কারখানার কমিশনগুলিকে আর স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। অত্যন্ত অসৎভাবে শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইন এড়ানো হচ্ছে। চিকিৎসা-সাহায্য কমিয়ে ন্যূনতম পরিমাণ করা হয়েছে। দশ-কোপকে হাসপাতাল-করকে বলা হয় 'কঠিন শ্রম আইন', তা সক্রিয়ভাবে চালু থাকছে। স্বাস্থ্যবিধি এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থা অবহেলিত হচ্ছে। শিক্ষার অবস্থা শোচনীয়। জনগণের হলঘর বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সন্ধ্যাকালীন কোন ক্লাশ পরিচালনা করা হচ্ছে না। কোন বক্তৃতা দেওয়া হচ্ছে না। চলেছে কেবল বরখাস্ত করা, যার কোন শেষ নেই! তৈল মালিকরা যে ঔদ্ধত্যের বশে কতদূর পর্যন্ত যেতে পারে তা এই ঘটনা থেকেই বোঝা যায় যে বাড়িভাড়া বাবদ ভাতা দেওয়া এড়াবার জন্য বড় বড় ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের অনেকে, যেমন কাস্পিয়ান কোম্পানি, পরিচালকবর্গের অনুমতি ছাড়া 'তাদের'

শ্রমিকদের বিবাহ করা সোজাসুজি নিষিদ্ধ করে দিচ্ছে। এবং তৈল রাজারা এসব করে চলেছে নিরাপদে। নিজেদের ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন তৈল মালিকেরা তাদের সুচতুর আক্রমণাত্মক কর্মকৌশলের সাফল্য দেখে, শ্রমিকদের ক্রমাগত পীড়ন করে চলেছে।

কিন্তু তৈল মালিকদের আক্রমণের সাফল্য আদৌ আকস্মিক নয়; বহু অনুকূল পারিপার্শ্বিক কারণ এই সাফল্যকে অবধারিত করে তুলেছে। প্রথমতঃ, রাশিয়ায় সাধারণ ঝিমিয়ে-পড়া অবস্থা চলছে—প্রতিবিপ্লবী পরিস্থিতি, পুঁজিবাদী আক্রমণের পক্ষে যা অনুকূল অবস্থা এনে দেয়। বলা নিষ্প্রয়োজন, অন্যান্য অবস্থায় তৈল মালিকরা তাদের লোভ দমন করতে বাধ্য হত। তারপরে রয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সেবাদাসসুলভ আনুগত্য, এদের নেতৃত্বে রয়েছে জেহাদী মাতিনভ, এরা তৈল মালিকদের খুশী করতে সবকিছুই করতে রাজী—উদাহরণস্বরূপ, স্মরণ করুন, 'মিরজোইয়েভ এর ঘটনা'। তাছাড়া রয়েছে শ্রমিকদের সংগঠনের শোচনীয় অবস্থা, বহুপরিমাণে, যার কারণ হল তৈল শ্রমিকদের মধ্যে নিরন্তর পরিবর্তন। প্রত্যেকেই বুঝতে পারেন তৈল মালিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তৈল শ্রমিকরা কত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু তাদেরই রয়েছে গ্রামীণ জেলাগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং তারা সংগঠিত সংগ্রামের পক্ষে সবচেয়ে কম 'উপযুক্ত'। সর্বশেষে, রয়েছে টুকরো-টুকরো মজুরি, (যার অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য জিনিসের মধ্যে রয়েছে বোনাস, রয়েছে বাড়িভাড়া, ভ্রমণ, স্নান এবং অন্যান্য ভাতা) যা মজুরি কাটার সুযোগ করে দেয়। এর কোন প্রমাণ লাগে না যে, সোজাসুজি মজুরি কাটা কার্যকর করবার চেষ্টায় সফল হওয়া ততটা সহজ নয়, যতটা সহজ বোনাস, বাড়িভাড়া, ভ্রমণ এবং অন্যান্য ভাতা ক্রমাগত প্রত্যাহার করে নেওয়ার আকারে মুখোস-পরা, আংশিকভাবে কেটে নেওয়া; এতে এই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় যে 'প্রকৃত' মজুরির গায়ে হাত দেওয়া হচ্ছে না।

স্বভাবতঃই, এই 'সবকিছুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে তৈল মালিকদের ক্রমবর্ধমান অভিজ্ঞতা ও সংগঠন তৈলরাজ্যে পুঁজিপতিদের আক্রমণের পথ প্রশস্ত করে দেয়।

তৈল রাজাদের এই প্রচণ্ড আক্রমণ কখন বিরত হবে, তাদের ঔদ্ধত্যের কোন শেষ ঘটবে কিনা, তা নির্ভর করে তারা শ্রমিকদের শক্তিশালী ও সংগঠিত প্রতিরোধের মোকাবিলা করবে কিনা, তার উপর।

এপর্যন্ত একটি জিনিস স্পষ্ট, তা হল এই যে, তৈল মালিকরা চায় শ্রমিকদের 'সম্পূর্ণরূপে' চূর্ণ করতে, 'চিরদিনের জন্য' তাদের সংগ্রামী

মনোভাবকে আঘাতে আঘাতে পর্যুদস্ত করতে, 'যে-কোন মূল্যে' শ্রমিকদেরকে 'তাদের' অনুগত ক্রীতদাসে পরিণত করতে। সেই গত বছরের বসন্তকাল থেকেই তারা এই লক্ষ্য অনুসরণ করে আসছে যখন সম্মেলনকে ব্যাহত করার পর, তারা একটি অসংগঠিত সাধারণ ধর্মঘটের সামিল হবার জন্য শ্রমিকদের প্ররোচিত করল, যাতে এক আঘাতে তাদের চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে তারা সমর্থ হয়। বিদ্বেষপূর্ণ এবং সুসংবদ্ধভাবে শ্রমিকদের আক্রমণ করে এবং প্রায়ই তাদের স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামে প্ররোচিত করে তারা এই লক্ষ্যই এখনও অনুসরণ করে চলেছে।

এপর্যন্ত শ্রমিকরা নীরব রয়েছে, তৈল মালিকদের আঘাত বোবা হয়ে সহ্য করছে, অথচ ক্রোধ তাদের বুকের মাঝে পুঞ্জীভূত হচ্ছে। একদিকে তৈল মালিকদের ঔদ্ধত্য ক্রমাগত বেড়ে চলেছে, তারা শ্রমিকদের শেষ রুটির টুকরো থেকে বঞ্চিত করছে, শ্রমিকদের নিঃস্ব করে তুলেছে এবং স্বতঃস্ফূর্ত লড়াই আরম্ভ করতে প্ররোচিত করছে এবং অন্যদিকে শ্রমিকদের ধৈর্য ক্রমাগত নিঃশেষ হয়ে আসছে, তার জায়গায় তৈল মালিকদের বিরুদ্ধে তাদের ধিকিধিকি অসন্তোষ ক্রমাগত বেড়ে চলেছে—এই সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা প্রত্যয়সিদ্ধ হয়ে দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করতে পারি, অদূর ভবিষ্যতে তৈল শ্রমিকদের পক্ষে ক্রোধের একটি বিস্ফোরণ সম্পূর্ণরূপে অনিবার্য। দুটি জিনিসের একটি : হয় শ্রমিকেরা বাস্তবিকপক্ষে এমন ধৈর্যশীল হয়ে থাকবে, 'যার কোন শেষ নেই' এবং গোলামের মতো আজ্ঞাবাহী অনুগত চীনা কুলিদের স্তরে নেমে যাবে—অথবা তারা তৈল মালিকদের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াবে এবং উৎকৃষ্টতর জীবনের জন্য পথ প্রস্তুত করবে। জনসাধারণের ক্রমাগত বিবর্ধমান ক্রোধ দেখিয়ে দিচ্ছে যে শ্রমিকেরা অনিবার্যভাবেই দ্বিতীয় পথ গ্রহণ করবে, যে পথ হল তৈল মালিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার পথ।

তৈলশিল্পের পরিস্থিতি এরূপ যে তা শুধু শ্রমিকদের আত্মরক্ষামূলক সংগ্রামের পক্ষে, শুধু পুরানো অবস্থিতিগুলি সংরক্ষণ করার সংগ্রামের পক্ষেই অনুকূল নয়, তা এখন আক্রমণাত্মক অবস্থায় চলে যাওয়া, নতুন নতুন অবস্থান জয় করা, মজুরি বৃদ্ধি, কাজের দিনের সময় হ্রাস ইত্যাদির জন্য সংগ্রামের পক্ষেও অনুকূল।

বাস্তবিকপক্ষে, যেহেতু রাশিয়ার অন্যান্য মালিকদের এবং ইউরোপের মালিকদের মুনাকার তুলনায় বর্তমানে তৈল মালিকদের মুনাফা ঢের বেশি, যেহেতু তৈলের বাজার সংকুচিত হচ্ছে না, বরং বাড়ছে এবং নতুন নতুন

অঞ্চলে প্রসারিত হচ্ছে (উদাহরণস্বরূপ, বুলগেরিয়া), যেহেতু তৈল উৎসমুখগুলি প্রচুরভাবে ক্রমাগত সংখ্যায় বাড়ছে এবং যেহেতু তৈলের দাম পড়ছে না বরং অন্যপক্ষে, তৈলের দাম বাড়বার ঝোঁক দেখা যাচ্ছে—সেহেতু, এটা কি স্পষ্ট নয় যে দাসসুলভ ধৈর্যের শিকল ভাঙ্গা, লজ্জাকর নীরবতার জোয়াল ছুঁড়ে ফেলা, তৈল মালিকদের বিরুদ্ধে প্রতি-আক্রমণের পতাকা উত্তোলন করা এবং তাদের নিকট থেকে শ্রমের নতুন এবং উৎকৃষ্টতর শর্ত আদায় করা শ্রমিকদের পক্ষে সম্পূর্ণ সম্ভব হবে ?…

কিন্তু ঠিক যখন এই সব কথা স্মরণ করছি, তখন আমরা অবশ্যই ভুলব না যে, আসন্ন সাধারণ ধর্মঘট, বাকুতে এপর্যন্ত যত ধর্মঘট হয়েছে তাদের তুলনায়, সবচেয়ে গুরুতর সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী এবং কঠিন হবে। এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, আগেকার ধর্মঘটগুলিতে আমাদের অনুকূলে ছিল (১) রাশিয়ায় সাধারণ ক্রমবর্ধমান আলোড়ন, (২) এর ফলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের আপেক্ষিক 'নিরপেক্ষতা', এবং (৩) তৈল মালিকদের অভিজ্ঞতা ও সংগঠনের অভাব, ধর্মঘট আরম্ভ হওয়া মাত্র যাদের মাথা খারাপ হয়ে যেত। কিন্তু এর একটি অবস্থাও বর্তমানে বিদ্যমান নেই। সাধারণ ক্রমবর্ধমান আলোড়নের স্থান নিয়েছে সাধারণ ঝিমিয়ে-পড়া অবস্থা, এতে তৈল মালিকরা উৎসাহিত হচ্ছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের আপেক্ষিক 'নিরপেক্ষতার' জায়গা নিয়েছে 'ঠাণ্ডা করে দেবার' জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্ণ প্রস্তুতি। তৈল মালিকদের অভিজ্ঞতা ও সংগঠনের অভাবের জায়গায় আজ রয়েছে তাদের সংগঠন। এর চেয়ে আরও বেশি, তৈল মালিকেরা লড়াইয়ের ব্যাপারে এত দক্ষ হয়েছে যে তারা নিজেরাই, শ্রমিকেরা যাতে ধর্মঘটে নামে, সেদিকে তাদের প্ররোচনা দিচ্ছে। যে পর্যন্ত সাধারণ ধর্মঘট অসংগঠিত থাকবে, সে পর্যন্ত তাদের সাধারণ ধর্মঘটে নামাবার জন্য প্ররোচনা দিতে তারা এমনকি বিরূপও নয়; এতে 'এক আঘাতে' শ্রমিকদের 'চূর্ণ করতে' তারা সক্ষম হবে।

এ সমস্তই দেখিয়ে দিচ্ছে যে শ্রমিকদের সামনে রয়েছে সংগঠিত হিংস্রতার বিরুদ্ধে একটি কঠোর ও দুরূহ সংগ্রাম। এ সংগ্রাম অপরিহার্য। অনেকগুলি প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও জয়লাভ সম্ভব। যা কিছু প্রয়োজন তা হল শ্রমিকদের সংগ্রাম স্বতঃস্ফূর্ত ও বিক্ষিপ্ত হওয়া উচিত হবে না, একে হতে হবে সংগঠিত, সুসংবদ্ধ ও সচেতন।

একমাত্র এই শর্তেই জয়লাভের আশা করা যেতে পারে।

আমরা বলতে পারি না ঠিক কখন সাধারণ ধর্মঘট আরম্ভ হবে—যে-কোন অবস্থাতেই, যে সময়টা মালিকদের উপযোগী হবে সে সময়ে আরম্ভ হবে না। এপর্যন্ত আমরা একটা জিনিসমাত্র জানি, অর্থাৎ তা হল সাধারণ ধর্মঘটের জন্ত আমাদের অবিলম্বে ধৈর্যসাধ্য প্রস্তুতিমূলক কাজ এবং এতে আমাদের সমস্ত মানসিক ক্ষমতা, আমাদের উৎসাহ-উদ্যম, আমাদের সাহসিকতা একান্তভাবে নিয়োজিত করতে হবে।

আমাদের সংহতি, আমাদের সংগঠন জোরদার কর—এই হল আমাদের প্রস্তুতিমূলক কাজের শ্লোগান।

অতএব, আমাদের এখনই আরম্ভ করতে হবে ব্যাপক শ্রমিকদের সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির ও ইউনিয়নগুলির চারিপাশে জড়ো করতে। সর্বপ্রথমে, সংগঠনে যে ভাঙন রয়েছে তার অবসান করতে হবে, দুটি গোষ্ঠীকে একই সংস্থায় ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। ইউনিয়নগুলির মধ্যে যে ভাঙন রয়েছে তাও আমাদের অবশ্যই অবসান করতে হবে এবং একটি শক্তিশালী ইউনিয়নে তাদের ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। আমাদের অবশ্যই তৈলখনি ও কারখানার ওয়ার্কস কমিশনগুলিকে পুনর্জীবিত করতে হবে, তাদের সমাজতন্ত্রবাদের মূলনীতিতে অনুরঞ্জিত করতে হবে, জনসাধারণের সঙ্গে তাদের সংযোগ ঘটাতে হবে এবং তাদের মাধ্যমে তৈলশিল্পের শ্রমিকদের সমগ্র বাহিনীর সঙ্গে আমাদের সংযোগসাধন করতে হবে। আমাদের অবশ্যই সর্বজনীন দাবিপত্র রচনা করার জন্য এগোতে হবে, যেগুলি সমস্ত শ্রমিকদের এক শক্তিশালী বাহিনীতে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে। শ্রমিক ও তৈল মালিকদের ভিতর সমস্ত সংঘর্ষে আমাদের সব সময়ে অবশ্যই হস্তক্ষেপ করতে হবে এবং তার দ্বারা সত্যসত্যই শ্রমিকদের সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির চারিপাশে জড়ো করতে হবে। সংক্ষেপে, আমাদের অক্লান্তভাবে চূড়ান্ত প্রস্তুতি চালাতে হবে, যাতে দুরূহ কিন্তু গৌরবময় আসন্ন সাধারণ ধর্মঘটকে যোগ্যভাবে মোকাবিলা করা যায়।

সাধারণ অর্থনৈতিক ধর্মঘটের জন্য প্রস্তুতির কাজে আমরা ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

বাকিনৃস্কি প্রলেতারি, সংখ্যা ৭
২৭শে আগস্ট, ১৯০৯
স্বাক্ষর: কে. কো.

পার্টি সংবাদ[৭৯]

প্রলেতারির সম্পাদকীয় বোর্ডে যে মতানৈক্য হয়েছে সেই প্রশ্নে বাকু কমিটি কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবকে আমরা নীচে প্রকাশ করছি। এই মতানৈক্যগুলি নতুন নয়। আমাদের সংবাদপত্রে ও সাময়িক পত্রিকাসমূহে এই-গুলিকে ঘিরে বহুদিন ধরে একটা বিতর্ক চলছে। বলশেভিক গোষ্ঠীতে ভাঙন হয়েছে, এমনকি এইরকম একটা গুজবও চলছে। কিন্তু বাকুর শ্রমিকরা এই মতানৈক্যের প্রকৃতি কি তা খুব অল্পই জানে, কিংবা কিছুই জানে না। এজন্য আমরা কয়েকটি বিষয়ের ব্যাখ্যা দিয়ে প্রস্তাবের ভূমিকাস্বরূপ কিছু বলা প্রয়োজনীয় মনে করি।

সর্বপ্রথমে, বলশেভিক গোষ্ঠীতে ভাঙন ধরার গুজব সম্পর্কে। আমরা ঘোষণা করছি, গোষ্ঠীতে কোন ভাঙন নেই এবং কখনও কোন ভাঙন হয়নি; শুধুমাত্র মতানৈক্য হয়েছে আইনী সম্ভাবনাসমূহ সম্পর্কে। বলশেভিক গোষ্ঠীর মতো এরূপ একটি সক্রিয় এবং প্রাণবন্ত গোষ্ঠীতে এ ধরনের মতানৈক্য সব সময়ে থেকেছে এবং সব সময়ে থাকবে। প্রত্যেকেই জানে যে ভূমি সম্বন্ধীয় কর্মসূচী, গেরিলা কার্যকলাপ, ইউনিয়নসমূহ এবং পার্টির প্রশ্নে একসময় গোষ্ঠীতে বরং গুরুতর মতানৈক্য ছিল এবং তা সত্ত্বেও পার্টিতে ভাঙন ধরেনি, কেননা কর্মকৌশলের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে গোষ্ঠীর ভিতর পরিপূর্ণ সংহতি বিরাজ করত। সুতরাং গোষ্ঠীতে ভাঙন সম্পর্কে গুজব হল নির্ভেজাল বানানো গল্প।

মতানৈক্যগুলি সম্পর্কে ১২ জন সদস্য নিয়ে গঠিত প্রলেতারির[৮০] বর্ধিত সম্পাদকীয় বোর্ডে, দুটি ঝোঁক উদ্ঘাটিত হল: বোর্ডের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ (দুজনের বিরুদ্ধে দশজন) এই মত পোষণ করে যে, ইউনিয়ন, ক্লাবগুলির আকারে, এবং বিশেষভাবে ডুমার কক্ষতলে আইনী সম্ভাবনাগুলিকে পার্টিকে শক্তিশালী করবার উদ্দেশ্যে কাজে লাগাতে হবে, ডুমা থেকে আমাদের গ্রুপকে পার্টির প্রত্যাহার করে নেওয়া উচিত হবে না, বরং পক্ষান্তরে, তার ভুলসমূহ সংশোধন করতে এবং ডুমার মেঝে থেকে খোলাখুলিভাবে সঠিক সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক আন্দোলন চালাতে গ্রুপটিকে পার্টির সাহায্য করতে হবে।

বোর্ডের সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশ (২ জন) যাদের চারিপাশে গোষ্ঠীবদ্ধ রয়েছে তথা-কথিত অৎজোভিস্ট এবং আল্‌টিমেটামিস্টরা, পক্ষান্তরে, এই মত পোষণ করে যে, আইনী সম্ভাবনাগুলির বিশেষ কোন মূল্য নেই ; তারা ডুমায় আমাদের গ্রুপটিকে অবিশ্বাসের চোখে দেখে, তাদের সমর্থন করা প্রয়োজনীয় মনে করে না, এবং কতকগুলি পরিস্থিতিতে গ্রুপটিকে ডুমা থেকে এমনকি প্রত্যাহার করে নিতেও বিরূপ হবে না।

বাকু কমিটির এই মত যে, সম্পাদকীয় বোর্ডে সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশের দৃষ্টিভঙ্গি পার্টির ও শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং সেই হেতু, বোর্ডের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, কমরেড লেনিন যার প্রতিনিধিত্ব করেন, সেই অংশ যে নীতি ও মনোভাব গ্রহণ করেছে তাকে জোরালোভাবে সমর্থন করে।

'প্রলেতারির' বর্ধিত সম্পাদকমণ্ডলীতে মতানৈক্য-সমূহের প্রশ্নে বাকু কমিটির প্রস্তাব

বোর্ডের দুই অংশের প্রেরিত মুদ্রিত দলিলপত্রের ভিত্তিতে বাকু কমিটি **প্রলেতারির** বর্ধিত সম্পাদকমণ্ডলীতে উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে :

(১) বিষয়টির সারাংশ সম্পর্কে বলতে গেলে, ডুমার ভিতরে ও বাইরে কার্যকলাপ সম্বন্ধে সম্পাদকমণ্ডলীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যে নীতি ও মনোভাব গ্রহণ করেছে তাই একমাত্র সঠিক অবস্থান। বাকু কমিটি মনে করে যে একমাত্র এরূপ নীতি ও মনোভাবকেই সত্যিকারের বলশেভিক—শুধু কথায় নয়—মূলনীতিতে বলশেভিক বলে বর্ণনা করা যেতে পারে।

(২) গোষ্ঠীতে ঝোঁক হিসাবে 'অৎজোভিজ্‌ম্‌' আইনী সম্ভাবনাসমূহকে এবং বিশেষ করে ডুমাকে, যথাযথ গুরুত্ব দেবার ফলশ্রুতি এবং এটা পার্টির পক্ষে ক্ষতিকর। বাকু কমিটি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করছে যে, বর্তমানের ঝিমিয়ে পড়া অবস্থায়, যখন প্রকাশ্য সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক আন্দোলন চালাবার অন্যান্য অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ উপায়গুলি অনুপস্থিত, তখন ডুমাকে মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করা পার্টির কর্মতৎপরতার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শাখাসমূহের অন্যতম হতে পারে এবং হওয়া উচিত।

(৩) 'আল্‌টিমেটামিজ্‌ম্‌', পার্টি-শৃংখলা সম্পর্কে ডুমার গ্রুপের নিকট একটি স্থায়ী স্মারক হিসাবে, বলশেভিক গোষ্ঠীতে কোন ঝোঁক নয়। তৎসত্ত্বেও, তা যতদূর পর্যন্ত একটি পৃথক ঝোঁক হিসাবে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে, ডুমার পার্টি-গ্রুপ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটির অধিকার প্রয়োগের মধ্যে যা নিজেকে সীমাবদ্ধ করে, ততদূর পর্যন্ত 'আল্‌টিমেটামিজ্‌ম্‌' হল 'অৎজোভিজ্‌ম্‌'-এর সবচেয়ে খারাপ রূপ। বাকু কমিটি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছে যে ডুমার গ্রুপটির ভিতরে এবং সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় কমিটির বিরামহীন কাজকর্মই একমাত্র শেষোক্তটিকে সত্যিকারের পার্টিগত ও সুশৃংখল গোষ্ঠী করে তুলতে পারে। বাকু কমিটি বিশ্বাস করে গত কয়মাস ধরে ডুমা-গোষ্ঠীর কার্যকলাপ সম্পর্কে ঘটনাসমূহ স্পষ্টভাবে এসব প্রমাণ করছে।

(৪) সাহিত্যিক ঝোঁক হিসাবে তথাকথিত 'ঈশ্বর সৃষ্টি' এবং সাধারণভাবে সমাজতন্ত্রের ভিতর ধর্মগত উপাদানসমূহের প্রবর্তন হল মার্কসবাদের নীতিসমূহের বিজ্ঞানবিরুদ্ধ ব্যাখ্যার ফল এবং সেজন্য শ্রমিক-শ্রেণীর পক্ষে ক্ষতিকর। বাকু কমিটি জোরালোভাবে বলে, ধর্মগত উপাদান-সমূহের সঙ্গে মৈত্রীর ফলে নয়, বরং সেগুলির বিরুদ্ধে অনমনীয় সংগ্রামের ফলেই মার্কসবাদ রূপায়িত হয় এবং একটি নির্দিষ্ট বিশ্ববীক্ষায় বিকশিত হয়।

(৫) পূর্ববর্তী বিষয় থেকে অগ্রসর হয়ে বাকু কমিটির এই মত যে উপরি-লিখিত ঝোঁকগুলি, যা সম্পাদকমণ্ডলীর চারিপাশে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়েছে, সেসবের বিরুদ্ধে এক অনমনীয় সংগ্রামই হল পার্টির কর্মতৎপরতার সর্বাধিক জরুরী এবং আত্যন্তিক কর্তব্যসমূহের অন্যতম।

(৬) অন্যপক্ষে, উপরি-উক্ত মতবিরোধগুলি সত্ত্বেও, এই ঘটনার পরি-প্রেক্ষিতে যে সম্পাদকীয় বোর্ডের দুই অংশই গোষ্ঠীটির জন্য অধিকতর গুরুত্ব-পূর্ণ প্রশ্নে একমত রয়েছে (বর্তমান পরিস্থিতির মূল্যায়ন, বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণী এবং অন্যান্য শ্রেণীর ভূমিকা, ইত্যাদি), বাকু কমিটি বিশ্বাস করে গোষ্ঠীর মধ্যে একতা, এবং এই নিমিত্ত সম্পাদকমণ্ডলীর দুই অংশের মধ্যে সহযোগিতা সম্ভব ও আবশ্যিক।

(৭) তজ্জন্য, বাকু কমিটি সম্পাদকীয় বোর্ডের সংখ্যাগুরু অংশের সাংগঠনিক নীতির বিরোধী এবং সম্পাদকমণ্ডলীর সংখ্যালঘু অংশের সমর্থকদের 'আমাদের কর্মীদের সারি' থেকে কোন 'বিতাড়নের' বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। কমরেড ম্যাক্সিমভ ঘোষণা করেছেন যে সম্পাদকীয় বোর্ডের

সিদ্ধান্তগুলি তিনি মেনে নেবেন না এবং এইভাবে নতুন এবং আরও বিরোধের নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি করছেন, বাকু কমিটি তাঁর এই আচরণের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

(৮) বর্তমানের অস্বাভাবিক পরিস্থিতি অবসান করার একটি কার্যকর উপায় হিসাবে, বাকু কমিটি প্রস্তাব করছে যে, সাধারণ পার্টি সম্মেলনের সমান্তরালে বলশেভিকদের একটি সম্মেলনও[৮১] অনুষ্ঠিত হোক।

'...জায়গায় স্কুল' এবং 'বামপন্থী মেনশেভিকদের' সম্পর্কে মনোভাবের প্রশ্নসমূহে পর্যাপ্ত উপাদানের অভাব থাকায় বাকু কমিটি আপাততঃ কোন নির্দিষ্ট প্রস্তাব গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকছে।

২রা আগস্ট, ১৯০৯

বাকিন্স্কি প্রলেতারি, সংখ্যা ৭
২৭শে আগস্ট, ১৯০৯

ডিসেম্বরের ধর্মঘট ও ডিসেম্বরের চুক্তি

(পঞ্চম বার্ষিকী উপলক্ষে)

কমরেডগণ,

১৯০৪ সালের ডিসেম্বর মাসে বাকুর জেলাগুলিতে সাধারণ অর্থনৈতিক ধর্মঘট ঘোষণার আজ হল পঞ্চম বার্ষিকী দিন।

কয়েক দিনের মধ্যেই আমরা দেখতে পাব শ্রমিক ও মালিকদের দ্বারা রচিত বিখ্যাত ডিসেম্বর চুক্তির খসড়া দলিলের—আমাদের 'তৈল সংবিধান'-এর—পঞ্চম বার্ষিক অনুষ্ঠান।

আমরা গর্বের সঙ্গে সেসব দিনের কথা স্মরণ করি, কারণ সেসব দিনগুলি ছিল আমাদের জয়ের দিন, তৈল মালিকদের পরাজয়ের দিন!

আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠছে এক গৌরবময় দৃশ্য—যা আমাদের সকলের নিকট পরিচিত—যখন হাজার হাজার ধর্মঘটীরা ইলেকট্রিক পাওয়ার অফিসগুলি ঘিরে ফেলে এবং ডিসেম্বরের দাবিগুলি তাদের প্রতিনিধিদের লিখে নেবার জন্য নির্দেশ দেয়, আর তৈল মালিকদের প্রতিনিধিরা, যারা ইলেকট্রিক পাওয়ার অফিসগুলিতে আশ্রয় নিয়েছিল এবং শ্রমিকদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়েছিল, তারা 'তাদের সংহতি ঘোষণা করে' চুক্তিতে স্বাক্ষরদান করে, 'সবকিছু মেনে নেয়'।...

এটা ছিল ধনী পুঁজিপতিদের উপরে দরিদ্র শ্রমিকদের প্রকৃত বিজয়লাভ, এই বিজয় তৈলশিল্পে একটি 'নতুন বিধানের' সূত্রপাত করল।

ডিসেম্বরের চুক্তির আগে আমরা দিনে গড়ে ১১ ঘণ্টা কাজ করতাম—চুক্তির পর ৯ ঘণ্টার কাজের দিন প্রতিষ্ঠিত হল এবং তৈলকূপগুলিতে কর্মরত শ্রমিকদের পক্ষে ৮ ঘণ্টার কাজের দিন ক্রমান্বয়ে চালু হল।

ডিসেম্বরের চুক্তির আগে আমরা প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৮০ কোপেক পেতাম—চুক্তির পরে প্রতিদিনকার মজুরি ১ রুবলের কয়েক কোপেক বাড়ানো হল।

ডিসেম্বরের ধর্মঘটের আগে আমরা ঘরভাড়া, জল, আলো বা জ্বালানি, কোন বাবদই ভাতা পেতাম না—ধর্মঘটের কল্যাণে আমরা মিস্ত্রীদের জন্য এই

সব ভাতা অর্জন করলাম এবং বাকি থাকল কেবল অবশিষ্ট শ্রমিকদের জন্য এই সব সুযোগ-সুবিধা প্রসারিত করা।

ডিসেম্বরের ধর্মঘটের আগে পুঁজির সেবাদাসেরা তৈলখনি ও কারখানাগুলিতে স্বেচ্ছাচারমূলক ক্ষমতা প্রয়োগ করত এবং তারা নিরাপদে আমাদের মারধর ও জরিমানা করত—ধর্মঘটের কল্যাণে একটি নির্দিষ্ট প্রথা, একটি নির্দিষ্ট 'সংবিধান' প্রবর্তিত হল, যার দৌলতে আমাদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে আমাদের ইচ্ছা প্রকাশ করতে, তৈল মালিকদের সঙ্গে সমষ্টিগতভাবে চুক্তি করতে এবং সমষ্টিগতভাবে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে আমরা সক্ষম হলাম।

'আমশারা'[৮২] (যেসব ইরাণী অদক্ষ শ্রমিক বাকুতে কাজ করতে আসত, তাদের এই নামে অভিহিত করা হত—অনুবাদক) এবং 'মালবাহী পশু থেকে' এক আঁচড়ে, আমরা উৎকৃষ্টতর জীবনের জন্য সংগ্রামরত মানুষের মর্যাদা পেলাম।

ডিসেম্বরের ধর্মঘট ও ডিসেম্বরের চুক্তি আমাদের যা দিয়েছিল তা এই!

কিন্তু এটাই সব নয়। ডিসেম্বরের সংগ্রাম আমাদের যে প্রধান বস্তু দিয়েছিল তা হল, আমাদের নিজেদের শক্তিতে আস্থা, জয়ে বিশ্বাস, নতুন নতুন সংগ্রামের তৎপরতা, এবং এই সচেতনতা যে কেবলমাত্র 'আমাদের নিজেদের ডান হাতই' পারে পুঁজিবাদী দাসত্বের শৃংখলকে কাঁপিয়ে তুলতে।...

এর পরে আমরা ক্রমাগত এগিয়ে গেলাম, মজুরি বাড়ালাম, তৈল শ্রমিকদের পর্যন্ত ভাড়া বাবদ ভাতা দেবার ব্যবস্থা বিস্তৃত করলাম, 'তৈল সংবিধানকে' সুসংহত করা হল, তৈলখনি ও কারখানার ওয়ার্কস কমিশনসমূহের আংশিক স্বীকৃতি অর্জন করা গেল, ইউনিয়নে সংগঠিত হওয়া এবং সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির চারিপাশে ঐক্যবদ্ধ হওয়া গেল।...

কিন্তু এর সবটাই বেশিদিন স্থায়ী হল না। যখন বিপ্লব পশ্চাদপসরণ করল এবং প্রতিবিপ্লব শক্তি অর্জন করল, বিশেষ করে ১৯০৮ সালের প্রারম্ভ থেকে, উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ কমে গেছে এবং তৈলের বাজার সংকুচিত হয়েছে এই কপট অজুহাত দেখিয়ে তৈল মালিকেরা আমাদের পূর্বেকার লাভগুলি প্রত্যাহার করে নিতে লাগল। তারা বোনাস ও ভাড়া বাবদ ভাতা প্রত্যাহার করল। তিন-শিফট প্রথা এবং ৮ ঘণ্টার কাজের দিনের পরিবর্তে তারা দুই-শিফট প্রথা এবং ১২ ঘণ্টার কাজের দিন প্রবর্তন করল। তারা চিকিৎসা বাবদ

সাহায্যদান কেটে দিল। এরই মধ্যে তারা জনগণের হলঘর নিয়ে নিয়েছে, এবং স্কুলগুলি নিয়ে নিচ্ছে, তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সামান্যমাত্র অর্থ বরাদ্দ করছে, অথচ পুলিশ বাবদ তারা প্রতিবৎসর ছয় লক্ষ রুবলের চেয়েও বেশি অর্থ খরচ করছে। সবচেয়ে বড় কথা, মারধর ও জরিমানা করা পুনরায় চালু হচ্ছে, কমিশনগুলিকে বিলুপ্ত করা হয়েছে, এবং বৃহৎ পুঁজির সেবক তথা তার সরকারের হুকুমবরদারেরা ইউনিয়নগুলির উপরে দমন-পীড়ন করছে।...

এইভাবে, গত দুই বছর ধরে, আমাদের অবস্থা আরও উন্নত করার ধারণাই শুধুমাত্র আমরা ত্যাগ করতে বাধ্য হইনি বরং আমাদের অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে; আমাদের আগেকার লাভগুলি থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি, আমরা নিক্ষিপ্ত হয়েছি পুরানো, প্রাক্-ডিসেম্বর সময়কালে।

এবং আজ, ১৩ই ডিসেম্বর, বিজয়ী ডিসেম্বর ধর্মঘটের পঞ্চম বার্ষিকী দিনে, যে সময় তৈল মালিকেরা আমাদের সামনে কাঁপছিল এবং আমরা সংগ্রামের পর সংগ্রামে নতুন নতুন অধিকার অর্জন করছিলাম—ঠিক ঠিক সেইদিনে আমাদের সামনে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি, যা তৈলশিল্পের ব্যাপক শ্রমিকসাধারণকে আন্দোলিত করছে, সেসব জেগে উঠছে: আমরা কি আরও বেশিকাল নীরব থাকব, আমাদের ধৈর্যের কি সীমা নেই, নিষ্ক্রিয়তার শিকল ভেঙ্গে ফেলে আমরা কি আবার আমাদের গুরুত্বপূর্ণ দাবিগুলির জন্য সাধারণ অর্থনৈতিক ধর্মঘটের পতাকা তুলব না?

নিজেরাই বিচার করুন! এবছর উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ ৫০০,০০০,০০০ পুডে পৌঁছেছে—গত চার বছরের কোনটিতেই এই সংখ্যায় পৌঁছায়নি। তৈলের দাম আদৌ কমছে না, কেননা এবছরের গড় দাম গত বছরের গড় দামেরই সমান—২১ কোপেক। নিঃসৃত তৈলের পরিমাণ, যার জন্য কোন খরচই নেই, তা সুস্থিরভাবে বেড়ে চলেছে। বাজার দিনের পর দিন বিস্তৃত হচ্ছে, কয়লা ত্যাগ করে তৈলের ব্যবহারে চলে যাওয়া হচ্ছে। তৈলের নিষ্কাশন ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। এবং তথাপি তৈল মালিকদের পক্ষে ব্যবসা যতই উন্নতিলাভ করেছে শ্রমিকদের কাছ থেকে যতই তারা 'মুনাফা' নিংড়ে বের করে নিচ্ছে, ততই তারা শ্রমিকদের প্রতি উদ্ধত ও স্বেচ্ছাচারী হচ্ছে, ততই কষে তারা শ্রমিকদের নিষ্পেষণ করছে, ততই প্রবল উৎসাহ নিয়ে তারা শ্রেণী-সচেতন কমরেডদের কাজ থেকে বরখাস্ত করছে, এবং ততই দৃঢ়সংকল্প নিয়ে তারা আমাদের সর্বশেষ রুটির টুকরো থেকে বঞ্চিত করছে!

কমরেডগণ, এটা কি স্পষ্ট নয় যে তৈলশিল্পের পরিস্থিতি তৈলশিল্পের শ্রমিকদের দ্বারা একটি সর্বজনীন সংগ্রামের পক্ষে বেশি বেশি করে অনুকূল হচ্ছে এবং তৈল মালিকদের প্ররোচনামূলক আচরণ শ্রমিকদের এরূপ একটি সংগ্রামের দিকে অনিবার্যভাবে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে ?

কেননা কমরেডগণ, দুটি জিনিসের একটি : হয় আমরা যার শেষ নেই এমনভাবে এই অবস্থা সহ্য করতে থাকি এবং নির্বাক ক্রীতদাসের পর্যায়ে নেমে যাই—অথবা আমাদের সর্বজনীন দাবিগুলির সমর্থনে একটি সাধারণ সংগ্রামের জন্য আমরা উঠে দাঁড়াই।

আমাদের সমগ্র অতীত ও বর্তমান, আমাদের সংগ্রাম ও জয়গুলি এই ঘটনার দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে যে আমরা দ্বিতীয় পথটি বাছাই করে নেব, এই পথটি হল উচ্চতর মজুরি ও আট ঘণ্টার কাজের দিনের জন্য, থাকার ঘর ও ঘরভাড়া বাবদ ভাতার জন্য, জনগণের সভাগৃহ ও বিদ্যালয়ের জন্য, চিকিৎসা-সংক্রান্ত সাহায্যদান ও বিকলাঙ্গদের ক্ষতিপূরণের জন্য—তৈলখনি ও কারখানাসমূহের কমিশন ও ইউনিয়নগুলির জন্য—সাধারণ ধর্মঘটের পথ।

এবং কমরেডগণ, অভূতপূর্ব প্রতিশোধগ্রহণ সত্ত্বেও, তৈল মালিকদের ক্রমবর্ধমান সংগঠন সত্ত্বেও আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জন করব; পাঁচ বছর আগে যেমন করেছিলাম, সেইরকমভাবে আমরা এই মালিকদের জানু নত করাব, যদি কিনা সাধারণ ধর্মঘটের প্রস্তুতির কাজ আমরা তীব্রতর করি, যদি কিনা আমাদের তৈলখনি ও কারখানাগুলির কমিশনসমূহকে জোরদার করি, যদি আমরা আমাদের ইউনিয়নগুলিকে প্রসারিত করি এবং যদি সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির চারিপাশে জড়ো হই।

১৯০৪ সালের ডিসেম্বর মাসে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি আমাদের জয়লাভে নেতৃত্ব দিয়েছিল; একটি সংগঠিত ধর্মঘটের মাধ্যমে সে-ই আমাদের ভবিষ্যৎ বিজয়লাভের পথে পরিচালিত করবে।

গৌরবান্বিত ডিসেম্বর সংগ্রামের অভিজ্ঞতা আমাদের এই শিক্ষাই দেয়।

অতএব, ১৯০৪ সালের ডিসেম্বরের বিজয়ী ধর্মঘটের সূত্রপাতের এই দিনটি সাধারণ ধর্মঘটের প্রস্তুতি চালাবার জন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধ করতে এবং অবিচল প্রচেষ্টা চালাতে অনুপ্রাণিত করুক!

এই দিনটির প্রতি আমাদের যে অভিন্ন অনুভব তাই পরিণত হোক তৈল

মালিকদের পক্ষে ভয়াবহ সংকেত হিসাবে—সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির নেতৃত্বে পরিচালিত আসন্ন ধর্মঘটের সংকেত হিসাবে।

আসন্ন সাধারণ ধর্মঘট দীর্ঘজীবী হোক!

সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি দীর্ঘজীবী হোক!

১৩ই ডিসেম্বর, ১৯০৯ আর. এস. ডি. এল. পি-র বাকু কমিটি

প্রচারপত্র আকারে প্রকাশিত

ককেশাস থেকে পাওয়া চিঠিপত্র[৮৩]

১

বাকু

তৈলশিল্পের পরিস্থিতি

দেশে কিছুটা 'শান্তি স্থাপিত' হবার পর, রাশিয়াতে ভাল ফসল এবং কেন্দ্রীয় শিল্পাঞ্চলে কর্মতৎপরতা পুনরুজ্জীবিত হবার পর, তৈলশিল্পে কিছুটা তেজীর ভাব দেখা দিল। (নৃশংস রাজনৈতিক প্রতিহিংসা এবং মালিকদের ক্রমবর্ধমান সংগঠনের দরুন) আংশিক ধর্মঘটগুলির প্রকৃতি হয়ে পড়ল বিপদ-সংকুল আর তার পরিণামে ধর্মঘটের কারণে বকেয়া উৎপন্ন তৈলের পরিমাণ নেমে গেল মাত্র ৫ লক্ষ পুডে (১৯০৮ সালে যার পরিমাণ ছিল ১ কোটি ১০ লক্ষ পুড এবং ১৯০৭ সালে হল ২ কোটি ৬০ লক্ষ পুড)। ধর্মঘটের অনুপস্থিতি এবং তৈল নিষ্কাশনের সুস্থিত হার নিঃসৃত তৈলের উৎপাদনের পক্ষে অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি করল। তৈলশিল্পে যে (আপেক্ষিক) সুস্থিতি আরম্ভ হল তা গত কয়েক বছরে তৈলশিল্প যে বাজার হারিয়েছিল তা পুনরুদ্ধার করতে তাকে সাহায্য করল। এই বছর উৎপন্ন তৈলের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫০ কোটি পুডে, গত চার বছরের কোনটিতে উৎপাদন এই পরিমাণে পৌছায়নি (গত বছর উৎপন্ন তৈলের পরিমাণ ছিল ৪৬ কোটি ৭০ লক্ষ পুড)। কেন্দ্রীয় শিল্প-অঞ্চলে তরল জ্বালানির বর্ধিত দাবি এবং দক্ষিণ-পূর্ব, রায়াজান-উরাল অঞ্চল এবং মস্কো-কাজান রেলওয়েগুলিতে ডনেৎস উপত্যকার কয়লার পরিবর্তে তৈল ব্যবহারের দৌলতে এবছরের তৈল নিষ্কাশন গত বছরের তৈল নিষ্কাশনের তুলনায় অনেক বেশি হয়েছে। তৈল মালিকরা যতই আর্তনাদ করুক না কেন, তৈলের দর নামছে না বরং স্থিতিশীল রয়েছে, কেননা এবছরের গড় দাম গত বছরের গড় দামেরই সমান (২১ কোপেক)। এবং ক্ষণে ক্ষণে দৈবাশীর্বন্ত কূপমুখগুলি তৈল-উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে এবং তৈল মালিকদের সুবিধার্থে তৈলবৃষ্টি হয়।

সংক্ষেপে, তৈল মালিকদের পক্ষে 'ব্যবসায়ে' উন্নতি হচ্ছে।

ইতিমধ্যে, অর্থনৈতিক প্রতিশোধগ্রহণ হ্রাস পাওয়া দূরে থাক, তা ক্রমাগত

বেড়েই চলেছে। 'বোনাস' এবং বাড়িভাড়া বাবদ ভাতা প্রত্যাহার করে নেওয়া হচ্ছে। তিন-শিফটের প্রথা (৮ ঘণ্টার কাজ) বদল করে দুই-শিফট প্রথা (১২ ঘণ্টার কাজ) চালু করা হচ্ছে, আর সর্দারী ব্যবস্থায় উপরি-সময় খাটানোর ব্যাপারটা নিয়মে পরিণত হচ্ছে। চিকিৎসা ভাতা, স্কুলের খাতে ব্যয় সর্বনিম্ন পরিমাণে কমানো হচ্ছে (যদিও তৈল মালিকেরা প্রতি বছর পুলিশের জন্য ৬০০,০০০ রুবলেরও বেশি অর্থ খরচ করে!)। ক্যান্টিন এবং জনগণের হল এর আগেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তৈলখনি ও কারখানার কমিশন এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে পুরাদস্তুর উপেক্ষা করা হচ্ছে, পুরানো দিনের মতো শ্রেণী সচেতন কমরেডদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হচ্ছে। জরিমানা এবং মারধর পুনঃপ্রবর্তিত হচ্ছে।

পুলিশ এবং সেনা-পুলিশেরা—জার শাসনের সেবাদাসেরা—সম্পূর্ণরূপে তৈল রাজাদের সেবায় নিরত। গুপ্তচর ও প্ররোচনাদাতাদের দিয়ে বাকুর তৈল-জেলাগুলিকে প্লাবিত করে দেওয়া, তৈল মালিকদের সঙ্গে সামান্যতম সংঘর্ষের জন্য ব্যাপক শ্রমিককে নির্বাসিত করা, বাস্তব 'স্বাধীনতাগুলি' তথা বাকুর বিশেষ সুবিধা-সুযোগসমূহ সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা এবং গ্রেপ্তারের পর গ্রেপ্তার চালানো স্থানীয় কর্তৃপক্ষের 'সাংবিধানিক' কার্যকলাপের এরূপই হল চিত্র। এটা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যায়ঃ প্রথমতঃ, তারা 'তাদের যা স্বভাব তার দরুণ' প্রত্যেকটি 'স্বাধীনতা', এমনকি সর্বাপেক্ষা প্রাথমিক স্বাধীনতারও 'শ্বাসরোধ' করা থেকে ক্ষান্ত থাকতে পারে না; দ্বিতীয়তঃ, তারা এভাবে আচরণ করতে বাধ্য, কেননা তৈলশিল্প রয়ালটি, সরকারী তৈলক্ষেত্র থেকে অর্থে কিংবা জিনিসে নির্দিষ্ট নির্ধারিত অংশ, অন্তঃশুল্ক এবং যানবাহনের খরচের আকারে প্রতি বছর সরকারী কোষাগারে ৪০,০০০,০০০-র কম রুবল দেয় না, তাই এই শিল্পের 'প্রয়োজন' শান্তি ও অব্যাহত উৎপাদন। তাছাড়া উল্লেখ্য যে তৈলশিল্পে প্রতিটি গোলমাল কেন্দ্রীয় শিল্পাঞ্চলে একটি হতাশাব্যঞ্জক প্রভাব ঘটায় এবং তা আবার সরকারের 'কার্যকলাপে' বাধা সৃষ্টি করে। সত্য বটে, সাম্প্রতিক অতীতে সরকার তৈল-জেলাগুলিতে কতকগুলি 'স্বাধীনতা' মঞ্জুর করা প্রয়োজনীয় বিবেচনা করেছিলেন এবং শ্রমিক ও তৈল মালিকদের 'সম্মেলনের' বন্দোবস্ত করেছিলেন। কিন্তু এটা ঘটেছিল অতীতে যখন প্রতিবিপ্লবের সম্ভাবনা ততটা স্বচ্ছ হয়নি—তখন শ্রমিকদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার কপট নীতিই ছিল সবচেয়ে লাভজনক। এখন অবশ্য

পরিস্থিতি স্বচ্ছ হয়েছে, প্রতিবিপ্লব 'নিশ্চিতরূপে' প্রতিষ্ঠিত—সুসম্পর্ক গড়ে তোলার কপট নীতির জায়গা নিয়েছে পাশবিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার নীতি, বাক্‌পটু জুবকোভস্কির জায়গা নিয়েছে জেহাদী মার্তিনভ।

ইতিমধ্যে শ্রমিকেরা আংশিক ধর্মঘটের উপযোগিতা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে মোহমুক্ত হচ্ছে; তারা ক্রমাগত বেশি বেশি দৃঢ়সংকল্প হয়ে সাধারণ অর্থনৈতিক ধর্মঘটের আলাপ আলোচনা করছে। তৈল মালিকদের পক্ষে 'ব্যবসা' উন্নতিলাভ করছে, সেই সঙ্গে তাদের দমন-পীড়নও বেড়ে যাচ্ছে, এই ঘটনা শ্রমিকদের মধ্যে প্রবল রোষ সৃষ্টি করে এবং তাদের মধ্যে সংগ্রামী মেজাজ সঞ্চারিত করে। এবং যত বেশি দৃঢ়ভাবে তাদের আগেকার লাভগুলি প্রত্যাহৃত হয়, তত বেশি একটি সাধারণ ধর্মঘটের ধারণা তাদের মনে দানা বাঁধতে থাকে এবং যে অধৈর্যের সঙ্গে তারা একটি ধর্মঘটের 'ঘোষণার' জন্য 'অপেক্ষা করছে' তা তত বেশি প্রবল হয়।

তৈলশিল্পে ধর্মঘটের পক্ষে এই অনুকূল পরিস্থিতি এবং শ্রমিকদের মধ্যে ধর্মঘটের মেজাজ সংগঠন বিবেচনা করে দেখল এবং একটি সাধারণ ধর্মঘটের জন্য প্রস্তুতিমূলক কাজ আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত নিল। বর্তমানে বাকু কমিটি শ্রমিক-সাধারণের মধ্যে ধর্মঘটের পক্ষে প্রচারকার্যে এবং যেসব সর্বজনীন দাবি সমগ্র তৈলশিল্পের শ্রমিকশ্রেণীকে জড়ো করতে পারে তা রচনা করার কাজে প্রবৃত্ত রয়েছে। খুব সম্ভবতঃ, দাবিগুলির অন্তর্ভুক্ত থাকবে: ৮ ঘণ্টার কাজের দিন, উচ্চতর মজুরি, উপরি-সময় এবং সর্দারী প্রথায় কাজের বিলোপ, চিকিৎসা-সংক্রান্ত বর্ধিত সাহায্যদান, বসবাস করার বাড়ি এবং বাড়িভাড়া বাবদ ভাতা, জনগণের হলঘর এবং স্কুল, এবং কমিশন ও ইউনিয়নগুলিকে স্বীকৃতিদান। সংগঠন এবং তার কার্যনির্বাহী সংস্থা, বাকু কমিটি, বিশ্বাস করে যে, প্রতিবিপ্লবের তীব্রতা বৃদ্ধি এবং তৈল মালিকদের ক্রমবর্ধমান সংগঠন সত্ত্বেও, যদি শ্রমিকেরা তৈলখনি এবং কারখানার কমিশনগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে, ইউনিয়নগুলিকে প্রসারিত ও জোরদার করে এবং সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির চারিপাশে জড়ো হয়ে তাদের শ্রেণী-সংগঠন নিয়ে শত্রু-শক্তির মোকাবিলা করে, তাহলে তারা যা চায় তা লাভ করতে তারা সক্ষম হবে। সংগ্রাম চালু করার মুহূর্ত-নির্বাচন বিভিন্ন অবস্থার উপর নির্ভর করে; এই মুহূর্ত পূর্বেই জানা দুরূহ। এপর্যন্ত একটি জিনিস স্পষ্ট, অর্থাৎ, ধর্মঘট অপরিহার্য এবং 'একমুহূর্তও বিলম্ব না করে' তার জন্য প্রস্তুতি চালানো প্রয়োজন।...

তৈলখনি অঞ্চলে আঞ্চলিক সরকার

বাকুর শ্রমিকশ্রেণীর জীবনে তৈলশিল্পের পুনরুজ্জীবন একটিমাত্র ঘটনা নয়। সম্প্রতি এখানে যে 'জেমস্তভোর সপক্ষে প্রচার' চালু হয়েছে, সে ঘটনাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমরা বাকুর তৈল-জেলাগুলিতে আঞ্চলিক সরকারের কথা উল্লেখ করছি। সীমান্ত অঞ্চলগুলির জন্য জেমস্তভো স্থাপনের উদ্দেশ্যে অভ্যন্তরীণ-বিষয়ক মন্ত্রীর সুবিদিত 'পরিকল্পনা' এবং ককেশাসে জেমস্তভো প্রবর্তনের জন্য যেসব বাস্তব উপায় গ্রহণ করতে হবে তার উপর ককেশাসের ভাইসরয় কর্তৃক প্রচারিত 'সার্কুলারের' পরেই তৈলখনি অঞ্চলের জন্য আঞ্চলিক সরকারের প্রকল্প রচনা করার কাজে তৈল মালিকরা প্রবৃত্ত হল। প্রকল্পের নীতিগুলি, যা তৈল মালিকদের পরবর্তী (২৮শ তম) কংগ্রেস নিঃসন্দেহ অনুমোদন করবে, তা প্রায় যথাযথ এরূপ: তৈলখনি এলাকা (বালাখানি, রোমানি, সাবুঞ্চি, সুরাখানি এবং বিবি-এইবাৎ) একটি জেমস্তভো ইউনিট গঠন করবে—এই ইউনিট শহর ও উয়েজ্দ্ থেকে পৃথক থাকবে, একে বলা হবে 'তৈলখনি অঞ্চলের আঞ্চলিক সরকার'। এই আঞ্চলিক সরকারের ক্রিয়াকলাপের অন্তর্ভুক্ত থাকবে: জল সরবরাহ, আলো সরবরাহ, রাস্তা নির্মাণ, ট্রামওয়ে, চিকিৎসা-সংক্রান্ত সাহায্য-দান, জনগণের হলঘর, স্কুল, কসাইখানা ও স্নানাগার নির্মাণ, শ্রমিকদের বাস-স্থান, ইত্যাদি। সাধারণভাবে আঞ্চলিক সরকারী সংস্থা সংগঠিত হবে ১৮৯০ সালের ১২ই জুনের 'নিয়মকানুনের'[৮৪] সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে; অথচ এই পার্থক্য থাকবে যে, যেখানে এই সব 'নিয়মকানুন' অনুসারে জেমস্তভোর অর্ধেক আসন অভিজাত সম্প্রদায়ের জন্য নিশ্চিত থাকবে, সেখানে এক্ষেত্রে অভিজাত সম্প্রদায়ের সদস্যদের অনুপস্থিতির দরুণ (তৈলখনি অঞ্চলকে উয়েজ্দ্ থেকে আলাদা করে তৈল মালিকেরা জমিদারদের প্রাধান্যের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রাধান্যকে সুনিশ্চিত করেছে এবং নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেছে) আসনের এই আনুপাতিক হার এমনকি সমস্ত তৈল মালিকদেরও পক্ষে নিশ্চিত থাকবে না, নিশ্চিত থাকবে বৃহত্তম মালিকদের ২৩ জনের জন্য। আঞ্চলিক সরকারী সংস্থার ৪৬টি আসনের মধ্যে ৬টি আসন নির্দিষ্ট থাকবে সরকারী বিভাগ ও জনসাধারণের প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিদের জন্য, ৪টি থাকবে ১ লক্ষ-সংখ্যক শ্রমজীবী অধিবাসীদের জন্য, ১৮টি থাকবে সমস্ত করের দুই-তৃতীয়াংশ যে গোষ্ঠী দিচ্ছে তাদের জন্য অর্থাৎ বৃহত্তম তৈল মালিকদের ২৩ জনের জন্য (মোট:

বাজেটের পরিমাণ হবে বছরে প্রায় ৬ লক্ষ রুবল), ৯টি থাকবে করের এক-ষষ্ঠাংশ যে গোষ্ঠী দিচ্ছে তাদের জন্য অর্থাৎ ১৪০ থেকে ১৫০ জন মাঝারি তৈল মালিকদের জন্য—বৃহৎ তৈল মালিকদের উপর যারা মুখাপেক্ষী ও নির্ভরশীল, তাদের জন্য—এবং অবশিষ্ট ৯টি আসন থাকবে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং শিল্প বুর্জোয়াদের জন্য (প্রায় ১,৪০০ ব্যক্তি)।

তাহলে দেখছেন, আমাদের সামনে রয়েছে, প্রথম, বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত পুঁজিপতিরা এবং দ্বিতীয়, একটি নির্ভেজাল শিল্পগত জেমস্তভো যা শ্রমিক ও পুঁজিপতিদের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষের রণক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াতে বাধ্য।

ঠিকঠিক এই চরিত্রের জেমস্তভো স্থাপন করে তৈল মালিকরা চায়: প্রথমতঃ, সাংস্কৃতিক ও মিউনিসিপ্যাল ক্রিয়াকলাপের অধিকাংশ তাদের 'কংগ্রেস' থেকে সরিয়ে তৈলখনি অঞ্চলের আঞ্চলিক সরকারী সংস্থার হাতে দিতে এবং এইভাবে 'কংগ্রেসকে' একটি অবিমিশ্র ব্যবসায়ীসংঘে রূপান্তরিত করতে; দ্বিতীয়তঃ, তৈলখানপূর্ণ অঞ্চলে কর্মরত অধিবাসীদের প্রয়োজন-সংক্রান্ত কিছু কিছু খরচ বুর্জোয়াদের অবশিষ্ট অংশের উপর চালিয়ে দিতে—এরা হল, সহায়ক শিল্প-উদ্যোগসমূহের মালিক, খনি খননের ঠিকাদার ইত্যাদি। শ্রমিকরা যারা 'তৃতীয় রাষ্ট্রীয় ডুমা নির্বাচক আইনকানুনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে' নির্বাচন করবে, (শ্রমিকদের কিউরিয়া, যা চারজন মনোনয়নকর্তা নির্বাচিত করবে এবং এরা প্রতিনিধি নির্বাচন করবে), তাদের চারটি আসন বরাদ্দ করা সম্পর্কে বলতে গেলে, এই বরাদ্দ তৈল মালিকদের পক্ষে স্বার্থত্যাগ করা দূরে থাকুক, তা তাদের পক্ষে অত্যন্ত সুবিধাজনক: আঞ্চলিক সরকারী সংস্থার পক্ষে লোকদেখানো ব্যাপার হিসাবে শ্রমিকদের চারজন প্রতিনিধি ব্যবস্থা এত 'উদার' এবং…এত তুচ্ছ যে তৈল রাজারা তা সহজেই ত্যাগ করতে পারে।

পক্ষান্তরে, কোন সন্দেহই থাকতে পারে না যে, যে পরিমাণে তৈলখনি অঞ্চলের আঞ্চলিক সরকারী সংস্থা তৈল-বুর্জোয়া এবং 'সহায়ক' বুর্জোয়াদের ঐক্যবদ্ধ করবে, বলতে কি, তা সেই পরিমাণে এপর্যন্ত বিচ্ছিন্ন তৈলশিল্প শ্রমিক এবং সহায়ক উদ্যোগসমূহের শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করবে এবং তাদের চারজন প্রতিনিধির মাধ্যমে তাদের সর্বজনীন দাবিগুলি ধ্বনিত করার সুযোগ পাবে।

এই সব বিষয় বিবেচনা করে, তৈলখনি অঞ্চলের আঞ্চলিক সরকারের

প্রশ্নে তাদের প্রস্তাবে বাকু কমিটি শ্রমিকদের সাধারণ অর্থনৈতিক প্রয়োজনগুলির জন্য আন্দোলন চালানো এবং শ্রমিকদের সংগঠন জোরদার করার উদ্দেশ্যে সরকারে অংশগ্রহণ করে আঞ্চলিক সরকার সম্পর্কে প্রস্তাবিত প্রকল্প কাজে লাগাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

অধিকন্তু, নির্বাচনী ব্যবস্থার প্রসারসাধনের উদ্দেশ্যে এবং একথা স্মরণে রেখে যে তৈলখনি অঞ্চলের আঞ্চলিক সরকার, এযাবৎ আহূত সম্মেলনগুলি যেসব প্রশ্নের মোকাবিলা করেছিল, সাধারণতঃ, সেই সব প্রশ্নেরই মোকাবিলা করবে—এবং এই সম্মেলনগুলিতে মালিকদের সঙ্গে শ্রমিকদের সর্বদাই সমান প্রতিনিধিত্ব ছিল—সংগঠন তার প্রস্তাবে আঞ্চলিক সরকারী সংস্থায় সমপ্রতিনিধিত্ব দাবি করছে এবং একথাই নজোরে বলছে যে আঞ্চলিক সরকারী সংস্থার অভ্যন্তরের সংগ্রাম ততদূর পর্যন্তই ফলপ্রসূ হবে যতদূর পর্যন্ত তা আঞ্চলিক সরকারী সংস্থার বাইরের সংগ্রামের দ্বারা সমর্থিত হবে এবং সেই সংগ্রামের স্বার্থসাধন করবে।

অধিকন্তু, যেহেতু শাসকদের সম্মেলনে তৈলখনি অঞ্চলের আঞ্চলিক সরকারের এলাকা থেকে বালাখানি, সাবুঞ্চি এবং রোমানি গ্রামগুলি—যেগুলি প্রকৃতপক্ষে হল শ্রমিকদের বসতি—বহির্ভূত রাখার সিদ্ধান্ত শ্রমিকদের পক্ষে অসুবিধাজনক, সেই হেতু সংগঠন দাবি করছে যে এই সমস্ত গ্রাম তৈলখনি অঞ্চলের আঞ্চলিক সরকারের এলাকার অন্তর্ভুক্ত করা হোক।

সর্বশেষে, প্রস্তাবের সাধারণ অংশে, সর্বজনীন, সমান, প্রত্যক্ষ এবং গোপন ভোটাধিকার হল, আঞ্চলিক সরকারী সংস্থাগুলির অবাধ বিকাশ এবং বিদ্যমান শ্রেণী-বিরোধিতাসমূহের অবাধ অভিব্যক্তির পক্ষে অপরিহার্য শর্ত, এই কথা উল্লেখ করে বাকু কমিটি জারের শাসনকে উৎখাত করার আবশ্যকতার উপর জোর দিয়েছে, জোর দিয়েছে অবিচলভাবে গণতান্ত্রিক আঞ্চলিক সরকারী সংস্থাগুলির সৃষ্টির পক্ষে প্রাথমিক শর্ত হিসাবে একটি লোকায়ত সংবিধান পরিষদ আহ্বানের উপর।…

তৈলখনি অঞ্চলের আঞ্চলিক সরকার এখনও গঠনমূলক স্তরে রয়েছে। তৈল মালিকদের কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্পকে এখনও তৈল মালিকদের কংগ্রেস কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে, তারপরে ভাইসরয়ের অফিসের মাধ্যমে অবশ্যই একে অভ্যন্তরীণ-বিষয়ক মন্ত্রকের নিকট পেশ করতে হবে, তারপর তা যাবে রাষ্ট্রীয় ডুমায়, ইত্যাদি। তা সত্ত্বেও অবিলম্বে একটি প্রচার-

আন্দোলন চালু করতে, তৈল মালিকদের মুখোস খুলে দেওয়া, ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে আমাদের কর্মপন্থাকে জনপ্রিয় করে তোলা এবং একটি লোকায়ত সংবিধান পরিষদের জন্য আন্দোলন চালাবার উদ্দেশ্যে সংগঠন তৈলখনি অঞ্চল এবং কারখানাগুলিতে সভা আহ্বান করতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। একই উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে, সংগঠন তৈল মালিকদের কংগ্রেসে 'অংশগ্রহণ করা' অথবা ডুমার কক্ষতলের সদ্ব্যবহার করা, কোনটাকেই বাতিল করবে না, এবং ডুমায় আমাদের গোষ্ঠীকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করবে।

সংগঠনের অবস্থা

বাকুর বিশেষ বিশেষ অবস্থাগুলির কিছু কিছু এখনও তৈলখনি অঞ্চলগুলিতে বজায় থাকায় (সভা করার কিছুটা সম্ভাবনা এখনও কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করতে পারেনি, তৈলখনি ও কারখানাসমূহে কমিশনগুলির অস্তিত্ব এখনও আছে) রাশিয়ার অন্যান্য অংশের সংগঠনের অবস্থা থেকে বাকুর সংগঠনের অবস্থা ভিন্নতর এবং অপেক্ষাকৃত অনুকূল। তাছাড়া, তথাকথিত আইনী সম্ভাবনার অস্তিত্বও সেখানে আমাদের কাজকর্ম সহজতর করে। এর ফলে, সংগঠনের মোটের উপর বেশ কিছু যোগাযোগ রয়েছে। কিন্তু শক্তি ও অর্থের ঘাটতির জন্য এই যোগাযোগগুলির সদ্ব্যবহার হচ্ছে না। তাতার, আর্মেনিয়ান এবং রুশ ভাষায় মৌখিক এবং আরও বিশেষভাবে, ছাপানো প্রচার-আন্দোলন অবশ্যই পরিচালনা করতে হবে কিন্তু শক্তি ও অর্থের ঘাটতির জন্য আমরা রুশ ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য হচ্ছি, যদিও মুসলমান শ্রমিকেরা, উদাহরণস্বরূপ, শিল্পটিতে (নিষ্কাশন) সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে এবং রাশিয়ান বা আর্মেনিয়ানদের তুলনায় তারা সংখ্যায় তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। রুশ ভাষায় প্রকাশিত বাকিনৃস্কি প্রলেতারি (বাকু কমিটির মুখপত্র)[৮৫] প্রধানতঃ অর্থের অভাবে তিন মাস বের হয়নি। বাকু কমিটি তার গত সভায় সম্ভব হলে ৪টি বা ৩টি ভাষায় (রুশ, তাতার, জর্জিয়ান এবং আর্মেনিয়ান ভাষায়) একটি যুক্ত মুখপত্র বের করবার পক্ষে তিফলিস কমিটির যে প্রস্তাব তা গ্রহণ করে। আমাদের সংগঠনের সদস্যসংখ্যা (কথাটির সীমাবদ্ধ অর্থে) ৩০০-র বেশি নয়। মেনশেভিক কমরেডদের (সংখ্যা প্রায় ১০০) সঙ্গে মিশে যাওয়া এখনও

সম্পূর্ণ হওয়ার পর্যায়ে পৌঁছায়নি—এপর্যন্ত কেবল ইচ্ছাই প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু শুধুমাত্র ইচ্ছার দ্বারা ভাঙনের অবসান ঘটানো যায় না।…কেবলমাত্র অগ্রসর পাঠচক্রে প্রচার চালানো হচ্ছে, এখানে যাকে আমরা বলছি 'আলোচনা চক্র'। প্রথাটি হল বক্তৃতা দেওয়ার। গুরুত্বপূর্ণ প্রচার-সাহিত্যের বিরাট ঘাটতি অনুভব করা যাচ্ছে।…পার্টির নিকট থেকে বিচ্ছিন্নতা এবং রাশিয়ার পার্টি-সংগঠনগুলি কি করছে সে সম্পর্কে তথ্যের সম্পূর্ণ অভাব পার্টি-সদস্যমণ্ডলীর উপর প্রতিকূল প্রভাব সৃষ্টি করছে। একটি সারা-রাশিয়া মুখপত্র, নিয়মিত সাধারণ পার্টি-সম্মেলন এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের নিয়মিত সফর অনুকূল অবস্থা সৃষ্টিতে সাহায্য করতে পারে। বাকু কমিটি কর্তৃক গৃহীত সাধারণ সাংগঠনিক চরিত্রের সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল নিম্নোক্ত দুটি: একটি সর্বজনীন পার্টি-সম্মেলনের বিষয়ে এবং একটি সারা-রাশিয়া মুখপত্রের বিষয়ে।* প্রথম বিষয়টি সম্পর্কে, বাকু কমিটি মনে করে জরুরী, প্রধানতঃ সাংগঠনিক, প্রশ্নগুলির মীমাংসার্থে যথাসম্ভব শীঘ্র একটি পার্টি-সম্মেলন আহ্বান করা উচিত। বাকু কমিটি আরও মনে করে, গত কয়েক মাস ধরে গোষ্ঠীর মধ্যে যে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি বিদ্যমান রয়েছে, তার অবসান ঘটাবার জন্য, এই সম্মেলনের পাশাপাশি, বলশেভিকদের একটি সম্মেলনও আহ্বান করা প্রয়োজন। দ্বিতীয় বিষয়টি সম্পর্কে, বাকু কমিটি, সংগঠনগুলির পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা লক্ষ্য করে, এবং রুশ ভাষায় প্রকাশিত কেবলমাত্র একটি সারা-রাশিয়া মুখপত্র পার্টি-সংগঠনগুলিকে একটি অখণ্ড জীবন্ত সত্তায় সংহত করতে পারে, এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে প্রস্তাব করেছে যে, এরূপ একটি সংবাদপত্র সংগঠিত করতে পার্টির কাজে নেমে পড়া উচিত।

'আইনী সম্ভাবনাসমূহ'

আমাদের সংগঠন আপেক্ষিকভাবে সহজে সংকটের সাথে মোকাবিলা করেছে, পার্টি কখনও তার কার্যকলাপ স্থগিত রাখেনি, একভাবে না হয় অন্য-ভাবে সর্বদা সমসাময়িক সমস্ত প্রশ্নে তা সাড়া দিয়েছে—এই ঘটনা বহু পরিমাণে এইজন্য যে আজও এমন কিছু 'আইনী সম্ভাবনা' রয়ে গিয়েছে পার্টি যেগুলি ব্যবহার করতে পারে। 'আইনী সম্ভাবনাগুলি' আবার তাদের দিক থেকে, অবশ্য, তাদের অস্তিত্বের জন্য, তৈলশিল্পে বিরাজমান বিশেষ অবস্থাসমূহ এবং

*বর্তমান খণ্ডের ১৮৮-১৯০ পৃঃ দেখুন—সম্পাদক

জাতীয় অর্থনীতিতে শেষোক্তটি যে বিশেষ ভূমিকা পালন করে, তাদের কাছে ঋণী। কিন্তু এখনই সেটা আলোচ্য বিষয় নয়।...বাকুর 'আইনী সম্ভাবনাগুলির' মধ্যে, বিশেষ আগ্রহ-উদ্দীপক হল তৈল-অঞ্চল ও কারখানাসমূহের কমিশনগুলি। এই কমিশনগুলি, জাতি ও রাজনৈতিক বিশ্বাস নির্বিশেষে, একটি নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ব্যতিক্রমহীন সমস্ত শ্রমিকদের দ্বারা নির্বাচিত হয়। এই কমিশনগুলির কাজকর্ম হল, তৈলখনি ও কারখানাগুলি-সংক্রান্ত প্রশ্নে প্রতিষ্ঠানের পরিচালকমণ্ডলীর সঙ্গে শ্রমিকদের তরফে আপোষ আলোচনা করা। কথাটির যথার্থ অর্থে কমিশনগুলি এখনও আইনী সংগঠন নয়, কিন্তু পরোক্ষভাবে, এবং বাস্তবক্ষেত্রে তারা সম্পূর্ণরূপে আইনী, কেননা তাদের অস্তিত্বের ভিত্তি হল 'ডিসেম্বর চুক্তি', এই চুক্তির সমগ্র অংশটি শ্রমিকদের 'বেতন বইতে' প্রকাশ করা হয়; এই বেতন বইগুলি আবার কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে ইস্যু করা হয়েছে। আমাদের সংগঠনের পক্ষে তৈলখনি ও কারখানাগুলির কমিশনের গুরুত্ব স্পষ্ট; সমগ্র তৈল শ্রমিকসাধারণের উপর সংগঠিত প্রভাব প্রয়োগ করতে তারা আমাদের সংগঠনকে সক্ষম করে; যা কিছু প্রয়োজন তা হল, ব্যাপক জনসাধারণের সামনে কমিশনগুলি আমাদের সংগঠনের সিদ্ধান্তসমূহ ঊর্ধ্বে তুলে ধরবে। সত্য বটে, কমিশনগুলির গুরুত্ব এখন আর তত বেশি নেই, কেননা, তৈল মালিকেরা আর তাদের হিসাবে ধরে না, কিন্তু তাদের শ্রমিকদের 'হিসাবে ধরতে' হয়ই এবং আমাদের নিকট তা-ই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।...

কমিশনগুলির অতিরিক্ত রয়েছে ইউনিয়নগুলি, প্রকৃতপক্ষে দুটি ইউনিয়ন: একটি হল 'তৈলশিল্প শ্রমিকদের' ইউনিয়ন (প্রায় ৯০০ সদস্য) আর একটি 'মেকানিকাল শ্রমিকদের' ইউনিয়ন (প্রায় ৩০০ সদস্য)। 'তৈল নিষ্কাশনের' জন্য শ্রমিকদের ইউনিয়ন উপেক্ষা করা যেতে পারে কেননা এর গুরুত্ব অত্যন্ত কম! আমরা অন্যান্য কারিগরি শিল্পের ইউনিয়নের কথা বলব না, কেননা এই সব শিল্পের তৈলশিল্পের সঙ্গে কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। আমরা নাবিকদের বে-আইনী ইউনিয়নের (প্রায় ২০০ সদস্য) কথাও বলব না, যদিও ইউনিয়নটি তৈলশিল্পের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ, এটা সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের প্রভাবাধীন। যে দুটি ইউনিয়নের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, প্রথমটি (বলশেভিকদের প্রভাবাধীন) শ্রমিকদের মধ্যে বিশেষভাবে জনপ্রিয়। ইউনিয়নটি শিল্প ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের মতবাদের নীতিসমূহের ভিত্তিতে সংগঠিত এবং

তৈলশিল্পের সমস্ত ধরনের শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করে (নিষ্কাশন, খনন, যন্ত্র, পরিশোধন এবং সাধারণ শ্রমিক)। এই ধরনের সংগঠন সংগ্রামের অবস্থাসমূহের দ্বারা নির্দিষ্ট হয়, যা, উদাহরণস্বরূপ, তৈল উৎপাদকদের মুখাপেক্ষী না হয়েই মেকানিকদের অবিবেচনাপ্রসূত ধর্মঘট করায় ইত্যাদি। শ্রমিকেরা এটা উপলব্ধি করল* এবং দলে দলে 'মেকানিকাল শ্রমিকদের' ইউনিয়ন ত্যাগ করতে আরম্ভ করল। বিষয়টি হল এই যে এই ইউনিয়নটি (মেনশেভিক প্রভাবাধীন) একটি বৃত্তিভিত্তিক ইউনিয়ন হিসাবে সংগঠিত, এটি শিল্প ইউনিয়ন গঠনের মতবাদ অগ্রাহ্য করে এবং একটি সর্বজনীন ইউনিয়নের পরিবর্তে তিনটি পৃথক পৃথক ইউনিয়ন গঠনের প্রস্তাব করে (মেকানিক, তৈল শ্রমিক এবং পরিশোধনকারী)। কিন্তু বৃত্তিভিত্তিক ইউনিয়নের নীতি বহুদিন পূর্বে বাকুতে ব্যবহারিক প্রয়োগের দ্বারা বাতিল করা হয়েছে। এটা, প্রসঙ্গতঃ, 'মেকানিকাল শ্রমিকদের' ইউনিয়নের ধারাবাহিক অবনমনেরই ব্যাখ্যা করে। মেকানিকদের ছাড়া অন্যান্য শ্রমিকদের ইউনিয়নে গ্রহণ করে এই ইউনিয়নের নেতারাই এটা স্বীকার করে নিয়েছে এবং এর দ্বারা তাদের নিজেদেরই নীতি লংঘন করেছে। উপরিউক্ত নেতাদের মিথ্যা গর্বের জন্য না হলে, 'মেকানিকাল শ্রমিকদের' ইউনিয়ন খোলাখুলি তার ভুলভ্রান্তি স্বীকার করে অনেক দিন আগে 'তৈলশিল্প শ্রমিকদের' ইউনিয়নের সঙ্গে মিশে যেত।

প্রসঙ্গক্রমে, মিশে-যাওয়া সম্পর্কে। ইউনিয়নগুলির মিশে-যাওয়া সম্পর্কে 'আপোষ আলোচনা' ইতিমধ্যেই দুই বছর ধরে চলে আসছে, কিন্তু এপর্যন্ত তা ফলপ্রসূ হয়নি, যেহেতু: (১) বলশেভিক সংখ্যাগরিষ্ঠদের কাছে তারা বিলীন হয়ে যাবে এই ভয়ে মেনশেভিক নেতারা ইচ্ছাকৃতভাবে মিশে-যাওয়ার পথে বাধা জন্মাচ্ছে; (২) যে গোষ্ঠীসমূহের প্রভাবে ইউনিয়নগুলি কাজ করছে, তারা এখনও ঐক্যবদ্ধ হয়নি। এবং, তাছাড়া, কাদের সাথে আমরা ঐক্য করব? সম্ভবতঃ মেনশেভিকদের প্রভাবে রয়েছে ৮০ থেকে ১০০ জন 'সদস্য', এই সদস্যগণ আবার নিজেরাই ঐক্যবদ্ধ নয়। যে ঘটনাই ঘটুক না কেন, গত

*ডিমিট্রিয়েভ এখনও এটা উপলব্ধি করেননি। তিনি তাঁর রচিত **ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বাস্তব অভিজ্ঞতা** পুস্তকে 'বিশ্লেষণের' ভিত্তিতে তিনটি ইউনিয়নের প্রয়োজনীয়তা 'প্রমাণ করেন', করেন না তা তৈল শ্রমিকদের সংগ্রামের অবস্থাসমূহের ভিত্তিতে, কিন্তু করেন...উৎপাদনের কৃৎকৌশলের ভিত্তিতে: বিভিন্ন কারিগরী শিল্প রয়েছে, সুতরাং অবশ্যই বিভিন্ন ইউনিয়ন হবে, তিনি এই যুক্তি দেন।

৮ মাস ধরে মেনশেভিক 'নেতৃ-সংস্থা' থেকে প্রচারিত একটি প্রচারপত্রও দেখিনি; শুনিনি তাদের একটি ঘোষণাও—অথচ এই সময়পর্বেই তৈল জেলাগুলিতে ঘটেছে গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন, যেমন সাধারণ ধর্মঘট, জেমুস্ত্‌ভো, সুরাপান নিয়ন্ত্রণ এবং অন্যান্য সব আন্দোলন। মেনশেভিক সংগঠনের অস্তিত্ব কার্যতঃ নেই, তা শেষ হয়ে গেছে। স্পষ্ট কথায় বলতে গেলে, এমন কোন সংস্থা নেই, যার সাথে ঐক্য গড়া যায়। এবং ঘটনাগুলির এই অবস্থায় ইউনিয়নগুলির মিশে-যাওয়া স্বভাবতঃই ব্যাহত হয়।···

দুটি ইউনিয়নই কোন পার্টিভুক্ত নয়; কিন্তু তাতে করে পার্টি-সংগঠনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক বজায় রাখায় তাদের কোন বাধা নেই।

জনসাধারণের উপর ইউনিয়নগুলির, বিশেষ করে 'তৈলশিল্পের শ্রমিকদের' ইউনিয়নের, বেশ কিছু প্রভাব রয়েছে এবং এতে আমাদের সংগঠনের চারিপাশে সবচেয়ে সক্রিয় অংশগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার কর্তব্যকর্মটি আপনা থেকেই সহজ হয়।

অন্যান্য 'আইনী সম্ভাবনাগুলির' মধ্যে যেগুলি মনোযোগ আকর্ষণ করার মতো, সেগুলি হল ক্লাবগুলি (সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক প্রভাবাধীন) এবং 'ক্রদ' ভোগ্যপণ্য ব্যবহারকারীদের সমবায় সমিতি[৮৬] (সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি এবং সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক প্রভাবাধীন), এরা উভয়েই হল এমন দুটি কেন্দ্র যেখানে বাকুর শ্রমিকশ্রেণীর সক্রিয়তম অংশগুলি একত্রীভূত। সংগঠনের প্রতি তাদের মনোভাব, বিশেষ করে সমস্ত তৈল-জেলা জুড়েই সক্রিয় 'জ্‌নানি—সিলা' ক্লাবের[৮৭] মনোভাব ('নাউকা' ক্লাব কেবলমাত্র শহরেই সক্রিয়) সম্পর্কে ইউনিয়নগুলির সম্পর্কে যা বলা যায় সেই একই রকম।···

গত দুই সপ্তাহ সুরাপান নিয়ন্ত্রণের আন্দোলনে অতিবাহিত হয়েছে, এতে প্রায় সমস্ত আইনী সংগঠনকে তৎপর হবার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল। এই প্রশ্নে বাকু কমিটির গৃহীত নীতি ও মনোভাব তার প্রস্তাবে ব্যক্ত হয়েছে। এই প্রস্তাবে পানাসক্তিকে পুঁজিবাদের অধীনে একটি আনুষঙ্গিক কদাচার বলে গণ্য করা হয়েছে; বলা হয়েছে, শুধুমাত্র পুঁজিবাদের পতন এবং সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সঙ্গেই এই কদাচারের বিলোপ করা যেতে পারে। শ্রমিক ও কৃষকদের অধিকারহীন দাসে পরিণত করে এবং তাদের সাংস্কৃতিক প্রয়োজনগুলি চরিতার্থ করার সুযোগ অপহরণ করে, বর্তমানের স্বৈরতান্ত্রিক-সামন্ততান্ত্রিক শাসন মেহনতী জনগণের মধ্যে চূড়ান্ত মাত্রায় পানাসক্তি বিস্তারে প্রয়াসী হয়। তা-

ছাড়া 'কর্তৃপক্ষের' প্রতিনিধিরা রাজকোষের জন্যও রাজস্বের উৎস হিসাবে ইচ্ছাকৃতভাবে পানাসক্তিতে উৎসাহ দিয়ে থাকে। এই সবের জন্য, বাকু কমিটি এই মত পোষণ করে যে, 'লিবারেল' দ্বারা প্রচারিত ধর্মোপদেশ— যারা পানাসক্তির বিরুদ্ধে লড়াই চালাবার জন্য কংগ্রেস আহ্বান করে এবং 'মদ্যপান নিবারণী সমিতি' সংগঠিত করে, কিংবা যাজকদের উপদেশ— পানাসক্তি বিলুপ্ত করার কথা দূরে থাকুক, হ্রাস করতেও পারে না; এই পানাসক্তির জন্ম দেয় সমাজের অসাম্যসমূহ, একে তীব্রান্বিত করে স্বৈরতান্ত্রিক শাসন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কাঠামোর ভিতরে যতটুকু সম্ভব, তা হল, পানাসক্তি বিলোপ করার উদ্দেশ্যে নয়, একে সর্বনিম্ন পর্যায়ে হ্রাস করার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম। কিন্তু এরূপ একটি সংগ্রামকে সফল করতে হলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন হল জারের শাসনকে উচ্ছেদ করে একটি গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা; এই গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র শ্রেণী-সংগ্রামের অবাধ বিকাশের জন্য, শহরে ও গ্রামাঞ্চলে শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠনের জন্য, তার সাংস্কৃতিক স্তর উন্নত করার জন্য এবং সমাজতন্ত্রের জন্য মহান সংগ্রামে তার বাহিনীগুলিকে ব্যাপকভাবে শিক্ষিত করে তোলবার জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র সৃষ্টি করবে। বাকু কমিটি মনে করে, রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর গণতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক দাবিগুলির জন্য আন্দোলন চালাবার উপায় হিসাবে পানাসক্তির[৮৮] বিরুদ্ধে আসন্ন কংগ্রেস লড়াই চালাবে এবং আমাদের প্রতিনিধিকে এই নির্দেশ দিচ্ছে যে, কংগ্রেসের যে ডেলিগেটরা শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-কর্তব্যকে আড়াল করবে তাদের বিরুদ্ধে তিনি যেন সংগ্রাম করেন। ..

২০শে ডিসেম্বর

১১ নং সৎসিয়াল ডিমোক্র্যাতে
১৩ই ফেব্রুয়ারি (২৬), ১৯১০
প্রথম প্রকাশিত হয়
স্বাক্ষর: কে. এস.
'আইনী সম্ভাবনাসমূহ' অংশ
১৯০৯ সালের ২০শে ডিসেম্বর লিখিত হয়েছিল
স্বাক্ষর: কে. স্তেফিন

২

তিফলিস

শিল্পগত বিকাশের দিক থেকে, তিফলিস হল বাকুর ঠিক বিপরীত। যেখানে বাকুর আকর্ষণ তৈলশিল্পের কেন্দ্র হিসাবে, সেখানে তিফলিসের আকর্ষণ ককেশাসের প্রশাসনিক-ব্যবসায়িক এবং 'সাংস্কৃতিক' কেন্দ্র হিসাবে। তিফলিসে শিল্পশ্রমিকের মোট সংখ্যা হল প্রায় ২০,০০০ অর্থাৎ ওখানকার সৈন্য ও পুলিসের সংখ্যার চেয়ে কম। এখানে একমাত্র বৃহৎ প্রতিষ্ঠান হল রেলওয়ে কারখানাগুলো (যাতে প্রায় ৩,৫০০ শ্রমিক কাজ করেন)। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোর এক-একটিতে ২০০ অথবা ১০০ শ্রমিক কাজ করেন কিন্তু অধিকাংশতেই নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ২০ থেকে ৪০। অন্যদিকে, তিফলিস সওদাগরী প্রতিষ্ঠানে এবং এইসব সওদাগরী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত 'সওদাগরী শ্রমিকে' বাস্তবিকই ঠাসাঠাসি। রাশিয়ার বড় বড় বাজারের উপরে যে বাজারগুলো সর্বদাই প্রাণচঞ্চল ও উত্তেজনাপূর্ণ, সেগুলির উপরে তার নির্ভরতা অল্প বলে তিফলিসে চোখে পড়ে একটা নিস্তরঙ্গ স্তব্ধতার ছাপ। যে তীব্র শ্রেণী-সংঘাত একমাত্র বড় বড় শিল্পকেন্দ্রগুলোর বৈশিষ্ট্য —তা এখানে অনুপস্থিত বলেই তাতে তিফলিসের চেহারা বাইরের থেকে আলোড়নের জন্য অপেক্ষমান একটা বদ্ধ জলার মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষকরে এ থেকেই একটা ব্যাখ্যা মেলে কেন তিফলিসে এত দীর্ঘকাল ধরে মেনশেভিকবাদ, আসল, 'দক্ষিণপন্থী' মেনশেভিকবাদ টিঁকে আছে। কী পার্থক্যই না বাকুর সঙ্গে—যে বাকুতে বলশেভিকদের তীব্র শ্রেণী-অবস্থান শ্রমিকদের মধ্যে প্রাণবন্ত সাড়া জাগিয়ে তোলে!

বাকুতে যা 'স্বতঃ প্রতীয়মান', তিফলিসে তা কেবল দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পরই স্পষ্ট হয়—বলশেভিকদের আপোষহীন বক্তৃতাগুলো অনেক কষ্টের পর এখানে বোধগম্য হয়। আলাপ আলোচনা সম্পর্কে তিফলিসের বলশেভিকদের 'অসাধারণ প্রবণতা' এবং বিপরীত দিকে, মেনশেভিকদের যথাসম্ভব আলাপ আলোচনা 'এড়িয়ে চলার' ইচ্ছার একটা ব্যাখ্যা বিশেষভাবে এর থেকেই মিলবে। উপরের বক্তব্য থেকে একমাত্র এই সিদ্ধান্তই টানা যায়

যে তিফলিসের শ্রমিকশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিপ্লবী সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের কাজ প্রায়শঃই এবং অনিবার্যভাবেই মেনশেভিকবাদের বিরুদ্ধে একটা ভাবাদর্শগত সংগ্রামের রূপ ধারণ করবে। এই কারণেই ভাবাদর্শগত পরিবেশের এমনকি একটা ভাসাভাসা বিশ্লেষণও অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ। যে পরিবেশের বিরুদ্ধে সবার আগে লড়াই করতে হবে —এবং যে পরিবেশ তিফলিসে এতাবৎকাল মেনশেভিকদের প্রভাবের কারণ হয়ে রয়েছে, তারা সৃষ্টি করেছে—সেই পরিবেশকে বর্ণনা করা যেতে পারে বিলুপ্তিবাদী পরিবেশ হিসাবে—বিলুপ্তিবাদী শুধু সাংগঠনিক অর্থে নয়, রণকৌশলগত এবং কর্মসূচীগত অর্থেও। পরিবেশের এই বর্ণনাটুকু দিয়েই তিফলিসে পার্টির পরিস্থিতির মোটামুটি একটা রূপরেখা আমরা শুরু করব।

কর্মসূচীগত বিলুপ্তিবাদ

মেনশেভিক 'জনমত' প্রকাশিত হয় যে মুখপত্রে তা হল জর্জিয়ার মেনশেভিক সংবাদপত্র। তিফলিসের মেনশেভিকদের ভাবাদর্শ অভিব্যক্ত হয়েছে 'আজিকার প্রশ্নাবলী' শীর্ষক প্রবন্ধগুলোতে (আজ্রি এবং দাসাৎস্কিসির[৮৯] সংখ্যাগুলো দেখুন)। এই প্রবন্ধগুলোর লেখক হলেন তিফলিসের মেনশেভিকদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী কমরেড অ্যান[৯০]।

আমরা এখন এই প্রবন্ধগুলো পর্যালোচনা করব,—তিফলিসে বিলুপ্তিবাদের ভাবাদর্শগত ভিত্তি উপস্থাপিত হয়েছে এই প্রবন্ধগুলোতে।

উল্লিখিত প্রবন্ধসমূহে লেখক 'সকল মূল্যবোধের পুনর্মূল্যায়নের' দায়িত্ব নিয়েছেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে পার্টি (এবং বিশেষতঃ বলশেভিকরা) তার কর্মসূচীর কিছু কিছু তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তে, বিশেষতঃ, তার রণকৌশলগত তাত্ত্বিক বক্তব্যে, ভুল করেছে। লেখকের মতে, 'বুর্জোয়া ও শ্রমিকশ্রেণীর শক্তিসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করাকে' সম্ভব করে তোলার জন্য 'পার্টির সমগ্র রণকৌশল আমূল পরিবর্তন করা' প্রয়োজন—বিপ্লবের জয়ের এটাই হল একমাত্র গ্যারান্টি। কিন্তু এ সম্পর্কে লেখকের নিজের বক্তব্যই শোনা যাক:

লেখক বলছেন, 'বলশেভিকরা যুক্তি দেখাচ্ছিলেন যে, তাকে (শ্রমিকশ্রেণীকে) সমগ্র নিম্নতম কর্মসূচীটাই (বুর্জোয়া বিপ্লবে) কার্যকরী করতে হবে। কিন্তু এই নিম্নতম কর্মসূচীর সামাজিক অনুচ্ছেদটি কার্যকরী করলে তা বুর্জোয়া উৎপাদনের শৃংখল হয়ে দাঁড়াবে, সমগ্র বুর্জোয়া-শ্রেণীর প্রতিবাদ জাগিয়ে তুলবে এবং একটা বিরাট প্রতিবিপ্লবের ভিত্তিই স্থাপন করবে।...কে

এমন আছেন যিনি সাহস করে সজোরে বলবেন যে দিনে আট ঘণ্টা কাজের প্রবর্তন বর্তমানের অনুন্নত বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ?' পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে 'বলশেভিকদের নিম্নতম কর্মসূচি কার্যকরী করার কথা নিছক বাগাড়ম্বর' (আজ রি, ১৭ নং, ফেব্রুয়ারি, ১৯০৮ দ্রষ্টব্য)।

অবশ্য, নিম্নতম কর্মসূচী সামগ্রিকভাবে কার্যকরী করার কথা শুধু বলশেভিকরাই বলেননি এবং বলশেভিকদের কোন নিম্নতম কর্মসূচীর কথা ইতিহাসের জানা নেই—তার জানা আছে সমগ্র পার্টির একটিমাত্র নিম্নতম কর্মসূচীই—কিন্তু সেটা এই মুহূর্তেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। গুরুত্বপূর্ণ কথা হল, 'বুর্জোয়াশ্রেণীর অনুন্নত অবস্থার' এবং তা থেকে প্রতিবিপ্লবের যে বিপদ সৃষ্টি হচ্ছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের লেখক মহোদয় কর্মসূচীর 'সামাজিক অনুচ্ছেদ'টিকে 'নিছক বাগাড়ম্বর' হিসাবে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন এবং স্পষ্টতঃই তা বিলুপ্ত করে দিতে চাইছেন।

শিল্পের বাস্তব অবস্থার কোন বিশ্লেষণ নেই, (স্পষ্টতঃ কমরেড অ্যান শিল্পের পশ্চাৎপদ অবস্থা বর্ণনাকালে ভুল শব্দ ব্যবহার করে তাকে 'বুর্জোয়া-শ্রেণীর অনুন্নত অবস্থা' বলছেন—ক. স্ট.), কোন সংখ্যাতথ্য নেই, গুরুত্বপূর্ণ কোন তথ্য নেই কমরেড অ্যান-এর প্রবন্ধসমূহে। তিনি নিছক এই প্রস্তাবনা দিয়ে শুরু করেছেন যে বুর্জোয়াশ্রেণী দিনে আট ঘণ্টা কাজের প্রচলন সহ্য করবে না এবং যেহেতু 'বুর্জোয়া ও শ্রমিকশ্রেণীর শক্তিসমূহের সংহতি' ব্যতিরেকে বিপ্লবের জয় অসম্ভব—সুতরাং কর্মসূচীর 'সামাজিক অনুচ্ছেদ টিকে গোল্লায় পাঠাও।…

আমরা লেখকের প্রতিপাদ্যগুলোর অসারতা প্রমাণের চেষ্টা করব না—ওগুলো আমাদের কালের সময়কার লিবারেলরা সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের বিরুদ্ধে প্রায়ই উত্থাপন করত। আমাদের অভিমত হল—ওদের বক্তব্য উধৃত করলেই তিফলিসের মেনশেভিকদের প্রকৃতি অনুধাবন করা মুহূর্তমধ্যে সহজ হয়ে উঠবে।…

কিন্তু আমাদের লেখকটি শুধু যে কর্মসূচীর 'সামাজিক অনুচ্ছেদ'টির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন তাই নয়, তিনি রাজনৈতিক অনুচ্ছেদকেও রেহাই দেননি—যদিও অবশ্য তাকে তিনি এত সরাসরি ও খোলাখুলি আক্রমণ করেননি। শোনাই যাক তিনি কী বলেন:

'এককভাবে শুধু শ্রমিকশ্রেণী অথবা বুর্জোয়াশ্রেণীর* সংগ্রাম কোন অবস্থাতেই প্রতিক্রিয়াকে

* 'বুর্জোয়াশ্রেণী' বলতে লেখক সর্বত্র 'মধ্য' লিবারেল বুর্জোয়াশ্রেণীকেই বুঝিয়েছেন 'যাদের ভাবাদর্শানুসারী হল ক্যাডেটরা'।—ক. স্ট.

ধ্বংস করতে পারবে না।...স্পষ্টতঃ, তাদের শক্তিসমূহের সংহতি, কোন-না-কোন ধরনে তাদের সম্মিলিত এবং একই সাধারণ লক্ষ্যের অভিমুখে তাদের পরিচালিত করা হল প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে বিজয়ের **একমাত্র পথ** (বড় হরফ আমাদের)।'...'প্রতিক্রিয়ার পরাজয়, সংবিধান জয় করে আনা এবং তাকে বাস্তবে কার্যকরী করা নির্ভর করে বুর্জোয়াশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর শক্তিসমূহের সচেতন সংহতির ওপর এবং একটি সাধারণ লক্ষ্যের অভিমুখে তাদের পরিচালিত করার ওপর।... তদুপরি, 'শ্রমিকশ্রেণীর এগিয়ে যেতে হবে এমনভাবে যাতে তাদের আপোষহীন মনোভাবের জন্য সাধারণ আন্দোলন দুর্বল হয়ে না পড়ে।' কিন্তু যেহেতু বুর্জোয়াশ্রেণীর আশু দাবি হতে পারে শুধু একটি নরমপন্থ গঠনতন্ত্র', সেহেতু এটা স্পষ্ট যে, শ্রমিকশ্রেণী যদি তাদের 'আপোষহীন মনোভাবের দ্বারা সাধারণ আন্দোলনকে দুর্বল করতে' না চায় এবং 'একই সাধারণ লক্ষ্যের অভিমুখে বুর্জোয়াশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর শক্তিসমূহের সচেতন পরিচালনাকে' প্রতিহত করতে না চায়, সংক্ষেপে বললে, যদি তারা প্রতিবিপ্লবের বিজয়ের ভিত্তি রচনা করতে না চায়—তবে শ্রমিকশ্রেণীর কর্তব্য হল 'বৈপ্লবিক সংবিধানের দাবিকে' দূরে নিক্ষেপ করা (১৯০৮ সালের **দাসাৎস্কিসি,** চতুর্থ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত স্পষ্ট: গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র ধ্বংস হোক, 'সাধারণ আন্দোলন' দীর্ঘজীবী হোক এবং...বিপ্লবের 'বিজয়কে সহায়তা করার জন্য' একটি 'নরমপন্থী সংবিধান', অবশ্যই।...

দেখতেই পাচ্ছেন, আমাদের সামনে রয়েছে প্রাক্তন সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট ভ্যাসিলিয়েভ-এর ১৯০৬ সালের **তোভারিশ** এ প্রকাশিত সুপরিচিত প্রবন্ধের অক্ষম একটি ভাষান্তরিত পাঠ যাতে বলা হয়েছে 'শ্রেণীসমূহের ঐক্য', শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীগত কর্তব্যসমূহ সাময়িকভাবে ভুলে যাওয়া, গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের দাবি প্রত্যাহার করে নেওয়া ইত্যাদির কথা। পার্থক্যটা হল—ভ্যাসিলিয়েভ কথাগুলো বলেছেন সরাসরি ও খোলাখুলিভাবে, অন্যদিকে কমরেড অ্যান যথেষ্ট স্পষ্টভাবে কথা বলতে লজ্জা পাচ্ছেন।

রাশিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক সংবাদপত্রে অনেক আগে এই সমগ্র লিবারেল বাক্যবিন্যাসের মোটামুটি যে বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা হয়ে গেছে, তা নিয়ে এই মুহূর্তে আবার বিশ্লেষণে রত হওয়ার মতো সময় বা আগ্রহ কোনটাই আমাদের নেই। আমরা শুধুমাত্র ঐ জিনিসগুলোকে সোজাসুজিভাবে স্বনামে অভিহিত করতে চাই: আমাদের লেখকের কর্মসূচীগত যে কসরৎকে তিফলিসের মেনশেভিকরা তাদের 'নতুন' চক্রটির ইস্তেহার হিসাবে গ্রহণ করেছেন, তার অর্থ দাঁড়ায় পার্টির নিম্নতম কর্মসূচীকে বিলুপ্ত করে দেওয়া, যে বিলুপ্তি-প্রয়াসের লক্ষ্য হল ক্যাডেটদের কর্মসূচীর সঙ্গে আমাদের কর্মসূচীকে খাপ খাইয়ে নেওয়া।

এবারে তিফলিসের মেনশেভিকদের 'নূতন' কর্মসূচী থেকে তাদের 'নূতন রণকৌশলের' প্রশ্নে যাওয়া যাক।

রণকৌশলগত বিলুপ্তিবাদ

কমরেড অ্যান বিশেষভাবে পার্টির রণকৌশল সম্পর্কে বিরক্ত—তাঁর মতে ঐ রণকৌশলের 'আমূল পরিবর্তন' আবশ্যক (দাসাৎস্কিনি, চতুর্থ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং তিনি তাঁর প্রবন্ধসমূহের অধিকাংশ জায়গা জুড়ে ঐ রণকৌশলের সমালোচনায় ব্যাপৃত রয়েছেন। তিনি বিশেষভাবে আক্রমণ করছেন সুপরিচিত 'প্লেখানভ সূত্রকে' ('রাশিয়ার বিপ্লব বিজয়ী হবে একটি শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন হিসাবে, অন্যথায় তা আদৌ বিজয়ী হবে না'[১১]), তাকে শ্রমিক-শ্রেণীর অধিনায়কত্বের বক্তব্যের সঙ্গে এক করে দেখেছেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে সেটা সমালোচনায় টিঁকবে না। তিনি প্রস্তাব করছেন যে এই 'সূত্রটির' পরিবর্তে 'সাধারণ আন্দোলনের' স্বার্থে 'একই সাধারণ লক্ষ্যের অভিমুখে' চলার প্রয়োজনে 'বুর্জোয়াশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর শক্তিসমূহের ঐক্য-সাধনের' ব্যাপারে একটি 'নূতন' (পুরাতন !) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হোক। শুনুন সেই কথাটা :

বুর্জোয়া বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের ভূমিকা সম্পর্কিত প্রস্তাবনাটি মার্কস-এর তত্ত্ব বা ঐতিহাসিক তথ্য কোনটার বিচারেই যুক্তিসম্মত নয়।'

এবার তত্ত্বের উপস্থাপনা :

'শ্রমিকশ্রেণী তো তার নিজের হাতে তার নিজের শত্রুদের ব্যবস্থাটা গড়ে তুলতে পারে না। সুতরাং বুর্জোয়া বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণার নেতৃত্ব অসম্ভব।'

ঐতিহাসিক তথ্যের উপস্থাপনা :

'আমাদের বিপ্লব ছিল একই সঙ্গে আমাদের শ্রমিকদের আন্দোলন—কিন্তু তা সত্ত্বেও বিপ্লব সফল হয়নি। স্পষ্টতঃ, প্লেখানভের সূত্র ভুল প্রমাণিত হল' (আজ্রি, ১৭ নং দ্রষ্টব্য)।

সংক্ষিপ্ত এবং সুস্পষ্ট। জার্মান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির জন্য আমাদের শুধু দুঃখবোধ করতে হয় কেননা তারা লণ্ডন কংগ্রেসে প্রেরিত তাদের অভিনন্দন-পত্রে স্বীকার করেছিলেন (নিঃসন্দেহে লঘুভাবে !) যে আমাদের বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের ভূমিকাটি 'মার্কস-এর তত্ত্ব' এবং 'ঐতিহাসিক তথ্যের' দ্বারা পুরোপুরি সুপ্রমাণিত হয়েছে। আমরা আমাদের (অসুখী !) পার্টিটি সম্পর্কে কিছুই বলব না।···

লেখকটি শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের ভূমিকার পরিবর্তে কী হাজির করেছেন? তার বদলে কী দিচ্ছেন তিনি?

কমরেড অ্যান বলছেন, 'শুধু শ্রমিকশ্রেণীর একক সংগ্রাম অথবা শুধু বুর্জোয়াশ্রেণীর একক সংগ্রাম কোন অবস্থাতেই প্রতিক্রিয়াকে ধ্বংস করতে পারবে না।...স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, তাদের শক্তিসমূহের সংহতি, কোন-না-কোন ধরনে তাদের সম্মিলন এবং একই লক্ষ্যের অভিমুখে তাদের পরিচালনা করাই হল প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে জয়লাভের একমাত্র পথ।' তদুপরি, 'শ্রমিকশ্রেণীকে এগিয়ে যেতে হবে এমনভাবে যাতে তাদের আপোষহীন মনোভাবের জন্য সাধারণ আন্দোলন দুর্বল না হয়।'...(**ৎসাৎস্কিসি,** চতুর্থ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। কারণ, লেখক আমাদের আশ্বাস দিয়ে বলছেন, 'শ্রমিকশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে শ্রেণী-সংগ্রাম **যত কমজোর হবে,** অন্যান্য অবস্থাদি যদি অবশ্য অপরিবর্তিত থাকে, বুর্জোয়া বিপ্লব **ততবেশি জয়যুক্ত হবে** (বড় হরফ আমাদের—ক. স্ট.) (**আজ্‌রি,** ১৫ নং দেখুন)।

আল্লাই জানেন অন্য কী কী 'অপরিবর্তিত অবস্থার' কথা লেখক বলছেন! একটি ব্যাপারই পরিষ্কার এবং তা হল বিপ্লবের..স্বার্থে তিনি শ্রেণী-সংগ্রামকে দুর্বল করার ওকালতি করছেন। আমাদের সমগ্র বিপ্লবের অভিজ্ঞতায় যে প্রস্তাবনাটি সুপ্রমাণিত হয়েছে—যে এই বিপ্লব যত বেশি বেশি শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-সংগ্রামের ভিত্তির ওপর দাঁড়ায়—যার ফলে জমিদার ও লিবারেল বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে গ্রামের গরিবেরা পরিচালিত হয়—তত বেশি বেশি করে বিপ্লবের পরিপূর্ণ বিজয় নিশ্চিত হয়—এই প্রস্তাবনাটি আমাদের লেখকের কাছে সাত সাতটি সীলমোহর দিয়ে মোড়া গোপন তথ্য হয়েই রয়েছে। কমরেড অ্যান বিপ্লবের বিজয়ের একমাত্র যে নিশ্চয়তা দেখতে পাচ্ছেন তা হল: 'শ্রমিকশ্রেণীর শক্তিসমূহের সঙ্গে বুর্জোয়াশ্রেণীর শক্তিসমূহের সংহতি।'

যাদের ওপর আমাদের লেখক এত বিরাট ভরসা স্থাপন করছেন, সেই বুর্জোয়ারা কারা? শুনুন তাহলে:

আমাদের লেখক বলছেন, 'প্রতিক্রিয়াশীলেরা অসাধারণ তৎপরতার সঙ্গে ক্যাডেট দলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে...কারণ...রাশিয়ার ভাবী প্রভুরা উদ্ভূত হবে এই মধ্য শ্রেণী থেকেই এবং এদের ভাবাদর্শই ক্যাডেটরা অভিব্যক্ত করে থাকে। প্রতিক্রিয়াশীলদের কাছ থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিনিয়ে আনতে পারে এই মাঝারি বুর্জোয়ারাই যারা শাসন পরিচালনার কাজে পোক্ত হয়ে উঠেছে; এই শ্রেণীটি হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের প্রত্যক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী এবং তারই জন্য প্রতিক্রিয়াশীলেরা অন্য সবার চেয়ে এদের বেশি ভয় করে।' সাধারণভাবে বলা যায়, 'প্রতিটি বিপ্লবেই প্রতিক্রিয়াশীলেরা **নরমপন্থী** বুর্জোয়াদের যে পরিমাণ ভয় করে, বিপ্লবীদের ততটা ভয় করে

না। কেন? কারণ একমাত্র ঐ শ্রেণীই পুরানো শাসকদের হাত থেকে সরকারের শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করে—একথাই আমরা উপরে বলেছি। সুতরাং নিজেদের **নরমপন্থী** সংবিধানের দৌলতে এই শ্রেণীটিই ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে নূতন ব্যবস্থাটিকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পূর্বনিরূপিত এবং এভাবেই তারা প্রতিক্রিয়ার পায়ের তলার মাটি ধসিয়ে দিয়ে থাকে (**আজ্‌রি**, ২৪ নং দ্রষ্টব্য)। কিন্তু যেহেতু 'শ্রমিকশ্রেণী ব্যতিরেকে বুর্জোয়াশ্রেণী নূতন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারে না', 'শ্রমিকশ্রেণীকে তাই বিরোধী বুর্জোয়াদের সমর্থন করতেই হবে' (**দাসাৎস্কিসি**, চতুর্থ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, 'নরমপন্থী' ক্যাডেট বুর্জোয়ারা তাদের 'নরমপন্থী' রাজতন্ত্রী সংবিধান দিয়ে আমাদের বিপ্লবকে রক্ষা করবে।

আর কৃষক-জনগণ, বিপ্লবে তাদের ভূমিকাটা কী হবে?

আমাদের লেখক বলছেন, 'অবশ্যই কৃষক-জনগণ আন্দোলনে হস্তক্ষেপ করবে এবং তাতে স্বতঃস্ফূর্ত একটি চরিত্রও এনে দেবে—কিন্তু শুধু ঐ দুটি আধুনিক শ্রেণীই নির্ধারক ভূমিকা গ্রহণ করবে': তারা হল—নরমপন্থী বুর্জোয়াশ্রেণী এবং শ্রমিকশ্রেণী। (**দাসাৎস্কিসি**, চতুর্থ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

আর তাই দেখা যাচ্ছে কৃষক-জনগণের ওপর ভরসা করার বিশেষ কোন দরকারই নেই।

এখন তাহলে সবকিছুই পরিষ্কার। বিপ্লবের বিজয়ের জন্য আমাদের প্রয়োজন হল নরমপন্থী একটি গঠনতন্ত্রসহ সংবিধান-সজ্জিত নরমপন্থী ক্যাডেট বুর্জোয়াদের। কিন্তু তারা একা বিজয় অর্জন করতে পারে না, তাদের দরকার রয়েছে শ্রমিকশ্রেণীর সহায়তার। শ্রমিকশ্রেণীকে তাদেরকে সমর্থন করতেই হবে, কেননা নির্ভর করার মতো তাদের কেউ নেই—এমনকি, কৃষক-জনগণও নয়—নির্ভর করা যেতে পারে শুধু নরমপন্থী বুর্জোয়াদের ওপর। কিন্তু তারজন্য তাকে নিজের আপোষহীন মনোভাবটি পরিত্যাগ করতে হবে এবং নরমপন্থী বুর্জোয়াদের দিকে হাত প্রসারিত করে দিয়ে একটি নরমপন্থী ক্যাডেট সংবিধানের জন্য সাধারণ সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে। বাকি যা তা আপসে হয়ে যাবে। যে পার্টি নরমপন্থী বুর্জোয়া এবং সমস্ত জমিদারদের বিরুদ্ধে শ্রমিক ও কৃষকদের সংগ্রামকে বিপ্লবের বিজয়ের গ্যারান্টি বলে মনে করে—তারা ভুল করছে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, কৃষক-জনগণকে নেতৃত্ব-প্রদানকারী শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃস্থানীয় ভূমিকার পরিবর্তে আমরা পেলাম ক্যাডেট বুর্জোয়াদের নেতৃস্থানীয় ভূমিকা—যারা শ্রমিকশ্রেণীকে নাকে দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে যাবে।

এই হল তিফলিস মেনশেভিকদের 'নূতন' রণকৌশল।

আমাদের মতে, এই জঘন্য লিবারেল আঁস্তাকুড় ঘাঁটাঘাঁটি ও বিশ্লেষণ করার কোনই দরকার নেই। আমরা শুধু এইটুকুই লক্ষ্য রাখতে চাই যে তিফলিস মেনশেভিকদের 'নূতন' রণকৌশলের অর্থ হল পার্টির যে রণ-কৌশলের সঠিকতা বিপ্লবের মধ্য দিয়ে পরীক্ষিত হয়েছে তাকেই জলাঞ্জলি দেওয়া—এবং যে জলাঞ্জলির লক্ষ্য হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীকে নরমপন্থী ক্যাডেট বুর্জোয়াশ্রেণীর লেজুড়ে পরিণত করা।

সৎসিয়াল ডিমোক্র্যাত-এর সহযোগী
ডিসকাশন্নি লিস্তক-এর দ্বিতীয় সংখ্যায়
১৯১০ সালের ২৫শে মে (৭ই জুন)
প্রথম প্রকাশিত
স্বাক্ষর: ক. স্ট.

১৯১০ সালের ২২শে জানুয়ারি বাকু কমিটি কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবাবলী

(আসন্ন সাধারণ পার্টি-সম্মেলনের জন্য)

১

রাজনৈতিক প্রচার-অভিযান এবং পার্টির প্রকৃত সংহতিসাধন

একটা সময়ে রাশিয়ান বিপ্লবের পরিচালিকা শক্তিগুলোর মধ্যে যে উদ্যমহীনতা ও অসাড়তার অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল, তা কেটে যেতে শুরু হয়েছে।

বলকানে, পারস্যে এবং দূর প্রাচ্যে জার সরকারের নীতির ব্যর্থতা; ৯ই নভেম্বরের আইনের[৯২] সাহায্যে কৃষকদের শান্ত করার হাস্যকর প্রয়াস—যার পরিণামে গ্রামের গরিবরা হচ্ছে জমি থেকে বিতাড়িত এবং ধনীরা হচ্ছে আরও ধনী; সরকারের 'শ্রমনীতি'-র ষোল আনা অসন্তোষজনক প্রকৃতি, যা শ্রমিকদের একেবারে প্রাথমিক অধিকারগুলি থেকেও বঞ্চিত করছে এবং তাদের পুঁজিবাদী লুঠেরাদের করুণার ওপর ছেড়ে দিচ্ছে; রাষ্ট্রীয় কোষাগারের ক্রমবর্ধমান ঋণগ্রস্ততা এবং টুকরো টুকরো করে রাশিয়াকে বিদেশী পুঁজির কাছে বিকিয়ে দেওয়া; প্রশাসন বিভাগগুলির পুরোপুরি ভ্রংশ—যার প্রকাশ ঘটছে সামরিক সরবরাহ বিভাগের ভারপ্রাপ্তদের এবং রেলের কর্তাব্যক্তিদের চুরি, অপরাধ তদন্তের জন্য নিযুক্ত বিভাগগুলোর কার্যোদ্ধারের জন্য ভীতিপ্রদর্শন এবং গোয়েন্দা দপ্তরের বেপরোয়া ছলচাতুরীর মধ্য দিয়ে—এই সবকিছুর মধ্য দিয়ে জনগণের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে বিপ্লবের সুপ্ত শক্তিগুলোর সঙ্গে মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে প্রতিবিপ্লবের অক্ষমতা এবং গত ক'মাসে শ্রমিকদের মধ্যে যে পুনর্জাগরণ পরিলক্ষিত হচ্ছে তাকেই সহায়তা করছে, দেশের রাজনৈতিক জীবনে তাদের আগ্রহ জাগিয়ে তুলছে—প্রশ্ন জাগিয়ে তুলছে: কী করতে হবে? আমরা কোথায় চলেছি? ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ব্যাপক রাজনৈতিক পার্টিগত প্রচার-অভিযান পরিচালনা করার জরুরী প্রয়োজন পার্টির সামনে দেখা দিয়েছে। মেকি লিবারেল প্রতিবিপ্লবীরা তাদের

সংবাদপত্র প্রকাশের স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে আইনানুগ 'সম্মেলন' ও 'সংস্থা' ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণকে রাশ টেনে বশে রাখতে চেষ্টা করছে এবং চেষ্টা করছে জনগণের মধ্যে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক প্রভাবকে ক্ষুণ্ণ করতে; এতে করে পার্টিগত রাজনৈতিক প্রচার-অভিযান পরিচালনার প্রশ্নটি পার্টির পক্ষে জীবন-মরণ সমস্যা হয়ে উঠেছে।

এরই মধ্যে, আমাদের সংগঠনসমূহের পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা, আঞ্চলিক সংগঠনগুলোকে একটিমাত্র পার্টিতে যথাযথভাবে সংঘবদ্ধ করার জন্য রাশিয়াতে একটি নিয়মিত কর্মতৎপর (নেতৃত্ব-প্রদানকারী) বাস্তব কেন্দ্রের অনুপস্থিতি প্রকৃতপ্রস্তাবেই পার্টিগত (নিছক একটা সৌখীন গোষ্ঠীগত নয়) রাজনৈতিক প্রচার-অভিযান পরিচালনার সম্ভাবনাকে সুদূরপরাহত করে তুলেছে, 'লিবারেলদের' দ্বারা ধারাবাহিকভাবে পরিচালিত কুৎসার অভিযান এবং শ্রমিকদের কাছে পার্টিকে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রয়াসকে কার্যকরভাবে প্রতিহত করা পার্টির পক্ষে অসম্ভব করে তুলেছে।

তাছাড়া যা ঘটবে তা এই—'আইনসম্মত সুযোগগুলোকে' সদ্ব্যবহারের পথে নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে এরকম একটা অবস্থা বিচ্ছিন্ন এবং স্বভাবতঃই দুর্বল বে-আইনী সংগঠনগুলোকেই আসলে 'আইনসম্মত সুযোগগুলো' সদ্ব্যবহারের কাজে লাগানোর দিকে নিয়ে যাবে—এবং অবশ্যই হবে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির স্বার্থের পক্ষে হানিকর।

এই সবকিছুর পরিপ্রেক্ষিতে, বাকু কমিটি মনে করে পার্টির প্রকৃত সংহতি-সাধনের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাদির খসড়া প্রণয়ন এবং, স্বাভাবিকভাবেই, পার্টিগত রাজনৈতিক প্রচার-অভিযান পরিচালনার দিক থেকেও একটি আশু ও জরুরী কর্তব্য।

বাকু কমিটির মতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলোকে প্রধান স্থান দেওয়া উচিত:

(১) (নেতৃত্ব-প্রদানকারী) বাস্তব কেন্দ্রটিকে রাশিয়াতে স্থানান্তরিত করতে হবে;

(২) আঞ্চলিক সংগঠনগুলোর সঙ্গে যুক্ত এবং উপরিলিখিত বাস্তব কেন্দ্র কর্তৃক সম্পাদিত একটি সারা-রাশিয়া নেতৃস্থানীয় সংবাদপত্র রাশিয়াতেই প্রকাশ করতে হবে;

(৩) শ্রমিক-আন্দোলনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতে (উরাল,

ভনেৎস উপকূল, সেণ্ট পিটার্সবুর্গ, মস্কো, বাকু প্রভৃতি স্থানে) ঐ সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

বাকু কমিটি এ ব্যাপারে দৃঢ়প্রত্যয় যে ঐসব ব্যবস্থা গৃহীত হলে গ্রুপ-নির্বিশেষে সমস্ত সাচ্চা পার্টি-দরদীদের সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টিতে ঐক্যবদ্ধ করা যাবে, ব্যাপক রাজনৈতিক প্রচার-অভিযান পরিচালনা করার সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে এবং 'আইনী সম্ভাবনাসমূহকে' ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো যাবে, আমাদের পার্টির বিস্তৃতি ও সংহতিসাধনের বিরাটরকম সুবিধা হবে।

সুতরাং বাকু কমিটি প্রস্তাব করছে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি অবিলম্বে একটি সাধারণ পার্টি-সম্মেলন আহ্বান করুক—যে সম্মেলনে বাকু কমিটি উপরি-উক্ত প্রশ্নগুলো আলোচনার জন্য পেশ করবে।

২

আসন্ন সাধারণ পার্টি-সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব

সাধারণ পার্টি-সম্মেলন আহ্বানের জন্য, সাংগঠনিক পরিকল্পনা ('আশু কর্তব্য', **প্রলেতারি**, ৫০ নং) পর্যালোচনা করে বাকু কমিটি এই অভিমত পোষণ করে যে তাতে (নিয়মিত প্রতিনিধিত্ব ছাড়াও) প্রকৃতপক্ষে বর্তমান ও সক্রিয় বে-আইনী পার্টি-সংগঠনের প্রতিনিধিদেরও আমন্ত্রণ জানানো হোক এবং মনোযোগ প্রধানতঃ দেওয়া হোক সেই সব বড় বড় কেন্দ্রসমূহের ওপর যেখানে বিরাটসংখ্যক শ্রমিক-জনগণ কেন্দ্রীভূত হয়ে রয়েছেন।

ঐ ধরনের প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে কোন প্রমাণের দরকার পড়ে না (সম্মেলনের কর্মসূচী-সংক্রান্ত বিশেষ প্রস্তাবটি দেখুন)।

সম্মেলনে বর্ণিত প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজন স্বীকার করা সত্ত্বেও বাকু কমিটি আইনসম্মত 'সংগঠনসমূহে' কর্মরত গোষ্ঠীগুলোকে বিশেষ প্রতিনিধিত্ব প্রদানের দৃঢ় বিরোধিতা করছে।

বাকু কমিটির অভিমত হল যেসব ক্ষেত্রে ঐ গোষ্ঠীগুলো আঞ্চলিক পার্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং তাদের পরিচালনাকেই মান্য করেন অথবা সেই সব ক্ষেত্রে যেখানে ঐ গোষ্ঠীসমূহ শুধু নিজেদেরকেই সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক বলে মনে করেন এবং নিজ নিজ আঞ্চলিক সংগঠনসমূহের নেতৃত্বকে স্বীকার করেন না—

কোন ক্ষেত্রেই ঐ গোষ্ঠীগুলোকে বিশেষ প্রতিনিধিত্ব প্রদানের দ্বারা সম্মেলনের কর্ম পরিচালনায় বাস্তব কোন সাহায্য হবে না। প্রথমতঃ, পার্টি-সংগঠনসমূহের প্রতিনিধিত্ব যে-কোন ধরনের বিশেষ প্রতিনিধিত্বকে অনাবশ্যক করে তোলে। দ্বিতীয়তঃ, বিশেষ প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা সম্মেলনের আসল প্রকৃতিরই বিরোধী হবে কেননা সম্মেলনটি কঠোরভাবেই হওয়া চাই একটি পার্টি-সম্মেলন।

ইস্তেহার হিসাবে প্রকাশিত

জার্মান শ্রমিকশ্রেণীর নেতা অগাস্ট বেবেল

জার্মান শ্রমিকশ্রেণীর প্রবীণ নেতা অগাস্ট বেবেলকে কে না চেনেন? একদিন যিনি ছিলেন একজন 'সাধারণ' টার্নার মাত্র কিন্তু আজ যিনি এমন একজন প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতা যাঁর সমালোচনার ভয়ে 'মুকুট-শোভিত বহু রাজ-মস্তক' আর প্রখ্যাত পণ্ডিতেরা জড়সড় হয়ে বহুবার পিঠটান দিয়েছেন, জার্মানির লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-জনগণের কাছে যাঁর কথাগুলো মহাপুরুষের বাণীর মর্যাদাসহকারে শ্রুত হয়—কে না চেনেন সেই বেবেলকে?

বর্তমান বছরের ২২শে ফেব্রুয়ারি বেবেল সত্তর বছর বয়সে পদার্পণ করলেন।

ঐ দিন সমগ্র জার্মানির জঙ্গী শ্রমিকশ্রেণী, আন্তর্জাতিক সোশ্যালিষ্ট ব্যুরো এবং সারা দুনিয়ার সবল দেশের সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণী বেবেল-এর ৭০তম জন্মদিবস পালন করেছে।

বেবেল কিভাবে এই সম্মান অর্জন করলেন? তিনি শ্রমিকশ্রেণীর জন্য কী করেছেন?

শ্রমিক-জনগণের মধ্য থেকে কিভাবে তিনি মাথা তুলে দাঁড়ালেন, কিভাবেই বা তিনি একজন 'নিছক' টার্নার থেকে দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর মহান অগ্রণী মুখপাত্র হয়ে উঠলেন?

কী তাঁর জীবনকাহিনী?

বেবেল তাঁর শৈশব কাটিয়েছেন দারিদ্র্য ও বঞ্চনার মধ্যে। তিন বছর বয়সে তাঁর বাবার মৃত্যু ঘটে, ঐ বাবাই ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তি—একজন গরিব, ক্ষয়রোগগ্রস্ত সামান্য নন-কমিশন্ড্ অফিসার। বাচ্চাগুলোর জন্য আরেকজন ভরণপোষণকারী খুঁজে পাবার জন্য বেবেল-এর মা দ্বিতীয়বার বিয়ে করলেন জেলখানার এক সান্ত্রীকে। মা এবং ছেলে-মেয়েরা এতদিন সেনাবাহিনীর যে ব্যারাকে ছিলেন, তা ছেড়ে উঠে এলেন জেলখানার বাড়িতে।

তিন বছর পরে ঐ দ্বিতীয় স্বামীর মৃত্যু হল। পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের

ব্যবস্থা করার কেউ রইল না, তাই মা বাচ্চাদের নিয়ে সুদূর গ্রামাঞ্চলে তাঁর জন্মস্থানে চলে গেলেন এবং অর্ধাশনে দিনাতিপাত করতে লাগলেন। দুঃস্থ পরিবারের ছেলে হিসাবে বেবেলকে একটি 'দাতব্য বিদ্যালয়ে' ভর্তি করা হল এবং তেরো বছর বয়সে তিনি সাফল্যের সঙ্গে বিদ্যালয়ের পড়া সমাপ্ত করলেন। কিন্তু স্কুলের বিদ্যালয়ের পড়া শেষ করার একবছর আগে ঘটলো আরেকটা দুর্ঘটনা—তাঁর শেষ নির্ভর, তাঁর মা মারা গেলেন। পুরোপুরি অনাথ হয়ে নিজের ভার নিজেকেই নিতে হল বলে আর পড়াশোনা চালানো সম্ভব হল না, তাই বেবেল নিজের পরিচিত এক টার্নার-এর শিক্ষানবীশের কাজ নিলেন।

শুরু হল একঘেয়ে আর দুঃসহ ক্লান্তির জীবন। ভোর পাঁচটা থেকে রাত সাতটা পর্যন্ত বেবেল কারখানায় কাজ করতেন। বইপত্র তাঁর জীবনে খানিকটা বৈচিত্র্য এনে দিত, বই পড়তে পড়তে কেটে যেত তাঁর অবসর সময়টুকু। কারখানার কাজ শুরু করার আগে সপ্তাহে যে কটি পয়সা পেতেন প্রতিদিন সকালে তাঁর গৃহকর্ত্রীর জল তুলে দিয়ে তার বিনিময়েই বইপত্র পাবার জন্য তিনি স্থানীয় লাইব্রেরির সদস্য হন।

স্পষ্টতঃ দেখা যাচ্ছে, দারিদ্র্য ও বঞ্চনা তরুণ বেবেল-এর তেজকে চুরমার করে দেওয়া দূরে থাক, আলোর অভিমুখে তাঁর অভিযানকে নিবৃত্ত করা দূরে থাক, তা তাঁর ইচ্ছাশক্তিকেই আরও জোরদার করে তুললো, বাড়িয়ে দিল তাঁর জ্ঞানতৃষ্ণাকে, মনে জাগালো তাঁর প্রশ্ন—যার উত্তর তিনি বইগুলোতে সমস্ত শক্তি দিয়ে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন।

এবং এভাবে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি-যুদ্ধের ভবিষ্যৎ নিরলস সৈনিক সুশিক্ষিত হয়ে ওঠেন।

সতেরো বছরে পদার্পণ করে বেবেল তাঁর শিক্ষানবিশী শেষ করে দিলেন এবং ভ্রাম্যমান টার্নার হিসাবে জীবন শুরু করলেন। উনিশ বছর বয়সে তিনি লাইপজিগে শ্রমিকদের একটি সভায় যোগদান করেন এবং সমাজবাদী শ্রমিকদের বক্তৃতা শোনেন। শ্রমিক-বক্তাদের মুখোমুখি হয়ে বক্তৃতা শোনার সুযোগ বেবেল-এর প্রথমবারের মতো হল এই সভায়। তিনি তখনও সমাজতন্ত্রী হয়ে ওঠেননি, তাঁর সমর্থন ছিল লিবারেলদের প্রতি, কিন্তু শ্রমিকদের নিজস্ব বক্তব্য শুনে তিনি আন্তরিক আনন্দবোধ করেন, তাঁদের প্রতি ঈর্ষাবোধ করতে লাগলেন—সমস্ত প্রাণভরে তাঁর ইচ্ছা হল তাঁদের মতো একজন শ্রমিক-বক্তা হয়ে ওঠার।

ঐ মুহূর্ত থেকে বেবেল-এর এক নূতন জীবন শুরু হল—তাঁর সামনে উদ্ঘাটিত হল এক সুনির্দিষ্ট পথ। তিনি শ্রমিকদের সংগঠনে যোগ দিলেন এবং অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে উঠলেন। দ্রুত তাঁর প্রভাব বিস্তৃত হল, তিনি শ্রমিক ইউনিয়নসমূহের কমিটিতে নির্বাচিত হলেন। ইউনিয়নের কার্যকলাপের সূত্রে তিনি সমাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে লড়তে লাগলেন, চললেন লিবারেলদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কিন্তু সমাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে তিনি ক্রমে ক্রমে নিশ্চিত উপলব্ধি করলেন যে সমাজতন্ত্রীরাই সঠিক।

তাঁর ছাব্বিশ বছর বয়সের মধ্যেই তিনি একজন সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট হয়ে উঠেছেন। তাঁর খ্যাতি এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে যে একবছর পরে (১৮৬৭) তিনি ইউনিয়নসমূহের কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন এবং পার্লামেণ্টে নির্বাচিত হন শ্রমিকদের প্রথম প্রতিনিধি হিসাবে।

এভাবে লড়াই করতে করতে জয় করে করে ধাপে ধাপে তাঁর চারিদিকের বাধা অতিক্রম করে করে বেবেল শ্রমিক-জনগণের মধ্য থেকে মাথা তুলে দাঁড়ালেন এবং হয়ে উঠলেন জার্মানির জঙ্গী শ্রমিকদের নেতৃপুরুষ।

ঐ সময় থেকে বেবেল খোলাখুলি সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসিকে সমর্থন করছিলেন। তাঁর আশু লক্ষ্য হল লিবারেলদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, শ্রমিকদের তাদের প্রভাব থেকে মুক্ত করা এবং শ্রমিকদের তাঁদের নিজস্ব শ্রমিক সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টিতে ঐক্যবদ্ধ করা।

পরের বছরটিতে ১৮৬৮ সালেই ন্যুরেমবার্গ কংগ্রেসে বেবেল তাঁর লক্ষ্যে উপনীত হলেন। ঐ কংগ্রেসে তিনি যে সুদক্ষ ও একটানা আক্রমণ চালালেন তাতে লিবারেলদের চূড়ান্ত পরাজয় সাধিত হল এবং লিবারেলবাদের ধ্বংসস্তূপের ওপর গড়ে উঠল জার্মান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি।

কংগ্রেসে বেবেল বললেন, শ্রমিকদের মুক্তিসাধনের ব্যাপারটা একমাত্র শ্রমিকদের নিজেদেরই কাজ এবং তারই জন্য শ্রমিকদের কর্তব্য হল বুর্জোয়া লিবারেলদের সঙ্গ পরিত্যাগ করা এবং তাঁদের নিজেদের শ্রমিক-পার্টিতে ঐক্য-বদ্ধ হওয়া—মুষ্টিমেয় লিবারেলদের বিরোধিতা সত্ত্বেও কংগ্রেসের ব্যাপক সংখ্যা-গরিষ্ঠরা তাঁর সঙ্গে সমবেত কণ্ঠে কার্ল মার্কস-এর মহান উক্তিটির পুনরাবৃত্তি করলেন।

বেবেল বললেন, নিজেদের পরিপূর্ণ মুক্তি অর্জনের জন্য সকল দেশের শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে আর তাই আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘের অন্তর্ভুক্ত

হওয়া প্রয়োজন—এবং কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠরা একমত হয়ে তার মহান শিক্ষকের এই কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করলেন।

এভাবে জার্মানির সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির উদ্ভব হল আর বেবেল হলেন তার ধাত্রীস্বরূপ।

ঐ সময় থেকে বেবেল-এর জীবন পার্টির জীবনের সঙ্গে একেবারে মিশে গেল, তাঁর দুঃখ আর আনন্দ একাকার হয়ে গেল পার্টির দুঃখ আর আনন্দের সঙ্গে। তিনি হয়ে উঠলেন জার্মান শ্রমিকদের প্রিয় নেতা আর প্রেরণাদাতা, কারণ, কমরেডগণ, এমন একজন লোক যিনি শ্রমিকদের নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে এতখানি করেছেন, বুর্জোয়া লিবারেলদের বশ্যতা থেকে তাঁদের মুক্ত করতে এতখানি করেছেন এবং তাঁদের নিজেদের শ্রমিক-পার্টি গড়ে তুলতে এতখানি করেছেন—তাঁকে ভাল না বেসে পারাই যায় না।

১৮৭০ সালে এই নবীন পার্টিটি তার প্রথম পরীক্ষার মুখোমুখি হল। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হল, জার্মান সরকার যুদ্ধের জন্য পার্লামেণ্টের কাছ থেকে অর্থ দাবি করল, বেবেল নিজেও ছিলেন পার্লামেণ্টের সদস্য এবং যুদ্ধের পক্ষে বা বিপক্ষে একটা সুনির্দিষ্ট অবস্থান গ্রহণ করতেই হয়। বেবেল অবশ্যই বুঝতে পেরেছিলেন যে যুদ্ধ শ্রমিকশ্রেণীর শত্রুদেরই শুধু হিতসাধন করবে; কিন্তু জার্মানি সমাজের সকল শ্রেণীগুলোই—বুর্জোয়া থেকে শ্রমিক পর্যন্ত সবাই—মিথ্যা দেশপ্রেমের বিকারে ভেসে গেছে এবং তাদের দাবি অনুযায়ী সরকারকে অর্থবরাদ্দ করতে ভোটদানে অস্বীকৃতিকে তারা পিতৃভূমির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলে গণ্য করছিল। কিন্তু বেবেল 'দেশপ্রেমিক' সংস্কারের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে, স্রোতের বিরুদ্ধে এগিয়ে যেতে ভয় না পেয়ে, পার্লামেণ্টের মঞ্চে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন: একজন সমাজতন্ত্রী ও সাধারণতন্ত্রী হিসাবে আমি যুদ্ধের পক্ষে নই বরং আমি চাই জাতিতে জাতিতে মৈত্রী, ফরাসী শ্রমিকদের সঙ্গে শত্রুতা নয় বরং আমি চাই আমাদের জার্মান শ্রমিকরা তাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হোক। এমনকি শ্রমিকদের তরফ থেকেও নিন্দা, বিদ্রূপ আর ঘৃণা এল বেবেল-এর নির্ভীক বক্তব্যের জবাব হিসাবে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের নীতিসমূহের প্রতি বিশ্বস্ত বেবেল এক মুহূর্তের জন্যও পতাকা গুটিয়ে সহযোগী শ্রমিকদের কুসংস্কারকে আমল দেননি। উল্টো দিকে, তিনি তাঁর সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করেছেন যুদ্ধের মারাত্মক বিপদের পরিষ্কার উপলব্ধির স্তরে তাদের উন্নীত করতে। পরবর্তীকালে, শ্রমিকেরা তাঁদের ভুল বুঝতে

পারেন এবং তাদের একনিষ্ঠ ও দৃঢ়চেতা বেবেলকে আরও বেশি করে ভাল বেসেছেন। সরকার বাহাদুর অবশ্য তাঁকে দু'বছরের কারাদণ্ড দিয়ে পুরস্কৃত করল, কিন্তু জেলখানায় আলস্যে দিন কাটাননি তিনি। জেলে বসেই তিনি তাঁর বিখ্যাত পুস্তক **নারী ও সমাজতন্ত্র** লিখলেন।

সত্তর ও আশির দশকের শেষের দিকে পার্টি নূতন নূতন পরীক্ষার সম্মুখীন হল। সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির বিকাশে আতংকিত জার্মান সরকার সমাজতন্ত্র-বিরোধী আইন ঘোষণা করল, পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলো ভেঙে দিল, বাছবিচার না করে সমস্ত সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক সংবাদপত্র বন্ধ করে দিল, সমাবেশ ও সংঘ গঠনের স্বাধীনতা খারিজ করে দিল এবং ক'দিন আগেও যে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টি আইনসঙ্গত ছিল তাকে আত্মগোপন করে চলতে বাধ্য করল। এই সব ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সরকার চেয়েছিল সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসিকে উস্কানি দিয়ে ব্যর্থ ও আত্মঘাতী কার্যকলাপে লিপ্ত করতে এবং এভাবে তাকে হীনবল করে চুরমার করে দিতে। মাথা খারাপ না করা, যথাসময়ে রণকৌশল পরিবর্তন করা এবং বিচক্ষণতার সঙ্গে পরিস্থিতিতে সঙ্গতি রেখে চলার জন্য প্রয়োজন ছিল অতুলনীয় দৃঢ়তা এবং অসাধারণ দূরদৃষ্টি। বহু সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট এই সব উস্কানির শিকার হলেন এবং নৈরাজ্যবাদের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। অন্যরা সমস্ত আদর্শ জলাঞ্জলি দিলেন এবং লিবারেলদের পর্যায়ে নেমে গেলেন। বেবেল কিন্তু অবিচল হয়ে রইলেন তাঁর অবস্থানে,.বেশ অনেককে উৎসাহিত করলেন, অন্যান্যদের অনেকের অতিরিক্ত উৎসাহকে মন্দীভূত করলেন এবং তদুপরি অনেকের বুকনিবাজির মুখোস খুলে দিলেন—আর এভাবে সুদক্ষভাবে সঠিক পথ ধরে পার্টিকে পরিচালিত করলেন সামনে—আরও সামনের দিকে। দশ বছর পরে শ্রমিক-আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান শক্তির কালে সরকার নতি স্বীকার করতে এবং সমাজতন্ত্র-বিরোধী কানুনটি বাতিল করতে বাধ্য হল। বেবেল-এর সৃষ্ট নীতিধারাটিই একমাত্র সঠিক পথ বলে প্রমাণিত হল।

নব্বই-এর দশকের শেষে এবং ১৯০০ সালে পার্টি পড়ল নূতন পরীক্ষায়। শিল্পক্ষেত্রে তেজীভাব ও তুলনামূলকভাবে সহজতর অর্থনৈতিক সাফল্যের ফলে উৎসাহিত হয়ে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক আন্দোলনের নরমপন্থী লোকেরা আপোষহীন শ্রেণী-সংগ্রামের এবং একটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রয়োজনীয়-তাকেই অস্বীকার করতে লাগলেন। তারা বললেন, আপোষহীন হওয়া

আমাদের উচিত নয়, আমাদের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দরকার নেই, আমাদের দরকার শ্রেণী-সমঝওতার, দরকার আমাদের বুর্জোয়াশ্রেণী ও সরকারের সঙ্গে চুক্তি—যাতে তাদের সঙ্গে একসাথে মিলেমিশে বর্তমান ব্যবস্থাকে আমরা জোড়াতালি দিয়ে বহাল রাখতে পারি। সুতরাং বুর্জোয়া সরকারের বাজেটের পক্ষেই আমরা ভোট দেব, বর্তমান বুর্জোয়া সরকারেই আমরা যোগ দেব। এই সব যুক্তি দেখিয়ে নরমপন্থীরা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মূলনীতিগুলো এবং সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির রণকৌশলের ভিত্তিকেই টলিয়ে দিচ্ছিল। অবস্থা যে কী বিপজ্জনক বেবেল তা উপলব্ধি করেছিলেন এবং পার্টির অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে মিলে তিনি নরমপন্থীদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম ঘোষণা করলেন। ড্রেসডেন কংগ্রেসে (১৯০৩ সালে) জার্মান নরমপন্থীদের নেতা বার্নস্টাইন এবং ভোলমারকে তিনি সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করলেন এবং সংগ্রামের বৈপ্লবিক পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তার কথা ঘোষণা করলেন। পরের বছর আমস্টারডামে সকল দেশ থেকে সমাগত সমাজতন্ত্রীদের উপস্থিতিতে—আন্তর্জাতিক নরমপন্থীদের নেতা জঁ্যা জুয়ারেসকে তিনি পরাজিত করলেন এবং আর একবার আপোষহীন সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তার কথা ঘোষণা করলেন। ঐ সময় থেকে শুরু করে 'পার্টির নরমপন্থী শত্রুদের' তিনি কখনও নিস্তার দেননি, একের পর এক তাদের পর্যুদস্ত করলেন জেনাতে (১৯০৫ সালে) এবং ন্যুরেমবার্গে (১৯০৮ সালে)। ফলে, এই অভ্যন্তরীণ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পার্টি ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী, বিস্ময়কর রকমের সুসংহত এবং বিপুলভাবে সম্প্রসারিত হয়ে বের হয়ে এল এবং এই সবকিছুর জন্য পার্টি প্রধানতঃ ঋণী অগাস্ট বেবেল-এর কাছে। ··

কিন্তু বেবেল শুধুমাত্র পার্টির মধ্যেকার কাজ নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন না। জার্মান পার্লামেন্টে তাঁর বজ্রকণ্ঠ বক্তৃতাবলীতে তিনি ভিমরতিগ্রস্ত অভিজাতদের বিরুদ্ধে কঠিন কঠোর আঘাত হেনে চলেছিলেন, লিবারেলদের মুখোস ছিন্নভিন্ন করে খুলে দিচ্ছিলেন, 'রাজতন্ত্রী সরকার'কে বিদ্রূপের দ্বারা জনসমক্ষে হেয় করছিলেন—এবং ট্রেড ইউনিয়নসমূহে তাঁর দীর্ঘকালব্যাপী কার্যকলাপ—এই সবকিছু বেবেলকে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের বিশ্বস্ত প্রবক্তা হিসাবে তুলে ধরেছে, যেখানে সংগ্রাম সবচেয়ে তীব্রতম, যেখানেই তাঁর শ্রমিকসুলভ অফুরন্ত প্রাণশক্তির প্রয়োজন হত, সেখানেই উপস্থিত হতেন তিনি।

এরই জন্য জার্মান ও আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রীরা বেবেলকে এতখানি সম্মান করেন।

বেবেল অবশ্য ভুলভ্রান্তি করেছিলেন—কে করে না বলুন তো? (একমাত্র মৃতরাই ভুল করে না।) কিন্তু এসব ছোটখাটো ভুল তুচ্ছ হয়ে পড়ে যখন পার্টির জীবনে তিনি যে বিরাট অবদান রেখে গেছেন তার তুলনা করি—যে পার্টি আজ বেবেল-এর বিয়াল্লিশ বছরের নেতৃত্বাধীনে ছয় লক্ষাধিক সদস্যের পার্টি হয়ে উঠেছে, সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়নে যে পার্টির রয়েছে বিশ লক্ষের মতো শ্রমিক, ত্রিশ থেকে চল্লিশ লক্ষ ভোটদাতার আস্থা অর্জন করেছে যে পার্টিটি, এবং অঙ্গুলি সংকেতে যে পার্টি প্রুশিয়াতে লক্ষ লক্ষ মানুষের বিক্ষোভ সংগঠিত করতে সমর্থ।

এটা লক্ষ্য করার মতো যে বেবেল-এর জন্মদিনের সম্মানে আয়োজিত উৎসব মিলে গেল জার্মান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির তেজোদৃপ্ত লক্ষণীয় বিক্ষোভায়োজনের সঙ্গে, যা বিরাট বিশাল এবং তুলনারহিত সুসংগঠিত বিক্ষোভের মাধ্যমে প্রুশিয়াতে সর্বজনীন ভোটাধিকারের স্বপক্ষে এগিয়ে এসেছে।

তিনি অকারণে পরিশ্রম করেননি—একথা দাবি করার সম্পূর্ণ অধিকার বেবেল-এর রয়েছে।

এই হল বৃদ্ধ বেবেল-এর জীবন ও কার্যকলাপ, হ্যাঁ, অতি প্রবীণ কিন্তু অন্তরে এমন তারুণ্যে উদ্দীপ্ত সেই বেবেল আগের মতোই নূতন নূতন যুদ্ধের আর নূতন নূতন বিজয়ের প্রতীক্ষায় তাঁর কর্তব্যস্থলে অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

একমাত্র জঙ্গী শ্রমিকশ্রেণীই বেবেল-এর মতো লোক সৃষ্টি করতে পারে—পারে তাঁর মতো এমন বীর্যবান, চির-তরুণ, নিয়ত অগ্রসর দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিকে সৃষ্টি করতে।

একমাত্র বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্বই বেবেল-এর প্রাণোদ্দীপ্ত প্রকৃতির স্ফূর্তির, পুরাতন, ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদী দুনিয়ার ধ্বংসসাধনের সংগ্রামের এমন ব্যাপক বিস্তারে সুযোগ করে দিতে পারে।

বেবেল-এর জীবন ও কর্ম শ্রমিকশ্রেণীর শক্তিমত্তা ও অপরাজেয়তারই সাক্ষ্য, সমাজতন্ত্রের অনিবার্য বিজয়েরই সাক্ষ্য বহন করছে।…

তাই, আসুন কমরেডগণ, আমরা আমাদের প্রিয় শিক্ষাদাতা—টার্নার অগাস্ট বেবেলকে আমাদের অভিনন্দন প্রেরণ করি!

আমাদের মতো রাশিয়ার শ্রমিকদের কাছে বেবেল একজন আদর্শ পুরুষ

—রাশিয়ার শ্রমিক-আন্দোলনে বেবেল-এর মতো ব্যক্তিদের একান্ত প্রয়োজন রয়েছে।

বেবেল দীর্ঘজীবী হোন!

আন্তর্জাতিক সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি দীর্ঘজীবী হোক!

রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক
লেবার পার্টির বাকু কমিটি

১৯১০ সালের ২৩শে মার্চ
ইস্তেহার হিসাবে প্রকাশিত

সোলভিচেগোদস্ক-এ নির্বাসন থেকে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিকে লেখা একখানা চিঠি

কমরেড সেমিয়ন! গতকাল কমরেডদের কাছ থেকে আপনার চিঠি পেলাম। প্রথমেই লেনিন এবং অন্যান্যদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। তারপরই আপনার চিঠির ব্যাপারে এবং সাধারণভাবে 'গোলমেলে প্রশ্নগুলো' সম্পর্কে লিখছি।

আমার মতে, ব্লক-এর লাইনই (লেনিন-প্লেখানভ) একমাত্র সঠিক লাইন: (১) এই লাইন, এবং শুধু এই লাইনটিই, রাশিয়ায় কাজের প্রকৃত প্রয়োজন মেটাচ্ছে—যার মূল দাবিই হচ্ছে সকল যথার্থ পার্টি-অনুগামীদের একত্র সমবেত করা; (২) এই লাইন, এবং শুধু এই লাইনটিই—বিলুপ্তিবাদীদের কবল থেকে আইনসম্মত সংগঠনসমূহের অব্যাহতির প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করবে, মেনশেভিক কর্মীবৃন্দ এবং বিলুপ্তিবাদীদের মধ্যে একটি ব্যবধান রচনা করবে আর শেষোক্তদের ছিন্নভিন্ন ও দফারফা করে দেবে। আইনসম্মত সংগঠনসমূহে প্রভাব প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম আজকের দিনের একটি জলন্ত প্রশ্ন, পার্টির পুনরুজ্জীবনের পথে একটি আবশ্যিক ধাপ; ব্লক-ই হল একমাত্র মাধ্যম যার সাহায্যে এই সংগঠনসমূহকে বিলুপ্তিবাদের আবর্জনা থেকে মুক্ত করা যেতে পারে।

ব্লক-এর পরিকল্পনায় লেনিনের হাত পরিস্ফুট—সুকৌশলী ব্যক্তি তিনি, যা বলছেন তা তিনি জানেন। কিন্তু তা থেকে এটা বোঝাচ্ছে না যে, ব্লক মাত্রই ভাল। ট্রটস্কির ব্লক (তিনি হয়তো বলতেন 'সংশ্লেষণ') হত পুরোপুরি নীতিহীন ব্যাপার, পাঁচমিশালী নীতির ম্যানিলভসুলভ সংমিশ্রণ, নীতিহীন একজন ব্যক্তির একটা 'ভাল' নীতির জন্য অসহায় আকাংখা। ঘটনার যুক্তি স্বাভাবিকভাবেই কঠোর নীতির অনুগামী হয় এবং সংমিশ্রণকে ঘৃণা করে। লেনিন-প্লেখানভ-এর ব্লক বাস্তবনিষ্ঠ কারণ তা পুরোপুরি নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, পার্টিকে কিভাবে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে সেই প্রশ্নে ঐক্যমতের ভিত্তিতে তা রচিত। কিন্তু ঠিক যেহেতু এটা হল একটা ব্লক এবং একটা মিশে যাবার ব্যাপার নয়, ঠিক সেই কারণেই বলশেভিকদের থাকবে তাঁদের নিজস্ব গোষ্ঠী। এটা খুবই সম্ভব যে তাঁদের কাজের মধ্য

দিয়ে বলশেভিকরা প্লেখানভপন্থীদের সম্পূর্ণভাবে বশে নিয়ে আসতে পারবেন, কিন্তু সেটা তো এখনও সম্ভাবনার স্তরে। কোন অবস্থাতেই আমাদের ঘুমিয়ে পড়া চলবে না আর ঐ রকম একটা পরিণতির জন্য বসে থেকে অপেক্ষা করলেও চলবে না—যদিও ঐ পরিণতিটা খুবই সম্ভব। যত বেশি ঐক্যবদ্ধভাবে বলশেভিকরা কাজ করবেন, তাঁদের কাজ যত বেশি সংগঠিত হবে, ঐ বশে আনার সম্ভাবনাটা ততই বেশি হবে। সুতরাং আমাদের কর্তব্য সমস্ত নেহাই-এর ওপরই নিরলসভাবে হাতুড়ির ঘা মেরে চলা। ভ্পেরিয়দ-বাদীদে ব্যাপারে আমি কিছুই বলছি না, কারণ বিলুপ্তিবাদী ও প্লেখানভ-পন্থীদের তুলনায় এরা এখন অনেক কম ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে। এর মাঝে যদি ওদের ঘুম ভেঙ্গে যায়—তাহলে বেশ ভালই হয়; আর যদি না ভাঙ্গে, তাও ভাল হয়, ঘাবড়ানোর কী আছে—তাদের নিজেদের রসে তারা নিজেরাই সেদ্ধ হোক।

বাইরের ব্যাপার নিয়ে এই আমি ভাবছি।

কিন্তু তাই সব নয়, এবং সবচেয়ে জরুরী কথাও নয়। সবচেয়ে জরুরী ব্যাপার হল রাশিয়ার মধ্যেই কাজকর্ম সংগঠিত করে তোলা। আমাদের পার্টির ইতিহাস দেখিয়ে দিচ্ছে যে মতপার্থক্যসমূহ বিতর্কের মধ্য দিয়ে দূরীভূত হয়নি, হয়েছে প্রধানতঃ কাজের মধ্য দিয়ে, মূলনীতিসমূহের বাস্তব প্রয়োগের মধ্য দিয়ে। সুতরাং আজকের কাজ হল একটি কঠোরভাবে সুনির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে রাশিয়াতে কাজকর্ম সংগঠিত করে চলা। মুহূর্ত মধ্যে বিলুপ্তিবাদীরা ধরে ফেলেছে হাওয়া কোন্ দিকে বইছে (তাদের ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রবল) এবং তারা শ্রমিকদের আইনসম্মত সংগঠনসমূহে ঢুকে পড়তে শুরু করেছে (এর মাঝেই তারা ঢুকে পড়েছে) এবং মনে হচ্ছে এর মাঝেই রাশিয়াতে তাদের যে গোপন কেন্দ্র রয়েছে সেখান থেকেই এইসব কাজকর্মাদি পরিচালিত হচ্ছে। আমরা কিন্তু এখনও 'প্রস্তুতিই' চালিয়ে যাচ্ছি, মহড়ার স্তরেই এখনও রয়ে গেছি। আমার মতে, আমাদের আশু কর্তব্যটা এমন যে তা নিয়ে আর দেরি করা চলে না—তা হচ্ছে একটি কেন্দ্রীয় গোষ্ঠী (রাশিয়াতেই) সংগঠিত করা; বে-আইনী, আধা-আইনী এবং আইনী কার্যকলাপের মধ্যে প্রথমতঃ প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলোতে (সেণ্ট পিটার্সবুর্গ, মস্কো, উরাল ও দক্ষিণাঞ্চলে) সমন্বয়সাধন করা। যা খুশি বলুন—'কেন্দ্রীয় কমিটির রাশিয়ান বিভাগ' অথবা কেন্দ্রীয় কমিটির সহায়ক গ্রুপ—তাতে কিছুই আসে যায় না, কিন্তু

এরকম একটা গ্রুপ একেবারে বাতাস এবং রুটির মতোই অপরিহার্য। বর্তমান সময়ে খোঁজ-খবরের অভাব, নিঃসঙ্গতা এবং বিচ্ছিন্নতা আঞ্চলিক পার্টি-কর্মীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে রয়েছে এবং তাঁরা সবাই নিরুৎসাহ হয়ে পড়ছেন। এই গ্রুপটি কাজে নূতন উৎসাহ জোগাতে পারে, এনে দিতে পারে সুস্পষ্টতা। আর তা আইনী সুবিধাগুলোর যথার্থ সদ্ব্যবহারের রাস্তাই উন্মুক্ত করে দেবে। আমার মতে, তাতে করে পার্টিগত মনোভাবের পুনরুজ্জীবনেরই সূত্রপাত হবে। প্রথমতঃ যেসব পার্টি-কর্মীরা অবশ্যই কেন্দ্রীয় কমিটির পরিচালনাধীন পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের[৯৩] সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করতে রাজী, তাঁদের একটি সম্মেলনের আয়োজনে কোনই হানি ঘটাবে না। কিন্তু এর সবটাই কেন্দ্রীয় সংস্থাসমূহের[৯৪] 'সংস্কারের' পরে এবং প্লেখানভপন্থীরা সম্মত হলেই হতে পারে। এটা খুবই সম্ভব যে এরকম একটা সম্মেলন উপরে উল্লিখিত কেন্দ্রীয় গ্রুপের জন্য যোগ্য লোকদের বাছাই করতে পারবে। আমি মনে করি, অন্য বহু দিক থেকেও এরকম একটা সম্মেলনের বাঞ্ছনীয় দিকগুলো স্পষ্ট। কিন্তু আমাদের কাজ করতে হবে দৃঢ়ভাবে, অবিচলিতভাবে ; বিলুপ্তিবাদীদের, ট্রটস্কিবাদীদের এবং ভ্পেরিয়দবাদীদের তিরস্কারে ভয় পেলে চলবে না। প্লেখানভবাদীরা এবং লেনিনবাদীরা যদি রাশিয়াতে কাজের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হন, তাহলে তাঁরা যে-কোন মহলের থেকে নিক্ষিপ্ত তিরস্কারকেই অবজ্ঞা করতে পারেন।

রাশিয়ার মধ্যেই কাজকর্ম সম্বন্ধে এই হল আমার চিন্তা-ভাবনা।

এখন বলি আমার নিজের সম্পর্কে। এখানে আরও দু'মাস আমাকে কাটাতে হবে।[৯৫] এই মেয়াদ শেষ হলে আমি পুরোপুরি আপনাদের কাজেই নিয়োজিত থাকতে পারব। পার্টি-কর্মীদের প্রয়োজন যদি যথার্থই তীব্র হয়ে থাকে, আমি এখনই চলে যেতে পারি। আমি মিস্‌ল[৯৬]-এর প্রথম সংখ্যা পড়েছি। আমি ছবির মতো দেখতে পাচ্ছি পার্টি-কর্মীরা কতখানি দৃষ্টির স্বচ্ছতা ও উদ্দীপনা লাভ করবেন শুধুমাত্র এই ঘটনা থেকে যে বিগত দিনের বিরুদ্ধবাদীরা একত্রিত হয়ে কাজে নেমেছেন এবং কতখানি বিভ্রান্তি ও বিশৃংখলা তা বিলুপ্তিবাদীদের অনুগামী মহলে সৃষ্টি করবে। প্রতিটি সৎ মানুষই বলবেন যে, তাতে কিছু খারাপ হবে না।

এখানে নির্বাসনে রয়েছেন বেশ কিছু চমৎকার মানুষ এবং এটা খুব ভাল কাজ হবে যদি এদের বে-আইনী সাময়িকীগুলো সরবরাহ করা যায়।

আমাদের **সৎসিয়াল ডিমোক্র্যাত**-এর ১৭নং সংখ্যা এবং পরবর্তী সংখ্যাগুলো আর **সৎসিয়াল ডিমোক্র্যাত**-এর ক্রোড়পত্রটিও পাঠাবেন। আমরা **রাবোচাইয়া গ্যাজেতার**[৯৭] প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যার কোনটিই এবং **গোলোস সৎসিয়াল ডিমোক্র্যাতাও** পাইনি। মনে হচ্ছে, আমরা **জ্‌ভেজ্‌দা**[৯৮] পাবো। নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাবেন: (১) সোলভিচে-গোদস্ক, ভোলোগ্‌দা গুবারনিয়া, আইভান ইশাকোভিচ বোগোমোলভ-এর জন্য ; (২) সোলভিচেগোদস্ক, ভোলোগ্‌দা গুবারনিয়া, পিয়ত্‌র মিখাইলোভিচ সেরাফিমভ-এর জন্য। আমার সঙ্গে পত্রালাপের ঠিকানা: সোলভিচেগোদস্ক, ভোলোগ্‌দা গুবারনিয়া, গ্রিগোরভ-এর বাড়ি, নিকোলাই আলেকজান্দ্রোভিচ ভোজ্‌নেসেন্স্কি।

কমরেডসুলভ অভিনন্দনসহ **কে. এস.**

রেজিস্ট্রী ডাকে পাঠাবেন না। দয়া করে আপনাদের ওদিকের খোঁজখবর জানাবেন এই অনুরোধ।

১৯১০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর লিখিত

পার্টির সপক্ষে![১১]

দেশে রাজনৈতিক জীবনে আগ্রহ আবার দেখা দিচ্ছে আর তারই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পার্টিতে যে সংকট তাও শেষ হয়ে আসছে। মৃত্যুর মুহূর্তটি অতিক্রান্ত হয়েছে, অসাড়তা কেটে যেতে শুরু হয়েছে। সম্প্রতি যে সাধারণ পার্টি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল[১০০], তা পার্টির পুনরুজ্জীবনের একটি সুস্পষ্ট লক্ষণ। রুশ বিপ্লবের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পার্টির শক্তি বেড়ে উঠেছিল এবং তার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে তা চুরমার হয়ে গিয়েছিল; সুতরাং এটা অনিবার্য যে দেশব্যাপী রাজনৈতিক জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে পার্টি আবার পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে। শিল্পের প্রধান প্রধান শাখায় আবার প্রাণ জেগেছে, পুঁজিবাদীদের মুনাফা বাড়ছে আর তার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের আসল মজুরি কমছে; বুর্জোয়াদের আর্থিক ও রাজনৈতিক সংগঠনসমূহের অবাধ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর আইনী ও বে-আইনী সংগঠনসমূহের জোরজবরদস্তিমূলক কণ্ঠরোধ শুরু হয়েছে; নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি এবং জমিদারদের মুনাফাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদের সর্বনাশ সাধিত হচ্ছে; দুর্ভিক্ষে কবলিত হয়েছেন আড়াই কোটির অধিক মানুষ আর তার মধ্য দিয়ে 'নবীকৃত' প্রতিবিপ্লবী শাসনের অসহায়তাই ফুটে উঠেছে। এই সবকিছু শ্রমজীবী জনগণকে, মুখ্যতঃ শ্রমিকশ্রেণীকে আঘাত করতে এবং রাজনৈতিক জীবনে তাদের আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে বাধ্য। এই জাগরণেরই অন্যতম লক্ষণীয় অভিব্যক্তি হচ্ছে বিগত জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির সম্মেলনটি।

কিন্তু মনে মনে ও অন্তরে অন্তরে এই যে জাগরণ তা সেখানে আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারে না—বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তা অনিবার্যভাবে প্রকাশ্য গণ-সংগ্রামে অভিব্যক্ত হতে বাধ্য।

শ্রমিকদের জীবনের অবস্থার উন্নতিসাধন করতেই হবে, মজুরি বাড়াতে হবে, দৈনিক কাজের ঘণ্টা কমাতে হবে, কলে-কারখানায় এবং খনিতে নিয়োজিত শ্রমিকদের অবস্থার আমূল পরিবর্তনসাধন করতে হবে। কিন্তু এখনও-পর্যন্ত-নিষিদ্ধ আংশিক ও সাধারণ অর্থনৈতিক সংগ্রাম ছাড়া এসব কী করে সম্ভব?

মালিকদের বিরুদ্ধে স্বাধীনভাবে অবাধে সংগ্রাম করার, ধর্মঘট করার, সংঘবদ্ধ হবার স্বাধীনতা, সমাবেশ, বাক-স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রভৃতি আমাদের জয় করে আনতেই হবে। অন্যথায় নিজেদের জীবনের অবস্থার উন্নতির জন্য শ্রমিকদের সংগ্রাম নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। খোলাখুলি রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, বিক্ষোভ সমাবেশ, রাজনৈতিক ধর্মঘট প্রভৃতির আয়োজন করা ছাড়া তা কী করে সম্ভব?

দেশের পুনরুজ্জীবনের ব্যবস্থা আমাদের করতেই হবে, দীর্ঘস্থায়ী অনাহারে ক্লিষ্ট এই দেশ; কোটি কোটি কৃষকেরা যেখানে প্রতিবারই দুর্ভিক্ষে এবং তার আনুষঙ্গিক বিভীষিকা ভোগ করতে বাধ্য হচ্ছেন—বর্তমানের এই পরিস্থিতির একটা সমাপ্তি আমাদের ঘটাতেই হবে; অনশনক্লিষ্ট পিতামাতারা অশ্রু বিসর্জন করতে করতে তাঁদের মেয়েদের ও ছেলেদের 'কানাকড়ির মূল্যে' বিক্রয় করছেন এই দৃশ্য হাত গুটিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখা অসম্ভব! বর্তমান যে রক্তলোলুপ আর্থিক নীতি দারিদ্র্য-জর্জরিত কৃষক-জনগণকে ধ্বংস করছে আর প্রতিটি শস্যহানির সঙ্গে সঙ্গে যা লক্ষ লক্ষ চাষীকে সর্বনাশা দুর্ভিক্ষের পথে অনিবার্যভাবে ঠেলে দিচ্ছে—তার সমূলে উচ্ছেদসাধন আমাদের করতেই হবে! দেশকে নিঃস্বতা ও অবসাদগ্রস্ততার কবল থেকে মুক্ত করতেই হবে! কিন্তু সমগ্র জারতন্ত্রের কাঠামোটির আগাগোড়া উচ্ছেদ না করে এসব করা সম্ভব কি? আর সকল সামন্ততান্ত্রিক ভগ্নাবশেষসহ জারতন্ত্রী সরকারের উচ্ছেদসাধন ঐতিহাসিকভাবে তার নেতা হিসাবে স্বীকৃত সমাজতন্ত্রী শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত জনগণের একটি ব্যাপক বৈপ্লবিক আন্দোলন ছাড়া কী করে সম্ভব?…

কিন্তু ভাবী কার্যকলাপগুলো যাতে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত না হয়, শ্রমিকশ্রেণী যাতে ভাবী কার্যকলাপগুলোকে সংহত করার ও সেগুলোর নেতৃত্ব দানের ক্ষেত্রে তার মহান কর্তব্যটি সসম্মানে সম্পাদন করতে পারে—তারজন্য চাই জনগণের ব্যাপক অংশের মধ্যে বৈপ্লবিক চেতনা এবং শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-সচেতনতার সঙ্গে চাই শ্রমিকশ্রেণীর একটি শক্তিমান অথচ নমনীয় পার্টি, যে পার্টি, আঞ্চলিক সংগঠনসমূহের খণ্ড খণ্ড সংগ্রামকে একটি অখণ্ড সংগ্রামে সংহত করতে পারবে এবং এভাবে জনগণের বৈপ্লবিক আন্দোলনকে শত্রুর প্রধান রক্ষাব্যূহের বিরুদ্ধে পরিচালিত করতে পারবে। শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিকে —রাশিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টিকে—সঠিক পথে প্রতিষ্ঠা করা

তাই, আসন্ন বৈপ্লবিক কার্যকলাপকে যাতে শ্রমিকশ্রেণী যোগ্যতা সহকারে সম্পাদন করতে পারে, তারজন্য বিশেষভাবে জরুরী হয়ে উঠেছে।

চতুর্থ রাষ্ট্রীয় ডুমার আসন্ন নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে পার্টিকে সংহত করার অপরিহার্য প্রয়োজনটি আরও বেশি লক্ষণীয়ভাবে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কিন্তু পার্টিকে কিভাবে সঠিক পথে প্রতিষ্ঠা করা যাবে?

সর্বপ্রথম, আঞ্চলিক পার্টি-সংগঠনসমূহকে জোরদার করে তুলতেই হবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রুপে খণ্ড-ছিন্ন, হতাশার বিষণ্ণতায় এবং লক্ষ্যের প্রতি অনাস্থায় নিরুদ্যম, বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে সংযোগশূন্য এবং প্রায়শই চক্রান্তকারী প্ররোচকদের দ্বারা ছিন্নভিন্ন—আঞ্চলিক সংগঠনসমূহের জীবনের এই বিষণ্ণ ছবিটা কি সকলের কাছেই সুপরিচিত নয়? সংশ্লিষ্ট শক্তিগুলোর এই বিক্ষিপ্ততাকে শেষ করে দেওয়া যায় এবং শেষ করে দিতেই হবে! একদিকে নবজাগ্রত শ্রমিক-জনগণ এবং অন্যদিকে সাম্প্রতিক সম্মেলনে এই জাগরণের অভিব্যক্তি—এই বিক্ষিপ্ততার সমাপ্তি ঘটানোর, কাজকে বিরাটভাবে সহায়তা করেছে। আসুন, তাহলে আমরা সাংগঠনিক এই বিক্ষিপ্ততার সমাপ্তি ঘটাই! প্রতিটি শহরে, প্রতিটি শিল্পকেন্দ্রে যে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক কর্মীরা রয়েছেন, যাঁরা একটি বে-আইনী রাশিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির প্রয়োজন আছে বলে বিশ্বাস করেন, গোষ্ঠী-নির্বিশেষে তাঁরা সবাই একযোগে আঞ্চলিক পার্টি-সংগঠনে যোগদান করুন! যে মেশিনগুলো শ্রমিকদের একটি একক শোষিত বাহিনী হিসাবে সংঘবদ্ধ করে, সেই একই মেশিনগুলো শোষণ এবং হিংসার বিরুদ্ধে সংগ্রামীদের একক পার্টি হিসাবে তাদের ঐক্যবদ্ধ করুক! একটা বিরাট সংখ্যক সদস্যভুক্তির প্রচেষ্টার কোনই প্রয়োজন নেই; বর্তমানের কাজের পরিস্থিতিতে তা বিপজ্জনকও হয়ে উঠতে পারে। আসল কথাটা হচ্ছে কমরেডদের গুণগত উৎকর্ষ, আসল কথাটিই হচ্ছে আঞ্চলিক সংগঠনে সংঘবদ্ধ প্রভাবশালী কমরেডদের খেয়াল রাখতে হবে—যে লক্ষ্য সাধনে তাঁরা ব্রতী হয়েছেন তার গুরুত্বের কথা এবং সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক ধারায় দৃঢ়ভাবে চালিয়ে যেতে হবে তাঁদের কাজ। এভাবে গড়ে ওঠা আঞ্চলিক সংগঠনগুলো যেন নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে দূরে সরিয়ে না রাখে, একেবারে 'তুচ্ছ' সাধারণ ব্যাপার থেকে বৃহত্তম এবং সবচেয়ে 'অসাধারণ' ব্যাপার, শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এমন সমস্ত ব্যাপারেই তাঁরা নিয়ত অংশগ্রহণ করুন; শ্রমিক এবং পুঁজির মধ্যেকার একটি সংঘর্ষ, জারতন্ত্রী

সরকারের নৃশংসতার বিরুদ্ধে শ্রমিক-জনগণের একটি প্রতিবাদও তাঁদের প্রভাব-মুক্ত থাকা চলবে না। সব সময় মনে রাখা চাই যে একমাত্র এভাবেই আঞ্চলিক সংগঠনগুলোকে জোরদার করে তোলা এবং তাদের পুনরুজ্জীবন সাধন করা সম্ভব হবে। তারই জন্য, অন্যান্য ব্যাপারের মধ্যে শ্রমিকদের প্রকাশ্য গণ-সংগঠনসমূহের সঙ্গে ইউনিয়ন ও ক্লাবগুলোর সঙ্গে তাদের সর্বাপেক্ষা জীবন্ত সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে এবং সবদিক দিয়ে সেগুলোর বিকাশকে সহায়তা করতে হবে।

বুদ্ধিজীবী শক্তিগুলোর অনুপস্থিতিতে পুরোপুরি তাদের ওপর যে কাজের দায়িত্ব পড়েছে আমাদের শ্রমিক কমরেডরা তার দুরূহতা ও জটিলতার কথা ভেবে ভয় পেয়ে না যান ; অকারণ বিনয় এবং 'অনভ্যস্ত' কাজের ভয় একেবারে ঝেড়ে মুছে ফেলুন ; জটিল পার্টিগত কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করার সাহস সঞ্চয় তাদেব করতেই হবে ! তা করতে গিয়ে যদি কিছু কিছু ভুলভ্রান্তি হয় তাতে কিছু যায় আসে না ; দু'একবার হয়তো হোঁচট খাবেন কিন্তু তারপর দেখবেন স্বচ্ছন্দভাবেই পা ফেলে এগিয়ে যেতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। বেবেল-এর মতো লোকেরা আকাশ থেকে পড়েন না, তাঁবা সাধারণ শ্রমিকদের মধ্য থেকে বিভিন্ন পর্যায়ের পার্টির কাজের ভেতব দিয়েই বের হয়ে আসেন।…

কিন্তু আঞ্চলিক সংগঠনগুলো আলাদা-আলাদাভাবে যদি শক্তিশালী ও প্রভাবশালী হয়, তবু তারাই তো আর পার্টি নয়। পার্টি হয়ে উঠতে হলে তাদের একত্র সংহত করতে হবে, সংযুক্ত করতে হবে তাদের একই জীবনের শরিক একটি জীবন্তসত্তায়। একটি অন্যটি থেকে শুধু বিচ্ছিন্ন নয় বরং একটি অন্যটির অস্তিত্ব সম্পর্কে অনবহিত, এরকম ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত আঞ্চলিক সংগঠনগুলো যে যার সাধ্যমতো চলেছে, সম্পূর্ণভাবে নিজেদের উদ্যোগে কাজ করে চলেছে এবং প্রায়ই পরস্পর-বিপরীত ধারায় উল্টোপাল্টা কাজ করে চলেছে—পার্টির মধ্যেকার শৌখিন ঢিলেঢালা পদ্ধতির এই হল পরিচিত চিত্র। আঞ্চলিক সংগঠনগুলোর মধ্যে সংযোগ প্রতিষ্ঠা করা এবং কেন্দ্রীয় কমিটির চারিপাশে তাদের সমবেত করার ঠিক ঠিক অর্থই হল এই শৌখিন ঢিলেঢালা পদ্ধতির সমাপ্তি ঘটানো এবং শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিকে সঠিক পথে স্থাপন করা। একটি প্রভাবশালী কেন্দ্রীয় কমিটি জীবন্ত সংযোগ সূত্রের মাধ্যমে যা আঞ্চলিক সংগঠনগুলোর সঙ্গে যুক্ত থাকবে, ধারাবাহিকভাবে সেই সংগঠনগুলোকে যা ওয়াকিবহাল রাখবে এবং তাদের একত্র সংযুক্ত করবে ;

একটি কেন্দ্রীয় কমিটি যা শ্রমিকশ্রেণীর সাধারণ কার্যকলাপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে; যে কেন্দ্রীয় কমিটির ব্যাপক রাজনৈতিক প্রচারকার্য চালাবার জন্য রাশিয়াতে প্রকাশিত একটি বে-আইনী সংবাদপত্র থাকবে—এই পথ ধরেই পার্টির পুনর্নবীকরণ এবং সংহতিসাধনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

একথা বলার প্রয়োজনই নেই যে সহায়তা না পেলে কেন্দ্রীয় কমিটি এই কঠিন কর্তব্যটি সম্পাদনে সক্ষম হবে না: আঞ্চলিক সংগঠনসমূহের কমরেডদের এটা মনে রাখতে হবে যে অঞ্চলগুলো থেকে তাদের নিয়মিত সমর্থন না এলে কেন্দ্রীয় কমিটি অনিবার্যভাবে একটি ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে পড়বে এবং পার্টি একটি নামমাত্র হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং কেন্দ্রীয় কমিটি এবং আঞ্চলিক সংগঠন-সমূহের সম্মিলিত কাজকর্ম—পার্টির পুনর্নবীকরণের এটি হল অপরিহার্য শর্ত, কমরেডদের এই কাজটি সম্পাদনের জন্যই আমরা আহ্বান জানাচ্ছি।

আর তাই, কমরেডগণ, পার্টির সপক্ষে, পুনরুজ্জীবিত, গোপন, রাশিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির সপক্ষে দাঁড়ান!

ঐক্যবদ্ধ রাশিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টি দীর্ঘজীবী হোক!

রাশিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার
পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি

১৯১২ সালের মার্চ মাসে
ইস্তেহার আকারে প্রকাশিত

পয়লা মে দীর্ঘজীবী হোক ![102]

কমরেডগণ,

অনেক কাল আগে বিগত শতকে, সকল দেশের শ্রমিকেরা সিদ্ধান্ত নেন প্রতি বছর এই দিনটি, পয়লা মে, তাঁরা উদ্‌যাপন করবেন। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ১৮৮৯ সালে সকল দেশের সমাজতন্ত্রীদের প্যারিস কংগ্রেসে; শ্রমিকেরা সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন যে ঠিক এই দিনে, পয়লা মে তারিখেই যখন প্রকৃতি শীতের ঘুম থেকে জেগে ওঠে, যখন অরণ্য ও পাহাড়ে পাহাড়ে সবুজের সমারোহ দেখা দেয়, মাঠ ও প্রান্তর ফুলের শোভায় ভরে ওঠে, সূর্য রোদের হাসি ছড়িয়ে দেয়, হাওয়ায় লাগে নবজন্মের নবীন আনন্দ এবং প্রকৃতি মেতে ওঠে নৃত্যে ও আনন্দে—তাঁরা উচ্চকণ্ঠে সারা দুনিয়ার কাছে প্রকাশ্যে ঘোষণা করে দিলেন ঠিক এই দিনটিতেই যে শ্রমিকশ্রেণী মানবজাতির জীবনে বসন্তকে আবাহন করে নিয়ে আসছে, নিয়ে আসছে পুঁজিবাদের নিগড় থেকে মুক্তির আস্বাদ, স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের নবভিত্তিপরে নবনবীন জগৎ প্রতিষ্ঠা করাই হল শ্রমিকশ্রেণীর লক্ষ্য।

প্রতিটি শ্রেণীরই নিজ নিজ প্রিয় উৎসব রয়েছে। অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের উৎসবের প্রচলন করেছিল এবং সেই উৎসব উপলক্ষে তারা কৃষকদের লুণ্ঠন করায় তাদের 'অধিকারের' কথা ঘোষণা করত। বুর্জোয়াদের তাদের নিজস্ব উৎসব আছে আর তার মধ্য দিয়ে তারা শ্রমিকদের শোষণ করায় তাদের 'অধিকারের' 'ন্যায়সঙ্গতার' জয়গানই তারা গায়। যাজক সম্প্রদায়েরও উৎসব রয়েছে আর তার মাধ্যমে তারা যে ব্যবস্থায় শ্রমজীবী মেহনতী মানুষকে দারিদ্র্যে ধুঁকে ধুঁকে মরতে হয় অথচ অলস লোকেরা বিলাসিতায় গা ঢেলে দেয়—প্রচলিত সেই ব্যবস্থাটির জয়ধ্বনিই দিয়ে থাকে।

শ্রমিকদেরও চাই তাই তাদের নিজেদের উৎসব, যে দিন তারা ঘোষণা করবে: সর্বজনীন শ্রম, সর্বজনীন স্বাধীনতা, সকল মানুষের সর্বজনীন সাম্য। এই উৎসবই হল পয়লা মে দিবসের উৎসব।

অনেক আগে ১৮৮৯ সালেই শ্রমিকেরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

তারপর থেকে শ্রমিকশ্রেণীর সমাজতন্ত্রের রণধ্বনি সভা-সমিতি ও শোভা-

যাত্রায় এই পয়লা মে দিবসে প্রবল থেকে প্রবলতর স্বরে বিঘোষিত হয়ে উঠেছে। শ্রমিক-আন্দোলনের বিশাল তরঙ্গ ক্রমেই উদ্বেল হয়ে উঠছে, ছড়িয়ে পড়ছে নানা দেশে, নানা রাজ্যে, ইউরোপ এবং আমেরিকা থেকে এশিয়া, আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়াতে। মাত্র কয়েকটি দশকের মধ্যেই পূর্বেকার দুর্বল আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ এক দুর্বার আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্বে রূপান্তরিত হয়েছে, তার নিয়মিত কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং পৃথিবীর নানা অংশের কোটি কোটি শ্রমিক আজ তাতে সংঘবদ্ধ। শ্রমিকশ্রেণীর ক্রোধের সাগর প্রমত্ত ঢেউ তুলে ফুঁসে ফুঁসে উঠছে এবং পুঁজিবাদের জরাজীর্ণ দুর্গপ্রাকারের বিরুদ্ধে বেশি বেশি প্রলয়ংকর বেগে এগিয়ে চলেছে। গ্রেট ব্রিটেন, জার্মানি, বেলজিয়াম, আমেরিকা ইত্যাদি দেশে দেশে কয়লা খনির শ্রমিকদের যে বিরাট ধর্মঘট সম্প্রতি হয়ে গেল, তা সারা দুনিয়ার শোষক ও শাসকদের বুকে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছে এবং এই পরিষ্কার ইঙ্গিতই বহন করে এনেছে যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আর দূরে নয়।…

'স্বর্ণ-বৃষকে আমরা পূজা করি না!' আমরা বুর্জোয়া এবং অত্যাচারীদের রাজত্ব চাই না! পুঁজিবাদ নিপাত যাক! নিপাত যাক, পুঁজিবাদ সৃষ্ট দারিদ্র্য, রক্তপাত আর বিভীষিকা! শ্রমের রাজত্ব দীর্ঘজীবী হোক, সমাজতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক!

এই দিনটিতে সকল দেশের শ্রেণী-সচেতন শ্রমিকেরা এই কথাই ঘোষণা করছেন।

বিজয়ের ব্যাপারে দৃঢ়নিশ্চয়, শান্ত অথচ শক্তিমান শ্রমিকেরা সগর্ব পদভরে মহড়ায় এগিয়ে চলেছেন প্রতিশ্রুত মহান লক্ষ্যস্থলে, বিজয়ী গৌরবদীপ্ত সমাজতন্ত্রের পথে, অগ্রগতির পদক্ষেপে 'দুনিয়ার মজদুর, এক হও!' কার্ল মার্কস-এর এই মহান আহ্বানকে তাঁরা বাস্তবে রূপায়িত করে চলেছেন।

স্বাধীন দেশগুলোতে শ্রমিকেরা এভাবেই পয়লা মে দিবসটি উদ্‌যাপন করে থাকেন।

নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে উপলব্ধির সময় থেকে রাশিয়ার শ্রমিকেরা তাঁদের কমরেডদের চেয়ে পেছনে পড়ে থাকতে ইচ্ছুক নন, তাঁরাও তাঁদের কণ্ঠ মিলিয়ে দিয়েছেন তাঁদের ভিনদেশী সাথীদের সঙ্গে এবং একই সঙ্গে যুক্তভাবে সমস্ত অবস্থাধীনেই জারের সরকারের বর্বর নিপীড়ন সত্ত্বেও মে দিবস পালন করে চলেছেন। এটা সত্য যে গত দু'-তিন বছর প্রতিবিপ্লবী তাণ্ডবের অধ্যায়ে

পার্টির অসংগঠিত অবস্থা, শিল্পক্ষেত্রে মন্দা এবং ব্যাপক জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক হিমশীতল ঔদাসীন্যের জন্য—রাশিয়ান শ্রমিকদের পক্ষে তাঁদের গৌরবমণ্ডিত শ্রমিক উৎসবটি পুরানো দিনের মতো পালন করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু দেশে সম্প্রতি পুনরুজ্জীবনের সূত্রপাত হয়েছে; এই প্রসঙ্গে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ধর্মঘট এবং রাজনৈতিক প্রতিবাদের কথা বলা যায়, যেমন দ্বিতীয় ডুমাতে আবার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক ডেপুটিদের কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে; কুড়িটির বেশি জেলায় দুর্ভিক্ষকবলিত ব্যাপক কৃষক-সাধারণের মধ্যে বর্ধমান অসন্তোষ এবং লক্ষ লক্ষ দোকান-কর্মচারীর রাশিয়ার হাড়ে হাড়ে রক্ষণশীল রাজনীতিবিদদের 'নবরূপায়িত' ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ—এই সবকিছু দেখিয়ে দিচ্ছে যে হিমশীতল আড়ষ্টতার অবসান হতে চলেছে, তার জায়গায় মুখ্যতঃ শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে দেশে দেখা দিচ্ছে রাজনৈতিক একটা পুনরুজ্জীবন। তারই জন্য এই বছর রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী এই দিনটিতে তাঁদের ভিনদেশী কমরেডদের উদ্দেশ্যে মৈত্রীর হাত প্রসারিত করে দিতে পারবেন এবং অবশ্যই তা দেবেন। তাই তাঁদের সঙ্গে মিলিতভাবে কোন-না-কোনভাবে যে দিবস তাঁরা পালন করবেনই।

তাঁদের ঘোষণা করে দিতে হবে যে স্বাধীন দেশগুলোয় তাঁদের কমরেডদের সঙ্গেই তাঁরা অভিন্ন হয়ে রয়েছেন—তাঁরা স্বর্ণ বৃষকে পূজা করেন না এবং করবেনও না।

তাছাড়া, সমস্ত দেশের শ্রমিকদের সাধারণ দাবিদাওয়ার সঙ্গে তাঁদের যুক্ত করে দিতে হবে তাঁদের নিজস্ব রাশিয়ান দাবি—জারতন্ত্রের উচ্ছেদ এবং একটি গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবিটি।

'আমরা ঘৃণা করি স্বৈরতন্ত্রীদের রাজমুকুটকে!' 'শহীদদের শৃংখলকেই আমরা সম্মান করি!' রক্তপিপাসু জারতন্ত্র নিপাত যাক! জমিদারতন্ত্র নিপাত যাক! কল, কারখানা আর খনি মালিকদের স্বৈরাচার ধ্বংস হোক্! কৃষকদের হাতে জমি চাই! শ্রমিকদের দিনে আট ঘণ্টা কাজ চাই! রাশিয়ার সকল নাগরিকের জন্য চাই একটি গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র!

এই দিনটিতে রাশিয়ার শ্রমিকদের এই দাবিগুলোও ঘোষণা করতে হবে।

সর্বশেষ নিকোলাসের কাছে আভূমি-আনত মিথ্যাচারী রাশিয়ান লিবারেলরা নিজেদের এবং অন্যান্যদের এইভাবে আশ্বাস দিচ্ছে যে জারতন্ত্র রাশিয়ায় নিজেকে বেশ সংহত করে তুলেছে এবং জনগণের প্রধান প্রধান দাবিগুলো মিটিয়ে দিতে তা সমর্থ।

রাশিয়ান লিবারেলরা যখন গলা সপ্তমে চড়িয়ে গান জুড়েছে যে বিপ্লবের মৃত্যু হয়েছে এবং আমরা এখন বাস করছি 'নবরূপে সজ্জিত' একটি ব্যবস্থাধীনে—তা প্রতারণা ও কপটাচার ছাড়া আর কিছুই নয়।

চারিদিকে তাকিয়ে দেখুন তো। দীর্ঘকাল ধরে উৎপীড়িত রাশিয়াকে দেখে কি একটি 'নবসাজে সজ্জিত', 'সুশাসিত' দেশ বলে মনে হচ্ছে?

গণতান্ত্রিক সংবিধানের পরিবর্তে দেখছি রয়েছে ফাঁসিকাষ্ঠ ও বর্বর স্বৈরতন্ত্রের একটি রাজত্ব।

জনগণের পর্লামেন্টের পরিবর্তে রয়েছে—কলংকে কৃষ্ণবর্ণ জমিদার মহাপ্রভুদের কৃষ্ণবর্ণ একটি ডুমা!

'ব্যক্তি-স্বাধীনতার অবিচলিত ভিত্তি' স্বরূপ—মতামত প্রকাশের, সমাবেশের, সংবাদপত্রের, সংঘ গঠনের এবং ধর্মঘটের অধিকারের যে প্রতিশ্রুতি ১৭ই অক্টোবরের ইস্তেহারে দেওয়া হয়েছিল—তার পরিবর্তে রয়েছে 'স্বৈরবিচার' এবং 'নিবর্তনমূলক' ব্যবস্থার শীতল হস্তাবলেপ, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ, সম্পাদকদের নির্বাসন, ইউনিয়নসমূহের অবদমন এবং সভা-সমাবেশ ভেঙে দেওয়ার আয়োজন।

দৈহিক অলংঘনীয়তার পরিবর্তে দেখছি—কারাগারের মধ্যে বেপরোয়া মারধর, নাগরিকদের বিরুদ্ধে জবরদস্তি, লেনা স্বর্ণখনি অঞ্চলে ধর্মঘটীদের রক্তাক্ত দমন-পীড়ন।

কৃষকদের দাবিদাওয়া পূরণের পরিবর্তে দেখছি কৃষক-জনগণকে জমি থেকে আরও বেশি করে উচ্ছেদের নীতি।

সুশৃংখল প্রশাসনের পরিবর্তে চলেছে সামরিক সরবরাহ বিভাগের কর্তাদের চুরি-জোচ্চুরি, রেলের প্রধান প্রধান দপ্তরে চুরির হিড়িক, বনবিভাগে চুরি, চুরি চলছে নৌবাহিনীর দপ্তরেও।

সরকারী যন্ত্রে সুবিন্যস্ত শৃংখলা-পরায়ণতার স্থলে চলেছে কোর্ট-কাছারীতে জাল-জোচ্চুরি, অপরাধ অনুসন্ধানের দপ্তরে দপ্তরে প্রতারণা ও ভীতিপ্রদর্শন করে মতলব হাসিল করার ব্যবস্থা, গোয়েন্দা বিভাগে চলছে হত্যা ও প্ররোচনার আয়োজন।

রাশিয়ান রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক বিরাটত্বের স্থলে নিকট ও দূরপ্রাচ্যে রাশিয়ান 'নীতি'র লজ্জাজনক ব্যর্থতা আর রক্তস্নাত পারস্যের ব্যাপারে দেখছি তাকে জল্লাদ ও লুঠেরার ভূমিকায়।

অধিবাসীদের মনের শান্তি ও নিরাপত্তাবোধের বদলে শহরে এবং দুর্ভিক্ষের বিভীষিকাকবলিত গ্রামাঞ্চলের জেলাগুলির তিন কোটি কৃষকের মধ্যে আত্মহত্যা বেড়েই চলেছে।

নৈতিক জীবনের সমুন্নতি ও পবিত্রতা সাধনের বদলে সরকারী নীতিবোধের পরম পরাকাষ্ঠা, যাজকদের আশ্রমে আশ্রমে চলছে অবিশ্বাস্য লাম্পট্যের একশেষ।

আর ছবিটি পূর্ণাঙ্গ করে তোলার জন্যই লেনার স্বর্ণখনি অঞ্চলে শত শত শ্রমিককে বর্বরভাবে গুলিবর্ষণ করে খুন করা হলো।...

এর মাঝে অর্জিত স্বাধিকারের বিনাশসাধনকারী, ফাঁসিকাষ্ঠ ও ফায়ারিং স্কোয়াডগুলোর পূজারী 'স্বৈরবিচার' ও 'নির্বতনের' উদ্ভাবকেরা, চৌর্যকর্মেরত সামরিক বাহিনীর কর্তারা, চোর ইঞ্জিনিয়াররা, ডাকাত পুলিশগুলো, হত্যাকারী গোয়েন্দা পুলিশেরা, লম্পট রাসপুটিনেরা—এরাই, এই রত্নরাই হল রাশিয়ার 'নবরূপকার'।

আর তা সত্ত্বেও পৃথিবীতে এমন লোক কিছু রয়েছে যাদের একথা বলার ধৃষ্টতা হয় যে রাশিয়াতে সবকিছুই চমৎকার চলছে এবং বিপ্লবের মৃত্যু ঘটেছে!

না, কমরেডগণ, যেখানে লক্ষ লক্ষ কৃষক অনশনে ক্লিষ্ট হচ্ছে এবং ধর্মঘট করার জন্য শ্রমিকদের যেখানে গুলি করে মেরে ফেলা হচ্ছে, মানবজাতির লজ্জা সেই জারতন্ত্র পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত বিপ্লব সেখানে জীবন্ত হয়েই থাকবে।

এবং এই দিনটিতে—এই পয়লা মে দিবসে, একভাবে-না-একভাবে সভা-সমাবেশে অথবা গোপন জমায়েতে, অবস্থা অনুযায়ী যা-ই সম্ভব হোক তাতে, আমাদের বলতেই হবে যে জারের রাজতন্ত্রের পরিপূর্ণ উচ্ছেদের প্রতিজ্ঞাই আমরা গ্রহণ করছি, আমরা স্বাগত জানাচ্ছি আসন্ন রাশিয়ান বিপ্লবকে, রাশিয়ার মুক্তিদাতাকে!

তাই আসুন আমরা আমাদের হাত প্রসারিত করে দিই আমাদের বিদেশী কমরেডদের উদ্দেশ্যে এবং তাঁদের সঙ্গে মিলিতকণ্ঠে ঘোষণা করি:

পুঁজিবাদ ধ্বংস হোক!

সমাজতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক!

আমরা তুলে ধরি রাশিয়ান বিপ্লবের পতাকাটি আর তাতে লিখে রাখি:

জারের রাজতন্ত্র নিপাত যাক!

গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক!

কমরেডগণ, আজ আমরা মে দিবস পালন করছি। মে দিবস দীর্ঘজীবী হোক!

আন্তর্জাতিক সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি দীর্ঘজীবী হোক!

রাশিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টি দীর্ঘজীবী হোক!

রাশিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক
লেবার পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি

১৯১২ সালের এপ্রিলে
ইস্তেহার আকারে প্রকাশিত

একটি নূতন অধ্যায়

শ্রমিকদের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের পর শুরু হয়েছে তাঁদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ।

মজুরির ব্যাপারে ধর্মঘটের পর শুরু হয়েছে প্রতিবাদ, সভা-সমিতি এবং লেনাতে গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে রাজনৈতিক ধর্মঘট।

সেন্ট পিটার্সবুর্গে এবং মস্কোতে, রিগা এবং কিয়েভে, সারাটোভ এবং ইয়েকাতেরিনোশ্লাভে, ওডেসা এবং খারকভে, বাকু এবং নিকোলায়েভে—সর্বত্র, রাশিয়ার সব জায়গাতে লেনার নিহত কমরেডদের সমর্থনে শ্রমিকরা রুখে দাঁড়াচ্ছেন।

'আমরা বেঁচে রয়েছি! আমাদের লাল রক্ত পুঞ্জিত তেজের আগুনে টগবগ করে ফুটছে!'...

ক্রমবর্ধমান পুনরুজ্জীবনের পথে শ্রমিক-আন্দোলন তৃতীয় পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। আর তা ঘটছে প্রতিবিপ্লবের মত্ততার সমস্ত তাণ্ডব সত্ত্বেও।

দু'বছর আগেও শ্রমিকরা চেষ্টা করে চলেছিলেন মালিকদের অতৃপ্ত ক্ষুধার ক্রমবর্ধমান আক্রমণকে প্রতিরোধ করার জন্য। আত্মরক্ষামূলক ধর্মঘট এবং স্থানে স্থানে আক্রমণমূলক ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে আন্দোলনের পুনরুজ্জীবন অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছিল। এই ছিল প্রথম পর্যায়। মস্কো অঞ্চল ছিল তার পথিকৃৎ।

প্রায় আঠারো মাস আগে শ্রমিকরা আক্রমণাত্মক ধর্মঘটে এগিয়ে এলেন। তাঁরা উপস্থিত করলেন নূতন অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া এবং চেষ্টা করছিলেন ১৯০৫-০৬ সালের পরিস্থিতিতে যখন প্রতিবিপ্লবের প্রচণ্ড দাপাদাপির সময় যা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, সেই অর্জিত অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য। এই ছিল দ্বিতীয় পর্যায়। এক্ষেত্রে পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল ছিল পথিকৃৎ।

এখন তৃতীয় পর্যায় উপস্থিত হয়েছে, শুরু হয়েছে রাজনৈতিক আন্দোলনের পর্যায়!

একটা পর্যায় থেকে এগিয়ে চলেছে আরেকটা পর্যায়ে!

এটাই তো প্রত্যাশিত। শিল্পের মূল শাখাগুলিতে তেজীভাব এবং

পুঁজিবাদী মুনাফাবৃদ্ধির একই সঙ্গে প্রকৃত মজুরি হ্রাস, বুর্জোয়াশ্রেণীর শিল্পগত ও রাজনৈতিক সংগঠনসমূহ গড়ে তোলার একই সঙ্গে শ্রমিকদের সংগঠন-সমূহের ধ্বংসসাধন, জীবনের জন্য নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ও জমিদারদের আয় বৃদ্ধির একই সঙ্গে তিন কোটি কৃষকের অনশনের দুর্ভোগ, যখন অভাবের তাড়নায় মাতাপিতারা তাঁদের মেয়ে ও ছেলেদের বিক্রয় করে দিতে বাধ্য হচ্ছেন—এই সবকিছু শ্রমিকশ্রেণীর জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক জাগরণ নিয়ে আসতে বাধ্য।

লেনাতে গুলিবর্ষণ শুধু একটি উপলক্ষ হিসাবে কাজ করেছে।

স্পষ্টতঃ, 'শিপকা গিরিপথে সবকিছুই শান্ত হয়ে নেই।' এটা সরকারের প্রতিনিধিরাও অনুভব করছে আর তারা তাই তড়িঘড়ি দেশটাকে 'ঠাণ্ডা' করার তোড়জোড় শুরু করছে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে তা আমাদের পররাষ্ট্র সম্পর্কিত বিষয়গুলোকেও প্রভাবিত করছে।…

রাজনৈতিক প্রতিবাদ ধর্মঘটের খবর কিন্তু অবিরাম আসছে।

এতে কোনই সন্দেহ নেই যে মুক্তি আন্দোলনের সুপ্ত শক্তিগুলো কর্ম-তৎপর হয়ে উঠেছে।…

নবজাগরণের হে অগ্রদূতেরা, তোমাদের স্বাগত জানাই!

১৯১২ সালের ১৫ই এপ্রিলের
'দি সেণ্ট পিটার্সবুর্গ জ্ভেজ্দা', সংখ্যা ৩০
স্বাক্ষর: কে. এস.

লিবারেল ভণ্ডরা

রেচ আবার 'ভুল' করেছে! মনে হচ্ছে তারা 'সরকারের' কাছ থেকে লেনার বীভৎসতার ব্যাপারে ঠিক এমন 'বে-আব্রু' ব্যাখ্যা 'আশা করেনি'। দেখুন, ওরা 'আশা করেছিল' যে মন্ত্রী মাকারোভ ত্রেশচেংকোদের বিরুদ্ধে 'আইনসঙ্গত ব্যবস্থা' গ্রহণ করবে। কিন্তু হঠাৎ এল মাকারোভের বিবৃতিটি যাতে সে বললো—ত্রেশচেংকো উচিত কাজই করেছে এবং ভবিষ্যতেও শ্রমিকদের গুলি করে মারা হবে!

লিবারেল **রেচ** কপট অনুশোচনার ভাণ করে এই ব্যাপারে মন্তব্য প্রসঙ্গে বলছে—'আমরা ভুল করেছিলাম' (১১ই এপ্রিল তারিখের **রেচ** দেখুন)।

বেচারা ক্যাডেটরা! সরকারের সম্পর্কে প্রত্যাশার ব্যাপারে কতবার না বেচারাদের 'ভুল' হল!

খুব বেশি আগে নয়, তারা 'ভেবেছিল' যে রাশিয়াতে আমাদের একটা সংবিধান রয়েছে এবং সব কটি ভাষায় ইউরোপকে তারা আশ্বাস দিয়েছিল যে 'আমাদের ঐক্যবদ্ধ সরকারটি' একটা 'রীতিমতো সংবিধানসম্মত' সরকার। ওটা বলা হয়েছিল রাশিয়া থেকে অনেক দূরে সুদূর লণ্ডনে। 'স্বৈরবিচার' এবং 'নিবর্তনের' দেশ রাশিয়াতে এসে পদার্পণ করেই তাদের 'ভুল' কবুল করতে হল এবং 'মোহমুক্ত হতে হল'।

একেবারে অতি সম্প্রতি তারা 'বিশ্বাস করেছিল' যে গুলিপিন দেশকে পার্লামেন্টীয় 'নবরূপদানের' পথে স্থাপন করতে সফল হয়েছে। কিন্তু গুলিপিনের পক্ষে কুখ্যাত ৮৭ ধারা[১০২] কার্যকরী করার পরই ক্যাডেটরা আবার তাদের 'ভুল' ও 'ভুল ধারণা' সম্পর্কে সুর ধরতে শুরু করল।

এটা কি খুব বেশি দিনের কথা যখন ক্যাডেটরা ধর্মঘটের প্রতি মনোভাবের ক্ষেত্রে রাশিয়ান সরকার (ডক শ্রমিকদের ধর্মঘটের কথা মনে করে দেখুন) এবং ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে একটা তুলনা করেছিল? কিন্তু লেনার মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরই আবার ক্যাডেটরা তাদের 'ভুল করার' কপট কথাগুলো আওড়াতে শুরু করল।

লক্ষণীয় বিষয় হল—'ভুল' ও 'মোহমুক্তির' ব্যাপার যদিও বেড়েই চলল,

সরকারের প্রতি ক্যাডেটদের রণকৌশল কিন্তু অপরিবর্তিতই রয়ে গেল।

হায় বেচারা ক্যাডেটরা! স্পষ্টতঃ দেখা যাচ্ছে, যেসব পাঠকরা তাদের ঐকান্তিকতায় বিশ্বাস করেন, সেই সব সরল বিশ্বাসীদের ওপরই তাদের 'ভরসা'।

তারা 'ভাবছে' রাশিয়ার মুক্তির শত্রুদের সম্মুখে তাদের এই দাসসুলভ খোসামুদে আভূমিপ্রণতঃ অবস্থাটা সাধারণ মানুষ লক্ষ্য করছে না।

তারা এখনও বুঝছে না যে যদিও এত'দন তারা সরকারের প্রতি প্রত্যাশার ব্যাপারে বারে বারে 'ভুল' করেছে, এবার কিন্তু তারা জনসাধারণের চোখে 'মোহমুক্ত' হতে চলেছে—জনসাধারণ অবশেষে তাদের প্রতিবিপ্লবী চরিত্র বিচার করে দেখবে এবং তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে।

ক্যাডেট ভদ্রমহোদয়েরা তখন আর কাকে ধোঁকা দেবেন?

সরকারের কাছে সাষ্টাঙ্গপ্রণতঃ এবং দেশের কাছে ভণ্ড কপটাচারী—এর জন্যই বুঝি তাদের 'জনগণের স্বাধীনতার পার্টি' বলা হয়?

১৯১২ সালের ১৫ই এপ্রিলের
'দি সেণ্ট পিটার্সবুর্গ জ্‌ভেজ্‌দা', সংখ্যা ৩০
স্বাক্ষর: এস.

অদলীয় নির্বোধেরা

অদলীয় প্রগতিশীলতা একটা ফ্যাশন হয়ে উঠেছে। এই হল রাশিয়ান বুদ্ধিজীবীর প্রকৃতি—তার একটা ফ্যাশান থাকা চাই-ই। এক সময়ে সানিনবাদটা ছিল ফ্যাশান, তারপর অবক্ষয়বাদ হল হুজুগ—এখন হচ্ছে দল-নিরপেক্ষতা।

দল-নিরপেক্ষতাটা কী জিনিস?

রাশিয়াতে জমিদাররা আছে, আর আছে কৃষকরা, তাদের স্বার্থ হল পরস্পর-বিরোধী, তাদের মধ্যে সংগ্রাম হল অনিবার্য। কিন্তু দল-নিরপেক্ষতা এই বাস্তবতাকে অবহেলা করতে চায়, তার ঝোঁক হল স্বার্থের বৈপরীত্যকে চেপে যাওয়ার দিকে।

রাশিয়াতে বুর্জোয়ারা রয়েছে, আর আছে শ্রমিক-জনগণ; এই শ্রেণী দু'টির একটির জয়ের অর্থ হল অন্যটির পরাজয়। কিন্তু দল-নিরপেক্ষতা এই স্বার্থের বিরোধকে পাশ কাটিয়ে যেতে চায়, তাদের সংগ্রামের প্রতি চোখ বুঁজে থাকতে চায়।

প্রতিটি শ্রেণীরই নিজের পার্টি রয়েছে—বিশেষ কর্মসূচী ও বিশেষ গঠন-প্রকৃতি রয়েছে। দলগুলো শ্রেণীসমূহের সংগ্রাম পরিচালনা করে। পার্টি না থাকলে সংগ্রাম হবে না, হবে বিশৃংখলা, স্বার্থের ব্যাপারে সুস্পষ্টতার অভাব ও বিভ্রান্তিই ঘটবে। কিন্তু দল-নিরপেক্ষতা পরিচ্ছন্নতা ও সুস্পষ্টতাকে ঘৃণা করে, তা বরং অস্পষ্টতা এবং কর্মসূচীর অনুপস্থিতিকেই বেশি পছন্দ করে।

শ্রেণী-দ্বন্দ্বকে এড়িয়ে যাওয়া, শ্রেণী-সংগ্রামকে চেপে যাওয়া, কোন নির্দিষ্ট বর্ণ ধারণ না করা, সকল কর্মসূচীর প্রতি বিরুদ্ধতা, বিশৃংখলার প্রতি টান, স্বার্থের ব্যাপারে অস্পষ্টতা—এই হল দল-নিরপেক্ষতা।

দল-নিরপেক্ষতার লক্ষ্যটা কী?

যাদের ঐক্যবদ্ধ করা অসম্ভব তাদের ঐক্যবদ্ধ করা, অসম্ভবকে সম্ভব করাই হল তার লক্ষ্য।

বুর্জোয়া ও শ্রমিকশ্রেণীকে একটি মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ করা, জমিদার ও

কৃষকদের মধ্যে একটা সংযোগসেতু স্থাপন করা, একটা হাঁস, একটা কাঁকড়া আর একটা পাইক মাছ দিয়ে একটা মালগাড়ির কামরা টানিয়ে নিয়ে যাওয়া হল তার লক্ষ্য।

দল-নিরপেক্ষতা এটা বোঝে যে, যাদের ঐক্যবদ্ধ করা যায় না তাদের ঐক্যবদ্ধ করতে তা সমর্থ হবে না আর তাই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তা বলে চলে :

' "যদি" আর "কিন্তু"-গুলি
হত যদি পায়েস-পুলি…'

অবশ্য 'যদি' আর 'কিন্তু' কখনও 'পায়েস' ও 'পুলি' হয় না আর তাই দল-নিরপেক্ষতা সব সময়ই একা পড়ে থাকে গাড়িতে, নির্বোধরা নির্বোধই থেকে যায়।

দল-নিরপেক্ষতা হল মুণ্ডহীন একটা ধড়ের মতো, বা—বরং বলা উচিত, তা হল এমন একটা মানুষ যার মাথার জায়গায় রয়েছে একটা শালগম।

ঠিক এইটিই হচ্ছে 'প্রগতিশীল' সাময়িকপত্র **জাপ্রোসি ঝিজ্‌নির**[১০৩] হাল।

জাপ্রোসি ঝিজ্‌নি বলছে, 'দক্ষিণপন্থী পার্টিগুলো এর মাঝেই একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে। 'তারা একটি প্রতিক্রিয়াশীল বাহিনীতে জোট বেঁধেছে তামাম প্রগতিশীল বিরোধীপক্ষের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য।…সুতরাং, দক্ষিণপন্থীদের এই ব্লকের বিরুদ্ধে বামপন্থীদের একটা বিরোধী ব্লক গড়তে হবে, যাতে সমস্ত প্রগতিশীল সামাজিক শক্তিকেই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে' (**জাপ্রোসি ঝিজ্‌নি**, ৬ নং দেখুন)।

কিন্তু এই 'প্রগতিশীল শক্তিগুলো' কারা ?

তারা হচ্ছে শান্তিপূর্ণ নবরূপায়নের পার্টি,[১০৪] ক্যাডেটরা, ক্রদোভিকরা এবং সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা। তার অর্থ হচ্ছে : 'প্রগতিশীল' বুর্জোয়ারা, লিবারেলদের সমর্থক জমিদাররা, জমিদারদের জমির জন্য যারা আঁকুপাঁকু করছে সেই কৃষক-জনগণ এবং বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে যারা লড়ছে সেই শ্রমিক-জনগণ—এদের সবাইকে ওরা ঐক্যবদ্ধ করতে চায়।

জাপ্রোসি ঝিজ্‌নি এই 'শক্তিগুলোর' সবাইকেই ঐক্যবদ্ধ করতে চায়।

অত্যন্ত মৌলিক এবং…নির্বোধজনোচিত, তাই না ?

নীতিশূন্য এই লোকদের মুখপত্রখানি চতুর্থ ডুমার নির্বাচনে কী কৌশল অবলম্বন করা উচিত সে ব্যাপারে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের উপদেশ দিতে চায়!

নির্বোধ আর কাদের বলে!…

১৯১২ সালের ১৫ই এপ্রিলের
'দি সেণ্ট পিটার্সবুর্গ জ্‌ভেজ্‌দা', সংখ্যা ৩০
স্বাক্ষর: কে. এস্-এন

জীবনের জয়।

'…সংঘ গঠনের স্বাধীনতার দাবি জানিয়ে শ্রমিকেরা যে দরখাস্তগুলো পাঠিয়েছিলেন তাতে তাঁদের অবস্থার বিন্দুমাত্রও উন্নতি সাধিত হয়নি। বরং উল্টো, এই দাবির জবাবে শ্রমিকদের গুলি করে মারা হয়েছে।'…

ডেপুটি কুজনেৎসভ-এর প্রদত্ত বক্তৃতার অংশবিশেষ।

বেশি দিন আগেকার কথা নয়, মাত্র বছরখানেক আগে, বিলুপ্তিবাদী ভদ্রমহোদয়েরা, আইনসঙ্গত পার্টির সেই উৎসাহী প্রবক্তারা, মহা ঢাকঢোল পিটিয়ে, প্রচুর হৈ চৈ চেঁচামেচি করে, তথাকথিত দরখাস্ত পেশ করার অভিযান শুরু করেছিলেন।

সুপরিচিত **দেলো ঝিজ্‌নি**[১০৫] নামধেয় বিলুপ্তিবাদীদের 'প্রচারপত্র'-খানি লিখেছিল শ্রমিক-আন্দোলনের আশু কর্তব্য হল **আবেদনের মাধ্যমে** সংঘ গঠনের অধিকারের জন্য লড়াই করা।

বিলুপ্তিবাদীদের **নাশা জারিয়া**[১০৬] নামধেয় 'বৈজ্ঞানিক' মুখপত্রখানি এই কাজের 'ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে' শ্রমিকদের আশ্বাস দিয়ে বলেছিল যে আবেদনগুলো তাদেরকে কেন্দ্র করে 'ব্যাপক জনগণকে' সমবেত করবে।

কিন্তু তারপর ঘটে গেল লেনা স্বর্ণখনি অঞ্চলের রক্তাক্ত মর্মান্তিক ঘটনাবলী, বাস্তব জীবন তার অপ্রতিরোধ্য দ্বন্দ্বসংঘাতসহ আসরে অবতীর্ণ হল এবং বিলুপ্তিবাদীদের আবেদন পেশের কৌশলটি ছিন্নভিন্ন হয়ে ধুলায় মিশে গেল। আইনসঙ্গত ধর্মঘট, দরখাস্ত, অনুরোধ-উপরোধ—এই সবকিছুকে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে গেল। 'নবরূপে সজ্জিত' ব্যবস্থাটি তার আসল চেহারাটি খুলে ধরল। আর এই ব্যবস্থার প্রতিনিধি মন্ত্রী মাকারোভ যেন বিষয়টাকে খোলসা করে দেবার জন্যই ঘোষণা করল যে ৫০০ শ্রমিককে গুলি করে মেরে ফেলাটাই শেষ নয়, সবে শুরু মাত্র এবং তা, ঈশ্বরের অনুগ্রহে, ভবিষ্যতেও ঠিক এইভাবেই আবার ঘটবে।…

এ হল একেবারে মোক্ষম জবাব! দরখাস্তের যে কৌশলটি এত সোরগোল করে ঘোষণা করা হল, জীবন তাকে চুরমার করে ছাড়ল! আবেদন পেশের নীতিটি যে বন্ধ্যা তা-ই প্রমাণিত হল।

সুতরাং এটা পরিষ্কার যে যুগ যুগ ব্যাপী যে দ্বন্দ্ব প্রাচীন ও নবীন রাশিয়ার মধ্যে শুরু হয়েছে, তার সমাধান দরখাস্তের মাধ্যমে হবার নয়।…

এবং লেনার হত্যাকাণ্ডের জবাবে সমগ্র রাশিয়া জুড়ে শ্রমিকদের যে অসংখ্য সভা-সমাবেশ ও ধর্মঘট হয়ে গেল তার মধ্য দিয়ে কি এটা আবার প্রমাণিত হয়নি যে শ্রমিকরা আবেদনের পথ গ্রহণ করবে না ?

শুনুন শ্রমিকদের প্রতিনিধি কুজনেৎসভ কী বলছেন :

'প্রকৃতপ্রস্তাবে, সংঘ গঠনের দাবি জানিয়ে শ্রমিকেরা যে আবেদনগুলো পাঠিয়েছিল তাতে তাদের অবস্থায় বিন্দুমাত্রও উন্নতি সাধিত হয়নি। বরং উল্টো, এই দাবির জবাবে শ্রমিকদের গুলি করে মারা হয়েছে।'

এই হল ডেপুটি কুজনেৎসভের বক্তব্য।

শ্রমিকদের প্রতিনিধি যিনি শ্রমিকদের বক্তব্য শুনতে পান, তাদের ভেতর থেকেই তিনি এসেছেন—অন্য কিছু বলতেই পারেন না।

না, সত্যিই বিলুপ্তিবাদী বড় হতভাগ্য।…

তাহলে আবেদনী কৌশলের কী হবে ? তাকে রাখব কোন্ চুলোয় ?

নিশ্চয়ই শ্রমিকদের কাছ থেকে যত দূরে সম্ভব সেখানেই ছুঁড়ে ফেলুন তাকে।…

হ্যাঁ, অবশ্যই জীবনের শিক্ষাগুলোকে অবহেলা করা স্পষ্টতঃই উচিত নয় ; বিলুপ্তিবাদীদের বেলায়ও তা করা উচিত হবে না। মনে হচ্ছে আবেদনের নেশা কেটে যেতে শুরু করেছে। ভাল কথা, তাদের সম্বিৎ ফিরে আসার জন্য আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি, আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তাদের অভিনন্দিত করছি।

অনেক দিন থেকেই আমরা বলে আসছি : জীবন হল সর্বশক্তিমান আর সব সময়ই তার জয় হবে।…

১৯১২ সালের ১৫ই এপ্রিলের
'দি সেন্ট পিটার্সবুর্গ জ্ভেজ্দা', সংখ্যা ৩০
স্বাক্ষর : কে. সালিন

ওরা ভালভাবেই কাজটা চালাচ্ছে।...

লেনায় গুলিবর্ষণের পর—সমগ্র রাশিয়া জুড়ে ধর্মঘট আর প্রতিবাদের ঝড়।

ডুমায় মন্ত্রী মাকারোভ-এর 'ব্যাখ্যার' পর রাশিয়ার রাজধানীতে বিক্ষোভ-মিছিল।

সরকার চেয়েছিলেন রাশিয়াকে 'আইন-শৃংখলার' রক্তপিপাসু কর্তাদের কবলে স'পে দিতে।

কিন্তু দেখা গেল রাশিয়া সরকারের চেয়ে অনেক শক্তিমান এবং তা নিজের পথে চলাব সিদ্ধান্তই নিয়েছে।··

লেনার ঘটনাবলীব ইতিহাসেব দিকে আবেকবার তাকানো যাক।

লেনাব স্বর্ণখনিগুলোতে ছ'হাজাব শ্রমিকের ধর্মঘট চলছিল। ধর্মঘট ছিল শান্তিপূর্ণ এবং সংগঠিত। মিথ্যাচাবী রেচ পত্রিকাটি অবশ্য লেনা সম্পর্কে 'স্বতঃস্ফূর্ত দাঙ্গাহাঙ্গামা'র কথা বলতে পারে (১০৩ নং সংখ্যা দেখুন)। কিন্তু আমবা তো আব মিথ্যাচাবী রেচ যা লেখে তা দেখে চলি না, আমরা বরং বিচার করি প্রত্যক্ষদর্শী তুলচিন্স্কিব 'বিপোর্ট' দেখে। আব তুলচিন্স্কি জোর দিয়ে লিখেছেন যে ঐদিন শ্রমিকেরা আদর্শ আচবণ করেছেন, শ্রমিকদেব হাতে 'কোন লাঠি বা ইটপাটকেল ছিল না'। আর তার সঙ্গে ভাবুন স্বর্ণখনিগুলোতে শ্রমিদেব নারকীয় অবস্থার কথা, শ্রমিকদেব অত্যন্ত সাধারণ দাবিদাওয়াব কথা, শ্রমিকদেব পক্ষ থেকে দৈনিক আট ঘণ্টা কাজেব দাবি স্বেচ্ছায় বাদ দিয়ে দেওয়াব কথা, আরও কিছু দাবিদাওয়া ছেড়ে দেবাব ব্যাপাবে শ্রমিকদেব সম্মতির কথা—লেনাব শান্তিপূর্ণ ধর্মঘটেব এটা হল অত্যন্ত সুপবিচিত একটি চিত্র।

তা সত্ত্বেও, সরকাব শ্রমিকদেব গুলি করে মেরে ফেলা দরকার মনে করলেন অথচ নিরস্ত্র শ্রমিকরা এসেছিল তাদের তামাকের কৌটো হাতে নিয়ে, আর পকেটে তাদের ছিল ধৃত কমরেডদের মুক্তির দাবির দরখাস্ত।...

ত্রেশচেংকোর বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের করা হয়নি—এটা কি পরিষ্কার নয় যে সে ওপরের কর্তাদের নির্দেশেই কাজ করছিল?

এটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে ত্রেশচেংকোর বিরুদ্ধে নয়, শ্রমিকদের বিরুদ্ধে

মামলা দায়ের করা হবে—এটা কি পরিষ্কার নয় যে কেউ কেউ শ্রমিকশ্রেণীর রক্তের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে ?

গুলিচালনার দিনটিতে তারা এক ঢিলে দু'টি পাখি মেরে ফেলতে চেয়েছিল। প্রথম, লেনার নরমুণ্ড-শিকারীদের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা মেটানো। দ্বিতীয়তঃ, অন্যান্য শহর ও অঞ্চলের শ্রমিকদের ভয় পাইয়ে দেওয়া এই বলে যে, পুঁজির বোঝা বিনা ওজর-আপত্তিতে মেনে নাও—অন্যথায় লেনার শ্রমিকদের যা করেছি, তোমাদেরও তা করে ছাড়ব।

ফল হল, এ দু'টো লক্ষ্যের একটিও তাদের হাসিল হল না।

লেনার নরমুণ্ড-শিকারীরা তৃপ্ত হয়নি—কারণ স্বর্ণখনিগুলোতে ধর্মঘট চলছে।

অন্যান্য শহরের শ্রমিকদের প্রশ্নে ভয় পাওয়া দূরে থাক, তারা এই গুলি-চালনার প্রতিবাদে ধর্মঘটের পর ধর্মঘট করে চলেছেন।

তা ছাড়াও রাশিয়ার রাজধানী খোদ সেণ্ট পিটার্সবুর্গে মাকারোভের 'ব্যাখ্যাব' প্রত্যুত্তরে হাজার হাজার ছাত্র ও শ্রমিক বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন।

রাশিয়ান সমাজের সবচেয়ে অনুভূতিপ্রবণ অংশ ছাত্ররা রাশিয়ান জনগণের সবচেয়ে বিপ্লবী অংশ শ্রমিকশ্রেণীর উদ্দেশে নিজেদের হাত বাড়িয়ে দিয়ে এসে দাঁড়াল এবং লাল পতাকা উচ্চে তুলে ধরে ঘোষণা করল : হ্যাঁ, 'এতদিন তা-ই হয়ে এসেছে' বটে, কিন্তু আর কোনদিনই ওরকমটি হবে না !

লেনাতে একটি শান্তিপূর্ণ অর্থনৈতিক ধর্মঘট থেকে সারা রাশিয়াব্যাপী রাজনৈতিক ধর্মঘট, এবং সারা রাশিযাব্যাপী রাজনৈতিক ধর্মঘট থেকে রাশিয়ার একেবারে প্রাণকেন্দ্রে হাজার হাজার ছাত্র ও শ্রমিকের বিক্ষোভ-মিছিল—শ্রমিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সরকারের প্রতিভূরা এইটুকুই লাভ কুড়িয়েছে।

মুক্তি আন্দোলনের পথের 'বুড়ো গন্ধ-মূষিক' দূরদর্শী রাশিয়ান সরকার—কী 'ভালভাবেই না গর্ত করে চলেছে' !

এরকম আরও গোটা দুই বা তিনটি 'খেল' দেখালে একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যাবে যে একটা অসহায় করুণ স্মৃতি হয়ে থাকা ছাড়া মন্ত্রী মাকারোভের হম্বিতম্বির আর কিছু অবশেষ থাকবে না।

ভদ্রমহোদয়েরা, চালিয়ে যান—এভাবেই চালিযে যান !

১৯১২ সালের ১৭ই এপ্রিলের
'দি সেণ্ট পিটার্সবুর্গ জ্‌ভেজ্‌দা', সংখ্যা ৩১
স্বাক্ষর : কে. সোলিন

বরফ গলেছে !···

অত্যাচারীদের পায়ের কাছে শৃংখলিত দেশটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে রয়েছিল।

তার প্রয়োজন ছিল একটি জনপ্রিয় সংবিধানের কিন্তু জুটলো নিষ্ঠুর স্বৈরতন্ত্র, 'নিবর্তনমূলক' আর 'স্বৈরবিচারমূলক' ব্যবস্থাদি।

তার প্রয়োজন ছিল একটি জনপ্রিয় পার্লামেণ্টের, কিন্তু জুটলো অভিজাত-শোভিত একটি ডুমা, পুরিশকেভিচ এবং গুচকভদের একটি ডুমা।

তার প্রয়োজন ছিল বাক্, সংবাদপত্র, সমাবেশ, ধর্মঘট এবং সংঘ গঠনের স্বাধীনতা কিন্তু চতুর্দিকে তা দেখতে পাচ্ছে শ্রমিক-সংগঠনসমূহের ধ্বংসাবশেষ, কণ্ঠরুদ্ধ সংবাদপত্র, কারাবন্দী সম্পাদকবৃন্দ, ভেঙ্গে দেওয়া সভা-সমিতি আর নির্বাসিত ধর্মঘটীদের।

দেশ চেয়েছিল কৃষকদের জন্য জমি, কিন্তু তাকে দেওয়া হল এমন সব ভূমি-সংক্রান্ত আইন, যা মুষ্টিমেয় গ্রামীণ ধনিকদের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য কৃষক-জনগণের জমির ক্ষুধাকেই তীব্র করে তুলেছে।

'ব্যক্তি' ও 'সম্পত্তির' সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি তাকে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু কয়েদখানাগুলো এবং নির্বাসন কেন্দ্রগুলো 'অবাঞ্ছিত' লোকে ভরে উঠেছে এবং অপরাধ তদন্ত বিভাগের কর্তারা (কিয়েভ ও তিফলিসের কথা মনে করুন!) চোর ও ডাকাতদের সঙ্গে জোট পাকিয়ে জনসাধারণকে সন্ত্রস্ত করছে এবং তাদের সম্পত্তি লুটপাট করে নিচ্ছে।

তাকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল 'সমৃদ্ধি' ও 'প্রাচুর্যের', কিন্তু কৃষকদের খামারের সংখ্যা একটানা হ্রাস পাচ্ছে, কোটি কোটি কৃষক অনশনে ধুঁকছে, স্কার্ভি ও টাইফাস রোগে আক্রান্ত হাজারে হাজারে কৃষকরা মরছেন।···

কিন্তু দেশ তা সহ্য করেছিল, সহ্য করে চলছিল।···

যারা তা সইতে পারেনি তারা গলায় দড়ি দিয়েছিল।

কিন্তু সব কিছুরই শেষ আছে—দেশের ধৈর্যও শেষ হয়ে এলো।

লেনাতে গুলিবর্ষণ নীরবতার সেই বরফ ভেঙে ফেলেছে আর জনগণের আন্দোলনের নদীতে আবার জোয়ার বইতে শুরু করেছে।

বরফ গলে গেছে!···

বর্তমান শাসনের যা কিছু অশুভ, যা কিছু ক্ষতিকারক, রাশিয়ার দীর্ঘ-নিপীড়নের সকল যন্ত্রনার গ্লানি একটি মাত্র ঘটনায়, লেনার ঘটনায়, অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছে।

তারই জন্য লেনার গুলিবর্ষণ ধর্মঘট ও বিক্ষোভ-মিছিলের একটা ইঙ্গিত হয়ে দাঁড়াল।

তা থেকে, শুধু তা থেকেই পরবর্তী ঘটনাগুলোর ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে।

অথচ ডুমার মাতব্বরেরা, অক্টোবরপন্থীরা—ক্যাডেটরা এবং প্রগতিশীলেরা[১০৭] সবাই ওপর থেকে 'ব্যাখ্যার' ও সরকারের প্রতিনিধিদের শ্রীমুখ থেকে শোনার জন্য অপেক্ষা করছে!

অক্টোবরপন্থীরা 'খোঁজখবর জানতে চাইছে', প্রগতিশীলেরা শুধু 'খোঁজ' নিচ্ছে এবং ক্যাডেটরা ঘটনাবলীর হতভাগ্য খেলার পুতুল কয়েকজন ত্রেশচেংকো সম্পর্কে কথা বলা 'সমীচীন মনে করছে'!

এবং এত সব করা হচ্ছে যখন মাকারোভ এর মাঝেই তার গর্বোদ্ধত কথাগুলো ছুড়ে দিয়েছে: 'তাই হয়েছে, এবং তা-ই হবে!'

রাজধানীতে হাজার হাজার শ্রমিক ধর্মঘট করেছে, সৈন্যরা রাস্তায় নেমে পড়েছে, অভ্যন্তরীণ 'জটিলতা' দার্দানেলিস-সংক্রান্ত 'আমাদের' পররাষ্ট্রীয় ব্যাপারেও ওলটপালট ঘটিয়ে দিচ্ছে—তবু কিন্তু ওরা 'উপর তলা' থেকে উত্তরের জন্য হা করে বসে আছে!

তারা অন্ধ! তারা দেখতে পাচ্ছে না যে সরকারের প্রতিনিধিরা নয়, আজ এ বিষয়ে যা বলার তা শ্রমিকশ্রেণীই বলবে।…

১৯১২ সালের ১৯শে এপ্রিলের
'দি সেন্ট পিটার্সবুর্গ জ্‌ভেজ্‌দা', সংখ্যা ৩২
স্বাক্ষর: কে. এস্‌.

তারা নির্বাচনের জন্য কেমন করে প্রস্তুত হচ্ছে

চতুর্থ ডুমার নির্বাচন[১০৮] এগিয়ে আসছে এবং মুক্তি আন্দোলনের শত্রুরা তাদের শক্তি সমবেত করছে।

প্রথমেই আমাদের সামনে রয়েছে প্রতিবিপ্লবী পার্টিগুলো: চরম দক্ষিণ-পন্থীরা, জাতীয়তাবাদীরা, অক্টোবরবাদীরা। একভাবে-না-একভাবে তারা সরকারকে সমর্থন করে। আসন্ন নির্বাচনের প্রচারকালে তারা কিসের ওপর ভরসা করছে? ব্যাপক জনগণের সমর্থনের ওপর নিশ্চয়ই নয়; যেসব পার্টি লেনার ধ্বংসের তাণ্ডব সৃষ্টিকারী সরকারের সঙ্গে নিজেদের ভাগ্য জড়িয়ে দিয়েছে, তারা জনসাধারণের সমর্থনের ওপর ভরসা স্থাপন করতে পারে না! তাদের একমাত্র ভরসা হল সরকারী 'শৃংখলা বিধান'—এবং অতীতের মতোই 'শৃংখলা বিধানের' কিছু কমতি হবে না। অভ্যন্তরীণ মন্ত্রণালয় এরমাঝেই প্রাদেশিক গভর্ণরদের কাছে হুকুমনামা পাঠিয়ে 'অঞ্চলসমূহ থেকে প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যাপারে পুরোপুরি বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের এবং কোনমতেই বামপন্থীদের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন ব্যক্তিদের নির্বাচন সুনিশ্চিত করার ব্যবস্থা' গ্রহণ করতে বলেছে। এই সব 'ব্যবস্থাদি' আসলে কী দাঁড়ায় তা আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই জানি: তালিকা থেকে বামপন্থী প্রার্থীদের নাম খারিজ করে দেওয়া, তাদের বিরুদ্ধে হরেকরকম অভিযোগ দায়ের করা, তাদের গ্রেপ্তার করা ও নির্বাসনে পাঠানো—এই হচ্ছে 'ব্যবস্থাগুলো'! অন্যদিকে পাদ্রীদের মহাসভা বিশপদের আসন্ন নির্বাচনে চূড়ান্ত সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার উপদেশ দিচ্ছে যাতে গীর্জার স্বার্থের গোঁড়া সমর্থকরা নির্বাচিত হতে পারে এবং এই উদ্দেশ্য নিয়ে নিজ নিজ এলাকায় পাদ্রীদের নির্বাচনী সম্মেলন আহ্বান করছে এবং নির্বাচন-সংক্রান্ত বিশেষ সংবাদপত্র ইত্যাদি প্রকাশ করতে শুরু করেছে।

গীর্জার পাদ্রী বাবাজীরা যদি 'পারলৌকিক' কাজকর্ম' বরবাদ করে 'ইহলৌকিক ব্যাপারে' নজরও দেন তবু সরকারী পার্টিসমূহের কাজকর্ম খুবই খারাপভাবেই চলবে।

সুতরাং আধ্যাত্মিক এবং ইহজাগতিক প্রাদেশিক শাসকদের তদারকীতে গৃহীত নির্বাচনী ব্যবস্থাই হচ্ছে এদের ভরসা।

এটা সত্য, অন্য একটা পদ্ধতিও তারা নিতে পারে—তা হচ্ছে, নির্দল প্রার্থীর লেবেল এঁটে নির্বাচকদের এক ধরনের ধোঁকা দেওয়া, যেমন করে হোক ডুমায় ঢুকে পড়া এবং তারপর মুখোসটি স্রেফ ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া। ঠিক এই 'মতলবটি' কোভনো জাতীয়তাবাদীরা গ্রহণ করেছে, তারা দল-নিরপেক্ষতার মুখোস এঁটে এইতো সেদিন আসরে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু এই পদ্ধতিটা বেশ সূক্ষ্ম এবং আমাদের মোটাবুদ্ধি বেয়াকুফ রক্ষণশীলদের পছন্দ হবে বলে মনে হয় না।…

রাশিয়ান লিবারেলদের ক্যাডেটরা, শান্তিপূর্ণ নবরূপায়ণবাদীরা এবং প্রগতিশীলদের কাছে অবস্থাটা স্বতন্ত্র। এই দললটি অধিকতর তৎপর এবং খুব সম্ভব দল-নিরপেক্ষতার লেবেলটা চূড়ান্তভাবে কাজে লাগাতে সমর্থ হবে। …আর ক্যাডেটদের রঙটা একটু চটে গেছে বলেই এই দল-নিরপেক্ষতার লেবেলটা তাদের দরকার, বড় বেশি রকম দরকার।

আসল কথাটা হচ্ছে, তৃতীয় ডুমার কার্যকালে সাধারণ মানুষেরা সমালোচনার দৃষ্টিতে অক্টোবরপন্থী এবং ক্যাডেটদের দেখতে শিখেছেন। অন্যদিকে, 'প্রথম বর্গের' লোকেরা অর্থাৎ শহরের বড় বুর্জোয়ারা অক্টোবরপন্থীদের ব্যাপারে 'নিরাশ' হয়ে পড়েছে কারণ ওরা তাদের আশানুরূপ 'যোগ্যতা প্রমাণ করতে' পারেনি। সুতরাং ক্যাডেটদের প্রতিদ্বন্দ্বী অক্টোবরপন্থীদের মন্ত্রী দপ্তরের বসবার ঘরগুলো থেকে 'গদীচ্যুত করে দেবার' একটা সুযোগ তারা পেয়েছে। কিন্তু 'প্রথম বর্গের' লোকজনদের সঙ্গে একটা সেতুবন্ধন প্রগতিশীল শান্তিপূর্ণ নবরূপায়ণবাদীদের মাধ্যম ছাড়া কী করে সম্ভব? তাই—শান্তিপূর্ণ নবরূপায়ণবাদীদের সঙ্গে মৈত্রী দীর্ঘজীবী হোক! সত্যি, তার জন্য 'এই খানিকটা' দক্ষিণে হেলে পড়ার প্রয়োজন রয়েছে,—লাভটা যখন বড় রকমের, তখন দক্ষিণে হেলে পড়ব না কেন,—কী যায় আসে তাতে?

আর তাই—দক্ষিণী সাজ পরো!

অন্যদিকে 'ছোট ও মাঝারি' 'দ্বিতীয় বর্গের' লোকজন—বুদ্ধিজীবীরা, দোকান কর্মচারী এবং অন্যান্যরা—বিশেষ করে লেনা ঘটনাবলীর সূত্রে বেশ খানিকটা বামপন্থার দিকে ঝুঁকে পড়েছে। ক্যাডেটরা জানে তারা বহু গুরুতর রাজনৈতিক অপকর্ম করেছে, 'জনগণের স্বাধীনতার' লক্ষ্যের প্রতি অনেকবার বিশ্বাসহন্তার কাজ করেছে, আর এখন, ভগবান জানেন, দয়া করে প্রবেশের অনুমতি মঞ্জুর হবে একথা নিশ্চিতভাবে জানলে তারা এমনকি গদগদ চিত্তে এখন মন্ত্রিসভার খোপরগুলোতেও ঢুকে পড়তে তৈরী! কিন্তু ঠিক এই

কারণেই শহরে গণতান্ত্রিক স্তরগুলো ক্যাডেটদের প্রতি বাঁকা চোখে তাকাতে শুরু করছে। এটা বলার কি দরকার আছে যে এরকম ভোটারদের কাছে কোন মুখোস না পরে লিবারেল বিশ্বাসঘাতকদের তাদের আসল উলঙ্গ চেহারা নিয়ে হাজির হওয়া খানিকটা বিপদের ব্যাপারই হবে? কিন্তু শহরে জনসাধারণের মধ্যে যে বামপন্থী ঝোঁক দেখা দিয়েছে যারা ক্যাডেটদের পরিত্যাগ করছেন অথচ এখনও সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের দিকে চলে যাননি, তাঁদের ঠেকাবার জন্য এই পরিস্থিতিতে কী পদ্ধতি উদ্ভাবন করা যায়? নিশ্চয়ই প্রগতিশীলতার কুয়াশা সৃষ্টি করা…আমাকে মার্জনা করুন, আমি বলছি প্রগতিশীল দল-নিরপেক্ষতার কুয়াশা সৃষ্টি করা দরকার। আহা, মনে করে বসবেন না যেন প্রগতিশীলরা ক্যাডেট হয়ে গেছে! না, না—তারা মোটেই ক্যাডেট হয়ে যায়নি; তারা ক্যাডেট প্রার্থীদের পক্ষে ভোটদান করবে মাত্র, তারা ক্যাডেটদের দল-নিরপেক্ষ ভৃত্য মাত্র।…আর ক্যাডেটরা তাই 'দল-নিরপেক্ষ' প্রগতিশীলদের প্রচার করছে এই যা: তা ছাড়া কী আর করবে তারা?' তাদের বামপন্থার দিকে ঝুঁকতেই হয়—অন্ততঃ কথাবার্তার মাধ্যমে ঝুঁকতে হয়…দল-নিরপেক্ষতার দিকে!

আর তাই—বামপন্থী ভেক নেও!

এই এক দিকে…ঐ অন্য দিকে…এই দক্ষিণে…এই বাম দিকে।… এই হল জনগণকে লিবারেলবাদী প্রতারণা করার পার্টি—ক্যাডেট পার্টির কর্মনীতি।

ভোটদাতাদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য রাশিয়ান লিবারেলরা এই পন্থার ওপরই ভরসা করছে।

এবং এটা জোর দিয়েই বলা চলে যে এই দল-নিরপেক্ষতার ধোঁকাবাজী নির্বাচনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা যদি লিবারেলবাদী ভদ্রলোকদের মুখোস ছিঁড়ে ফেলে দিতে না পারে, যদি আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষে তারা জোরদার প্রচার অভিযান পরিচালনা করতে ব্যর্থ হয়, যদি তারা তাদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে শহরে গণতান্ত্রিক স্তরগুলোকে মুক্তি আন্দোলনের নেতা—রাশিয়ান শ্রমিকশ্রেণীর চারিদিকে সমবেত করতে ব্যর্থ হয়—তবে তা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাই পালন করে বসতে পারে।

১৯১২ সালের ১৯শে এপ্রিলের
'দি সেণ্ট পিটার্সবুর্গ জ্ভেজ্দা', সংখ্যা ৩২
স্বাক্ষর: কে. সোলিন

সিদ্ধান্ত

রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের প্রথম তরঙ্গটি নেমে যেতে শুরু করছে। 'শেষ' ধর্মঘটগুলো চলছে। এখানে-সেখানে এখনও প্রতিবাদমুখর ধর্মঘটীদের কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে, কিন্তু ওগুলো 'শেষ' কণ্ঠস্বরই হবে। এখানকার মতো, দেশ আবার তার 'স্বাভাবিক' চেহারায় ফিরে আসছে।

সাম্প্রতিক ঘটনাবলী থেকে শ্রমিকশ্রেণী কী শিক্ষাগুলো গ্রহণ করবে?

'আন্দোলনের দিনগুলোর' একটা চিত্র আমরা অংকন করি।

৪ঠা এপ্রিল: লেনাতে গুলি চলল। প্রায় ৫০০জন নিহত এবং আহত হল। মোটামুটি আপাতদৃষ্ট একটা শান্ত অবস্থা দেশে বিরাজ করছে। সরকারের মনোভাব খুব কঠোর। দক্ষিণের অঞ্চলে প্রতিবাদ ধর্মঘট শুরু হল।

১০ই এপ্রিল: ডুমাতে তর্কাতাকি হল। ধর্মঘটের সংখ্যা বাড়তে লাগল। অবস্থাটা বিপজ্জনক হয়ে উঠল।

১১ই এপ্রিল: মন্ত্রী মাকারোভ জবাব দিল: 'এই হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও তা-ই হবে।' তিমাশভ 'ঠিক পুরোপুরি' মাকারোভ-এর সঙ্গে একমত নন। সরকারী প্রতিনিধিদের মধ্যে বিভ্রান্তির প্রথম ইংগিতগুলো দেখা দিল। সেণ্ট পিটার্সবুর্গে সভা ও ধর্মঘট হল। প্রদেশগুলোতে আন্দোলন বেড়ে উঠতে লাগল।

১৫ই এপ্রিল: সেণ্ট পিটার্সবুর্গে ছাত্র ও শ্রমিকদের একটি বিক্ষোভ-মিছিল বের হল।

১৮ই এপ্রিল: সেণ্ট পিটার্সবুর্গে লক্ষাধিক শ্রমিক ধর্মঘট করল—শ্রমিকদের বিক্ষোভ-মিছিল সংগঠিত হল। সরকারের মাথা বিগড়াবার জোগাড়। মাকারোভ ডুমায় হাজির হতে ভীত। তিমাশভ মার্জনা চেয়ে নিলেন। সরকারকে পিছু হঠতে হল। 'জনমতের' কাছে নতি স্বীকার করতে হল।

এসব থেকে যে সিদ্ধান্ত টানতে হবে তা পরিষ্কার: মুখ বুঁজে আর ধৈর্য ধরে মুক্তি অর্জন করা যাবে না। শ্রমিকদের কণ্ঠ যত জোরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হবে, প্রতিক্রিয়াশক্তির তত বেশি মাথা বিগড়াবে এবং তত দ্রুত তারা পিছু হঠবে।…

'আন্দোলনের দিনগুলো' রাজনৈতিক দলগুলোকে পরখ করে নেবার সবচেয়ে উপযুক্ত ক্ষেত্র। নিজেরা কী বলছে তা দিয়ে পার্টিগুলোকে বিচার করলে চলবে না, 'সংগ্রামের দিনগুলোতে' তারা কী আচরণ করছে তা দিয়ে তাদের বিচার করতে হবে। যেসব পার্টি তাদের 'জনসাধারণের' পার্টি বলে থাকে এই দিনগুলোতে তাদের আচরণটা কেমন ছিল?

চরমপন্থী জমিদার গোষ্ঠীর ব্ল্যাক-হাণ্ড্রেডরা জামিসলোভস্কি এবং মারকোভদের নেতৃত্বে লেনার গুলিচালনার ঘটনায় তাদের খুশিটা চেপে রাখতে বেশ বেগ পেয়েছে। এই দেখুন, সরকার কী শক্তি আর দৃঢ়তা দেখিয়েছে—'কুঁড়ে' মজুরদের জেনে রাখা ভাল কাদের সঙ্গে তাদের মোকাবিলা করতে হবে! তারা মাকারোভ-এর জয়ধ্বনি দিয়ে ফিরছিল। তারা সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক গ্রুপের বিতর্কের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিল। তাদের পত্রিকা **জেমশচীনা**[১০৯] লেনার 'প্রচারকারী'দের বিরুদ্ধে, রাশিয়াব্যাপী শ্রমিকদের ধর্মঘটের বিরুদ্ধে এবং শ্রমিকদের পত্রিকা **জ্ভেজ্দার** বিরুদ্ধে সরকারকে ক্ষেপিয়ে দিতে যথাসাধ্য করেছে।

মধ্যপন্থী জমিদার গোষ্ঠীর ব্ল্যাক-হাণ্ড্রেডরা বালাশোভ ও ক্রুপেন্স্কির নেতৃত্বে গুলিচালনায় আপত্তির কিছু দেখেনি—তাদের আপশোষ ছিল শুধু এইটুকু যে সরকার বড় বেশি বে-আব্রু হয়ে, বড় বেশি খোলাখুলি কাজ করে ফেলেছে। সুতরাং 'নিহতদের' জন্য কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করে তারা একই সময়ে এই সদিচ্ছাটি প্রকাশ করেছে যে গুলিচালনার ব্যাপারে সরকারকে 'কৌশলী' হতে হবে। তারাও সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক গ্রুপের বিতর্কের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে এবং তাদের পত্রিকা **নোভোয়ে ভ্রেমিয়া**[১১০] সরকারকে বলেছে 'স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে যারা ধর্মঘটে নেমেছে' তাদের 'কোন আনুষ্ঠানিক নিষ্কৃতি না দিতে', বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীদের 'নামমাত্র জরিমানা ও গ্রেপ্তার মাত্র না করে কঠোর শাস্তি প্রদান করতে' এবং 'বিক্ষোভ সৃষ্টিকারীদের' যারা গ্রেপ্তার হয়েছে তাদের জেল থেকে মুক্তি না দিতে'।

রক্ষণশীল জমিদার আর পরগাছা স্তরের বুর্জোয়াদের পার্টি—অক্টোবরপন্থী পার্টি গুচকভ এবং গোলোলোবোভদের নেতৃত্বে শোকপ্রকাশ করল যারা নিহত হয়েছে তাদের জন্য নয়—তাদের শোকটা হল যে মন্ত্রিসভাকে তারা সমর্থন করেছে তাকে লেনায় 'অযথা অস্ত্রপ্রয়োগ করে' একটা 'অপ্রীতিকর' অবস্থার অর্থাৎ ধর্মঘটজনিত পরিণতির মধ্যে পড়তে হল। মাকারোভের বিবৃতিটি

'মোটেই সুকৌশলী নয়' বলে বর্ণনা করে এই পার্টি তাদের মুখপত্র **গোলোস মস্কোভি**[১১১] এই বিশ্বাস ঘোষণা করে যে 'সরকারকে এই রক্তপাতের জন্য দায়ী করা চলে না।' এরা সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের বিতর্কের পরাজয় ঘটায়। 'প্ররোচনা সৃষ্টিকারী'দের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষকে ক্ষেপিয়ে তুলতে থাকে আর যখন তিমাশভ মাকারোভকে পুনর্বাসিত করতে সচেষ্ট হল তারা তখন তাকে বাহবা জানাল এবং 'ঘটনাটি' চুকে গেল বলে মত প্রকাশ করল।

লিবারেল জমিদারবর্গ এবং মধ্যমবর্গের বুর্জোয়াদের ক্যাডেট পার্টি মিলিউকভ এবং মাকলাকভদের নেতৃত্বে লেনায় গুলিবর্ষণের বিরুদ্ধে গরম গরম সব কথাবার্তা ঝাড়তে লাগল কিন্তু এই অভিমত ব্যক্ত করল যে এটা প্রশাসনের নীতি নয়, ত্রেশচেংকো এবং বেলোজিয়োরোভ-এর মতো লোকেরাই এই গুলিচালনার জন্য দায়ী। সুতরাং মাকারোভের বিবৃতি প্রসঙ্গে 'আমরা ভুল করেছিলাম' ইত্যাদি কপট কথাগুলি আওড়াতে আওড়াতে—তিমাশোভের 'অনুশোচনামূলক' বিবৃতিতে তারা পুরোপুরি সন্তুষ্ট হয়ে একেবারে চুপ হয়ে গেল। **একদিকে** তা সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক গ্রুপকে সমর্থন করল যখন ওরা দাবি জানালেন যে সরকারের উচিত দেশের আদালতের সামনে হাজির হওয়া। **অন্যদিকে,** শিল্পের সঙ্গে যুক্ত বুর্জোয়াদের, অর্থাৎ শান্তিপূর্ণ নবরূপায়ণবাদীদের প্রতিনিধিরা যখন একই সরকারের প্রতিনিধিদের কাছে আবেদন জানাল—'সভ্যতাসম্মত ব্যবস্থাদির মাধ্যমে' ধর্মঘটী শ্রমিকদের দমন করতে—তখন ক্যাডেটরা তাদেরও সমর্থন জানাল। এবং তাদের অর্থাৎ ক্যাডেট পার্টির আনুগত্য সম্পর্কে যাতে কোন সন্দেহ না থাকে তার জন্য তারা তাদের **রেচ** পত্রিকায় লিখল যে লেনার ধর্মঘট ছিল 'একটা স্বতঃস্ফূর্ত দাঙ্গাহাঙ্গামা'।

এই হচ্ছে কিভাবে 'জনপ্রিয়' পার্টিগুলো 'আন্দোলনের দিনগুলোতে' আচরণ করছিল।

শ্রমিকদের এটা মনে রাখা চাই এবং চতুর্থ ডুমায় 'নির্বাচনের দিনগুলোতে' তাদের যথোচিত প্রাপ্য মিটিয়ে দেওয়া দরকার।

একমাত্র সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসিই 'সংগ্রামের দিনগুলোতে' শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করেছে, একমাত্র তা-ই পুরো সত্যটি তুলে ধরেছে।

এ থেকে যে সিদ্ধান্ত টানতে হবে তা পরিষ্কার: সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসিই হল শ্রমিকশ্রেণীর একমাত্র স্বার্থরক্ষক। উল্লিখিত আর সবগুলো পার্টিই

শ্রমিকশ্রেণীর শত্রু, তাহাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে লড়াই-এর বিভিন্ন পদ্ধতিতে : একদল লড়াই করে 'সভ্যতাসম্মত ব্যবস্থাদির' মাধ্যমে, আর একদল 'ঠিক ততখানি সভ্যতাসম্মত নয় এমন ব্যবস্থাদির' মাধ্যমে এবং তৃতীয়রা 'পুরোপুরি অসভ্য ব্যবস্থাদির' মাধ্যমে।

এখন যেহেতু অভ্যুত্থানে ভাটা পড়ছে, অন্ধকারের অশুভ যে শক্তিগুলো কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জনের পর্দার আড়ালে লুকিয়ে ছিল—তারা আবার প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। জেমশচীনা শ্রমিকদের পত্রিকার বিরুদ্ধে 'ব্যবস্থা' গ্রহণের জন্য বলছে, নোভোয়ে ভ্রেমিয়া বলছে 'সুচিহ্নিত' শ্রমিকদের কোন করুণা প্রদর্শন না করার জন্য। আর কর্তৃপক্ষ 'কাজ' শুরু করে দিয়েছে, 'অবাঞ্ছিতদের' বেশি বেশি করে ধরপাকড় শুরু করছে। তাদের এই 'নূতন অভিযানে' তারা কিসের ওপর ভরসা করছে? যে কর্তৃপক্ষ প্রায় হত-বুদ্ধি হয়ে পড়েছিল তারা যে এমন বেপরোয়া ভাবটা এখন দেখাচ্ছে তাকে আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করব?

তারা একটি জিনিসের ওপরই ভরসা করছে : প্রতিটি ক্ষেত্রেই গণপ্রতি-বাদের ঝড় জাগিয়ে তোলার অক্ষমতার ওপর, শ্রমিকদের অসংগঠিত অবস্থার ওপর, তাদের অপ্রচুর শ্রেণী-চেতনার ওপরই তাদের ভরসা।

১৯১২ সালের ২২শে এপ্রিলের
'দি সেন্ট পিটার্সবুর্গ জ্ভেজ্দা', সংখ্যা ৩৩
স্বাক্ষর : কে. সোলিন

আমাদের লক্ষ্য

যিনি জ্‌ভেজ্‌দা পড়েন এবং তার লেখকদের জানেন, সেই লেখকরাই যখন প্রাভদায়[112] লিখেছেন—তখন তাঁর পক্ষে প্রাভদা কোন্ পথে চলবে তা অনুধাবন করা শক্ত হবে না। রাশিয়ান শ্রমিক-আন্দোলনের পথকে আন্তর্জাতিক সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির আলোয় আলোকিত করে তোলা, শ্রমিক-শ্রেণীর বন্ধু ও শত্রুদের সম্পর্কে সত্যকে শ্রমিকদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া, শ্রমিক-শ্রেণীর লক্ষ্যের সহায়ক স্বার্থগুলোকে রক্ষা করা—এই সবই হবে প্রাভদার অনুসৃত লক্ষ্য।

এই লক্ষ্যগুলো অনুসরণ করতে যেয়ে আমরা সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক শ্রমিকদের মধ্যে যে মতবৈষম্য বর্তমান রয়েছে তা বিন্দুমাত্র পাশ কাটিয়ে যেতে চাই না। বরং আমরা বেশি করে মনে করি, মতপার্থক্যবিহীন একটা শক্তি-শালী জীবন্ত আন্দোলনের কথা ভাবাই যায় না—'মতের পরিপূর্ণ অভিন্নতা' শুধু কবরখানাতেই থাকতে পারে! কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে মতপার্থক্যের বিষয়গুলো মতৈক্যের বিষয়ের চেয়ে বেশি ভারী। বরং উল্টোটাই সত্যি! অগ্রসর শ্রমিকদের নিজেদের মধ্যে যতই মতপার্থক্য থাকুক না কেন, তারা একথা ভুলতে পারে না যে গোষ্ঠী-নির্বিশেষে তারা সবাই সমানভাবে শোষিত, তারা সবাই গোষ্ঠী-নির্বিশেষে সমানভাবে অধিকার-বঞ্চিত। সুতরাং প্রাভদা প্রথমতঃ এবং মুখ্যতঃ আহ্বান জানাবে শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীগত ঐক্যের জন্য সর্ববিধ উপায়ে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য। ঠিক যেমন আমরা আমাদের শত্রুদের প্রতি হব আপোষহীন, তেমনি আমরা আমাদের একে অন্যের কাছে হব সহযোগী। শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, আন্দোলনের অভ্যন্তরে শান্তি ও সহযোগিতা—প্রাভদা তার প্রতিদিনের কার্যকলাপে এই মতের দ্বারাই পরিচালিত হবে।

এই কথাটার এখানে এখনই জোর দেওয়ার সবিশেষ প্রয়োজন রয়েছে, কারণ লেনার ঘটনাবলী ও চতুর্থ ডুমায় আসন্ন নির্বাচন শ্রমিকদের সামনে এখন একান্ত জোরের সঙ্গে একটিমাত্র শ্রেণী-সংগঠনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছে।…

আমাদের কর্তব্যভার গ্রহণ করার সময় আমরা সচেতন রয়েছি যে আমাদের পথ কণ্টকাকীর্ণ। **জ্ভেজ্দার** কথা স্মরণ করাই যথেষ্ট কারণ বার বার তার জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে, 'শাস্তিভোগ' করতে হয়েছে তাকে। কিন্তু শ্রমিকদের যে সহানুভূতি **প্রাভদা** এখন লাভ করেছে, তা ভবিষ্যতেও যদি অব্যাহত থাকে তবে কণ্টকের কথা ভেবে ভয় আমরা পাব না। এই সহানুভূতি থেকে তা সংগ্রামের শক্তি সংগ্রহ করবে! আমরা চাই এই সহানুভূতি বৃদ্ধি পেয়ে চলুক। তাছাড়া আমরা চাই শ্রমিকরা শুধু সহানুভূতি জানিয়েই নিজেরা ক্ষান্ত থাকবেন না, বরং পত্রিকাটির পরিচালনায় তাঁরা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবেন। শ্রমিকদের একথা বললে চলবে না যে তাঁরা লেখার ব্যাপারে 'তেমন অভ্যস্ত নন'। শ্রমিকশ্রেণীর লেখকেরা একেবারে তৈরী হয়ে আকাশ থেকে পড়েন না; সাহিত্যিক কাজকর্মের মধ্যে দিয়েই ক্রমে ক্রমে তাঁরা প্রস্তুত হয়ে ওঠেন। যা দরকার, তা হল সাহস করে কাজটা শুরু করে দেওয়া: দু'-এক বার হোঁচট হয়তো খাবেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখবেন আপনি ঠিকই লিখতে শিখে যাবেন।...

আর তাই আসুন, আমরা সবাই মিলে কাজে লেগে যাই!

প্রাভদা, সংখ্যা ১

২২শে এপ্রিল, ১৯১২

স্বাক্ষরবিহীন

প্রতিনিধির প্রতি সেণ্ট পিটার্সবুর্গের শ্রমিকদের নির্দেশ[১১৩]

১৯০৫ সালের আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে রাশিয়ান জনগণের যে দাবিগুলো উত্থাপিত হয়েছিল সেগুলো এখনও পর্যন্ত অপূর্ণ রয়ে গেছে।

প্রতিক্রিয়ার অভ্যুদয় এবং 'নবরূপে সজ্জিত ব্যবস্থাধীনে' ঐ দাবিগুলো যে শুধু অপূর্ণ রয়েছে তাই নয়, সেগুলোকে আরও বেশি অপরিহার্য করে তুলেছে।

শ্রমিকরা প্রায়ই ধর্মঘট করার সুযোগের সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত থাকেন—কারণ এই জন্যই যে তাদের গুলি করে মারা হবে না তার কোন নিশ্চয়তা নেই ; ইউনিয়ন গড়া এবং সভা-সমিতি করার সুযোগ নেই—কারণ এই জন্যই যে তাদের গ্রেপ্তার করা হবে না তার কোন গ্যারাণ্টি নেই ; এমনকি ডুমার নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ পর্যন্ত তাদের নেই, কারণ অংশগ্রহণ করলে তাদের নাম 'ভোটার তালিকা থেকে খারিজ করে দেওয়া'[১১৪] হতে পারে বা তাদের নির্বাসনে পাঠানো হতে পারে। এই তো সেদিন—পুটিলভ কারখানা এবং নেভা জাহাজনির্মাণ কারখানার শ্রমিকদের নাম এভাবেই কি 'ভোটার তালিকা থেকে খারিজ করা' হয়নি?

এসব হচ্ছে কোটি কোটি অনশনক্লিষ্ট কৃষককে সরাসরি জমিদার প্রভুদের ও জেমস্ত্ভো কর্তাদের দয়ার ওপর ছেড়ে দেবার পরেও।...

এই সবকিছুই ১৯০৫ সালের দাবিগুলো পূর্ণ করার প্রয়োজনীয়তার প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশ করছে।

তাকিয়ে দেখুন এবার রাশিয়ার অর্থনৈতিক জীবনের অবস্থাটার দিকে, শিল্পক্ষেত্রের আসন্ন সংকটের মাঝেই সুস্পষ্ট চিহ্নগুলো এবং ব্যাপক কৃষক-জনতার নানা অংশের একটানা ক্রমবর্ধমান দুঃস্থতা—১৯০৫ সালের কাজগুলোর পরিপূর্ণতাসাধনকে অপরিহার্য করে তুলেছে।

সুতরাং, আমরা মনে করি রাশিয়া প্রত্যাসন্ন গণ-আন্দোলনের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে—যে আন্দোলন খুব সম্ভবতঃ ১৯০৫ সালের চেয়ে অনেক গভীরতর হবে। লেনার ব্যাপারে আয়োজিত কার্যকলাপ এবং 'ভোটার

তালিকা থেকে নাম খারিজ করার' বিরুদ্ধে পরিচালিত প্রতিবাদ ধর্মঘট ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে তা সুপ্রমাণিত হয়েছে।

১৯০৫ সালের মতোই এই সব আন্দোলনসমূহের পুরোভাগে রয়েছে রাশিয়ার সমাজের সবচেয়ে অগ্রসর শ্রেণী—রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী।

এর একমাত্র সহযোগী মিত্রশক্তি হতে পারে বহু-যন্ত্রণায়-উৎপীড়িত কৃষক-জনগণ যাদের রাশিয়ার মুক্তির ব্যাপারে গভীর স্বার্থ জড়িত রয়েছে।

দুই ক্ষেত্রে লড়াই—সামন্ত-আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং লিবারেল-পন্থী যে বুর্জোয়ারা প্রাচীন রাজত্বের সংগে মৈত্রীস্থাপন করতে চাইছে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই—জনগণের সমস্ত আসন্ন কার্যকলাপের এই রূপই দিতে হবে।

আর এই জনপ্রিয় আন্দোলনের নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণী যতখানি এগিয়ে আসতে পারবে, আন্দোলন ঠিক ততখানিই জয়যুক্ত হবে।

কিন্তু শ্রমিকশ্রেণী যাতে সম্মানের সাথে জনগণের আন্দোলনের নেতা হিসাবে নিজের ভূমিকাটি পালন করতে পারে তার জন্য তাকে নিজের শ্রেণী-স্বার্থের চেতনায় এবং উচ্চ স্তরের সংগঠনশক্তিতে সুসজ্জিত হতে হবে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে ডুমার মঞ্চটি ব্যাপক শ্রমিক-জনগণকে চেতনার আলোকে দীপ্ত এবং সংগঠিত করার অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি মাধ্যম।

ঠিক এই কারণেই আমরা আমাদের প্রতিনিধিকে ডুমায় প্রেরণ করছি এবং তাঁকে ও চতুর্থ ডুমায় সমস্ত সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক গ্রুপকে নির্দেশ দিচ্ছি তাঁরা যেন ডুমার মঞ্চ থেকে আমাদের দাবিগুলোকে ব্যাপকভাবে ঘোষণা করেন এবং ডুমায় অভিজাত সম্প্রদায়ের আইন প্রণয়নের অর্থহীন খেলায় মশগুল হয়ে না ওঠেন।

আমরা চাই, চতুর্থ ডুমায় সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক গ্রুপ এবং বিশেষ করে আমাদের প্রতিনিধি ব্ল্যাক ডুমার শত্রু শিবিরে দাঁড়িয়ে শ্রমিকশ্রেণীর পতাকা-কেই উচ্চে তুলে ধরবেন।

ডুমার মঞ্চ থেকে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক গ্রুপের কণ্ঠে সুউচ্চ স্বরে আমরা শ্রমিকশ্রেণীর চূড়ান্ত লক্ষ্যের—১৯০৫ সালের দাবিগুলোর পরিপূর্ণ এবং সামগ্রিক ঘোষণাই শুনতে চাই, শুনতে চাই জনগণকে শ্রমিকশ্রেণীর সবচেয়ে নির্ভর-যোগ্য মিত্র হিসাবে এবং লিবারেল বুর্জোয়াদের 'জনগণের স্বাধীনতার' প্রতি বিশ্বাসঘাতক হিসাবে ঘোষণার কণ্ঠস্বরটি।

চতুর্থ ডুমায় সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক গ্রুপটিকে আমরা উপরে উল্লিখিত শ্লোগানগুলোর ভিত্তিতে তাঁদের সমস্ত কার্যকলাপে ঐক্যবদ্ধ ও দৃঢ়ভাবে সংহত দেখতে চাই।

ব্যাপক জনগণের সঙ্গে স্থায়ী যোগাযোগের মাধ্যমে তাঁরা তাঁদের শক্তি সংগ্রহ করুন তা-ই আমরা চাই।

রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে কদম মিলিয়ে তাঁরা এগিয়ে চলুন তা-ই আমরা চাই।

১৯১২ সালের অক্টোবরের প্রথমার্ধে
ইস্তেহার আকারে প্রকাশিত

ভোটদাতাদের প্রতিনিধিদের ইচ্ছা

শ্রমিকদের কিউরিয়ায় নির্বাচনের ফলাফল চূড়ান্তভাবে জানা গেছে।[115] ছ'জন নির্বাচকের মধ্যে তিনজন বিলুপ্তিবাদীদের এবং তিনজন **প্রাভদার** সমর্থক। ডুমাতে তাদের মধ্য থেকে কাকে মনোনীত করা হবে? তাদের কোন্ জনকে আসলে মনোনীত করা উচিত? ভোটদাতাদের প্রতিনিধিদের সমাবেশ থেকে এরকম কোন নির্দেশ এ ব্যাপারে দেওয়া হয়েছে কি?

বিলুপ্তিবাদীরা তাদের সমর্থকদের নির্বাচিত করতে পেরেছে কারণ তারা ভোটদাতাদের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে তাদের অভিমত লুকিয়ে রাখতে পেরেছিল, মতপার্থক্যগুলোকে পাশ কাটিয়ে যেতে পেরেছিল এবং 'ঐক্য' নিয়ে খেলতে পেরেছিল। নির্দলীয় ভোটদাতাদের প্রতিনিধিরা তাদের সমর্থন করেছিলেন—কারণ ওঁরা মতপার্থক্য অপছন্দ করেন এবং তাঁরা বিলুপ্তিবাদীদের কথাগুলোই গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। কিন্তু মূল বিষয়টি ঘোলাটে করার ব্যাপারে বিলুপ্তিবাদীদের সকল অপচেষ্টা সত্ত্বেও একটি বিষয়ে—এবং ঐটিই হল মূল বিষয়—ভোটদাতাদের প্রতিনিধিদের ইচ্ছাটি স্পষ্টভাবেই অভিব্যক্ত হয়েছে। সেটা হল নির্দেশ-এর ব্যাপারটা। ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটাধিক্যে ভোট-দাতাদের প্রতিনিধিদের সমাবেশ থেকে ডুমার প্রতিনিধিদের প্রতি একটি সুনির্দিষ্ট নির্দেশ, **প্রাভদার** সমর্থকদের নির্দেশটি, গৃহীত হয়েছে।

নির্বাচন-সংক্রান্ত রিপোর্টে **লুচ**[116] এই কথাটি চেপে যায় কিন্তু তা তার পাঠকদের কাছ থেকে ভোটদাতাদের সকল প্রতিনিধিরই জানা এই সত্যটিকে লুকিয়ে রাখতে পারেনি। ভোটদাতাদের প্রতিনিধিদের ইচ্ছাটিকে এমন ভুল-ভাবে উপস্থাপিত করতে তাদের আমরা দেব না।

ঐ নির্দেশ হল প্রতিনিধির প্রতি অনুজ্ঞা। ঐ নির্দেশই প্রতিনিধিকে পরিচালিত করে। ডেপুটি হলেন ঐ নির্দেশেরই প্রতিরূপ। সেন্ট পিটার্সবুর্গের বৃহৎ কারখানাগুলোর প্রস্তাবিত এবং ভোটারদের প্রতিনিধিদের সমাবেশ কর্তৃক গৃহীত ঐ নির্দেশে কী বলা হয়েছে?

সর্বপ্রথম নির্দেশে বলা হয়েছে ১৯০৫ সালের কর্তব্যগুলোর কথা এবং বলা

হয়েছে ঐ কর্তব্যগুলো আজও পূর্ণ হয়নি, দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ঐ কর্তব্যগুলো পূর্ণ করা অনিবার্য করে তুলেছে। নির্দেশ অনুসারে,—দেশের মুক্তি সাধিত হতে পারে দুই ফ্রন্টে পরিচালিত সংগ্রামের মাধ্যমে: একদিকে সামন্তবাদী আমলাতান্ত্রিক ভগ্নাবশেষ এবং অন্যদিকে বিশ্বাসঘাতক লিবারেল বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। এই সংগ্রামে একমাত্র কৃষক-জনগণই শ্রমিকদের বিশ্বস্ত মিত্র হতে পারে। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণী নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করবে একমাত্র এই শর্তেই সংগ্রাম বিজয়ী হতে পারে। শ্রমিকেরা যতবেশি শ্রেণী-সচেতন এবং সংগঠিত হবে, তত ভালভাবে তারা জনগণের নেতার ভূমিকা পালন করতে পারবে। বর্তমানের বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ডুমার মঞ্চটি জনগণকে সংগঠিত ও চেতনাসমৃদ্ধ করবার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায় হিসাবে মনে করেই শ্রমিকেরা তাদের প্রতিনিধিকে ডুমায় পাঠাচ্ছে যাতে তিনি এবং চতুর্থ ডুমার সমগ্র সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক গ্রুপটি শ্রমিকশ্রেণীর মৌলিক কর্তব্যগুলোর, দেশের পরিপূর্ণ এবং সামগ্রিক দাবি-গুলোর…মুখপাত্র হতে পারেন।

এই হল নির্দেশটির বিষয়বস্তু।

এটা অনুধাবন করা কিছুমাত্র কঠিন নয় যে এই নির্দেশ মূলগতভাবে বিলুপ্তি-বাদীদের 'ঘোষণা' থেকে স্বতন্ত্র—তা পুরোপুরি বিলুপ্তিবাদীদের বিরোধী।

তাহলে প্রশ্নটা দাঁড়াচ্ছে: এত সবের পরও যদি বিলুপ্তিবাদীরা ডুমায় তাঁদের প্রার্থীকে ডেপুটি হিসাবে মনোনীত করেন—যে ডেপুটি কর্তব্য হিসাবে ঐ নির্দেশটিকে কার্যকর করতে বাধ্য যেহেতু ভোটদাতাদের প্রতিনিধিদের সমাবেশে এই মর্মে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে—তাহলে সেই নির্দেশটির কী গতি হবে?

বিলুপ্তিবাদী-বিরোধী একটি নির্দেশকে একজন বিলুপ্তিবাদী কার্যকর করবেন—আমাদের বিলুপ্তিবাদীরা কি এই লজ্জাজনক পর্যায়ে নেমে যাবেন?

তাঁরা কি দেখতে পাচ্ছেন যে 'ঐক্যের' খেলাটা তাঁদের কী মুস্কিলে এনে ফেলেছে?

না, তাঁরা নির্দেশটিকে অমান্য করতে চান, তাকে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে দিতে চান?

কিন্তু সেন্ট পিটার্সবুর্গের শ্রমিকরা নিঃসন্দেহে যাকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে ভোটদাতাদের প্রতিনিধিদের সেই ইচ্ছাটির তাহলে কী হবে?

বিলুপ্তিবাদীরা কি ভোটদাতাদের প্রতিনিধিদের ইচ্ছাটিকে পদদলিত করতে সাহস করবেন ?

তাঁরা এখনও জয়ের কথা বলাবলি করছেন—কিন্তু তাঁরা কি এটা বুঝতে পারছেন যে শুধুমাত্র একজন বিলুপ্তিবাদী-বিরোধীই ডুমায় ডেপুটি হতে পারে নির্দেশটি এই কথাটি জোরের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করে তাঁদের ওপর এক মর্মান্তিক পরাজয়ের গ্লানি মাখিয়ে দিয়েছে ?

প্রাভদা, সংখ্যা ১৪৭

১৯শে অক্টোবর, ১৯১২

স্বাক্ষর : ক. স্ট.

সেণ্ট পিটার্সবুর্গের শ্রমিক-কিউরিয়ার নির্বাচনের ফলাফল

১। ভোটদাতাদের প্রতিনিধিদের নির্বাচন

১৯০৭ সালের তুলনায় শ্রমিকদের মেজাজের সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল নির্বাচনে আগ্রহের বিরাট পুনরাবির্ভাব। ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানের বিচ্ছিন্ন গ্রুপগুলোর কথা ছেড়ে দিলে আমরা একথা সজোরে নির্ভয়ে বলতে পারি, বয়কটের মনোভাবটি পুরোপুরি অনুপস্থিত। অবুখভ[১১৭] কারখানার শ্রমিকরা নির্বাচন বয়কট করেনি, শ্রমিক প্রশাসন তাদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত করেছে। নেভা জাহাজনির্মাণ কারখানাই হচ্ছে একমাত্র জায়গা যেখানে বয়কটপন্থীরা সংগঠিতভাবে কাজ করেছে কিন্তু সেখানেও ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিকরা নির্বাচনে অংশগ্রহণের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছে। শ্রমিক-জনগণের ব্যাপক অংশ ছিল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার পক্ষে। তদুপরি, তারা নির্বাচন দাবি করেছে এবং তাদের পথে অনতিক্রম্য বাধাবিপত্তি সৃষ্টি করার পূর্ব পর্যন্ত প্রচুর আগ্রহ নিয়ে তারা ভোট দিতে গিয়েছে। সম্প্রতি 'ভোটের তালিকা থেকে নাম খারিজ করে দেবার' বিরুদ্ধে গণ-প্রতিবাদ থেকেই তা প্রমাণিত হয়েছে।...

প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা এবং সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের সহযোগীরা নির্বাচিত হয়েছে। আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরের পরিস্থিতির জন্য মাত্র অল্প কয়েকটি কারখানাতেই আমরা শ্রমিকদের গণতন্ত্রের অবিচল অবস্থানটি পুরোপুরি ব্যাখ্যা করতে পেরেছিলাম, তদুপরি বিলুপ্তিবাদীরা বুদ্ধিমানের মতো তাদের অবস্থানটি শ্রমিকদের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিল। কিন্তু যেখানেই এ ধরনের ব্যাখ্যা প্রদান করা সম্ভব হয়েছিল, সেখানেই শ্রমিকেরা বিলুপ্তিবাদীদের বিরোধী অবস্থানটি একটি 'নির্দেশ'-এর আকারে গ্রহণ করেছিল। এই সব ক্ষেত্রে বিলুপ্তিবাদীরা স্পষ্টতঃ নিজেদের বা নিজেদের অভিমতের প্রতি কোন শ্রদ্ধার বালাই না রেখে ঘোষণা করল যে 'তারাও মূলতঃ এরকম একটা নির্দেশের পক্ষপাতী' (নেভা জাহাজনির্মাণ কারখানা); তারা ইচ্ছামতো সংঘ গঠনের স্বাধীনতা বিষয়ক 'সংশোধনীও'

উত্থাপন করল—সেগুলো অপ্রাসঙ্গিক এই বিবেচনায় প্রত্যাখ্যাত হল। তাই ভোটদাতারা 'ব্যক্তিগত গুণাগুণের' ভিত্তিতেই মূলতঃ প্রতিনিধি নির্বাচন করল। নির্বাচিতদের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠরাই দেখা গেল সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট বা তাদের সহযোগী ব্যক্তিবর্গ।

একমাত্র সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসিই শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে—ভোটদাতাদের প্রতিনিধিদের নির্বাচন থেকে সেকথাই আমরা দেখতে পাচ্ছি।

২। নির্বাচকদের নির্বাচন

ভোটদাতাদের ৮২ জন সমবেত প্রতিনিধির মধ্যে ২৬ জন ছিল সুনিশ্চিত বিলুপ্তিবাদী-বিরোধী, ১৫ জন সুনিশ্চিত বিলুপ্তিবাদী, বাকি ৪১ জন ছিল 'নিছক সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট', সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা এবং নির্দল বামপন্থীরা।

এই ৪১ জন কাদের ভোট দেবে, কোন্ রাজনৈতিক লাইন তারা অনুমোদন করবে?—'বিভেদপন্থী উপদলবাজদের' সেটাই ছিল কৌতূহলের প্রধান বিষয়।

ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে ভোটদাতাদের প্রতিনিধিরা **প্রাভদার** সমর্থকদের প্রস্তাবিত নির্দেশটির সপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করে। এর মধ্য দিয়ে সমাবেশ তার প্রকৃতির পরিচয় দিল। বিলুপ্তিবাদী-বিরোধীদের রাজনৈতিক লাইনেরই জয় হল। এটা ঠেকাবার জন্য বিলুপ্তিবাদীদের প্রয়াস ব্যর্থ হল।

বিলুপ্তিবাদীরা রাজনৈতিকভাবে সৎ হলে এবং নিজেদের অভিমতের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা থাকলে তারা তাদের প্রতিনিধিদের প্রত্যাহার করে নিয়ে সবগুলো আসনই **প্রাভদার** সমর্থকদের ছেড়ে দিত; কারণ এটা সুস্পষ্ট ছিল যে একমাত্র নির্দেশটির সমর্থকরাই প্রার্থী হিসাবে মনোনীত হতে পারবে। নির্দেশের **বিরোধীরাই** হচ্ছে নির্দেশের **সমর্থক**—একমাত্র রাজনৈতিক দেউলিয়ারাই এতদূর যেতে পারে। বিলুপ্তিবাদীরা কিন্তু ততদূরই গিয়েছিল। ভোটদাতাদের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে নিজেদের অভিমতকে লুকিয়ে রেখে, কার্যকালের ঐ সময়ের জন্য নিজেদের 'আমাদের লোক' বলে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে, গৃহীত নির্দেশ সম্পর্কে তাদের 'কোন আপত্তি নেই' বলে, ঐক্য নিয়ে খেলা করে এবং বিলুপ্তিবাদী-বিরোধীরা ভাঙন

সৃষ্টিকারী এই অনুযোগ করে, উপদল-বহির্ভূত ভোটারদের মন-ভেজাবার জন্য তারা চেষ্টা করল এবং এভাবে তাদের লোকদের যে-কোনভাবে 'পাচার' করে দিতে চাইল। আর বাস্তবে ভোটদাতাদের প্রতিনিধিদের ধোঁকা দিয়ে তাদের পাচার করেই দিল।

এটা পরিষ্কার—বিলুপ্তিবাদীদের ছলচাতুরীর কোন সীমা-পরিসীমাই নেই।

এটাও কম পরিষ্কার নয় যে **প্রাভদার** রাজনৈতিক লাইন এবং একমাত্র ঐ লাইনটিই সেণ্ট পিটার্সবুর্গের শ্রমিকশ্রেণীর সহানুভূতি অর্জন করেছে, ভোটদাতাদের প্রতিনিধিদের ইচ্ছার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে **প্রাভদার** একজন সমর্থকই ডুমায় শ্রমিকদের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে।

এরচেয়ে বড় কোন জয় আমরা চাইতেই পারি না।…

৩। দুটি ঐক্য

ডুমার ডেপুটি নির্বাচনের ব্যাপারে আসার আগে আমরা 'ঐক্য' সম্পর্কে দু'একটি কথা বলে নিতে চাই, কেননা তা নির্বাচকদের নির্বাচনকালে মারাত্মক একটি ভূমিকা পালন করেছে এবং ডুবন্ত একজন মানুষ খড়কুটোকে যেমন করে আঁকড়ে ধরে তেমনি করে তাকে বিলুপ্তিবাদীরা আঁকড়ে ধরতে চাইছে।

ট্রটস্কি সম্প্রতি **লুচ**-এ লিখেছেন যে **প্রাভদা** একসময় ঐক্যের পক্ষে ছিল কিন্তু এখন তার বিরুদ্ধে চলে গেছে। তা সত্য কি? এটা সত্য আবার সত্য নয়ও। এটা সত্য যে **প্রাভদা** ঐক্যের পক্ষে ছিল। কিন্তু এটা সত্য নয় যে তা এখন ঐক্যের বিরুদ্ধে: **প্রাভদা** সবসময় অবিচলিত শ্রমিক-গণতন্ত্রের ঐক্যের কথাই বলে আসছে।

তাহলে কথাটা কী? কথাটা হল **প্রাভদা** এবং **লুচ** ও ট্রটস্কি ঐক্যকে দেখছেন সম্পূর্ণভাবে পৃথক দিক থেকে। স্পষ্টতঃই বিভিন্ন ধরনের ঐক্য রয়েছে।

প্রাভদার অভিমত হল, একমাত্র বলশেভিকদের এবং পার্টির অনুগামী মেনশেভিকদেরই একটি সামগ্রিক সত্তায় ঐক্যবদ্ধ করা যায়। পার্টি-বিরোধী শক্তিগুলোর বিলুপ্তিবাদীদের থেকে বিচ্ছিন্নতার ভিত্তিতেই এই ঐক্য। **প্রাভদা** সব সময় এরকম ঐক্যের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল এবং সব সময়ই দাঁড়াবে।

ট্রটস্কি অবশ্য বিষয়টাকে দেখছেন ভিন্নভাবে: তিনি পার্টির নীতির বিরোধীদের এবং তার সমর্থকদের সবাইকে একত্র তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। আর স্বভাবতঃই তিনি কোন ঐক্যই তাই খুঁজে পাচ্ছেন না: গত পাঁচ বছর ধরে যাদের কোনমতেই ঐক্য সম্ভব নয় তাদের ঐক্য বিধানের জন্য এই ছেলেমানুষী প্রচারণাটি তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন এবং যা তিনি লাভ করেছেন তা হচ্ছে—আমাদের দুটি পত্রিকা, দুটি মঞ্চ, দুটি সম্মেলন; শ্রমিকদের গণতন্ত্র এবং বিলুপ্তিবাদীদের মধ্যে ঐক্যের একটি ছিঁটেফোটাও না!

আর যখন বলশেভিকগণ এবং পার্টির অনুগামী মেনশেভিকগণ বেশি বেশি করে একটি সামগ্রিক সত্তায় ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে, তখন বিলুপ্তিবাদীরা এই সামগ্রিক সত্তাটির এবং নিজেদের মধ্যে একটি বিভেদের গহ্বর খনন করছে।

আন্দোলনের বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রাভদার ঐক্যের পরিকল্পনার যথার্থতাই সপ্রমাণ করছে।

যাদের ঐক্যবদ্ধ করা যায় না তাদের ঐক্যবদ্ধ করার ট্রটস্কির ছেলেমানুষী পরিকল্পনাটিকে আন্দোলনের বাস্তব অভিজ্ঞতা চুরমার করে দিচ্ছে।

আরও খানিকটা বেশি। ঐক্যের উদগ্র প্রবক্তা থেকে ট্রটস্কি বিলুপ্তি-বাদীদের ক্রীড়নক হয়ে উঠেছেন, বিলুপ্তিবাদীদের যা মানায় ঠিক তাই করছেন। আমাদের যাতে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী সংবাদপত্র, দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী মঞ্চ, দুটি সম্মেলন যা একে অন্যকে খণ্ডন করতে ব্যস্ত—সেই অবস্থাটা ঘটাতে ট্রটস্কি তাঁর যথাসাধ্য করেছেন; আর এখন এই নকলসাজে সজ্জিত ঐক্যভক্তটি আমাদের কানের কাছে ঐক্যের গান জুড়েছেন!

এটা কোন ঐক্য নয়, এটা কৌতুক-অভিনেতার যোগ্য একটি খেলই বটে।

আর এই খেল দেখিয়েই বিলুপ্তিবাদীরা যে নির্বাচক হিসাবে তাদের তিন জন লোককে নির্বাচিত করতে পেরেছে তা সম্ভব হয়েছে শুধু এইজন্য যে হাতে অল্প সময় থাকার দরুণ তার মধ্যে ঐক্যের যে কৌতুক-অভিনেতারা শ্রমিকদের কাছ থেকে তাদের পতাকাটি লুকিয়ে রেখেছিল—তাদের মুখোসটি খুলে দেওয়া সম্ভব হয়নি।…

৪। ডুমায় প্রতিনিধি নির্বাচন

তারপর এটা বোঝা কিছুমাত্র কঠিন নয় যে, যখন তারা প্রাভদার

সমর্থকদের কাছে প্রস্তাব দিল যে ডুমায় একজন সম্মিলিত প্রার্থীকে মনোনীত করা হোক, তখন বিলুপ্তিবাদীরা কী ধরনের 'ঐক্যের' কথা বলছে। এটা আসলে ছিল বিলুপ্তিবাদীদের প্রতিনিধিকে ভোট দেবারই প্রস্তাব—ভোটদাতাদের প্রতিনিধিদের ইচ্ছা অন্যভাবে ব্যক্ত হওয়া সত্ত্বেও এবং সেণ্ট পিটার্সবুর্গের শ্রমিকদের নির্দেশটি সত্ত্বেও এটা প্রস্তাব করা হচ্ছে। ভোটদাতাদের প্রতিনিধিদের নির্দেশটি পবিত্র এবং একমাত্র ঐ নির্দেশের একজন সমর্থককেই ডুমার ডেপুটি হিসাবে নির্বাচিত করা যেতে পারে—এছাড়া অন্য কী জবাব প্রাভদার সমর্থকরা দিতে পারে? তাদের কি ভোটদাতাদের প্রতিনিধিদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে মেরুদণ্ডহীন বিলুপ্তিবাদীদের সন্তুষ্ট করা উচিত হত, না বিলুপ্তিবাদীদের খেয়ালখুশীকে অমান্য করে সেণ্ট পিটার্সবুর্গের শ্রমিকদের নির্দেশের পক্ষে দাঁড়ানো উচিত হত? লুচ হাউমাউ করে প্রাভদার বিভেদসৃষ্টির কৌশলের কথা বলছে এবং নির্বাচকদের ব্যাপারে নানা আষাঢ়ে গল্প ছড়াচ্ছে, কিন্তু এই ছয়জন শ্রমিকের মধ্য থেকে লটারী করে একজনকে বেছে নেবার যে প্রস্তাব প্রাভদা দিয়েছে বিলুপ্তিবাদীরা তা মেনে নিচ্ছে না কেন? শ্রমিকদের একজন সম্মিলিত প্রার্থীর স্বার্থে আমরা এই সুবিধাটুকু পর্যন্ত দিতে রাজী ছিলাম, কিন্তু আমরা জিজ্ঞেস করছি, কেন লটারী করে নাম বাছাই-এর এই প্রস্তাব বিলুপ্তিবাদীরা অগ্রাহ্য করল? লুচ-এর সমর্থকরা ডুমার জন্য একজন ডেপুটির বদলে ছ'জনকে চাইছে কেন? সেটাও বোধহয় 'ঐক্যের' জন্যই?

লুচ বলছে যে গুদকভ প্রাভদার সমর্থক বাদাইয়েভকে মনোনীত করেছিলেন, কিন্তু বিলুপ্তিবাদীদের পত্রিকাখানি বিনয়সহকারে নিবেদন করছে যে ঐ প্রস্তাব নাকি প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। কিন্তু লুচ বিলুপ্তিবাদীরা কি ভুলে গেছে যে তাদের সমর্থক পেত্রভই—প্রাভদাবাদী কেউ নন—তাঁর নাম প্রত্যাহার করতে অস্বীকার করেন আর এভাবে তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে বিলুপ্তিবাদীদের 'ঐক্যের' আগ্রহের আকুলতার স্বরূপটি উদ্ঘাটন করে দিলেন এবং তা সত্ত্বেও একেই ওরা ঐক্য বলে অভিহিত করছে! লুচ-এর অন্য সমর্থক গুদকভ তাঁর প্রার্থীপদটি প্রাভদার সমর্থক বাদাইয়েভ নির্বাচিত হয়ে যাওয়ার পরে পেশ করেছিলেন; বোধহয় ঘটনাটিকেও অবশেষে ঐক্য বলে দাবি করা হবে? এটা কে বিশ্বাস করবে?

লুচ ভণ্ডের মতো জানাচ্ছে যে রাজনৈতিক দিক থেকে নগণ্য সুদাকভ,

পত্রিকাটির অভিযোগ, নাকি তাঁর প্রার্থীপদ ঐক্যের স্বার্থে প্রত্যাহার করেছিলেন। কিন্তু লুচ কি জানে না যে সোজা কথায় সুদাকভের ভোটে জেতা সম্ভব ছিল না কারণ তিনি দুটি মাত্র মনোনয়ন পেয়েছিলেন? যে পত্রিকা সকলের সামনে প্রকাশ্যে মিথ্যা কথা বলতে সাহস পায় তাকে কী বলবো?

রাজনৈতিক মেরুদণ্ডহীনতাই কি বিলুপ্তিবাদীদের একমাত্র 'গুণ'?

সেণ্ট পিটার্সবুর্গের শ্রমিকদের ইচ্ছার বিরোধিতা করে ক্যাডেট এবং অক্টোবরপন্থীদের ইচ্ছানুসারে বিলুপ্তিবাদীরা তাদের লোককে ডুমায় পাঠানোর চেষ্টা করেছিল। শ্রমিক-জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন লুচ কি একথা বোঝে না যে সেণ্ট পিটার্সবুর্গের শ্রমিকেরা এরকম একজন ডেপুটির প্রতি তাদের অনাস্থাই প্রকাশ করত?

প্রাভদা, সংখ্যা ১৫১

২৪শে অক্টোবর, ১৯১২

স্বাক্ষর: ক. স্ট.

আজ নির্বাচনের দিন

আজ সেণ্ট পিটার্সবুর্গে নির্বাচনের দিন ; দ্বিতীয় কিউরিয়ায় ভোটের দিন। লড়াইটা হচ্ছে দুটো শিবিরের মধ্যে : সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট এবং কাডেটদের মধ্যে। ভোটারদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে দেশের ভাগ্য তারা কাদের হাতে তুলে দিতে চায়।

সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা কী চায় ?

ক্যাডেটরা কী চায় ?

শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা চেষ্টা করছে মানবজাতিকে সমস্ত শোষণ থেকে মুক্ত করতে।

কিন্তু লিবারেল বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি হিসাবে ক্যাডেটরা তাদের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে চায় মানুষের ওপর মানুষের শোষণের ভিত্তিতে, অবশ্য কিছুটা আব্রু পরা শোষণের ভিত্তিতে, কিন্তু শেষ বিচারে শোষণ তো শোষণই থেকে যায়।

সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের অভিমত হল—দেশের নবরূপায়ণের প্রশ্ন এখনও অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে, তা সম্পন্ন করতে হবে এবং দেশের নিজের প্রয়াসের মাধ্যমেই তা করতে হবে।

ক্যাডেটরা কিন্তু মনে করে নবরূপায়ণের কথা বলা অনর্থক, কারণ 'ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমরা একটা সংবিধান পেয়ে গেছি'। ··

সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের অভিমত হল এই যে নবরূপায়ণের অগ্রগমনের পথে রাশিয়া দেশটা দুটো রাশিয়ায় ভাগ হয়ে পড়েছে : পুরাতন, সরকারী রাশিয়া এবং নূতন, ভাবীকালের রাশিয়া।

ক্যাডেটরা কিন্তু বিশ্বাস করে যে 'সংবিধান পেয়ে যাবার পর' দুই রাশিয়ার 'এই তুলনাটা আর সম্ভব নয়' কারণ 'রাশিয়া এখন একটিই'।

একমাত্র একটি সিদ্ধান্তই টানা যায় : ক্যাডেটদের সংবিধান-সংক্রান্ত লক্ষ্যটা এর মাঝেই হাসিল হয়ে গেছে। জুনের কাঠামো অনুযায়ী তৃতীয় রাজত্বটা তাদের কাছে আদৌ বিসদৃশ ঠেকছে না।

উদাহরণ হিসাবে, মিলিউকভ ১৯০৯ সালে অক্টোবরপন্থী গুচকভ এবং

'নরমপন্থী' ব্ল্যাক হাণ্ড্রেড বোব্রিনস্কির সঙ্গে যুক্তভাবে রাশিয়ার প্রতিনিধিত্ব করে লণ্ডনে একটি ভোজসভায় যা বলেছিলেন, তা হল :

'আপনাদের সামনে রয়েছেন অত্যন্ত বিভিন্ন ধারার রাজনৈতিক অভিমত পোষণ করেন এমন লোকেরা, কিন্তু এই যে বিভিন্নতা একে অন্যের পরিপূরক হিসাবে মিলেমিশে সংবিধানিক রাশিয়ার মহান আদর্শের চিত্রটিই তুলে ধরছে' (আই. ইয়েফ্রেমভ-এর **রাশিয়ার জনগণের প্রতিনিধিবৃন্দ** শীর্ষক পুস্তকের ৮১ পৃষ্ঠা দেখুন)।

তাহলে, ব্ল্যাক হাণ্ড্রেড দলের বোব্রিনস্কি 'জনগণের স্বাধীনতার' প্রয়োজনে ক্যাডেট মিলিউকভকে 'পরিপূরণ' করে চলেছেন—আর দেখা যাচ্ছে এই হচ্ছে ক্যাডেটদের 'মহান আদর্শ'।

লণ্ডনের ঐ ভোজসভায় শ্রমিকদের **একজন** প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিল না, কৃষক-জনগণের **একজনও** প্রতিনিধি তাতে উপস্থিত ছিল না. তবু দেখা যাচ্ছে, ক্যাডেটদের মহান আদর্শটি শ্রমিকদের এবং কৃষকদের বরবাদ করে দিয়েও খাসা চলতে পারছে।...

শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের **ছাড়াই**, কৃষকদের প্রতিনিধিদের **ছাড়াই** চলবে বোব্রিনস্কি, গুচকভ এবং মিলিউকভদের সংবিধানটি—আর তাই হচ্ছে ক্যাডেটদের 'আদর্শ'।

তারপর, তৃতীয় ডুমায় ক্যাডেটরা যখন (১) জনবিরোধী বাজেট-এর পক্ষে, (২) পরোক্ষ ট্যাক্সের পক্ষে, (৩) জেলখানাসমূহ সংরক্ষণের জন্য বরাদ্দ ইত্যাদির পক্ষে ভোট দেয়—তাতে বিস্ময়ের কিছু থাকে কি?

তারপর ক্যাডেটরা যখন শ্রমিকদের, কৃষকদের এবং সমগ্র গণতান্ত্রিক অংশের দাবিগুলোর বিরোধিতা করে তাতে বিস্ময়ের কী আছে?

তারপর, ক্যাডেটরা যখন মাকলাকভের জবানীতে দাবি জানায় ছাত্র-আন্দোলনের বিরুদ্ধে 'আরও জোরদার, কঠোর ও নির্মম' হবার জন্য কিংবা রেচ যখন ঘৃণাভরে লেনার শ্রমিকদের শান্তিপূর্ণ ধর্মঘটকে 'স্বতঃস্ফূর্ত দাঙ্গা-হাঙ্গামা' বলে চিত্রিত করে—তখন বিস্ময়ের কিছু থাকে কি?

না, এই পার্টিটি 'জনগণের স্বাধীনতার' পার্টি নয়, বরং তা হচ্ছে 'জনগণের স্বাধীনতার' প্রতি বিশ্বাসঘাতকদের পার্টি।

এধরনের লোকেরা জনগণকে আড়ালে রেখে আমলাতন্ত্রের সঙ্গে দর কষাকষিই শুধু করতে পারে। উইতে, স্তলিপিন এবং ত্রেপভ-এর সঙ্গে আর এখন সাজোনোভ-এর সঙ্গে যে 'আলাপ আলোচনা' ওরা করছে তা কিছুমাত্র আকস্মিক ব্যাপার কিছু নয়।

এধরনের লোকেরা ব্ল্যাক হাণ্ড্রেডদের সঙ্গে দল পাকিয়ে খারকভ, কোস্ত্রোমা, ইয়েকাতেরিনোদার এবং রিগায় সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের পরাজিত করতেই শুধু পারে।

এধরনের লোকদের হাতে দেশের ভাগ্য সঁপে দেওয়ার অর্থ হবে শত্রুদের উল্লাসের কাছে দেশকে বিলিয়ে দেওয়ারই নামান্তর।

আমরা এই দৃঢ়বিশ্বাসই পোষণ করি যে কোন আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ভোটারই ক্যাডেটদের ভাগ্যের সঙ্গে নিজেদের সুনামকে জড়িয়ে দেবে না।

রাশিয়ান জনগণের বিরুদ্ধে ক্যাডেটরা যেসব ঘৃণ্য পাপকর্ম করেছে আজ তারা তার সমুচিত শাস্তিই পাবে!

শ্রমিক ভোটদাতাগণ! যারা আপনাদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে সেই সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদেরই ভোট দিন!

দোকান কর্মচারী ভোটদাতাগণ! যে ক্যাডেটরা আপনাদের বিশ্রামের সময়ের দাবিকে অবজ্ঞা করেছিল তাদের ভোট দেবেন না, ভোট দিন আপনাদের স্বার্থের দৃঢ় অবিচল সমর্থক সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের!

পোলিশ ভোটদাতাগণ! আপনারা আপনাদের স্বাধীন জাতীয় বিকাশের জন্য প্রয়াসী হয়েছেন, মনে রাখবেন—সামগ্রিক স্বাধীনতা ব্যতীত জাতিগত স্বাধীনতার কথা কল্পনাই করা যায় না—আর ক্যাডেটরা সেই স্বাধীনতার প্রতিই বিশ্বাসঘাতকতা করছে!

ইহুদী ভোটদাতারা! আপনারা ইহুদীদের সমান অধিকারে জন্য প্রয়াসী হয়েছেন, কিন্তু মনে রাখবেন—মিলিউকভদের বোব্রিনস্কিদের সঙ্গেই মাখামাখির কথা, আর মনে রাখবেন দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে ক্যাডেটদের দল পাকানোর কথা, —ক্যাডেটরা তাই সমান অধিকারের জন্য চেষ্টা করবে না!

আপনারা কার পক্ষে—জনগণের স্বাধীনতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষে, না স্বাধীনতার প্রবক্তাদের পক্ষে;—ক্যাডেটদের পক্ষে, না সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের পক্ষে! বাছাই করে নিন, নাগরিকগণ!

প্রাভদা, সংখ্যা ১৫২

২৫শে অক্টোবর, ১৯১২

স্বাক্ষর: কে. স্ট.

গোটা রাশিয়ার মেহনতী নারী-পুরুষের প্রতি।[118]
৯ই জানুয়ারি

কমরেডগণ,

আমরা আবার ৯ই জানুয়ারি পালন করতে চলেছি—এই দিনটি আমাদের শত শত সাথী-শ্রমিকের রক্তে চিহ্নিত; ১৯০৫ সালের ৯ই জানুয়ারি তাঁরা জার নিকোলাস রোমানভের গুলিতে নিহত হন, কারণ তাঁরা শান্তিপূর্ণ এবং নিরস্ত্র-ভাবে এসেছিলেন জারের কাছে—উন্নততর জীবনের ব্যবস্থার জন্য আবেদন জানাতে।

তারপর আটটি বছর কেটে গেছে। সুদীর্ঘ আটটি বছর—স্বাধীনতার ক্ষণস্থায়ী আলোকরশ্মি ছাড়া এই সময়ের মধ্যে আমাদের দেশ জার এবং জমিদারদের দ্বারা অত্যাচারিত, জর্জরিত হয়েছে।

এবং আজও অতীতের মতো রাশিয়ার শ্রমিকেরা শান্তিপূর্ণ ধর্মঘট করলে গুলিবিদ্ধ হয়—যেমনটি ঘটেছিল লেনায় এবং আজও অতীতের মতো লক্ষ লক্ষ কৃষকেরা অনশনে দিন কাটাচ্ছে—যেমন হয়েছিল ১৯১১ সালে। এবং আজও, অতীতের মতো জনগণের সবচেয়ে সেরা সন্তানরা জারের কারাগারে নিগৃহীত, নির্যাতিত হচ্ছেন; তাঁদের ঠেলে দেওয়া হচ্ছে সামগ্রিক আত্মহত্যার দিকে—যেমনটি সম্প্রতি দেখা গেছে কুতোমর, আলগাছি[119] এবং অন্যত্র। অতীতের মতো আজও জারের জঙ্গী আদালতগুলি নাবিক ও সৈন্যদের গুলি করে হত্যার রায় দিচ্ছে কারণ তারা কৃষকদের জন্য জমি এবং সকলের জন্য স্বাধীনতা দাবি করছে—সম্প্রতি কৃষ্ণ সাগরের নৌবহরের সতেরজন নাবিকের বেলায় যা হয়েছে।[120] এইভাবেই ভূস্বামীবর্গের কৃপাপ্রাপ্ত সমগ্র রাশিয়ার স্বৈরক্ষমতাধিপতি নিকোলাস রোমানভ তাঁর প্রতি 'ঈশ্বর-প্রদত্ত' এবং শুভ্র পরিধান-পরিহিত যাজক শয়তানদের এবং পুরিশকেভিচ ও খভোস্তভ প্রমুখ ব্ল্যাক হাণ্ড্রেডদের আশীর্বাদপুষ্ট ক্ষমতার প্রয়োগ করে চলেছেন।

এখনও রাশিয়াকে টুঁটি টিপে মারছে রোমানভ রাজতন্ত্র, আমাদের দেশে এই বছরে যা তার রক্তাক্ত শাসনের তিনশত বার্ষিকী পালনের উদ্যোগ করছে।

কিন্তু এতবছর ধরে নীরবে রোমানভদের জোয়ালে যে রাশিয়া পিষ্ট হয়েছে,

সেই পদদলিত ও নতমস্তক রাশিয়া আর নেই। এবং সর্বোপরি, আমাদের রুশ শ্রমিকশ্রেণী, এখন যারা স্বাধীনতা সংগ্রামের সকল যোদ্ধার পুরোভাগে, এখন আর আগে যা ছিল তা নেই। ১৯১৩ সালে আমরা ৯ই জানুয়ারি উদ্‌যাপন করব অপমানিত, নির্যাতিত, পদদলিত দাসের মতো নয়, বরং উন্নতশির এক ঐক্যবদ্ধ সেনাবাহিনীর মতো—যারা অনুভব করে, যারা জানে যে, জনগণের রাশিয়া আবার জাগছে, প্রতিবিপ্লবের বরফ ভেঙেছে, গণ-আন্দোলনের নদী আবার প্রবাহিত হতে আরম্ভ করেছে এবং 'আমাদের পেছনে আছে কাঁধে কাঁধ দিয়ে সামিল নতুন সৈন্যবাহিনী।'…

আটটি বছর! কতটুকু পাওয়া গেছে, কত বেশি দুর্ভোগ সইতে হয়েছে।… এই সময়ের মধ্যে আমরা দেখেছি তিনটি রাষ্ট্রীয় ডুমা। প্রথম দুটি, যেখানে লিবারেলরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ, কিন্তু শ্রমিক ও কৃষকদের সোচ্চার কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছিল; তাই ব্ল্যাক হাণ্ড্রেডী জমিদারদের ইচ্ছানুযায়ী জার এ দুটি ভেঙে দিল। তৃতীয় ডুমা ব্ল্যাক হাণ্ড্রেডী জমিদারদেরই ডুমা, এবং এটি পাঁচ বছরের জন্য কৃষক, শ্রমিক—এক কথায় গোটা জনগণের রাশিয়াকেই আরও বেশি করে পদানত ও নির্যাতিত করার জন্য জার গুণ্ডাদলের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল।

এই অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রতিবিপ্লবের বছরগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীকেই তিক্ততম দুঃখভোগ করতে হয়েছিল। ১৯০৭ সালে যখন পুরানো সমাজব্যবস্থার শক্তি-গুলি সাময়িকভাবে বিপ্লবী গণ-আন্দোলনকে পর্যুদস্ত করতে সফল হয়েছিল, তখন থেকে শ্রমিকেরা দ্বৈত শাসনের জোয়ালের তলায় কাতরাচ্ছে। সর্বোপরি তাদের ওপরেই জারগোষ্ঠী সবচেয়ে নিষ্ঠুর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেছিল। এবং তাদের বিরুদ্ধেই ধনতন্ত্রের আক্রমণাত্মক আঘাত পরিচালিত হয়েছিল। রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার সুযোগ নিয়ে কল-কারখানার মালিকরা এত চেষ্টা ও ত্যাগের ভিত্তিতে অর্জিত শ্রমিকদের অধিকারগুলি ধীরে ধীরে ছিনিয়ে নিল। লক-আউটের মাধ্যমে, সেনা-পুলিশ ও পুলিশের পাহারায়, মালিকেরা শ্রম-দিন দীর্ঘতর করল, মজুরি কেটে নিল এবং কল-কারখানায় পুরানো ব্যবস্থাকে আবার জীইয়ে তুলল।

দাঁতে দাঁত চেপে শ্রমিকরা নীরব রইল। ১৯০৮ ও ১৯০৯ সালে ব্ল্যাক হাণ্ড্রেডী জমিদারদের বিজয়োল্লাসের মত্ততা চূড়ান্ত শীর্ষে উঠেছিল এবং শ্রমিক-আন্দোলন পৌঁছেছিল নিম্নতর পর্যায়ে। কিন্তু ১৯১০ সালের গ্রীষ্মেই

শ্রমিক ধর্মঘটের পুনরভ্যুত্থান শুরু হল, এবং ১৯১১ সালের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত দ্বিতীয় ডুমার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট ডেপুটিদের শাস্তিমূলক দাসত্বে নিয়োজিত রাখার বিরুদ্ধে হাজার হাজার শ্রমিকের সক্রিয় প্রতিবাদ।[১২১]

দ্বিতীয় ডুমার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট ডেপুটিদের শাস্তিমূলক দাসত্বের রায়ের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন ১৯০৭ সালের ২২শে নভেম্বরের ধর্মঘটেই শেষ হল; এবং ১৯১১ সালের শেষ দিকে শ্রমিকদের গণ-আন্দোলন সঞ্জীবিত হয়ে উঠল, এখানেও আবার তা ছিল দ্বিতীয় ডুমার সেই সব সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট ডেপুটিদের ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত, সেই অগ্রণী যোদ্ধাগণ, সেই শ্রমিকশ্রেণীর নায়কেরা, যাদের কাজ এখন চতুর্থ ডুমার শ্রমিক ডেপুটিরা চালিয়ে যাচ্ছে।

রাজনৈতিক সংগ্রামের পুনরভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় শ্রমিকদের অর্থ-নৈতিক সংগ্রাম। রাজনৈতিক ধর্মঘট অর্থনৈতিক ধর্মঘটকে লালন করে এবং এর বিপরীতটাও ঘটে। তরঙ্গের পর তরঙ্গ ওঠে, এবং জার রাজতন্ত্র ও পুঁজির স্বৈরাচারের শক্ত খুঁটির বিরুদ্ধে শ্রমিক-আন্দোলন প্রবল বন্যার আকার ধারণ করছে। ক্রমশঃ নানা শ্রেণীর শ্রমিকেরা বেশি সংখ্যায় নতুন জীবনচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে। ক্রমশঃ বেশি সংখ্যায় জনগণ নতুন সংগ্রামে সামিল হচ্ছে। লেনায় গুলিচালনা সম্পর্কে ধর্মঘট, মে দিবসের ধর্মঘট, শ্রমিকদের নির্বাচনাধিকার কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-ধর্মঘট এবং কৃষ্ণ সাগর নৌবহরের নাবিকদের হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-ধর্মঘটে প্রায় দশ লক্ষ লোক অংশগ্রহণ করেছিল। ঐগুলি ছিল বিপ্লবী ধর্মঘট, যেগুলির পতাকায় স্লোগান লেখা ছিল: 'রোমানভ রাজতন্ত্র নিপাত যাক, রাশিয়ার টুঁটি টিপে ধরা পুরানো ক্ষয়িষ্ণু জমিদারতন্ত্র ধ্বংস হোক!'

শ্রমিকদের বিপ্লবী আন্দোলন সম্প্রসারিত হচ্ছে, বিকশিত হচ্ছে। শ্রমিক-শ্রেণী সমাজের অন্যান্য অংশকেও এই নতুন সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে তুলছে। সব সৎ নরনারী, সবাই যারা উন্নততর জীবনের জন্য উদ্‌গ্রীব, জারতন্ত্রের শিকারী কুকুরদের হিংস্রতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে আরম্ভ করেছে। এমনকি বুর্জোয়ারাও অসন্তোষ প্রকাশ করছে, এরা এমনকি পুরিশকেভিচদের একচ্ছত্র অখণ্ড শাসনেও অসন্তুষ্ট।

তৃতীয় জুন আমল কারুকেই শান্ত করেনি। সব প্রতি-বিপ্লবের বছরগুলি

দেখিয়ে দিয়েছে, যতদিন রোমানভ রাজতন্ত্র এবং জমিদারের শাসন অটুট থাকবে, ততদিন রাশিয়ার স্বাধীন জীবন থাকতে পারে না।

একটি নতুন বিপ্লব পরিণত হচ্ছে, যাতে আবার সমগ্র মুক্তিবাহিনীর মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীই গ্রহণ করবে নেতৃত্বের সম্মানজনক ভূমিকা।

শ্রমিকশ্রেণীর পতাকায় এখনও সেই পুরানো তিনটি দাবি লিখিত রয়েছে, যেগুলির জন্য এত ত্যাগ স্বীকার এবং এত রক্তপাত হয়েছে।

শ্রমিকদের জন্য আট ঘণ্টা কাজের দিন চাই!

সব জমিদার, জার ও মোহান্তদের জমি বিনা ক্ষতিপূরণে কৃষকদের দিতে হবে!

সমগ্র জনসাধারণের জন্য গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র চাই!

এই দাবিগুলিকে কেন্দ্র করেই রাশিয়ায় সংগ্রামের আগুন জ্বলে উঠেছে এবং আজও জ্বলছে। সাম্প্রতিক লেনা ধর্মঘটের শ্রমিকরা সেই দাবিগুলিকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেছে। ৯ই জানুয়ারিও শ্রমিকশ্রেণী এগুলি এগিয়ে নিয়ে যাবে।

১৯১২ সালে সেণ্ট পিটার্সবুর্গ, রিগা এবং নিকোলাইয়েভের শ্রমিকরা ধর্মঘট এবং মিছিল করে ৯ই জানুয়ারি উদ্‌যাপন করতে চেষ্টা করেছিল। ১৯১৩ সালে আমরা **সারা রাশিয়ার**—সব জায়গায়—এইভাবে ৯ই জানুয়ারি পালন করব। ১৯০৫ সালের ৯ই জানুয়ারি শ্রমিকশ্রেণীর রক্তে প্রথম রুশ বিপ্লবের জন্ম হয়েছিল। ১৯১৩ সালের শুরুতে রাশিয়ায় **দ্বিতীয়** বিপ্লবের সূচনা হোক। রোমানভ পরিবার, তিনশত বার্ষিকী উদ্‌যাপনের প্রস্তুতির সময়, ভাবছে যে আরও অনেকদিন তারা রাশিয়ার ঘাড়ে বসে থাকবে। আসুন তাহলে ১৯১৩ সালের ৯ই জানুয়ারি আমরা এই গুণ্ডাদলকে বলি:

যথেষ্ট হয়েছে! রোমানভ রাজতন্ত্র ধ্বংস হোক! গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক!

প্রিয় সাথীরা! দেখবেন, যেখানে রুশ শ্রমিকশ্রেণী বেঁচে আছে ও সংগ্রাম করছে, সেখানে কোথাও যেন ৯ই জানুয়ারি অনুদ্‌যাপিত না থাকে।

সভা-সমিতি, প্রস্তাব, গণ-সমাবেশ এবং যেখানে সম্ভব **একদিনের ধর্মঘট এবং মিছিল** করে আসুন আমরা সর্বত্র এই দিনটি পালন করি।

যাঁরা সংগ্রামে জীবন দিয়েছেন এই দিনটিতে আসুন আমরা সেই বীরদের স্মরণ করি! তাঁদের প্রতি আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্মান দেখান হবে, যদি

ঐদিনে, রাশিয়ার সর্বত্র ধ্বনিত হয় আমাদের পুরানো দাবিগুলি :

গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র !

জমিদারদের জমির বাজেয়াপ্তি !

আট ঘণ্টা কাজের দিন !

রাশিয়ার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক
লেবার পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি

সাথীরা !

৯ই জানুয়ারি প্রতিবাদের জন্য প্রস্তুত হোন !

১৯১২ সালের ডিসেম্বরের শেষ দিকে এবং
১৯১৩ সালের জানুয়ারির গোড়ার দিকে
পুস্তিকাকারে প্রকাশিত

সেণ্ট পিটার্সবুর্গে নির্বাচন

(সেণ্ট পিটার্সবুর্গ থেকে একটি চিঠি)

১৯০৭ সালের নির্বাচনের মতো নয়, ১৯১২ সালে নির্বাচন ও শ্রমিকদের বৈপ্লবিক পুনরুত্থানের মধ্যে একটা যোগাযোগ ঘটে যায়। ১৯০৭ সালে বিপ্লবের স্রোতে ভাঁটা পড়েছিল এবং প্রতিবিপ্লব জয়ী হয়েছিল, কিন্তু ১৯১২ সালে একটি নতুন বিপ্লবের প্রথম তরঙ্গ উঠল। এর দ্বারা বোঝা যায়, কেন শ্রমিকেরা **তখন** নিরুৎসাহ মনে ভোট দিতে গিয়েছিল এবং কোন কোন জায়গায় ভোট বয়কটও করেছিল, অবশ্য **নিষ্ক্রিয়ভাবেই** বয়কট করেছিল, এর দ্বারা দেখা গেল নিষ্ক্রিয় বয়কট হচ্ছে উৎসাহের অভাব ও শক্তিহ্রাসের নিঃসংশয়িত লক্ষণ। এর দ্বারা বোঝা যায়, কেন **এখন** বিপ্লবী তরঙ্গের উত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিকরা স্থূল রাজনৈতিক ঔদাসীন্য ঝেড়ে ফেলে আগ্রহভরে ভোট দিতে গেছে। আর বড় কথা : শ্রমিকরা ভোটাধিকারের জন্য লড়াই করেছে, পুলিশের সব রকম চতুর কৌশল ও বাধা সত্ত্বেও 'ব্যাখ্যা ও ভাষ্যের' বিরুদ্ধে অসংখ্য ধর্মঘটের দ্বারা সেই অধিকার তারা অর্জন করেছে। এটা একটা নিঃসংশয়িত প্রমাণ যে রাজনৈতিক অসাড়তা কেটে গেছে, বিপ্লব জড় বিন্দু অতিক্রম করে গেছে। একথা সত্য যে নতুন বিপ্লবের তরঙ্গ **এখনও** তত জোরদার নয় যে আমরা একটা সাধারণ রাজনৈতিক হরতালের কথা তুলতে পারি ; কিন্তু **এখনি** কোন কোন জায়গায়, নির্বাচনে সাড়া জাগাতে, সর্বহারা শক্তিকে সংগঠিত করতে এবং জনগণকে রাজনীতিগত-ভাবে সচেতন করতে 'ব্যাখ্যা ও ভাষ্যের' জাল ছিন্নভিন্ন করার মতো যথেষ্ট জোরদার হতে পেরেছে।

(১)

শ্রমিকদের কিউরিয়া

১। নির্বাচনী সংগ্রাম

একথা বলাই বাহুল্য যে ধর্মঘট অভিযানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিনিধি এবং পিটার্সবুর্গ কমিটি। ৪ঠা অক্টোবর

সন্ধ্যার শেষে, ভোটারদের নির্বাচনের প্রাক্-মুহূর্তে, আমরা জানতে পারলাম যে উয়েজ্‌দ্‌ কমিশন বৃহত্তম কারখানার (পুটিলভ ও অন্যান্য) ভোটার-প্রতিনিধিদের 'ব্যাখ্যা' দিয়েছে। একঘণ্টা পরে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিনিধিসহ[১২২] সেণ্ট পিটার্সবুর্গ কমিটির কার্যনির্বাহক কমিশনের অধিবেশন বসে, নির্বাচকদের নতুন তালিকা তৈরীর পর সিদ্ধান্ত হয় যে, একদিনের প্রতিবাদ-ধর্মঘট ডাকা হবে। সেই রাত্রেই পুটিলভ কারখানার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট গোষ্ঠী একটি অধিবেশন করে এবং সেণ্ট পিটার্সবুর্গ কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ৫ই তারিখে পুটিলভ ধর্মঘট আরম্ভ হল। গোটা কারখানাই ধর্মঘট করল। ৭ই তারিখে (রবিবার) নেভা জাহাজঘাটার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট গোষ্ঠী মিলিত হল এবং নিজেকে সেণ্ট পিটার্সবুর্গ কমিটির সিদ্ধান্তের সঙ্গে যুক্ত করল। ৮ই তারিখে গোটা জাহাজঘাটায় ধর্মঘট হল। অন্যান্য কল-কারখানা এদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করল। কেবল যে 'ব্যাখ্যালোকিত' কারখানাগুলিতে ধর্মঘট হল তা নয়, যেগুলি 'ব্যাখ্যালোকিত' নয় (যেমন পল কারখানা) সেগুলিতেও হয়েছিল, এমনকি 'নির্বাচন পরিচালনকারী নিয়ম' অনুসারে যাদের শ্রমিক কিউরিয়ায় ভোটাধিকার নেই, তারাও যোগ দিয়েছিল। তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ধর্মঘট করেছিল। বিপ্লবী সংগীত ও মিছিলের কমৃতি ছিল না।…৮ই অক্টোবর অনেক রাতে জানা গেল, গুবেরনিয়া নির্বাচন কমিশন নির্বাচকদের নির্বাচন নাকচ করেছে, উয়েজ্‌দ্‌ কমিশনের 'অবিব্যাখ্যান' বাতিল করে পুটিলভ শ্রমিকদের 'অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে', এবং অনেক কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে ভোটাধিকার সম্প্রসারিত করেছে। শ্রমিকদের জয় হল; তারা একটি লড়াইয়ে জিতল।

নেভা জাহাজঘাটায় এবং পুটিলভ কারখানায় গৃহীত শ্রমিকদের ধর্মঘট ঘোষণার প্রস্তাবটি বিশেষ লক্ষণীয়: **'আমাদের ভোটাধিকার লংঘনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে আমরা ঘোষণা করছি যে কেবল জারতন্ত্রের উচ্ছেদ এবং গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার দ্বারাই শ্রমিকদের ভোটাধিকার এবং ভোট দেবার উপযুক্ত স্বাধীনতা সুনিশ্চিত হতে পারে।'**

'…**রাজ্য-ডুমার নির্বাচনে** কেবল সর্বজনীন ভোটাধিকারই ভোটের অধিকার নিশ্চিত করতে পারে' বিলুপ্তিবাদীদের দ্বারা উত্থাপিত এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়। এই প্রস্তাব সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট গোষ্ঠীরা প্রথমে নিজ নিজ

কারখানায় আলোচনা করেছে, এবং যখন সঠিকভাবে জানা গেল, যেমন, নেভা জাহাজঘাটার গোষ্ঠীর সভায়, যে এদের প্রস্তাবে কারও সহানুভূতি নেই, এর সমর্থকরা নিজেদের মধ্যে শপথ নিল যে পার্টির বাইরের লোকদের সভায় এটা উত্থাপন করবে না, বরং ঐ গোষ্ঠীর গৃহীত প্রস্তাবকেই সমর্থন জানাবে। একথা অবশ্যই তাদের সম্মানার্থে বলতে হবে যে তারা কথা রেখেছিল। অপরপক্ষে, বিলুপ্তিবাদীদের বিরোধীরা নির্বাচকদের প্রতিনিধিরূপে গুদকফ-এর নির্বাচন নিশ্চিত করে সমান আনুগত্য দেখিয়েছে, যাকে তারা 'ফেলে দিতে' পারত কারণ জাহাজঘাটার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তাদের পেছনে ছিল। একথা বলা অন্যায় হবে না যে, নানা কল-কারখানায় যা ঘটেনি সে সম্পর্কে এত ফলিয়ে লিখেছে লুচ, তার যদি এক কণা দায়িত্বজ্ঞানও থাকত! কিন্তু সে নেভা জাহাজঘাটায় গৃহীত উপরিউক্ত প্রস্তাব চেপে গেছে, তার চেয়েও বড় কথা, পুটিলভ কারখানায় গৃহীত প্রস্তাবকে বিকৃত করেছে।

এইভাবে শ্রমিকরা নির্বাচনের জন্যে লড়াই করেছে এবং নির্বাচন আদায় করেছে। সেণ্ট পিটার্সবুর্গের যে সমাজতন্ত্রী বিপ্লবীরা নেভা জাহাজঘাটায় নির্বাচনে অংশগ্রহণের বৃথাই বিরুদ্ধাচরণ করেছিল, তারা এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুক।

শ্রমিকরা একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের শ্লোগান নিয়ে নির্বাচনে লড়াই করেছে। লুচের বিলুপ্তিবাদীরা, যারা 'আংশিক সংস্কারের' মধ্যে অলৌকিক কিছু দেখে, তারাও এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুক।

২। ডেপুটির নির্দেশ

যখন ভোটারদের প্রতিনিধিদের সভা বসেছিল, তখনও 'ব্যাখ্যা ও ভাষ্যের' ধর্মঘটগুলি শেষ হয়নি। এই সিদ্ধান্ত প্রায় ধরে নেওয়া হয়েছিল যে প্রতিনিধিরা সেণ্ট পিটার্সবুর্গের রচিত এবং বড় বড় কল-কারখানায় (পুটিলভ, নেভা জাহাজঘাটা এবং পলগোষ্ঠী) সমর্থিত নির্দেশই গ্রহণ করবে। এবং বস্তুত নির্দেশনামাটি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হয়েছিল, কেবল বিলুপ্তি-বাদীদের সামান্য একটা গোষ্ঠী ভোটদানে বিরত ছিল। প্রতিটি ভোট গ্রহণের সময় শেষোক্ত ব্যক্তিদের বাধাদানের চেষ্টা—'বাধা দেবে না!' চীৎকারের সম্মুখীন হয়েছিল।

ডুমা ডেপুটিদের সেই নির্দেশনামায় ভোটারের প্রতিনিধিরা '১৯০৫-এর কর্মসূচী' মনে করিয়ে দেয় এবং বলে যে এই কর্মসূচী এখনও 'কার্যে পরিণত হয়নি', রাশিয়ার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতি 'ঐ কার্যসূচী রূপায়ণ অনিবার্য করে তুলেছে'। ক্যাডেট বুর্জোয়াদের আপোষনীতি সত্ত্বেও জারতন্ত্র উচ্ছেদের জন্য শ্রমিক ও বিপ্লবী কৃষকদের লড়াই, যে লড়াইয়ে কেবলমাত্র শ্রমিকশ্রেণীই নেতা হতে পারে—একমাত্র এমন একটা লড়াইয়ের মাধ্যমেই ১৯০৫-এর কর্মসূচী সার্থক হতে পারে (**সৎসিয়াল ডিমোক্র্যাতে** 'নির্দেশ', সংখ্যা ২৮-২৯ দেখুন)।

আপনারা দেখছেন, এটা মোটেই লিবারেল বিলুপ্তিবাদী 'তৃতীয় ডুমার কৃষি-বিষয়ক সিদ্ধান্তগুলির সংশোধন' অথবা 'রাজ্য-ডুমার নির্বাচনে সর্বজনীন ভোটাধিকার' নয় (বিলুপ্তিবাদীদের কর্মসূচী দেখুন)।[১২৩]

সেণ্ট পিটার্সবুর্গের শ্রমিকরা আমাদের পার্টির বৈপ্লবিক ঐতিহ্যের প্রতি অনুগত ছিল। বিপ্লবী সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির শ্লোগান, এবং একমাত্র এই শ্লোগানগুলিই ভোটারদের প্রতিনিধিদের সভায় স্বীকৃতি পেয়েছিল। সভায় পার্টির সদস্য নয় এমন লোকদের দ্বারাই প্রশ্নটির মীমাংসা হয়েছিল (৮২ জন প্রতিনিধির মধ্যে ৪১ জন 'কেবল সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট', তাও পার্টি-সদস্য নয়), সেণ্ট পিটার্সবুর্গ কমিটির রচিত নির্দেশ এরকম একটি সভায় গৃহীত হল, এই ঘটনাই প্রমাণ করে যে সেণ্ট পিটার্সবুর্গ কমিটির শ্লোগানগুলির মূল শ্রমিক-শ্রেণীর মন-প্রাণের গভীরে নিহিত।

এইসব সম্পর্কে বিলুপ্তিবাদীদের কি দৃষ্টিভঙ্গি ছিল? যদি তারা সত্যি তাদের মতে বিশ্বাসী হত এবং রাজনৈতিক সততার ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত না হত, তাহলে তারা নির্দেশের বিরুদ্ধে খোলাখুলি সংগ্রাম ঘোষণা করত, তারা নিজেদের নির্দেশ প্রস্তাব আকারে রাখত কিংবা হেরে গেলে, তালিকা থেকে নিজেদের প্রার্থীদের প্রত্যাহার করে নিত। তাদের বিরোধীদের তালিকার পাশাপাশি তারা কি তাহলে নির্বাচকদের জন্য নিজেদের প্রার্থী-তালিকা দিত না? কেন, তাহলে, খোলাখুলি তারা নিজেদের মত, নিজেদের নির্দেশ প্রকাশ করতে পারল না? এবং যখন তাদের বিরোধীদের নির্দেশ গৃহীত হল, তখনি বা কেন সৎভাবে এবং প্রকাশ্যে তারা ঘোষণা করল না যে, এই নির্দেশের বিরোধীপক্ষ হিসাবে তারা তারই ভবিষ্যৎ প্রবক্তারূপে নির্বাচনে দাঁড়াতে পারে না, তারা তাদের প্রার্থীদের

নাম তুলে নিয়ে কেন নির্দেশের সমর্থকদের জায়গা ছেড়ে দিল না? সর্বোপরি, এটা একটা রাজনৈতিক সততার প্রাথমিক নিয়ম। হয়তো বিলুপ্তি-বাদীরা নির্দেশের প্রশ্নকে এড়িয়ে গেছে, যেহেতু প্রশ্নটি নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক হয়নি এবং যেহেতু সভায় প্রশ্নটি **পার্টির বাইরের** লোকদের ভোটে মীমাংসিত হয়েছিল? যদি তাই হয়, কেন তাহলে তারা সেই ২৬ জন **সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক** ভোটারের প্রতিনিধিদের সিদ্ধান্ত মেনে নিল না, যারা ভোটারের প্রতিনিধিদের সভা হবার কয়েকদিন আগে গোপনে মিলিত হয়েছিল এবং আলোচনার পরে বিলুপ্তিবাদ-বিরোধীদের কর্মসূচী **গ্রহণ করেছিল,** (সংখ্যাগরিষ্ঠ পক্ষে ১৬, বিপক্ষে ৯, একজন ভোটদানে বিরত), সেই সভায় বিলুপ্তিবাদী-নেতারা এবং ভোটারের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিল? যখন তারা ২৬ জন সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক ভোটারদের প্রতিনিধির ইচ্ছা এবং সমগ্র সভার নির্দেশকে পদদলিত করল, তখন তারা কোন্ মহৎ বিবেচনার দ্বারা চালিত হয়েছিল? **স্পষ্টতঃই** একটা মাত্র বিবেচনা থাকতে পারে: তাদের বিরোধীদের অপমানিত করা এবং চোরা পথে 'কোনমতে' নিজেদের লোকদের নির্বাচিত করা। কিন্তু আসল কথা হল যদি বিলুপ্তিবাদীরা খোলাখুলি লড়াইয়ের সাহস দেখাত, তাদের একজন সমর্থকও নির্বাচিত হত না, কারণ প্রত্যেকের কাছে এটা স্পষ্ট ছিল যে 'তৃতীয় ডুমার কৃষি-সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের সংশোধন' সম্পর্কে বিলুপ্তিবাদীদের প্রস্তাব ভোটারদের প্রতিনিধিদের সমর্থন পেত না। একটাই কাজ তারা করতে পারত: নিজেদের পতাকা গুটিয়ে 'সঠিকভাবে বললে, আমরাও এইরকম একটা নির্দেশের পক্ষে' এমন একটা ঘোষণা করে নির্দেশের সমর্থকের ভান করা এবং তার ফলে 'কোনমতে' তাদের কিছু লোককে নির্বাচিত করে নেওয়া। এবং তাই তারা করেছে; ঐ ধরনের আচরণের দ্বারা তারা তাদের পরাভব স্বীকার করে নিয়েছে, এবং রাজনৈতিক দেউলিয়া হিসাবেই নিজেদের চিহ্নিত করেছে।

কিন্তু শত্রুকে তার পতাকা গোটাতে বাধ্য করা মানে তাকে স্বীকার করতে বাধ্য করা যে তার নিজের পতাকা **অকেজো,** অর্থাৎ তাকে শত্রুর আদর্শগত শ্রেষ্ঠতা স্বীকারে বাধ্য করা—এসবের সঠিক তাৎপর্যকে যথার্থই নৈতিক জয় বলা যায়।

সুতরাং আমাদের সামনে আজ এক 'অদ্ভুত পরিস্থিতি': বিলুপ্তিবাদীদের

আছে একটি 'ব্যাপক শ্রমিক-পার্টি'; তাদের বিরোধীদের আছে কেবল একটি 'ক্ষুদ্র চক্র', তবু 'ক্ষুদ্র চক্রটি' 'ব্যাপক পার্টিকে' পরাজিত করল।

পৃথিবীতে কত অলৌকিক ঘটনাই না ঘটে!...

৩। ঐক্যের মুখোস এবং ডুমা-ডেপুটিদের নির্বাচন

যখন বুর্জোয়া কূটনীতিবিদেরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়, তখন তারা 'শান্তি' ও 'বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের' কথা খুব জোর গলায় বলতে থাকে। যখন একজন বৈদেশিক বিষয়ের মন্ত্রী 'শান্তি সম্মেলনের' সমর্থনে আবেগময় ভাষণ দেন, তখন নিশ্চিত ধরে নিতে পারেন 'তাঁর সরকার' নতুন যুদ্ধজাহাজ এবং মনোপ্লেন তৈরীর জন্য তার পূর্বেই চুক্তি করেছেন। একজন কূটনীতিবিদের কথা **অবশ্যই** তার কাজের বিরোধী হবে,—না হলে তিনি আর কূটনীতিবিদ কিসে? কথা এক জিনিস—কাজ তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। সুন্দর কথা হচ্ছে ঘোলাটে কাজ ঢাকবার মুখোস। একজন যথার্থ কূটনীতিবিদ শুষ্ক জলের মতো, কাষ্ঠময় লোহার মতো।

একই কথা বলা যায় বিলুপ্তিবাদীদের সম্পর্কে এবং ঐক্য বিষয়ে তাদের মিথ্যে চীৎকার সম্পর্কে। সম্প্রতি কমরেড প্লেখানভ, যিনি পার্টির মধ্যে ঐক্যের পক্ষপাতী, বিলুপ্তিবাদীদের সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব[১২৪] সম্পর্কে লিখেছেন যে 'তারা দশ গজ দূর থেকে কূটনীতির গন্ধ পায়' এবং সেই কমরেড প্লেখানভই তাঁদের সম্মেলনকে 'বিভেদকারীদের সম্মেলন' বলে বর্ণনা করেছেন। আরও সোজা কথায় বলতে গেলে, বিলুপ্তিবাদীরা ঐক্য বিষয়ে কূটনীতির সোরগোল তুলে শ্রমিকশ্রেণীকে ঠকাচ্ছে, কারণ যখন তারা ঐক্যের কথা বলছে, তখনই বিভেদ সৃষ্টি করে চলেছে। বাস্তবিক, সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক আন্দোলনে বিলুপ্তিবাদীরা কূটনীতিবিদ, তারা ঐক্যের সুন্দর কথা দিয়ে বিভেদ সৃষ্টির ঘোলাটে কাজ ঢাকা দেয়। যখন একজন বিলুপ্তিবাদী ঐক্যের পক্ষে আবেগময় ভাষণ দেন, তখন নিশ্চিত ধরে নিতে পারেন, তিনি বিভেদের স্বার্থেই ঐক্যকে পদদলিত করেছেন।

সেণ্ট পিটার্সবুর্গের নির্বাচন তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

ঐক্য মানে বোঝায় সর্বাগ্রে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক-ভাবে সংগঠিত শ্রমিকদের ঐক্য, এখনও যারা অসংগঠিত, সমাজতন্ত্রের আলোকে আলোকিত নয়। সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির আকারে সংগঠিত শ্রমিকেরা তাদের

সভায় প্রশ্ন তোলে, সেগুলির আলোচনা করে, সিদ্ধান্ত নেয় এবং তারপরে সেই সিদ্ধান্তগুলি, যেগুলি সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে চূড়ান্তভাবে বাধ্যতামূলক, সমগ্রভাবে পার্টির বাইরের শ্রমিকদের সামনে উপস্থিত করে। **এ ছাড়া সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির ঐক্য থাকতে পারে না!** এরকম কোন সিদ্ধান্ত কি সেণ্ট পিটার্সবুর্গে গৃহীত হয়েছিল? হ্যাঁ, হয়েছিল। এই সিদ্ধান্ত ছিল ২৬ জন সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট ভোটারের প্রতিনিধির (উভয় ঝোঁকের) দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্ত যারা বিলুপ্তিবাদীদের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছিল। কেন বিলুপ্তিবাদীরা এই সিদ্ধান্ত মেনে নেয়নি? কেনই বা তারা সংখ্যাগুরু সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট ভোটারের প্রতিনিধিদের ইচ্ছাকে বাধা দিল? **কেন তারা** সেণ্ট পিটার্সবুর্গে **সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির ঐক্যকে পদদলিত করল?** কারণ বিলুপ্তিবাদীরা হচ্ছে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক আন্দোলনের কূটনীতিবিদ, ঐক্যের মুখোসের আড়ালে বিভেদ সৃষ্টিতে রত।

এ ছাড়া, ঐক্য মানে গোটা বুর্জোয়া দুনিয়ার মুখোমুখি শ্রমিকশ্রেণীর কর্মের ঐক্য। শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধিরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং ঠিক ঐক্যবদ্ধ শক্তি হিসাবে কাজ করে সেগুলিকে **সর্বাঙ্গীণভাবে** কার্যে পরিণত করে, এই শর্তে যে সংখ্যালঘু অংশ সংখ্যাগুরুর মতই গ্রহণ করবে। **এ ছাড়া শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য হতে পারে না।** সেণ্ট পিটার্সবুর্গ শ্রমিকেরা এরূপ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল? হ্যাঁ, হয়েছিল। সেটা হল ভোটারের প্রতিনিধিদের সভায় সংখ্যাগুরু অংশের দ্বারা গৃহীত বিলুপ্তিবাদীদের বিরোধী নির্দেশ। কেন বিলপ্তি-বাদীরা ভোটারের প্রতিনিধিদের নির্দেশ মানল না? কেনই বা তারা সংখ্যাগুরু ভোটারদের প্রতিনিধিদের ইচ্ছাকে ব্যর্থ করল? **কেন তারা সেণ্ট পিটার্সবুর্গে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যকে পদদলিত করল?** কারণ বিলুপ্তিবাদীদের ঐক্য হল একটি কূটনৈতিক **ভাষা**, যা তাঁদের বিভেদমূলক **নীতিকে** ঢেকে রাখে।...

সংখ্যাগুরুর ইচ্ছাকে ব্যর্থ করে, দোমনাদের (সুদাকভ) মনোনীত করে এবং অত্যন্ত কূটনৈতিক ধরনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে, যখন বিলুপ্তিবাদীরা শেষ-পর্যন্ত তাদের নির্বাচকদের তিনজনকে নির্বাচিত করিয়ে নিতে পারল, তখন প্রশ্ন উঠল—এখন কি করণীয়?

একমাত্র **সৎ** সমাধান হল লটারী করা। বিলুপ্তিবাদীদের বিরোধীরা তাদের কাছে লটারীর **প্রস্তাব দিল**, কিন্তু তারা সে প্রস্তাব **প্রত্যাখ্যান করল**!!

প্রস্তাবটি বলশেভিক ক-র সঙ্গে আলোচনার পর বিলুপ্তিবাদী-খ (যদি প্রয়োজন হয়, আবশ্যিক গোপনতা পালিত হলে আমরা সেসব ব্যক্তিদের নাম দিতে পারি যারা স্ব স্ব পক্ষের তরফে বিষয়টি আলোচনা করেছে),[১২৫] সম-মনোভাবাপন্ন বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করেছে এবং তারপর উত্তর দিয়েছে যে, 'লটারী করাটা গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ আমাদের নির্বাচকরা আমাদের নেতৃস্থানীয় সংস্থার সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য।'

বিলুপ্তিবাদী মহোদয়েরা আমাদের এই বক্তব্য খণ্ডন করতে চেষ্টা করুন !

সংখ্যাগুরু সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট ভোটারদের প্রতিনিধিদের ইচ্ছাকে ব্যর্থ করা, ভোটারদের প্রতিনিধিসভার সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছাকে ব্যর্থ করা, লটারী প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা, ডুমায় যুগ্মভাবে প্রার্থী দাঁড় করাতে অস্বীকার করা—সবই ঐক্যের স্বার্থে। বিলুপ্তিবাদী মহোদয়েরা, আপনাদের 'ঐক্য' সম্বন্ধে ধারণাটা বড়ই অদ্ভুত !

প্রসঙ্গতঃ বলতে হয়, বিলুপ্তিবাদীদের বিভেদনীতি নতুন নয়। ১৯০৮ সাল থেকেই তারা গোপন পার্টি-সংগঠনের বিরুদ্ধে উত্তেজনা ছড়াচ্ছে। সেন্ট পিটার্সবুর্গ নির্বাচনে বিলুপ্তিবাদীদের জঘন্য আচরণ তাদের পুরানো বিভেদ-নীতিরই অনুবৃত্তি।

বলা হয় যে, তাঁর 'ঐক্য' অভিযানের দ্বারা ট্রটস্কি বিলুপ্তিবাদীদের পুরানো 'কাজকর্মে' 'নতুন ধারা' সঞ্চার করেছেন। কিন্তু একথা সত্য নয়। ট্রটস্কির 'বীরত্বপূর্ণ' প্রয়াস এবং 'ভয়ংকর ভীতিপ্রদর্শন' সত্ত্বেও, শেষপর্যন্ত তিনি নিজেকে শুধু অক্ষম বাক্‌সর্বস্ব চ্যাম্পিয়ন হিসাবেই প্রমাণিত করেছেন, পাঁচ বছর 'কাজের' পর তিনি বিলুপ্তিবাদীদের ছাড়া আর কাউকেই ঐক্যবদ্ধ করতে পারেননি। নতুন গোলমাল—পুরানো কর্মধারা !

কিন্তু আবার নির্বাচন প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। বিলুপ্তিবাদীরা যখন লটারী প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তখন তারা একটা জিনিসের উপর ভরসা করতে পারত সেটা হল, বুর্জোয়ারা (ক্যাডেট ও অক্টোবরপন্থীরা) **বিলুপ্তিবাদীদের পছন্দ করবে** ! এই পরিচ্ছন্ন ছোট্ট পরিকল্পনাটি বানচাল করতে সব নির্বাচক-দের নির্বাচনে দাঁড়ানোর নির্দেশ দেওয়া ছাড়া সেন্ট পিটার্সবুর্গ কমিটির কাছে আর কোন বিকল্প ছিল না, কারণ বিলুপ্তিবাদীদের মধ্যে একজন 'দোমনা লোক' (সুদাকভ) ছিল, এবং সাধারণভাবেই তাদের কোন সংহত গোষ্ঠী ছিল না। সেন্ট পিটার্সবুর্গ কমিটির নির্দেশ অনুসারে সব বিলুপ্তিবাদ-বিরোধী

নির্বাচকরাই নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিল। এবং বিলুপ্তিবাদীদের পরিচ্ছন্ন ছোট্ট পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হল! বিলুপ্তিবাদ-বিরোধীদের হতাশা দেখা দেয়নি, বরং সেটা দেখা দিল বিলুপ্তিবাদী নির্বাচকদের মধ্যে, যারা তাদের 'সংস্থা'র সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও নির্বাচনে দাঁড়াবার জন্য ছুটে গিয়েছিল। আশ্চর্যজনক জিনিস এ নয় যে গুদকভ বাদাইয়েভের মনোনয়ন মেনে নিয়েছেন (গুদকভের মাথার ওপর ঝুলছে তার কারখানায় গৃহীত বিলুপ্তিবাদীদের বিরোধী নির্দেশ), এর মধ্যে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, আশ্চর্যজনক ঘটনা হল দেউলিয়া পেত্রভ, যাঁকে স্বয়ং গুদকভ অনুসরণ করেছিলেন, বাদাইয়েভের **নির্বাচনের পরে** বিলুপ্তিবাদী পেত্রভ নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন।

পূর্ববর্তী ঘটনা থেকে একটিমাত্র সিদ্ধান্তে পৌছানো যেতে পারে: বিলুপ্তি-বাদীদের পক্ষে ঐক্য হল তাদের বিভেদনীতি ঢাকবার মুখোস, সেন্ট পিটার্স-বুর্গের সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট ও শ্রমিকশ্রেণীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ডুমায় অন্তর্ভুক্ত হবার একটা উপায়মাত্র।

(২)

নগর কিউরিয়া

লেনার ঘটনাবলী, সাধারণভাবে শ্রমিকদের অভ্যুত্থান দ্বিতীয় কিউরিয়ার নির্বাচনকে প্রভাবিত না করে পারেনি। নাগরিক জনগণের গণতান্ত্রিক অংশ উল্লেখযোগ্যভাবে বামদিকে ঝুঁকেছিল। পাঁচ বছর আগে, বিপ্লবের ব্যর্থতার পরে, তারা ১৯০৫-এর আদর্শকে 'কবরস্থ' করেছিল, কিন্তু এখন, বিরাট বিরাট ধর্মঘটের পর, পুরানো আদর্শ আবার জেগে উঠতে শুরু করল। ক্যাডেটরা লক্ষ্য না করে পারেনি যে তাদের দুমুখো নীতি বিশেষ অসন্তোষের মনোভাব সঞ্চার করেছিল।

অন্যদিকে, বড় বড় ব্যবসায়ী এবং উৎপাদকরা অক্টোবরপন্থীদের ওপর যে ভরসা করেছিল, তার 'মর্যাদা দিতে তারা ব্যর্থ হয়েছে'। অনেক জায়গায় কাজ খালি হয়েছিল; এটাও ক্যাডেটদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি।

ইতিমধ্যেই এই বছরের মে মাসে ক্যাডেটরা দুটি ফ্রন্টে খেলা শুরু করবে ঠিক করছে। লড়াই নয়, খেলা করতে।

এবং এর দ্বারাই দুটি ভিন্ন ভিন্ন কিউরিয়ায় ক্যাডেটদের নির্বাচনী অভিযানের দুমুখো প্রস্তুতি ব্যাখ্যা করা যায়; ব্যাপারটা ভোটারদের অবাক না করে পারেনি।

গণতান্ত্রিক মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করার ব্যাপারে ক্যাডেটদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে কেন্দ্র করেই সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের নির্বাচনী অভিযান। প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়াদের অধিনায়কত্ব অথবা বিপ্লবী সর্বহারার অধিনায়কত্ব—এই ছিল বলশেভিকদের 'ফর্মুলা', যার বিরুদ্ধে বহু বছর ধরে বিলুপ্তিবাদীরা ব্যর্থ সংগ্রাম করে এসেছে এবং তারা যেটিকে এখন সুস্পষ্ট এবং অপরিহার্য জরুরী প্রয়োজন রূপে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে।

দ্বিতীয় কিউরিয়ার জয়লাভ গণতান্ত্রিক স্তরের আচরণের ওপর নির্ভর করে, যারা অবস্থাগুণে গণতান্ত্রিক, কিন্তু এখনও নিজেদের স্বার্থ বিষয়ে সচেতন নয়। এই স্তরের লোকেরা কাদের সমর্থন করবে, সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের, অথবা ক্যাডেটদের? দক্ষিণপন্থী এবং অক্টোবরপন্থীদের একটি তৃতীয় শিবিরও আছে, অবশ্য 'ব্ল্যাক হাণ্ড্রেডী জমিদারদের বিপদ'কে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনার কোন ভিত্তি নেই; কেননা দেখা গেছে, দক্ষিণপন্থীরা খুব সামান্যই ভোট পাবার ক্ষমতা রাখে। যদিও এমন কথা শোনা যায়, 'বুর্জোয়াদের ভয় দেখিয়ো না' (**নেভস্কি গোলোস**[১২৬] পত্রিকায় এফ. ডি-র প্রবন্ধ দেখুন), একথা কেবল মৃদু হাসির উদ্রেক করেছিল, কারণ এটা তো অবধারিত যে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির সামনে যে কর্তব্য এসে পড়েছে তা কেবল এই বুর্জোয়াশ্রেণীকে 'ভয় দেখানো' নয়, বরং তার প্রবক্তা ক্যাডেটদের 'ভয় দেখানো', তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা।

সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির অধিনায়কত্ব অথবা কেবল ক্যাডেটদের অধিনায়কত্ব—এইভাবে সরাসরি জীবন থেকেই প্রশ্নটি উঠছে।

এর থেকে এটা পরিষ্কার যে গোটা নির্বাচনী অভিযানে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট সদস্যদের মধ্যে চূড়ান্ত সংহতি প্রয়োজন।

ঠিক সেই জন্যই সেণ্ট পিটার্সবুর্গ কমিটির নির্বাচন কমিশন মেনশেভিকদের এবং বিচ্ছিন্ন বিলুপ্তিবাদীদের কমিশনের সঙ্গে চুক্তি সম্পন্ন করেছে। কয়েকজন ব্যক্তি সম্পর্কে এই চুক্তিতে নির্বাচনী প্রচারে পূর্ণ স্বাধীনতা মেনে নেওয়া হয়েছে সুনির্দিষ্ট এই বোঝাপড়ার ভিত্তিতে যে, ডুমার প্রার্থী-তালিকায় 'এমন কোন ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হবে না, যার নাম বা কাজকর্ম পার্টি-নীতি বিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত' (আলোচনার 'বিবরণীর' অংশবিশেষ)। বিলুপ্তিবাদীদের বিরোধীরা **অব** এবং **ল**-কে প্রত্যাখ্যান করার পরেই দ্বিতীয় কিউরিয়ার সুপরিচিত প্রার্থী-তালিকায় উপনীত হওয়া গেছে, ঐ দুজন কুখ্যাত

সেণ্ট পিটার্সবুর্গ বিলুপ্তিবাদীর 'যাদের নাম ও কাজকর্ম জড়িত' ইত্যাদি। 'ঐক্যের প্রবক্তাদের' চরিত্র বোঝাতে একথা এখানে বলা অবান্তর হবে না যে, তিফিলিসে চখিদৎসে মনোনীত হবার পরে তারা তৃতীয় ডুমার প্রাক্তন সদস্য সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট পোকরোভস্কির পক্ষে তার মনোনয়ন প্রত্যাহার করতে জোরের সঙ্গে অস্বীকার করেছিল এবং পাশাপাশি আরেকটা তালিকা রাখার ও নির্বাচনী অভিযান বানচাল করার হুমকি দিয়েছিল।

সে যাই হোক, 'নির্বাচনী প্রচারের স্বাধীনতা' সম্পর্কিত শর্ত সম্ভবতঃ অবান্তর, কেননা নির্বাচনী অভিযানের ভঙ্গি স্পষ্টই প্রমাণ করেছে যে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক অর্থাৎ বলশেভিক অভিযান ছাড়া ক্যাডেটদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্রে অন্য কিছু সম্ভব নয়। 'সর্বহারার অধিনায়কত্ব' সম্পর্কে, 'নতুন পার্লামেণ্টারি পদ্ধতি'র বদলে 'লড়াইয়ের পুরানো পদ্ধতি' সম্পর্কে, 'দ্বিতীয় আন্দোলন' সম্পর্কে এবং 'দায়িত্বশীল ক্যাডেট মন্ত্রিসভার শ্লোগানের অর্থহীনতা' সম্পর্কে সেণ্ট পিটার্সবুর্গের বক্তাদের এবং সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট প্রার্থীদের বক্তৃতা কে না স্মরণ করতে পারেন? 'বিরোধীপক্ষে বিভেদ না আনা', 'ক্যাডেট বুর্জোয়াদের বাঁয়ে ঝুকে পড়া' এবং এই বুর্জোয়াদের ওপর 'চাপ সৃষ্টি করা' সম্পর্কে বিলুপ্তিবাদীদের শোকের কি হাল হয়েছিল? **লুচ** পত্রিকার বিলুপ্তিবাদীদের ক্যাডেট-বিরোধী উত্তেজনার কি হল? তা তো মাঝে মাঝে ক্যাডেটদের বড় বেশি 'ভয় দেখিয়েছিল'। এসবের দ্বারা কি এটাই বোঝা যায় না যে জীবন থেকে সত্য স্বতঃই উচ্চারিত হয় এমনকি 'দুগ্ধপোষ্য শিশুদের মুখ দিয়েও'?

'ক্যাডেট-আতঙ্কের' বিরোধী দান, মার্তভ এবং অন্যান্যদের বিবেকসম্মত নীতির কি হল?

বিলুপ্তিবাদীদের 'ব্যাপক শ্রমিকদল'-কে 'ক্ষুদ্র চক্রটি'র বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এবারও হার মানতে হল। চিন্তা করে দেখুন: 'ব্যাপক শ্রমিক (?) দল'—একটি অতি ক্ষুদ্র 'চক্রের' হাতে বন্দী! কী আশ্চর্য!…

(৩)

সংক্ষিপ্তসার

এতক্ষণের সারমর্ম থেকে প্রথম যে জিনিসটা পরিষ্কার হল তা হচ্ছে, দুই শিবির, তৃতীয় জুন আমলের সমর্থকদের শিবির ও বিরোধীদের শিবির, সম্পর্কে সব কথাই ভিত্তিহীন। প্রকৃতপক্ষে নির্বাচনে দুটো নয়, তিনটি শিবির দেখা

গেছে: বিপ্লবী শিবির (সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা), প্রতিবিপ্লবী শিবির (দক্ষিণ-পন্থীরা) এবং আপোষপন্থীদের শিবির, যারা বিপ্লবকে ছোট করে দেখছে এবং প্রতিবিপ্লবীদেরই (ক্যাডেটরা) রসদ জোগাচ্ছে। প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে 'ঐক্যবদ্ধ বিরোধী পক্ষের' কোন লক্ষণ দেখা যায়নি।

এছাড়াও, নির্বাচনগুলিতে দেখা যাচ্ছে, দুটি সম্পূর্ণ বিরোধী শিবিরের মধ্যে ভেদরেখা ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠছে, তার ফলে মধ্যবর্তী শিবির লোপ পাচ্ছে, যারা গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন তারা সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির দিকে ঝুঁকছে এবং ঐ শিবির আস্তে আস্তে প্রতিবিপ্লবের দিকে এগোচ্ছে।

এজন্যই 'অভ্যুত্থানের' কথা অসম্ভব বলে ওপর থেকে 'সংস্কারের' কথা, 'সংবিধানের' পৃষ্ঠপোষকতায় রাশিয়ার 'সম্পূর্ণাঙ্গ বিকাশ'-এর কথা একেবারেই ভিত্তিহীন হয়ে দাঁড়ায়। ঘটনার গতিধারা অনিবার্যভাবেই একটা নতুন বিপ্লবের অভিমুখে চলেছে, এবং লারিন ও অন্যান্য বিলুপ্তিবাদীদের আশ্বাস সত্ত্বেও আমরা 'আরেক ১৯০৫' উত্তীর্ণ হব।

পরিশেষে, নির্বাচনগুলি দেখিয়ে দিয়েছে শ্রমিকশ্রেণী, কেবল শ্রমিকশ্রেণীই আসন্ন বিপ্লবে নেতৃত্ব গ্রহণ করবে, ধীরে ধীরে নিজের চারিপাশে সামিল করবে রাশিয়ার সব সৎ গণতান্ত্রিক মানুষকে, যারা তাদের দেশের বন্ধন মুক্তির জন্য প্রবল আগ্রহী। এই ব্যাপারে স্থিরনিশ্চয় হতে গেলে শ্রমিকদের কিউরিয়ায় নির্বাচনের গতিধারা লক্ষ্য করা, ভোটার প্রতিনিধিদের নির্দেশনামায় স্পষ্ট অভিব্যক্ত সেণ্ট পিটার্সবুর্গের শ্রমিকদের প্রবণতা লক্ষ্য করা, এবং নির্বাচনের জন্য তাদের বিপ্লবী সংগ্রামের প্রতি লক্ষ্য করাই যথেষ্ট হবে।

এসবের ভিত্তিতেই জোর দিয়ে আমরা বলতে পারি যে সেণ্ট পিটার্সবুর্গ নির্বাচন বিপ্লবী সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির শ্লোগানের যথার্থতা সম্পূর্ণ প্রমাণিত করেছে।

বিপ্লবী সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি বীর্যবান এবং শক্তিশালী—প্রথম সিদ্ধান্ত এটাই।

বিলুপ্তিবাদীরা রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়া—এটাই হল দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত।

সৎসিয়াল ডিমোক্র্যাত, সংখ্যা ৩০
১২ই (২৫শে) জানুয়ারি, ১৯১৩
স্বাক্ষর: কে. স্তালিন

জাতীয়তাবাদের পথে
(ককেশাস অঞ্চল থেকে লেখা চিঠি)

বিলুপ্তিবাদীদের সম্মেলনের যে সিদ্ধান্তগুলি গৌরবকে দীর্ঘস্থায়ী করে রাখবে, তার মধ্যে 'সাংস্কৃতিক-জাতীয় স্বাতন্ত্র্য' বিষয়ে সিদ্ধান্ত কোন মতেই সর্বশেষে স্থান পেতে পারে না।

সেই সিদ্ধান্তটি হল :

'আর. এস. ডি. এল. পি-র ককেশীয় সংগঠনগুলির গত সম্মেলনে এবং এই সংগঠনগুলির সাহিত্যিক পত্র-পত্রিকায় ককেশীয় কমরেডরা এই অভিমত প্রকাশ করেছে যে জাতীয়-সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের দাবি করা উচিত—ককেশীয় কমরেডদের কাছ থেকে এই কথা অবগত হয়ে এই সম্মেলন, উক্ত দাবির যাথার্থ্য বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ না করেও ঘোষণা করছে যে পার্টি-কর্মসূচীর নবম ধারায় স্বীকৃত প্রত্যেক জাতিসত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের এরূপ ব্যাখ্যানের সঙ্গে কর্মসূচীর প্রকৃত অর্থের বিরোধ নেই, এবং এই সম্মেলন আশা পোষণ করে যে আর. এস. ডি. এল. পি-র পরবর্তী সম্মেলনে জাতীয় প্রশ্নটি আলোচ্যসূচীতে রাখা হবে।'

এই প্রস্তাব জাতীয়তাবাদী স্রোতের জোয়ারের মুখে বিলুপ্তিবাদীদের সুবিধাবাদী বাক্যবিন্যাস বলেই কেবল তাৎপর্যপূর্ণ নয়, এর প্রতিটি বাক্যাংশই একেকটি রত্ন বলেও এটি তাৎপর্যপূর্ণ।

যেমন ধরা যাক, রত্নসদৃশ এই বিবৃতিটি—'উক্ত দাবির যাথার্থ্য বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ না করেও' সম্মেলন 'ঘোষণা করছে' এবং সিদ্ধান্ত করছে! এইভাবে কোন বিষয়ের 'সিদ্ধান্ত হয়' কেবল হাসির পালাগানে!

কিংবা ধরুন এই বাক্যাংশটি যেখানে আছে, 'পার্টি-কর্মসূচীর ধারা যা প্রত্যেক জাতিসত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করে তার এরূপ ব্যাখ্যানের সঙ্গে কর্মসূচীর প্রকৃত অর্থের কোন বিরোধ নেই।' চিন্তা করে দেখুন! কর্মসূচীর উল্লিখিত ধারায় (নবম ধারা) বলা হয়েছে জাতিসত্তার স্বাধীনতার কথা, জাতিসত্তাগুলির স্বাধীনভাবে বিকশিত হবার অধিকার, এর বিরুদ্ধে সব রকম আক্রমণকে প্রতিহত করা বিষয়ে পার্টির কর্তব্যের কথা।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, ঐ ধারার অর্থের মধ্যেই জাতিসত্তার অধিকার সীমিত রাখা উচিত নয়, স্বায়ত্তশাসন এবং ফেডারেশন ও পৃথক হবার অধিকার পর্যন্ত একে প্রসারিত করা যেতে পারে। কিন্তু এর দ্বারা কি বোঝায় যে, এ ব্যাপারে পার্টির উদাসীন থাকা চলে, যে, কীভাবে একটি বিশেষ জাতি-সত্তা তার নিজের ভবিষ্যৎ নিরূপণ করে, কেন্দ্রিকতার পক্ষে অথবা পৃথক হবার পক্ষে তা এর কাছে একই? এর দ্বারা কি বোঝায় যে জাতিসত্তাগুলির অমূর্ত অধিকারের ভিত্তিতেই কেবল 'উক্ত দাবির যাথার্থ্য বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ না করেও' এমনকি পরোক্ষভাবেও, কারোর জন্য স্বায়ত্তশাসন, কারোর জন্য ফেডারেশন, এবং আরও কোন কোন জাতিসত্তার জন্য পৃথক হবার অধিকার কি সুপারিশ করা সম্ভব? প্রত্যেক জাতিসত্তা তার ভবিষ্যৎ নিরূপণ করবে, কিন্তু এর দ্বারা কি বোঝায় যে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে সর্বাধিক সঙ্গতিপূর্ণ যে দিক, সেই দিকে পার্টি জাতিসত্তার ইচ্ছাকে প্রভাবিত করবে না? পার্টি বিবেকের স্বাধীনতার পক্ষে, ইচ্ছানুযায়ী ধর্মাচরণের অধিকারের পক্ষে। কিন্তু তার দ্বারা কি এই বোঝায় যে পার্টি পোল্যাণ্ডে ক্যাথলিক ধর্ম, জর্জিয়াতে অর্থডক্স (গোঁড়া প্রাচীনপন্থী, গ্রীক গীর্জার অনুগত—অনুবাদক) গীর্জা এবং আর্মেনিয়ায় জর্জীয় গীর্জাকে সমর্থন করবে? পার্টি কি এসব ধরনের বিশ্ব দৃষ্টি-ভঙ্গির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবেন না?...এবং এটা কি সুস্পষ্ট নয় যে পার্টি-কর্মসূচীর নবম ধারা এবং সাংস্কৃতিক-জাতীয় স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ ভিন্ন দুই পর্যায়ের জিনিস যা পরস্পরের 'বিরোধী' রূপে দেখা দিতে পারে, যেমন পারে চিয়পের পিরামিড এবং কুখ্যাত বিলুপ্তিবাদীদের সম্মেলন?

কিন্তু এই ধরনের ভারসাম্য রক্ষার খেলার সাহায্যেই সম্মেলন প্রশ্নটির 'মীমাংসা' করে।

বিলুপ্তিবাদীদের উপরিউক্ত সিদ্ধান্তের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ককেশীয় বিলুপ্তিবাদীদের আদর্শগত পতন, যারা ককেশাসে আন্তর্জাতিকতার পুরানো পতাকার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং সম্মেলন থেকে এই সিদ্ধান্ত পাশ করিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে!

ককেশাসের বিলুপ্তিবাদীদের এই জাতীয়তাবাদের দিকে ঝোঁক ফেরা কোন আকস্মিক ব্যাপার নয়। এরা অনেক আগে থেকেই পার্টির পুরানো ঐতিহ্যকে জলাঞ্জলি দিতে আরম্ভ করেছিল। ন্যূনতম কর্মসূচী থেকে 'সামাজিক অনুচ্ছেদটি' রহিত করা, 'শ্রমিকশ্রেণীর অধিনায়কত্ব' বাতিল করা

(দিসকাশানি লিস্তক, ২য় সংখ্যা[১২৭] দেখুন), অবৈধ পার্টির বৈধ সংগঠনের সহকারী সংগঠনরূপে ঘোষণা করা (দনেভ্‌নিক, ৯ম সংখ্যা[১২৮] দেখুন)—এসবই সাধারণভাবে পরিচিত ঘটনা। এখন পালা এসেছে জাতীয় প্রশ্নের।

জন্মের একেবারে প্রথম থেকেই (নয়ের দশকের গোড়ায়) ককেশাসের সংগঠনগুলি কড়াকড়িভাবে আন্তর্জাতিক চরিত্রের ছিল। জর্জীয়, রুশ, আর্মেনীয় এবং মুসলমান শ্রমিকদের একটি ঐক্যবদ্ধ সংগঠন শত্রুর বিরুদ্ধে একজোটে লড়াই করছে—এই ছিল পার্টি-জীবনের ছবি।…১৯০৩ সালে, প্রথম, ককেশীয় (ঠিকভাবে বলতে গেলে ট্রান্স-ককেশীয়) সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের সংগঠনগুলির উদ্বোধনী কংগ্রেসে, যেখানে ককেশীয় ইউনিয়নের ভিত্তিস্থাপন হয়েছিল, সেখানে সংগঠন গড়ে তোলার আন্তর্জাতিক নীতিই একমাত্র সঠিক নীতি হিসাবে পুনর্ঘোষিত হয়েছিল। সেই সময় থেকেই ককেশীয় সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বেড়ে উঠেছে। জর্জীয় সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা 'তাদের' জাতীয়তাবাদীদের, জাতীয় ডিমোক্র্যাটদের এবং ফেডারেলিস্টদের বিরুদ্ধে লড়েছে; আর্মেনীয় সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা 'তাদের' দাশনাকৎসাকানদের বিরুদ্ধে লড়েছে; এবং নিখিল ঐসলামিক-ঐক্যের বিরুদ্ধে লড়েছে মুসলিম সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা।[১২৯] এবং এই লড়াইয়ে ককেশীয় সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি সম্প্রসারিত হয়েছে এবং গোষ্ঠী-নির্বিশেষে এর সংগঠনগুলিকে জোরদার করেছে।…সাংস্কৃতিক-জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্ন প্রথম দেখা দিয়েছিল ১৯০৬ সালে ককেশীয় আঞ্চলিক সম্মেলনে। কুতাইসের একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী এই প্রস্তাব করে এর পক্ষে সিদ্ধান্ত দাবি করে। তখনকার ভাষায় বলা যায় প্রশ্নটা 'দারুণভাবে ব্যর্থ হয়েছিল', কেননা, অন্যান্য ব্যাপারের মধ্যে, কস্ত্রভের দল এবং বর্তমান নিবন্ধকারের দল উভয়েই সমান জোরের সঙ্গে এর বিরোধিতা করে। এরকম ঠিক হয়েছিল যে, যাকে বলা যায় 'ককেশাসের জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন', তাই হল জাতীয় সমস্যার সর্বোত্তম সমাধান, সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ ককেশীয় শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে সর্বাধিক সঙ্গতিপূর্ণ সমাধান। হ্যাঁ, ১৯০৬ সালে ব্যাপারটা এই রকমই ছিল। পরবর্তী সম্মেলনগুলিতে এই সিদ্ধান্ত পুনরায় সমর্থিত হল: মেনশেভিক এবং বলশেভিক পার্টির বৈধ ও অবৈধ পত্র-পত্রিকায় এটি সমর্থিত ও প্রচারিত হয়।…

কিন্তু ১৯১২ সাল এল, এবং 'দেখা গেল' যে 'আমরা' সাংস্কৃতিক-জাতীয় স্বায়ত্তশাসন চাই, অবশ্য (অবশ্য!) শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থেই! কী এমন ঘটল?

কী এমন পরিবর্তন হয়েছে? সম্ভবতঃ ককেশীয় শ্রমিকেরা একটু কম সমাজতান্ত্রিক হয়ে পড়েছে? কিন্তু সেক্ষেত্রে শ্রমিকদের মধ্যে জাতীয় সংগঠনমূলক ও 'সাংস্কৃতিক' ব্যবধান তৈরী করা সবচেয়ে মূঢ়তার কাজ হত। সম্ভবতঃ এ বেশি সমাজতান্ত্রিক হয়ে পড়েছে? যে বাধা ভেঙে পড়েছে এবং যাতে কারুর প্রয়োজন নেই, কৃত্রিমভাবে সেই বাধা তৈরী করে এবং মজবুত করে—সেক্ষেত্রে, এই-ভাবে চিহ্নিত করা ছাড়া এই ধরনের 'সমাজতন্ত্রীদের' কি বলা যায়?…তারপর কি ঘটেছে? যা ঘটেছে তা হল, কৃষক কুতাইস তিফলিসের 'সোশ্যাল ডিমো-ক্র্যাট অক্টোবরপন্থীদের' তার পেছনে টেনে নিয়ে গেছে। সুতরাং এর পর থেকে ককেশীয় বিলুপ্তিবাদীদের কাজকর্ম নির্ধারিত হবে জঙ্গী জাতীয়তাবাদের ভয়ে বিভ্রান্ত কুতাইস কৃষকদের দ্বারা। ককেশীয় বিলুপ্তিবাদীরা জাতীয়তাবাদী স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে অক্ষম, তারা আন্তর্জাতিকতাবাদের পরীক্ষিত পতাকা ফেলে দিয়েছে এবং… শেষ মূল্যটুকুও এই বলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জাতীয়তা-বাদের 'ঢেউয়ে' ভাসতে শুরু করেছে: 'একটা বাজে জিনিস, কে চায়?'…

কিন্তু যে প্রথম পদক্ষেপ করে, পরের পদক্ষেপও সে অবশ্যই করবে: প্রত্যেক ব্যাপারেই নিজস্ব যুক্তি আছে। ককেশীয় বিলুপ্তিবাদীদের দ্বারা সমর্থিত জর্জীয়, আর্মেনীয়, মুসলিম (এবং রুশীয়?) জাতীয়-সাংস্কৃতিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি জর্জীয়, আর্মেনীয়, মুসলিম এবং অন্যান্য বিলুপ্তিবাদী পার্টিগুলির দ্বারাও অনুসৃত হবে। সবলের একটি অভিন্ন সংগঠনের বদলে আমরা পাব ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় সংগঠন—জর্জীয়, আর্মেনীয় এবং বলা যায়, 'বুন্দের' মতো আরও সংগঠন।

জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে তাঁদের 'সমাধান' দ্বারা ককেশীয় বিলুপ্তিবাদী মহোদয়েরা কি এখানেই সকলকে নিয়ে যেতে চান?

বেশ, আমরা চাই তাঁরা আরও সাহসী হন। যা করতে চান, তাই করুন! এসব ব্যাপারেই আমরা তাঁদের স্থিরনিশ্চিত করতে পারি ককেশীয় সংগঠনগুলির অপর অংশ—জর্জীয়, রুশ, আর্মেনীয় এবং মুসলিম—তথা পার্টি-পন্থী সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা দৃঢ়তার সঙ্গে জাতীয় বিলুপ্তিবাদীদের দল থেকে বেরিয়ে আসবে, বেরিয়ে আসবে বিশ্বাসঘাতকদের কাছ থেকে ককেশাসের গৌরবদীপ্ত, আন্তর্জাতিকতার পতাকাতলে।

সৎসিয়াল ডিমোক্র্যাত, সংখ্যা ৩০
১২ই (২৫শে) জানুয়ারি, ১৯১৩
স্বাক্ষর: ক. স্ট.

প্রতিবিপ্লবের যুগের ধারায় রাশিয়াতে কেবল 'বজ্র ও বিদ্যুৎ' এল না, তার সঙ্গে এল আন্দোলন সম্পর্কে মোহভঙ্গ এবং সাধারণ শক্তিগুলিতে বিশ্বাসের অভাব। যতদিন মানুষের 'উজ্জ্বল ভবিষ্যতে' বিশ্বাস ছিল, তারা জাতিসত্তা-নির্বিশেষে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে লড়েছে—সাধারণ সমস্যাগুলিই ছিল তখন প্রথম ও প্রধান। কিন্তু যখন মানুষের মনে সন্দেহ ঢুকল, তারা সরে যেতে শুরু করল, প্রত্যেকে নিজ নিজ জাতীয় শিবিরে চলে গেল—প্রত্যেক মানুষ কেবল নিজের উপর ভরসা করুক! 'জাতিগত সমস্যা' প্রথম ও প্রধান হয়ে দেখা দিল।

সেই সময়েই দেশের অর্থনৈতিক জীবনে প্রচণ্ড আলোড়ন চলছিল। ১৯০৫ সাল বৃথা যায়নি: গ্রামাঞ্চলে ভূমিদাস প্রথার ভগ্নাবশেষগুলি আরেকবার ঘা খেয়েছিল। দুর্ভিক্ষের বছরগুলির পরে একটানা ভাল ফসল হওয়ায় এবং তার সঙ্গে শিল্পের তেজীভাব হওয়ায় পুঁজিবাদের অগ্রগতি ত্বরান্বিত হল। গ্রামাঞ্চলে শ্রেণীগত পার্থক্য, শহরের বিকাশ, বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি—সবই এক বিরাট অগ্রগামী পদক্ষেপ সূচিত করল। একথা সীমান্ত অঞ্চলগুলি সম্বন্ধে বিশেষ করে প্রযোজ্য। এবং এ অবশ্যই রাশিয়ার জাতিসত্তা-গুলির অর্থনৈতিক সংহতি প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করেছে। এ অবস্থায় জাতিসত্তাগুলি গতিচঞ্চল হয়ে উঠতে বাধ্য।…

সেই সময়ে প্রতিষ্ঠিত 'সাংবিধানিক শাসন'ও জাতিসত্তাগুলির অনুরূপ জাগরণ ঘটাবার দিকেই কাজ করছিল। সংবাদপত্রের তথা সাধারণভাবে সাহিত্যের প্রসার, ছাপাখানা ও সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলির আংশিক স্বাধীনতা, জাতীয় রঙ্গমঞ্চের সংখ্যাবৃদ্ধি ইত্যাদি নিঃসন্দেহে 'জাতীয় ভাবাবেগকে' শক্তিশালী হতে সাহায্য করেছিল। ডুমা, তার নির্বাচনী অভিযান এবং রাজনৈতিক দলগুলি জাতিসত্তাগুলিকে বৃহত্তর কর্মতৎপরতার নতুন সুযোগ-সুবিধা দিল এবং তাদের সমাবেশের নতুন ও প্রশস্ত ক্ষেত্রের ব্যবস্থা করল।

এর ওপরে জঙ্গী জাতীয়তাবাদের জোয়ার এবং সীমান্ত অঞ্চলগুলির 'স্বাধীনতা-প্রীতি'র প্রতিশোধে বারংবার গৃহীত 'শাসকবর্গের' দমনমূলক নীতি

আর তার জবাবে নীচের দিকে আর এক জোয়ার জাগিয়ে তুলল, যা কখনও কখনও উগ্র স্বাদেশিকতার (শভিনিজম্) রূপ ধারণ করল। ইহুদিদের মধ্যে জিনোবাদের[১৩১] প্রসার, পোল্যাণ্ডে সংকীর্ণ স্বাদেশিকতার বিস্তার, তাতারদের মধ্যে নিখিল ইসলামী ঐক্য, আর্মেনীয়, জর্জীয় ও উক্রেনীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবাদের বিস্তার, অশিক্ষিত লোকদের ইহুদি-বিদ্বেষের দিকে সাধারণ ঝোঁক—এসবই সাধারণের কাছে পরিচিত ঘটনা।

জাতীয়তাবাদের ঢেউ ক্রমবর্ধমান শক্তি সঞ্চয় করে ক্রমশঃ এগিয়ে চলল, ভয় হল যে মেহনতী জনগণ এর মধ্যে ডুবে যাবে। এবং মুক্তির আন্দোলনে যত ভাঁটা পড়ল, ততই জাতীয়তার ফুল মহাসমারোহে ফুটে উঠল।

এই সংকটকালে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির ওপর এল মহৎ কর্তব্য—জাতীয়তবাদকে রুখতে হবে, এবং সাধারণ 'মহামারী' থেকে জনগণকে রক্ষা করতে হবে। কেননা সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি, কেবল সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসিই, তা করতে পারত, জাতীয়তার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিকতার পরীক্ষিত অস্ত্র দ্বারা, শ্রেণী-সংগ্রামের ঐক্য ও অখণ্ডতার দ্বারা। জাতীয়তার ঢেউ যত জোরের সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছিল, সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির পক্ষ থেকে রাশিয়ার সব জাতির সর্বহারাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের আহ্বান তত সোচ্চার করতে হয়েছিল। এবং এই প্রসঙ্গে যারা জাতীয় আন্দোলনের প্রত্যক্ষ সংস্রবে এসেছিল, সেই সীমান্তবর্তী অঞ্চলের সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের কাছ থেকে বিশেষ দৃঢ়তা প্রত্যাশিত ছিল।

কিন্তু সব সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরাই যথাকর্তব্য পালন করতে পারেনি—এবং সীমান্তবর্তী অঞ্চলের সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের পক্ষে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। যে বুন্দ আগে সাধারণ কর্মসূচীর ওপর জোর দিত, সে এখন নিজেদের সুনির্দিষ্ট, নিছক জাতিগত লক্ষ্যকেই প্রাধান্য দিচ্ছে: এমনকি 'শনিবার বিশ্রাম-দিবস' পালন এবং 'ইদ্দিসকে স্বীকৃতি' দান পর্যন্ত গেছে—তাদের নির্বাচনী অভিযানে এদুটি হল লড়াইয়ের মূল লক্ষ্যবস্তু।* ককেশাস বুন্দকে অনুসরণ করল; ককেশীয় সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের একাংশ—যারা অন্য সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের মতোই 'সাংস্কৃতিক-জাতীয় স্বায়ত্তশাসন' বরবাদ করেছিল, তারাও তখন এটিকে আশু দাবিরূপে উপস্থিত করল।** বিলুপ্তিবাদীদের সম্মেলনের কথা এখানে উল্লেখ করা হল না—

* 'নবম বুন্দ সম্মেলনের বিবরণী' দ্রষ্টব্য।

** 'আগস্ট সম্মেলনের ঘোষণা' দ্রষ্টব্য।

তারাও কূটনৈতিক চালে এই জাতীয়তাবাদী দোদুল্যমানতাকে সমর্থন করল।*

কিন্তু এসব থেকে দেখা গেল, রাশিয়ার সব সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের কাছে জাতিগত সমস্যা বিষয়ে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির ধারণা এখনও পরিষ্কার নয়।

এটা সুস্পষ্ট যে জাতিগত সমস্যা সম্পর্কে গভীর ও বিশদ আলোচনা প্রয়োজন। জাতীয়তাবাদের কুয়াশা যেদিক থেকেই আসুক, একনিষ্ঠ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের তার বিরুদ্ধে দৃঢ় ও অক্লান্তভাবে কাজ করে যেতে হবে।

(১)

জাতি

জাতি কি?

জাতি হচ্ছে প্রথমতঃ একটি সমষ্টি, বিশেষ একটি জনসমষ্টি।

এই জনসমষ্টি বংশগত (racial) নয়, গোষ্ঠীগতও (tribal) নয়। আধুনিক ইতালীয় জাতি তৈরী হয়েছে রোমান, টিউটন, এক্রস্কান, গ্রীক, আরব ইত্যাদি থেকে। ফরাসী জাতি গড়ে উঠেছে গল, রোমান, ব্রাইটন, টিউটন ইত্যাদি থেকে। ব্রিটিশ, জার্মান এবং অন্য জাতি সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়—সকলেই নানা বংশ ও গোষ্ঠী থেকে জাতিতে পরিণত হয়েছে।

তাহলে জাতি বংশগত বা গোষ্ঠীগত নয়, পরন্তু জাতি হচ্ছে ঐতিহাসিকভাবে গড়ে-ওঠা একটি জনসমষ্টি।

অন্যপক্ষে, এটা প্রশ্নাতীত যে সাইরাস ও আলেকজান্দারের বিশাল সাম্রাজ্যগুলিকে কোনমতেই জাতি বলা যায় না, যদিও সেগুলি ঐতিহাসিকভাবে গড়ে উঠেছিল এবং নানা বংশ ও গোষ্ঠীর থেকেই গড়ে উঠেছিল। সেগুলি জাতি নয়, বরং আপতিক ও শিথিল-সংলগ্ন কয়েকটি দলের সমষ্টি, যেগুলি কোন একজন বিজেতার জয় অথবা পরাজয় অনুযায়ী যুক্ত বা বিচ্ছিন্ন হয়েছিল।

তাহলে, মানুষের আপতিক বা ক্ষণস্থায়ী সমাবেশে জাতি হয় না, জাতি হচ্ছে একটি স্থায়ী জনসমষ্টি।

কিন্তু সকল স্থায়ী জনসমষ্টিই জাতি নয়। অস্ট্রিয়া এবং রাশিয়াও স্থায়ী জনসমষ্টি, কিন্তু কেউ তাদের জাতি বলে না। জাতীয় জনসমষ্টি ও রাষ্ট্রীয়

* 'আগস্ট সম্মেলনের ঘোষণা' দ্রষ্টব্য।

জনসমষ্টির মধ্যে পার্থক্য কি? অনেকগুলির মধ্যে একটি পার্থক্য হচ্ছে, একটি অভিন্ন ভাষা ছাড়া জাতীয় জনসমষ্টি অকল্পনীয়, রাষ্ট্রের পক্ষে একটি অভিন্ন ভাষা প্রয়োজনীয় নয়। অস্ট্রিয়ার চেক এবং রাশিয়ার পোলিশ—প্রত্যেকের একটি অভিন্ন ভাষা না থাকলে 'জাতি' হয়ে ওঠাই অসম্ভব ছিল, অন্যপক্ষে রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার সীমানার মধ্যে একাধিক ভাষা থাকা সত্ত্বেও তাদের অখণ্ডতা ক্ষুণ্ণ হয়নি। আমরা অবশ্য মানুষের কথ্য ভাষার কথাই বলছি, সরকারী প্রশাসনিক ভাষার কথা বলছি না।

তাহলে দেখা গেল, **একটি অভিন্ন ভাষা** হচ্ছে জাতির অন্যতম চারিত্র্য-লক্ষণ।

তার মানে অবশ্য এই নয় যে, সর্বদা এবং সর্বত্র ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলে, অথবা এই নয় যে, যারা এক ভাষায় কথা বলে তারা অবশ্যই এক জাতিভুক্ত। প্রতি জাতির জন্য একটি **অভিন্ন ভাষা**, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন জাতির পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা অপরিহার্য নয়। কোন জাতিই একাধিক ভাষায় কথা বলে না, কিন্তু এর দ্বারা এমন বোঝায় না যে একই ভাষায় কথা বলে এমন দুটি জাতি থাকতে পারে না। ইংরেজ এবং আমেরিকানরা একই ভাষায় কথা বলে, কিন্তু তারা এক জাতি নয়। নরওয়েজীয় ও ডেন, ইংরেজ এবং আইরিশদের সম্বন্ধেও একথা সমান সত্য।

উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক—কেন একই অভিন্ন ভাষা সত্ত্বেও ইংরেজ ও আমেরিকানরা এক জাতি নয়?

প্রথমতঃ, তারা একত্র বাস করে না, ভিন্ন ভিন্ন ভূখণ্ডে তাদের বাস। দীর্ঘকাল ধরে এবং ধারাবাহিক আদান-প্রদানের ফলে, এবং পুরুষানুক্রমে একত্র বাস করার ফলেই মানুষ জাতিরূপে গড়ে ওঠে। কিন্তু ভূখণ্ড এক না হলে মানুষ দীর্ঘকাল একত্রে বাস করতে পারে না। ইংরেজ ও আমেরিকানরা মূলতঃ একই ভূখণ্ড ইংলণ্ডে বাস করত এবং একই জাতি ছিল। পরে, ইংরেজদের এক অংশ নতুন ভূখণ্ড আমেরিকায় চলে যায়, কালক্রমে তারাই নতুন আমেরিকান জাতি গড়ে তুলেছে। ভূখণ্ডের পার্থক্য থেকে পৃথক জাতি গড়ে উঠল।

তাহলে দেখা গেল, 'জাতি'র চারিত্র্যলক্ষণগুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে **একটি অভিন্ন ভূখণ্ড**।

কিন্তু এটাই সব নয়। অভিন্ন একটি ভূখণ্ড হলেই জাতি সৃষ্টি হয় না।

এছাড়া প্রয়োজন একটি অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক বন্ধন যা জাতির বিভিন্ন অংশকে একটি অখণ্ডসূত্রে বিধৃত করবে। আমেরিকা ও ইংলণ্ডের মধ্যে সে-রকম বন্ধন নেই, সুতরাং তারা দুটি ভিন্ন জাতি। কিন্তু আমেরিকার লোকেরা এক জাতিরূপে অভিহিত হত না যদি না তাদের মধ্যে শ্রমবিভাগের ফলে, যানবাহনের উন্নতি ইত্যাদির ফলে আমেরিকার নানা অংশ যুক্ত হয়ে একটি অর্থনৈতিক অখণ্ডতা ধারণ করত।

দৃষ্টান্ত হিসাবে জর্জিয়াবাসীদের কথাই ধরা যাক। সংস্কারের আগে জর্জিয়াবাসীরা একই অভিন্ন অঞ্চলে বাস করত এবং একই ভাষায় কথা বলত। তা সত্ত্বেও ঠিক মতো বলতে গেলে তারা একজাতি হতে পারেনি; কারণ অনেকগুলি বিচ্ছিন্ন এলাকায় বিভক্ত থাকায় তারা একই অর্থনৈতিক জীবনের শরিক হতে পারেনি; অনেক শতাব্দী ধরে তারা একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, একে অন্যের সম্পত্তি দখল করেছে, সকলেই পার্শী ও তুর্কীদের পরস্পরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছে। এলাকাগুলির ক্ষণস্থায়ী এবং সাময়িক ঐক্য কোন কোন কৃতী রাজা কখনও গড়ে তুলতে পারলেও বড়জোর মোটামুটি প্রশাসনিক ক্ষেত্রেই তা পেরেছিলেন, এবং রাজারাজড়াদের খেয়ালখুশী ও কৃষকদের নির্লিপ্ততার জন্যে তা তাড়াতাড়ি ভেঙেও গিয়েছিল। অর্থনৈতিক দিক থেকে খণ্ড খণ্ড জর্জিয়ায় এছাড়া অন্যরকম হওয়াও সম্ভব নয়।...জর্জিয়া প্রকাশ্যে জাতি হিসাবে দেখা দিয়েছে সবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, যখন দাসপ্রথার পতন এবং দেশের অর্থনৈতিক জীবনের বিকাশ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং পুঁজিবাদের উদ্ভব জর্জিয়ার নানা অংশের মধ্যে শ্রম-বিভাগ চালু করল, নানা এলাকার অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করল।

অন্য যে জাতিগুলি সামন্ততন্ত্রের স্তর পার হয়ে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটিয়েছে, তাদের সম্বন্ধেও একই কথা নিশ্চয় বলা যায়।

সুতরাং **অভিন্ন অর্থনৈতিক জীবন, অর্থনৈতিক ঐক্য** জাতির চারিত্র্যদ্যোতক অন্যতম লক্ষণ।

কিন্তু এও সব নয়। পূর্বোক্ত লক্ষণগুলি ছাড়াও জাতি গঠনকারী জনগণের বিশেষ আত্মিক উপাদানকেও অন্যতম জাতি নিয়ামক শক্তি রূপে গণ্য করা উচিত। শুধু জীবনধারণের পার্থক্যে জাতিগত পার্থক্য হয় না, আত্মিক প্রবণতা অনুযায়ীও হয়, জাতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যে যার প্রকাশ। যদি ইংলণ্ড, আমেরিকা

ও আয়ার্ল্যাণ্ড এক ভাষাভাষী হওয়া সত্ত্বেও তিনটি ভিন্ন জাতি হয়, তবে ভিন্ন প্রকার জীবনধারণের অবস্থার ফলে পুরুষানুক্রমে বিকশিত বিশেষ মনস্তাত্ত্বিক গঠনও তার জন্য কম দায়ী নয়।

অবশ্য নিছক মনস্তাত্ত্বিক গঠন বা ভাষান্তরে 'জাতীয় চরিত্র' বলতে পর্যবেক্ষকের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে কিছু বোঝায়, কিন্তু যতটুকু জাতির বিশেষ সংস্কৃতির মধ্যে পরিস্ফুট, ততটুকু ধরা-ছোঁয়া যায়, সুতরাং উপেক্ষা করা যায় না।

একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, 'জাতীয় চরিত্র' চিরকালের মতো স্থিরীকৃত কিছু নয়, বরং জীবনযাত্রার অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রূপান্তরিত হয়; কিন্তু যেহেতু প্রতি মুহূর্তেই এর অস্তিত্ব আছে, তাই তা জাতির চরিত্র-বিচার-রীতির উপর গভীর ছাপ ফেলে।

সুতরাং একটি অভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে অভিব্যক্ত **অভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক গঠন** জাতির চারিত্র্যদ্যোতক অন্যতম লক্ষণ।

এতক্ষণে আমরা জাতির সব লক্ষণগুলিকেই বিশদভাবে বলেছি।

একটি জাতি হচ্ছে ঐতিহাসিকভাবে গড়ে-ওঠা একটি স্থায়ী জনসমষ্টি যা একই ভাষা, অঞ্চল, অর্থনৈতিক জীবন এবং একই সংস্কৃতির মধ্যে অভিব্যক্ত মনস্তাত্ত্বিক গঠনের ভিত্তিতে গঠিত।

বলাই বাহুল্য যে, প্রতিটি ঐতিহাসিক সংঘটনের মতো জাতিও পরিবর্তনের নিয়মাধীন, এরও ইতিহাস আছে, শুরু এবং শেষ আছে।

একথা অবশ্যই লক্ষ্য করা প্রয়োজন, উপযুক্ত লক্ষণগুলির কোন একটি আলাদা করে নিলে তা জাতি সংজ্ঞার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তার চেয়ে বড় কথা, এগুলির কোন একটি লক্ষণের অভাব ঘটলে তখন জাতি আর জাতি থাকছে না।

একই 'জাতীয় চরিত্র' সমন্বিত এমন জনসমষ্টির কল্পনা করা সম্ভব যারা অর্থনীতিগতভাবে ঐক্যবদ্ধ নয়, বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করে, বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে ইত্যাদি, তবু তাদের এক জাতি বলা যায় না। যেমন ধরা যাক রুশ, গলিসীয়, আমেরিকান, জর্জীয় এবং ককেশীয় উচ্চভূমির ইহুদিরা; আমাদের মতে, তারা একটি জাতি নয়।

এমন জনসমষ্টির কল্পনা করা সম্ভব যাদের একটি ভূখণ্ড ও একই অর্থনৈতিক জীবন, কিন্তু তারা কোনমতেই একটি জাতি গঠন করে না, কারণ তাদের

একটি অভিন্ন ভাষা নেই, অভিন্ন 'জাতীয় চরিত্র' নেই। যেমন ধরা যাক, জার্মানরা, বাল্টিক অঞ্চলের লেটরা।

শেষতঃ, নরওয়েবাসী এবং ডেনরা একই ভাষা বলে, কিন্তু অন্যান্য জাতি-বাচক লক্ষণের অভাবে তাদের এক জাতি বলা যায় না।

যখন সব কটি লক্ষণই একসঙ্গে উপস্থিত, কেবল তখনই আমরা একটি জাতি বলতে পারি।

এমন মনে হতে পারে যে 'জাতীয় চরিত্র' কেবল একটি লক্ষণ নয়, জাতির চরিত্রদ্যোতক একমাত্র আবশ্যিক লক্ষণ এবং ঠিকমত বলতে গেলে অন্য সব লক্ষণগুলি জাতি বিচারের পক্ষে নানা শর্ত মাত্র, চারিত্র্যলক্ষণ নয়। দৃষ্টান্ত রূপে আর. স্প্রিংগারের মত এবং বিশেষতঃ ও. বওয়ারের মতকে ধরা যেতে পারে, তাঁরা দুজনেই জাতিগত প্রশ্নে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট তত্ত্ববিদ হিসাবে অস্ট্রিয়ায় বিশেষ পরিচিত।

তাঁদের জাতিবিষয়ক তত্ত্বকে পরীক্ষা করে দেখা যাক।

স্প্রিংগারের মতে, 'একইরকম চিন্তা করে, একইরকম কথা বলে এই ধরনের লোকেদের' সম্মিলনেই জাতি গঠিত হয়। জাতি হল, 'আধুনিক জনগণের একটি সাংস্কৃতিক সমষ্টি **যা আর এখন "মাটি"র সঙ্গে যুক্ত নয়**'* (বড় হরফ আমাদের)।

তাহলে দাঁড়াচ্ছে, যতই বিচ্ছিন্ন হোক, ভিন্ন ভিন্নভাবে বাস করুক, একই রকম চিন্তা করে এবং কথা বলে এই ধরনের লোকেদের 'সম্মিলন'ই হল জাতি।

বওয়ার আরও এগিয়েছেন।

তাঁর প্রশ্ন, 'জাতি কাকে বলে?' 'অভিন্ন ভাষাই কি জনগণকে একটি জাতিরূপে গড়ে তোলে? কিন্তু ইংরেজ এবং আইরিশরা...একই ভাষায় কথা বলে, যদিও তারা একই জনসমষ্টি নয়; ইহুদিদের কোন অভিন্ন ভাষা নেই, তবু তারা একটি জাতি।'**

তাহলে জাতি কিসে হয়?

'জাতি হচ্ছে আপেক্ষিকভাবে একই চরিত্রের একটি জনসমষ্টি।'***

কিন্তু চরিত্র কি, এখানে জাতীয় চরিত্র বলতে কি বোঝায়?

জাতীয় চরিত্র হল 'চারিত্র্যলক্ষণের যোগফল যা দিয়ে এক জাতিভুক্ত জনগণের সঙ্গে অন্য

---

* দ্রষ্টব্য—আর স্প্রিংগারের **জাতীয় সমস্যা**, অবসূচেসৎভেন্যায়া পোলজা পাবলিশিং হাউস, ১৯০৯, পৃঃ ৪৩।

** দ্রষ্টব্য—ও. বওয়ারের **জাতিগত প্রশ্ন এবং সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি**, সার্প পাবলিশিং হাউস, ১৯০৯, পৃঃ ১-২।

*** ঐ, পৃঃ ৬।

জাতিভুক্ত জনগণের পার্থক্য চেনা যায়—দৈহিক ও আত্মিক লক্ষণগুলির বৈশিষ্ট্য যা এক জাতি থেকে আর এক জাতির পার্থক্য সূচিত করে।'*

বওয়ার অবশ্য জানেন যে জাতীয় চরিত্র আকাশ থেকে পড়ে না, তাই লিখেছেন:

'জনগণের চরিত্র যেমন অভিলক্ষ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, এমন আর কিছুর দ্বারা নয়।...একটি জাতি আর কিছুই নয়, অভিলক্ষ্য সমন্বিত একটি সম্প্রদায়', যা আবার 'যেসব অবস্থার মধ্যে জনগণ তাদের জীবিকার উপাদান করে এবং তাদের শ্রমের ফল বণ্টন করে' তা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।**

এইভাবে আমরা উপনীত হই বওয়ারের কথামত সবচেয়ে 'সম্পূর্ণ' জাতি-সংজ্ঞায়:

'জাতি হচ্ছে অভিন্ন অভিলক্ষ্যের ঐক্য দ্বারা গ্রথিত একই চরিত্র-বিশিষ্ট জনগণের সম্মিলন।'***

তাহলে আমরা সাধারণ জাতীয় চরিত্র পাচ্ছি একটি অভিন্ন অভিলক্ষ্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জনসমষ্টি, কিন্তু তা একটি সাধারণ অঞ্চল, ভাষা, বা অর্থনৈতিক জীবনসূত্রে মোটেই আবশ্যিকভাবে যুক্ত নয়।

কিন্তু তাহলে জাতির আর কি রইল? সেই জনগণের মধ্যে কি অভিন্ন জাতীয়তাবোধ থাকতে পারে, যারা অর্থনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন, বিভিন্ন অঞ্চলে বাস করে এবং বংশ পরম্পরাক্রমে বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে।

বওয়ার ইহুদিদের একটি 'জাতি' বলেছেন, যদিও তাদের 'কোন অভিন্ন ভাষা নেই';**** যেমন ধরা যাক জর্জীয়, দাঘেস্তানীয়, রুশ ও মার্কিন ইহুদিরা এক থেকে অন্যে সম্পূর্ণ পৃথক, তারা ভিন্ন দেশে বাস করে এবং ভিন্ন ভাষায় কথা বলে, কি 'অভিন্ন অভিলক্ষ্য' এবং জাতীয় সংহতি সেখানে আছে?

উপরিউক্ত ইহুদিরা নিঃসন্দেহে যথাক্রমে জর্জীয়, দাঘেস্তানীয়, রুশ এবং মার্কিনদের সঙ্গে একই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনযাপন করে, এবং তারা এদের মতো একই সাংস্কৃতিক আবহাওয়ায় বাস করে; অবশ্যই তাদের জাতীয় চরিত্রে এর একটা নির্দিষ্ট ছাপ পড়বে, যদি সাধারণ কিছু বাদ পড়ে থাকে, সে হচ্ছে তাদের ধর্ম, তাদের একই উদ্ভবসূত্র এবং জাতীয় চরিত্রের কিছু

---

* ঐ, পৃঃ ২।

** ঐ, পৃঃ ২৪-২৫।

*** ঐ, পৃঃ ১৩৯।

**** ঐ, পৃঃ ২।

কিছু ভগ্নাবশেষ। এসব নিয়ে কোন প্রশ্ন উঠতেই পারে না।. কিন্তু একথা কি করে মেনে নেওয়া যায় যে নিষ্প্রাণ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং ক্ষীয়মান মানসিক ভগ্নাবশেষ চারিপাশের জীবন্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশের চেয়ে ইহুদিদের 'অভিলক্ষ্য'কে বেশি প্রভাবিত করবে? এবং কেবল এইরকম ধারণার ভিত্তিতেই বলা সম্ভব যে ইহুদিরা একটিমাত্র জাতি।

তাহলে পুরাতাত্ত্বিকদের অধ্যাত্মবাদী ও স্বয়ংসম্পূর্ণ 'জাতীয় আত্মা'র সঙ্গে বওয়ারের জাতির পার্থক্য কোথায়?

বওয়ার জাতিগুলির 'বৈশিষ্ট্যদ্যোতক লক্ষণ' (জাতীয় চরিত্র) এবং তাদের জীবনের 'অবস্থা'কে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে দুয়ের মধ্যে অলংঘ্য ব্যবধান রচনা করছেন। কিন্তু জীবনের, জীবনধারণের অবস্থার প্রতিফলন পরিবেশগত ধ্যান-ধারণার ঘনীভূত রূপ ছাড়া জাতীয় চরিত্র কি? যে মাটি থেকে তার উদ্ভব তার থেকে বিচ্ছিন্ন, পৃথক করে কিভাবে কেবল জাতীয় চরিত্রে ব্যাপারটিকে সীমাবদ্ধ করা যায়?

তাছাড়া, আঠারো শতকের শেষ এবং উনিশ শতকের গোড়ায়—তখনও আমেরিকা নতুন ইংলণ্ড বলেই পরিচিত, বাস্তবিক তখন ইংরেজ জাতি থেকে আমেরিকান জাতির কী পার্থক্য ছিল? জাতীয় চরিত্র নয়, নিশ্চয়; কেননা আমেরিকানরা ইংলণ্ড থেকেই উদ্ভূত, এবং তাদের সঙ্গে কেবল ইংরেজী ভাষাই আনেনি, জাতীয় চরিত্রও এনেছে যা অবশ্যই তারা খুব সহজে হারাবে না; যদিও নতুন অবস্থার প্রভাবে স্বভাবতঃই তারা নিজেদের চরিত্রবৈশিষ্ট্য গড়ে তুলবে। তবু, কমবেশি একই চরিত্রের হওয়া সত্ত্বেও তারা তখনই ইংলণ্ড থেকে পৃথক একটি জাতি গঠন করেছে! স্পষ্টতঃই তখন জাতি হিসাবে নতুন ইংলণ্ড ছিল ইংলণ্ড থেকে পৃথক—তার বিশেষ জাতীয় চরিত্রে নয় অথবা জাতীয় চরিত্রে ততটা নয় যতটা পরিবেশ এবং জীবনধারণের অবস্থায়, যা ছিল ইংলণ্ডের তুলনায় স্বতন্ত্র।

সুতরাং এটা পরিষ্কার যে, বস্তুতঃ জাতির চারিত্র্যদ্যোতক কোন বিশেষ একটিমাত্র লক্ষণ নেই। আছে চারিত্র্যলক্ষণগুলির মোট সমষ্টি, জাতিগুলির মধ্যে তুলনার সময় কখনও একটি লক্ষণ (জাতীয় চরিত্র), কখনও বা আরেকটি (ভাষা), কিংবা কখনও তৃতীয় একটি (অঞ্চল বা অর্থনৈতিক অবস্থা) স্পষ্টতঃ প্রধান হয়ে ওঠে। এই সব লক্ষণের একত্র সম্মিলনেই জাতি গঠিত।

জাতি ও জাতীয় চরিত্র একই—বওয়ারের এই দৃষ্টিভঙ্গি জাতিকে তার

মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন করে এবং একটি রহস্যময় আত্মসম্পূর্ণ শক্তিতে পরিণত করে। ফলে জাতি আর জীবন্ত ও কর্মচঞ্চল থাকে না, পরন্তু অধ্যাত্ম, অ-মূর্ত এবং অতিপ্রাকৃত হয়ে পড়ে। সুতরাং, উদাহরণ হিসাবে, আমি আবার বলি, জর্জীয়, দাঘেস্তানীয়, রুশ, আমেরিকান এবং অন্য ইহুদিরা—যারা একে অপরকে বোঝে না (যেহেতু তারা ভিন্ন ভাষায় কথা বলে), পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করে, কখনও তাদের পরস্পরের সঙ্গে দেখা হবে না, কি যুদ্ধের সময়, কি শান্তির সময়, এক সঙ্গে কখনও যারা কাজ করবে না, তারা কি করে এক জাতি হয়?!

না, এই ধরনের কাগুজে 'জাতি'র জন্য সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি জাতীয় কর্মসূচী প্রণয়ন করে না। সে কেবল প্রকৃত জাতিকেই আমল দেয়—যা সক্রিয় এবং গতিশীল—এবং সেজন্যই জাতিরূপে গণ্য হবার দাবি রাখে।

বওয়ার স্পষ্টতঃই জাতির সঙ্গে গোষ্ঠীকে গুলিয়ে ফেলছেন; প্রথমটি হচ্ছে একটি ঐতিহাসিক সত্তা আর দ্বিতীয়টি একটি বংশতত্ত্বীয় সত্তা।

যাই হোক, বওয়ার নিজেই তাঁর বক্তব্যের দুর্বলতা বুঝতে পেরেছেন। তাঁর বইয়ের শুরুতে তিনি ইহুদিদের জাতি হিসাবে সুস্পষ্ট ঘোষণা করেছেন,* বইয়ের শেষে তিনি নিজেকে সংশোধন করে নিয়ে বলেছেন যে, 'সাধারণভাবে পুঁজিবাদী সমাজ অন্যান্য জাতির মধ্যে মিলিয়ে দিয়ে ইহুদিদের একজাতিরূপে টিঁকে থাকা অসম্ভব করে তোলে।'** কারণটা মনে হয় এই যে, 'ইহুদিদের বসতির জন্য নিজস্ব কোন পরস্পর-সংলগ্ন অঞ্চল নেই',*** দৃষ্টান্তরূপে চেকদের ঐরকম ভূখণ্ড আছে বলে বওয়ারের মতে তারা একটি জাতিরূপে টিঁকে থাকবে। সংক্ষেপে, ভূখণ্ডের অভাবই হচ্ছে কারণ।

এইরকম যুক্তি দেখিয়ে বওয়ার প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে ইহুদি শ্রমিকরা জাতীয় স্বায়ত্তশাসন দাবি করতে পারে না,**** কিন্তু এর দ্বারা তিনি—এক অভিন্ন ভূখণ্ড জাতির অন্যতম লক্ষণ নয়—তাঁর এই তত্ত্বকেই অজ্ঞাতসারে খণ্ডন করেছেন।

কিন্তু বওয়ার আরও এগিয়েছেন। বইয়ের গোড়ায় তিনি সুস্পষ্ট ঘোষণা

* তাঁর বইয়ের ২য় পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

** ঐ, পৃঃ ৩৮৯।

*** ঐ, পৃঃ ৩৮৮।

**** ঐ, পৃঃ ৩৯৬।

করেছেন যে, 'ইহুদিদের কোন অভিন্ন ভাষা নেই, তবু তারা এক জাতি।'* কিন্তু ১৩০ পৃষ্ঠায় পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই তার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেল এবং ঠিক সমান দ্ব্যর্থহীনভাবেই বললেন, **'প্রশ্ন ওঠে না, এক অভিন্ন ভাষা ছাড়া কোন জাতি সম্ভব নয়'**** (বড় হরফ আমাদের)।

বওয়ার প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে 'ভাষা হচ্ছে মানুষের আদান-প্রদানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাহন',*** কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি অজ্ঞাতসারে এমন কিছু প্রমাণ করে ফেলেছেন যা তিনি প্রমাণ করতে চাননি, অর্থাৎ জাতিবিষয়ক নিজের তত্ত্বের অসারতা—যা একটি অভিন্ন ভাষার তাৎপর্যকেই অস্বীকার করে।

এইভাবে, ভাববাদী সুতোয় গাঁথা তাঁর তত্ত্ব নিজেই নিজেকে খণ্ডন করল।

(২)

জাতীয় আন্দোলন

জাতি কেবল একটি ঐতিহাসিক বর্গ (ক্যাটিগরি) নয়, নির্দিষ্ট যুগের ঐতিহাসিক বর্গ, সে যুগ পুঁজিবাদের অভ্যুত্থানের যুগ। সামন্ততন্ত্রের অবলোপ ও পুঁজিবাদের অগ্রগতির প্রক্রিয়া আবার জনগণের জাতিরূপে সংগঠিত হবারও একটা প্রক্রিয়া। যেমন ধরা যাক, পশ্চিম ইউরোপের ঘটনা। পুঁজিবাদের বিজয়ী অগ্রগতি এবং সামন্ততান্ত্রিক অনৈক্যের ওপর তার জয়ের যুগে ব্রিটিশ, ফরাসী, জার্মান, ইতালীয় এবং অন্যান্যরা জাতিতে পরিণত হয়েছে।

কিন্তু এই সব দৃষ্টান্তে জাতিগুলির গঠন একই সময়ে তাদের স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। ব্রিটিশ, ফরাসী ইত্যাদি জাতি, আবার ব্রিটিশ ইত্যাদি রাষ্ট্রও। আয়ার্ল্যাণ্ড এই প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়নি, কিন্তু তাতেও সাধারণ চিত্র বদলায় না।

পূর্ব-ইউরোপে ব্যাপারটা ঘটেছিল অন্যরকম। পশ্চিমে যখন জাতিগুলি রাষ্ট্রে পরিণত হল, পূর্বে তখন কয়েকটি জাতি নিয়ে বহুজাতিক রাষ্ট্র গঠিত হল। যেমন অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি এবং রাশিয়া। অস্ট্রিয়াতে দেখা গেল রাজনৈতিক-ভাবে জার্মানরাই সবচেয়ে পরিণত, এবং সমস্ত অস্ট্রিয়ান জাতিগুলিকে একটি রাষ্ট্রে ঐক্যবদ্ধ করার দায়িত্ব তারাই গ্রহণ করল। হাঙ্গেরিতে রাষ্ট্র গঠনের

* ঐ, পৃঃ ২।
** ঐ, পৃঃ ১৩০।
*** ঐ।

পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত ছিল ম্যাগিয়াররা—হাঙ্গেরির জাতিগুলির প্রাণ—এবং তারাই হাঙ্গেরিকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। রাশিয়াতে জাতিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার দায়িত্ব নিয়েছিল ঐতিহাসিকভাবে গঠিত, শক্তিশালী এবং সুসংবদ্ধ অভিজাত সামরিক আমলাতন্ত্রের দ্বারা চালিত গ্রেট রাশিয়ানরা।

পূর্ব-ইউরোপের ব্যাপার এইভাবেই অগ্রসর হয়েছিল।

এই বিশেষ ধরনের রাষ্ট্র গঠন কেবল সেখানেই হতে পারে যেখানে সামন্ততন্ত্র লোপ পায়নি, যেখানে পুঁজিবাদ স্বল্প বিকশিত, যেখানে পেছনে-ঠেলে-দেওয়া জাতিগুলি অর্থনৈতিকভাবে নিজেদের সুসংহত করে অখণ্ড জাতি এখনও গড়ে তুলতে পারেনি।

কিন্তু পূর্ব-রাষ্ট্রগুলিতে পুঁজিবাদেরও বিকাশ আরম্ভ হল। বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হচ্ছে। বড় বড় শহর গড়ে উঠছে। জাতিগুলি অর্থনৈতিকভাবে সংহত হচ্ছে। পিছনে-ঠেলে-দেওয়া জাতিগুলির শান্ত জীবনে পুঁজিবাদ উৎক্ষিপ্ত হয়ে তাদের জাগিয়ে দিল এবং কর্ম-চঞ্চলতায় অনুপ্রাণিত করল। ছাপাখানা ও রঙ্গমঞ্চের উন্নতি, রাইখ্‌স্রাট (অস্ট্রিয়ার পার্লামেণ্ট) ও ডুমার কাজকর্ম 'জাতীয় ভাবকে' শক্তিশালী করে তুলছিল। নবোদিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় 'জাতীয় ধারণায়' অনুপ্রাণিত হচ্ছিল এবং সেই অনুযায়ী কাজ করছিল।...

কিন্তু যে পিছনে ঠেলে-দেওয়া জাতিগুলি এখন স্বাধীন জীবনে অভ্যস্ত হয়েছে, তারা আর নিজেদের স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্ররূপে গড়ে তুলতে পারছিল না; যে প্রবল জাতিগুলি বহু পূর্বেই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা পেয়েছিল, তাদের শাসক-শ্রেণীর কাছ থেকে তারা রাষ্ট্র গঠনের পথে প্রচণ্ড শক্তিশালী বাধার সম্মুখীন হয়েছিল। তারা বড় বেশি দেরি করে ফেলেছে।...

এইভাবে চেক, পোল ইত্যাদিরা অস্ট্রিয়াতে নিজেদের জাতিরূপে গড়ে তুলল; হাঙ্গেরিতে ক্রোট্ ইত্যাদিরা; রাশিয়াতে লেট, লিথুয়ানীয়, উক্রেনীয়, জর্জীয়, আর্মেনীয় ইত্যাদি। পশ্চিম ইউরোপে যা ছিল ব্যতিক্রম (আয়ার্ল্যাণ্ড) পূর্বে তাই হল নিয়ম।

পশ্চিমে, আয়ার্ল্যাণ্ডে তার ব্যতিক্রমী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হল জাতীয় আন্দোলন। পূর্বের নবজাগ্রত জাতিগুলি একইভাবে সাড়া দিতে বাধ্য।

এইভাবে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হল যা পূর্ব-ইউরোপের তরুণ জাতিগুলিকে সংগ্রামের পক্ষে ঠেলে দিল।

সংগ্রাম আরম্ভ হল এবং ছড়িয়ে পড়ল, অবশ্য গোটা জাতির সঙ্গে জাতির সংগ্রাম নয়, প্রবল জাতিগুলির শাসকশ্রেণীর সঙ্গে পিছনে-ঠেলে-দেওয়া জাতিগুলির সংগ্রাম। প্রবল জাতিগুলি বড় বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে (চেক ও জার্মান) নিপীড়িত জাতির শহুরে পেটি-বুর্জোয়ারাই সাধারণতঃ সংগ্রাম চালনা করেছিল, অথবা প্রবল জাতিগুলির (পোল্যাণ্ডের উক্রেনীয়রা) জমিদারশ্রেণীর বিরুদ্ধে গ্রামীণ বুর্জোয়াদের লড়াই, অথবা প্রবল জাতিগুলির (রাশিয়ার উক্রেন, পোল্যাণ্ড ও লিথুয়ানিয়া) অভিজাত শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে নিপীড়িত জাতির গোটা 'জাতীয়' বুর্জোয়াদের সংগ্রাম।

বুর্জোয়াশ্রেণীই নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়েছিল।

তরুণ বুর্জোয়াদের কাছে বাজারের সমস্যাই ছিল প্রধান। তাদের লক্ষ্য হচ্ছে পণ্য বিক্রয় করা এবং বিভিন্ন জাতির বুর্জোয়াদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হওয়া। এই জন্যই তাদের ইচ্ছা 'নিজেদের', 'ঘরের' বাজার দখল করা। বাজারই হচ্ছে বুর্জোয়াশ্রেণীর জাতীয়তাবাদ শিক্ষার প্রথম স্কুল।

কিন্তু ব্যাপারটা সাধারণতঃ বাজারেই সীমাবদ্ধ থাকে না। আধিপত্যশীল জাতিগুলির আধা-সামন্ত আধা-বুর্জোয়া আমলাতন্ত্র তার নিজস্ব ভঙ্গিতে 'গ্রেপ্তার ও নিবর্তন' চালিয়ে এই সংগ্রামে হস্তক্ষেপ করে। আধিপত্যশীল জাতির বুর্জোয়াশ্রেণী—তা সে বড় বা ছোট যাই হোক—অনেক 'দ্রুত' এবং 'নিশ্চিতভাবে' তার প্রতিযোগীদের মোকাবিলা করতে পারে। 'বিদেশী' বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে 'শক্তিগুলি' ঐক্যবদ্ধ হয় এবং বহু বিধিনিষেধ আরোপিত হয়, শেষে দমন-পীড়ন পর্যন্ত চালান হয়। সংগ্রাম অর্থনৈতিক ক্ষেত্র থেকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলনের স্বাধীনতা সংকোচন, ভাষার ওপর দমন নীতি, ভোটাধিকার খর্ব করা, স্কুল বন্ধ করা, ধর্মাচরণে বিধিনিষেধ ইত্যাদি বোঝা 'প্রতিযোগীদের' মাথায় চাপানো হয়। অবশ্য এইসব বিধি-ব্যবস্থা কেবল আধিপত্যশীল বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থেই পরিকল্পিত হয়নি, শাসক আমলাতন্ত্রের, যদি বলা যায়, বিশেষ চক্রগত লক্ষ্যসাধনের জন্যও বটে। কিন্তু অর্জিত ফলাফলের বিচারে এটা একেবারে মূল্যহীন; এ ব্যাপারে বুর্জোয়াশ্রেণী ও আমলাতন্ত্র হাত ধরাধরি করে চলে—তা সে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরিতে হোক, আর রাশিয়াতেই হোক।

নিপীড়িত জাতির বুর্জোয়াশ্রেণী সব দিক থেকে দমিত হয়ে স্বভাবতঃই আন্দোলনে তৎপর হয়। সে 'দেশীয় লোকদের' কাছে আবেদন জানায় এবং

'মাতৃভূমির' নামে চীৎকার করে দাবি জানায়—তার স্বার্থ গোটা জাতির স্বার্থ। সে নিজের জন্য 'স্বদেশবাসীর' ভেতর থেকেই…'মাতৃভূমির' স্বার্থে এক সৈন্য-বাহিনী সংগ্রহ করে। 'দেশবাসী' সর্বদা তার আবেদনে সাড়া না দিয়ে পারে না; তারা এদের পতাকাতলে সমবেত হয়: ওপর থেকে আসা দমননীতি তাদের স্পর্শ করে, তাদের অসন্তোষ উদ্দীপ্ত হয়।

এইভাবে জাতীয় আন্দোলনের সূচনা হয়।

কী পরিমাণে জাতির ব্যাপক অংশ—শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজ এতে অংশগ্রহণ করে, তার দ্বারাই জাতীয় আন্দোলনের শক্তি নিরূপিত হয়।

শ্রমিকশ্রেণী বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের পতাকাতলে সমবেত হবে কিনা তা নির্ভর করে শ্রেণী-বিরোধ কতটা পরিণত, শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-চেতনা ও সংগঠন শক্তি কতটা—তার ওপরে। শ্রেণী-সচেতন শ্রমিকশ্রেণীর আছে নিজের পরীক্ষিত পতাকা, বুর্জোয়াশ্রেণীর পতাকাতলে তার সমবেত হবার প্রয়োজন নেই।

জাতীয় আন্দোলনে কৃষকসমাজ কতদূর অংশগ্রহণ করবে তা নির্ভর করে প্রথমতঃ দমননীতির প্রকৃতির ওপরে। যদি দমন-পীড়ন আয়ার্ল্যাণ্ডের মতো জমিকে স্পর্শ করে, তাহলে কৃষক-জনগণ সঙ্গেসঙ্গে জাতীয় আন্দোলনের পতাকাতলে সমবেত হয়।

অন্যপক্ষে, যদি ধরা যায়, জর্জিয়াতে উগ্র **রুশ-বিরোধী** জাতীয়তাবাদ নেই, তাহলে তার প্রথম কারণ সেখানে কোন রুশ জমিদারশ্রেণী বা বড় বুর্জোয়াশ্রেণী নেই যারা জনগণের মধ্যে ঐ জাতীয় ইন্ধন জোগাবে। জর্জিয়াতে **আর্মেনীয়-বিরোধী** জাতীয়তাবাদ আছে; কারণ এখনও আর্মেনিয়াতে বড় বুর্জোয়ারা আছে যারা ছোট এবং এখনও অসংবদ্ধ জর্জীয় বুর্জোয়াদের হারিয়ে দিয়ে তাদের আর্মেনীয়-বিরোধী জাতীয়তাবাদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

এইসব কারণে জাতীয় আন্দোলন হয় ব্যাপক চরিত্র লাভ করে এবং অব্যাহত গতিতে বেড়ে চলে (যেমন আয়ার্ল্যাণ্ড ও গ্যালিসিয়া), নতুবা কয়েকটি সামান্য সংঘর্ষ, তুচ্ছ বিষয়ে কলহ এবং সাইনবোর্ডের দখল নিয়ে 'লড়াইয়ে' (যেমন বোহেমিয়ার কয়েকটি ছোট শহরে হয়েছিল) পর্যবসিত হয়।

জাতীয় আন্দোলনের মর্মবস্তু অবশ্য সর্বত্র একইরকম হতে পারে না: আন্দোলনের বহুমুখি দাবির দ্বারাই তা সম্পূর্ণভাবে নির্ধারিত হয়। আয়ার্ল্যাণ্ডে এর প্রকৃতি কৃষিগত; বোহেমিয়ায় এর প্রকৃতি 'ভাষাগত'; এক জায়গায় দাবি

হল নাগরিক সমানাধিকার ও ধর্মীয় স্বাধীনতার, অন্য জায়গায় জাতির 'নিজস্ব' রাজকর্মচারীদের জন্য অথবা নিজেদের পার্লামেণ্টের জন্য। এটা বিরল ঘটনা নয় যে দাবির বিভিন্নতা প্রায়শঃ সাধারণভাবে জাতির চরিত্রলক্ষণের বিভিন্নতা (ভাষা, ভূখণ্ড ইত্যাদি) প্রকাশ করে। এটা উল্লেখযোগ্য যে বওয়ারের সর্বময় 'জাতীয় চরিত্র' ভিত্তিক দাবি আমাদের চোখে পড়ে না। এবং এটাই স্বাভাবিক: নিছক 'জাতীয় চরিত্র' জিনিসটাই হচ্ছে কিছুটা অ-মূর্ত, এবং জে. স্ট্রেসার ঠিকই বলেছেন, 'রাজনীতিবিদেরা এবিষয়ে কিছুই করতে পারে না।'*

এইরকমই হল সাধারণতঃ জাতীয় আন্দোলনের প্রকার ও প্রকৃতি।

যা বলা হয়েছে তার থেকে এটা স্পষ্ট যে, বিকাশমান বুর্জোয়া ব্যবস্থায় জাতীয় সংগ্রাম হচ্ছে বুর্জোয়াশ্রেণীসমূহের নিজেদের মধ্যেকার সংগ্রাম! কখনও কখনও বুর্জোয়ারা শ্রমিকশ্রেণীকে জাতীয় আন্দোলনে টেনে আনতে সক্ষম হয়, এবং তখন বাইরের দিক থেকে জাতীয় সংগ্রাম 'জাতি-ব্যাপী' রূপ ধারণ করে। কিন্তু তা শুধু বাইরের দিক থেকেই। মূলতঃ এটা সর্বদাই বুর্জোয়া সংগ্রাম, প্রধানতঃ বুর্জোয়াদের পক্ষেই সুবিধাজনক এবং লাভজনক এক সংগ্রাম।

কিন্তু তার মানে এই নয় যে শ্রমিকশ্রেণী জাতিগত নিপীড়নের নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করবে না।

আন্দোলনের স্বাধীনতা সংকোচন, ভোটাধিকার বিলোপ, ভাষাগত পীড়ন, স্কুল বন্ধ করা এবং এই ধরনের নির্যাতন শ্রমিকদেরকে বুর্জোয়াদের তুলনায় বেশি না হোক, কম আঘাত করে না। অধীন জাতিগুলির শ্রমিক-শ্রেণীর মানসিক শক্তির স্বাধীন বিকাশে এই ধরনের অবস্থা কেবল বাধা সৃষ্টি করে। তাতার বা ইহুদি শ্রমিককে যদি সভায় ও বক্তৃতায় তার নিজের ভাষা ব্যবহার করতে না দেওয়া হয় এবং যদি তাদের স্কুলগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাহলে তাদের বুদ্ধিবৃত্তির পূর্ণ বিকাশের কথা গুরুত্ব দিয়ে বলাই যায় না।

আর এক হিসাবেও কিন্তু জাতীয়তাবাদী নির্যাতনের নীতি শ্রমিকদের পক্ষেও বিপদজনক। এই নীতি সামাজিক সমস্যা থেকে, শ্রেণী-সংগ্রামের সমস্যা থেকে, বেশির ভাগ লোকের মনোযোগ সরিয়ে নিয়ে যায় জাতি-সমস্যার ওপরে—যা শ্রমিকশ্রেণী এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে অভিন্ন। এবং

* দ্রষ্টব্য—তাঁর **দের আরবিটার উন্দ দাই নেশন,** ১৯১২, পৃঃ ৩৩।

এতে 'স্বার্থের সঙ্গতি' সম্পর্কে মিথ্যা প্রচারের অনুকূল জমি তৈরী হয়, শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থকে এড়ানো যায় এবং শ্রমিকদের মানসিকভাবে দাস বানিয়ে রাখা যায়। এতে সর্বজাতির শ্রমিকশ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে গুরুতর বাধা সৃষ্টি হয়। এখনও যে পোলিশ শ্রমিকদের অনেকে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের কাছে মানসিক দাসত্বে আবদ্ধ, এখনও যে তারা আন্তর্জাতিক শ্রমিক-আন্দোলন থেকে দূরে থাকে, তার প্রধান কারণ 'ক্ষমতাশীল শক্তির' বহু যুগব্যাপী পোলিশ-বিরোধী নীতি—যা এই দাসত্বের জমি তৈরী করে এবং এর থেকে শ্রমিকদের মুক্তিতে বাধা দেয়।

কিন্তু উৎপীড়নের নীতি সেখানেই থেমে থাকে না। প্রায়শঃই দেখা যায়, অত্যাচারের 'ব্যবস্থা' থেকে এই নীতি ক্রমে এক জাতির বিরুদ্ধে অন্য জাতিকে উত্তেজিত করার 'ব্যবস্থা', দাঙ্গা ও সংগঠিত হত্যাকাণ্ডের 'ব্যবস্থায়' গিয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য, শেষের ব্যবস্থাটা সব সময় এবং সব ক্ষেত্রে সম্ভব নয়, কিন্তু প্রাথমিক নাগরিক অধিকারের অভাবে যেখানেই তা সম্ভব—সেখানেই তা প্রায় ভয়াবহ আকার ধারণ করে এবং রক্তস্রোত ও চোখের জলে শ্রমিক-ঐক্যের লক্ষ্য ডুবিয়ে দেবার আশংকা দেখা দেয়। ককেশাস ও দক্ষিণ রাশিয়ায় এর বহু দৃষ্টান্ত আছে। 'বিভেদ কর, শাসন কর'—এই হচ্ছে জাতির বিরুদ্ধে জাতিকে উত্তেজিত করার নীতির উদ্দেশ্য। এবং যেখানে এই নীতি ফলপ্রসূ হয়, সেখানে শ্রমিকশ্রেণীর ভয়াবহ দুরবস্থা এবং রাষ্ট্রের সকল জাতির শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে মারাত্মক বাধা জন্মায়।

কিন্তু শ্রমিকদের স্বার্থে যা প্রয়োজন তা হল তাদের সব সাথী-কর্মীদের এক আন্তর্জাতিক বাহিনীতে সম্পূর্ণভাবে ঐক্যবদ্ধ করা—বুর্জোয়াদের কাছে মানসিক দাসত্ব থেকে দ্রুত, চূড়ান্ত মুক্তি অর্জন করা এবং তাদের ভাইদের—তা সে যে জাতিরই হোক না কেন—বুদ্ধিবৃত্তির পূর্ণ ও স্বাধীন বিকাশে সার্থক হওয়া।

সুতরাং সূক্ষ্মতম থেকে স্থূলতম সর্ব প্রকার জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণী লড়ছে এবং লড়বে, সঙ্গে সঙ্গে লড়বে একজাতির বিরুদ্ধে অন্য জাতিকে উত্তেজিত করার সব রকম কৌশলের বিরুদ্ধেও।

সুতরাং সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি সব দেশেই জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ঘোষণা করে।

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার কথার অর্থ হল—কেবল জাতির নিজের হাতেই

তার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার থাকবে, জাতির জীবনে জবরদস্তি হস্তক্ষেপ করার অধিকার কারও নেই, স্কুল এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা, তাদের আচার ও প্রথা ভঙ্গ করা, ভাষাকে দমন করা অথবা তাদের অধিকার খর্ব করার অধিকার কারও নেই।

এর দ্বারা অবশ্য এমন বোঝায় না যে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি একটা জাতির প্রতিটি প্রথা এবং প্রতিষ্ঠানকে সমর্থন করবে। কোন জাতির ওপর বল প্রয়োগের বিরোধিতা করতে গিয়ে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি শুধু এই অধিকারকেই সমর্থন করবে যে, জাতি তার ভাগ্য নিজেই নিয়ন্ত্রণ করবে, সেই সঙ্গে জাতির ক্ষতিকর প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অন্দোলনও করবে—যাতে জাতির মেহনতী মানুষেরা এসব থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারে।

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মানে জাতির ইচ্ছামত জীবন-বিন্যাসের অধিকার। স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে জীবন-বিন্যাসের অধিকার আছে। অন্য জাতির সঙ্গে ফেডারেল সম্পর্ক স্থাপনের অধিকার আছে। সম্পূর্ণ পৃথক হবার অধিকার আছে। সব জাতি সার্বভৌম, এবং সব জাতিই সমান অধিকারসম্পন্ন।

তার মানে অবশ্য এই নয় যে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি জাতির প্রত্যেকটি দাবি সমর্থন করে। এমনকি পুরানো ব্যবস্থায় ফিরে যাবার অধিকারও জাতির আছে; কিন্তু তাই বলে এমন অর্থ দাঁড়ায় না যে, কোন জাতির কোন প্রতিষ্ঠান এরূপ সিদ্ধান্ত করলে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি তা সমর্থন করবে। সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি যে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করে তার বাধ্যবাধকতা, আর একটি জাতির যেখানে বিভিন্ন শ্রেণী রয়েছে তার অধিকার—দুটি ভিন্ন জিনিস।

জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের জন্য লড়াই করার সময় সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির লক্ষ্য হচ্ছে জাতিগত নিপীড়ন বন্ধ করা, তাকে অসম্ভব করে তোলা এবং তার দ্বারা জাতিতে জাতিতে বৈরিতার ভিত্তি রহিত করা, তার ধার ভোঁতা করা এবং ন্যূনতম মাত্রায় নামিয়ে আনা।

এখানেই শ্রেণী-সচেতন শ্রমিকশ্রেণীর নীতির সঙ্গে বুর্জোয়াশ্রেণীর নীতির মূলগত পার্থক্য—বুর্জোয়ারা যারা জাতীয়সংগ্রামকে তীব্র করার ও উস্কে দেবার চেষ্টা করে এবং চেষ্টা করে জাতীয় আন্দোলনকে দীর্ঘায়িত ও শানিত করতে।

সেজন্যই শ্রেণী-সচেতন শ্রমিকশ্রেণী বুর্জোয়াশ্রেণীর 'জাতীয়' পতাকাতলে সমবেত হতে পারে না।

সেজন্যই বওয়ার সমর্থিত 'বিবর্তনমুখী জাতীয়' নীতির সঙ্গে 'আধুনিক শ্রমিকশ্রেণী'র* নীতিকে অভিন্ন করে দেখানোর চেষ্টা হচ্ছে আসলে শ্রমিকদের শ্রেণী সংগ্রামকে জাতীয় সংগ্রামের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবারই চেষ্টা।

জাতীয় আন্দোলন—যা মূলতঃ হচ্ছে বুর্জোয়া আন্দোলন, স্বভাবতঃই বুর্জোয়া-শ্রেণীর ভাগ্যের সঙ্গেই তার ভাগ্যও জড়িত। বুর্জোয়াশ্রেণীর পতন হলে তবেই জাতীয় আন্দোলনের চূড়ান্ত অবসান ঘটতে পারে। কেবল সমাজতন্ত্রের আমলেই পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এমনকি পুঁজিবাদের কাঠামোর মধ্যেও জাতীয় আন্দোলনকে ন্যূনতম মাত্রায় নামিয়ে আনা যায়, গোড়াতেই তাকে খর্ব করা, এবং শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে যথাসম্ভব কম ক্ষতিকারক করা যায়। সুইজারল্যাণ্ড ও আমেরিকার দৃষ্টান্ত তা দেখিয়ে দিয়েছে। এরজন্য প্রয়োজন দেশের গণতন্ত্রীকরণ এবং জাতিগুলিকে অবাধ বিকাশের সুযোগ দান।

(৩)

সমস্যার উপস্থাপনা

জাতি মাত্রেরই স্বাধীনভাবে নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার আছে। নিজেদের মনোমত জীবন-বিন্যাসেরও অধিকার আছে, অবশ্য অপর জাতির অধিকার দলিত না করে। এ কথা তর্কাতীত।

কিন্তু যদি জাতির বেশির ভাগ লোকের স্বার্থ, সর্বোপরি শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ মনে রাখতে হয়, ঠিক **কিভাবে** সে জীবন-বিন্যাস করবে তার ভবিষ্যৎ সংবিধান **কী রূপ** নেবে?

স্বায়ত্তশাসনের ধারায় জাতি মাত্রেরই জীবন-বিন্যাসের অধিকার আছে, এমনকি পৃথক হবারও অধিকার আছে। তার মানে এই নয় যে সব অবস্থায় একই রকম করবে, যে স্বায়ত্তশাসন অথবা পৃথক হয়ে যাওয়া সর্বত্র এবং সর্বদা একটা জাতির পক্ষে অর্থাৎ তার বেশির ভাগ লোক তথা মেহনতী মানুষের পক্ষে সুবিধাজনক হবে। মনে করুন ট্রান্স-ককেশীয় তাতাররা জাতি হিসাবে তাদের আইনসভায় (ডায়েটে) সমবেত হয়ে তাঁদের বে ও মোল্লাদের প্রভাবে সিদ্ধান্ত করল যে পুরানো ব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনতে হবে এবং তারা রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হবে। আত্মনিয়ন্ত্রণের ধারার অর্থ অনুসারে এতে তাদের পূর্ণ অধিকার আছে। কিন্তু এটা কি তাতার জাতির মেহনতী জনগণের স্বার্থানুকূল

* বওয়ারের গ্রন্থ, পৃঃ ১৬৬ দ্রষ্টব্য।

হবে? যখন বে ও মোল্লারা জাতিগত সমস্যার সমাধানে জনগণের উপর নেতৃত্ব গ্রহণ করে, তখনও কি সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি উদাসীন থাকতে পারে? এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে জাতির ইচ্ছাকে একটি বিশেষ পথে প্রভাবিত করাই সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির উচিত নয় কি? এই সমস্যার সমাধানে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির কি একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা যা তাতার জনগণের পক্ষে সবচেয়ে সুবিধাজনক—তাই নিয়ে এগিয়ে আসা উচিত নয়?

কিন্তু কোন্ সমাধান মেহনতী জনগণের স্বার্থের সর্বাধিক সঙ্গতিপূর্ণ হবে? স্বায়ত্তশাসন, যুক্তরাষ্ট্র অথবা পৃথক রাষ্ট্রগঠন?

একটি বিশেষ জাতি যে বাস্তব ঐতিহাসিক অবস্থার মধ্যে রয়েছে তার ওপরেই নির্ভর করছে এইসব সমস্যার সমাধান।

তদুপরি, অন্য সব জিনিসের মতো অবস্থাও বদলায় এবং যে সিদ্ধান্ত একটি বিশেষ সময়ে নির্ভুল, অন্য সময়ে তা সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হতে পারে।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে মার্কস রুশীয় পোল্যাণ্ডের পৃথকীকরণের পক্ষে ছিলেন; এবং তিনি ঠিকই করেছিলেন, কারণ তখন প্রশ্ন ছিল একটা উচ্চতর সংস্কৃতি, যাকে একটা নিম্নতর সংস্কৃতি ধ্বংস করছিল, তাকে এর কবল থেকে মুক্ত করার এবং এই প্রশ্নটা তখন নিছক তত্ত্বগত বা পণ্ডিতী ব্যাপার ছিল না, বরং এ প্রশ্ন ছিল ব্যবহারিক, প্রকৃত বাস্তব প্রশ্ন।...

উনিশ শতকের শেষের দিকেই পোলিশ মার্কসবাদীরা পোল্যাণ্ডের পৃথকী-করণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল; এবং তারাও নির্ভুল, কারণ গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে অবস্থার গভীর পরিবর্তন ঘটে গেছে, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে রাশিয়া ও পোল্যাণ্ড অনেক কাছাকাছি এসেছে। তাছাড়া, ঐ সময়ের মধ্যে পৃথকীকরণের প্রশ্নটির ব্যবহারিক সত্তা পণ্ডিতী বিতর্কের বিষয়ে পরিণত হয়েছে, যা বিদেশের বুদ্ধিজীবী ছাড়া হয়তো আর কাউকে উত্তেজিত করেনি।

অবশ্য এর দ্বারা কোনমতেই সম্ভাবনা বাতিল করা যায় না যে এমন কিছু অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অবস্থার উদ্ভব হতে পারে যাতে পোল্যাণ্ডের পৃথকী-করণের প্রশ্নটি আবার যুগের দাবি হিসাবে হাজির হতে পারে।

সুতরাং বিকাশমান ঐতিহাসিক অবস্থাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতেই কেবলমাত্র জাতিগত সমস্যার সমাধান সম্ভব।

কীভাবে একটি বিশেষ জাতি তার জীবন-বিন্যাস করবে এবং তার

ভবিষ্যৎ সংবিধান কী রূপ নেবে তা নির্ধারণের একমাত্র চাবিকাঠি হচ্ছে তার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা। এটা সম্ভব যে প্রত্যেক জাতির জন্য সমস্যাটির একটি সুনির্দিষ্ট সমাধান প্রয়োজন হয়ে পড়বে। যদি কোন সমস্যার সমাধানে দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন হয় তাহলে তা এইখানে, জাতিগত সমস্যায়।

এইসব কারণে একটা খুব প্রচলিত কিন্তু জাতিগত সমস্যা 'সমাধানের' অতি-দ্রুত পদ্ধতি—বুন্দে যার উদ্ভব—সে সম্পর্কে আমাদের সুচিন্তিত বিরোধিতা আমরা অবশ্যই ঘোষণা করব। আমাদের মনে পড়ে অস্ট্রীয় এবং দক্ষিণ-স্লাভ† সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির সহজ পদ্ধতি, এ নাকি ইতিমধ্যেই জাতিগত সমস্যার সমাধান করে ফেলেছে এবং যার সমাধান রুশীয় সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের উচিত পরিষ্কার ধার করা। এটা ধরে নেওয়া হচ্ছে যে যা কিছু, ধরুন, অস্ট্রিয়ার পক্ষে ঠিক, রাশিয়ার পক্ষেও তা ঠিক। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং চূড়ান্ত জিনিসটাই এখানে নজর এড়িয়ে যাচ্ছে—যথা, সমগ্রভাবে রাশিয়ার বাস্তব ঐতিহাসিক অবস্থা এবং বিশেষতঃ রুশবাদী প্রত্যেকটি জাতির অবস্থা।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, সুপরিচিত বুন্দপন্থী ভি. কসোভস্কির উক্তি শুনুন:

'বুন্দের চতুর্থ কংগ্রেসে যখন এই সমস্যার নীতিগুলির (অর্থাৎ জাতিগত সমস্যা—জে. স্ত.) আলোচনা হচ্ছিল, তখন কংগ্রেসের জনৈক সদস্য দক্ষিণ-স্লাভ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টির প্রস্তাবের মর্মানুযায়ী এই সমস্যা সমাধানের প্রস্তাব দেন, তা সাধারণ অনুমোদন পেয়েছিল।'‡

এবং এর ফলে 'সর্বসম্মতভাবে কংগ্রেস গ্রহণ করল'…জাতীয় স্বায়ত্ত-শাসন।

ব্যস্, সব হয়ে গেল। রাশিয়ার প্রকৃত অবস্থার বিশ্লেষণ নয়, রাশিয়ার ইহুদিদের বিষয়ে কোন অনুসন্ধান নয়। তারা প্রথমে দক্ষিণ-স্লাভ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টির সমাধান ধার করল, তারপর সেটা 'অনুমোদন করল' এবং পরিশেষে তারা সেটি 'সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ' করল! এইভাবেই বুন্দপন্থীরা রাশিয়ার জাতিগত সমস্যাকে উপস্থিত করছে এবং তার সমাধান করছে।…

প্রকৃতপক্ষে অস্ট্রিয়া এবং রাশিয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার প্রতিনিধিত্ব করছে। এতে বোঝা যায় কেন অস্ট্রিয়ার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা দক্ষিণ-স্লাভ

† দক্ষিণ-স্লাভ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি অস্ট্রিয়ার দক্ষিণাংশে কাজকর্ম করছে।

‡ দ্রষ্টব্য—ভি. কসোভস্কির **জাতি সমস্যা**, ১৯০৭, পৃঃ ১৬-১৭।

সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টির প্রস্তাবের মর্মানুযায়ী (অবশ্য কিছু সামান্য সংশোধনসহ) ক্রনে (১৮৯৯)[১৩২] তাদের জাতীয় কর্মসূচী গ্রহণ করে সম্পূর্ণ অ-রুশীয়ভাবে সমস্যাটি দেখেছিল, এবং বলতে কি, অ-রুশীয়ভাবেই তার সমাধানও করেছিল।

প্রথমে, সমস্যাটির উপস্থাপনা সম্পর্কে। সাংস্কৃতিক-জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের অস্ট্রীয় তাত্ত্বিক, ক্রন, জাতীয় কর্মসূচী এবং দক্ষিণ-স্লাভ সোশ্যাল ডিমো-ক্র্যাটিক পার্টির ভাষ্যকার স্প্রিংগার ও বওয়ার কিভাবে সমস্যাটিকে উপস্থিত করেছেন?

স্প্রিংগার বলেন, 'বহুজাতিক রাষ্ট্র সম্ভব কিনা, বিশেষ করে অস্ট্রিয়ার জাতিগুলি একটি-মাত্র রাজনৈতিক সত্তা গঠনে বাধ্য কিনা আমরা এ প্রশ্নের জবাব এখানে দেব না, বরং ধরে নেব এর সমাধান হয়ে গেছে। কেউ যদি এই সম্ভাবনা ও প্রয়োজন না মেনে নেয়, তার কাছে আমাদের এই অনুসন্ধান অবশ্যই উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়বে। আমাদের বিষয় হল এইরকম: যতদূর এই জাতিগুলি একসঙ্গে থাকতে **বাধ্য**, ততদূর কোন্ **আইনগত রূপ** তাদের **সর্বোৎকৃষ্ট সম্ভাব্য উপায়ে বাস করতে সাহায্য করবে?** (বড় হরফ স্প্রিংগারের।)†

স্তুতরাং অস্ট্রিয়ার রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা ধরে নিয়েই যাত্রারম্ভ।

বওয়ারও একই কথা বলেছেন:

'সুতরাং আমরা এই ধারণা থেকেই শুরু করছি যে অস্ট্রীয় জাতিগুলি এখনকার মতো একই রাষ্ট্র-ইউনিয়নের মধ্যে থাকবে, এবং অনুসন্ধান করব এই ইউনিয়নভুক্ত জাতিগুলি কিভাবে পরস্পরের সঙ্গে এবং রাষ্ট্রের সঙ্গেই বা সম্পর্ক স্থির করবে।'‡

এখানেও আবার প্রথম জিনিস হচ্ছে আস্ট্রিয়ার অখণ্ডতা।

এইভাবে কি রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট পার্টি সমস্যাটি উপস্থাপন করতে পারে? না, তা পারে না। এবং তা পারে না কারণ একেবারে প্রথম থেকেই এই পার্টি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করেছে, যার ফলে জাতির পৃথক হয়ে যাবার অধিকারও আছে।

রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের দ্বিতীয় কংগ্রেসে এমনকি বুন্দপন্থী গোল্ড-ব্ল্যাটও স্বীকার করেন যে রুশ সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা আত্মনিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যবিন্দু ত্যাগ করতে পারে না। সেই উপলক্ষে গোল্ডব্ল্যাট যা বলেছিলেন:

'আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের বিরুদ্ধে কিছুই বলার নেই। কোন জাতি যদি স্বাধীনতার জন্য

† দ্রষ্টব্য—স্প্রিংগারের **জাতীয় সমস্যা**, পৃঃ ১৪।

‡ দ্রষ্টব্য—বওয়ারের **জাতিগত প্রশ্ন ও সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি**, পৃঃ ৩৯৯।

সচেষ্ট হয় আমরা কখনই তার বিরুদ্ধে যাব না। যদি পোলাণ্ড রাশিয়ার সঙ্গে "বৈধ বিবাহ বন্ধনে" ইচ্ছুক না হয়, আমরা সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করব না।'

এ সবই সত্য। কিন্তু এটা বোঝা যায় যে অস্ট্রীয় ও রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের প্রারম্ভিক বিন্দু অভিন্ন তো নয়ই, বরং একেবারে বিপরীত। এরপর কি অস্ট্রীয়দের জাতীয় কর্মসূচী ধার করার কোন প্রশ্ন উঠতে পারে?

তাছাড়া, অস্ট্রীয়রা আশা করে, মন্থরগতিতে সামান্য সামান্য সংস্কার করেই 'জাতিগুলির স্বাধীনতা' অর্জন করা যাবে। তারা যখন বাস্তব ব্যবস্থা হিসাবে সাংস্কৃতিক-জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব করে, তখন কিন্তু তার কোন আমূল পরিবর্তন, মুক্তির জন্য গণতান্ত্রিক আন্দোলন—কিছুই হিসাবের মধ্যে ধরে না, সে বিষয়ে তারা কল্পনাও করে না। অপরপক্ষে, রুশ মার্কসবাদীরা 'জাতিগুলির স্বাধীনতা'র প্রশ্নটিকে সম্ভাব্য আমূল পরিবর্তন, মুক্তিকামী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত করেই দেখে; সংস্কারের ওপর ভরসা করার কোন কারণ নেই। এবং এই-ই রাশিয়ার জাতিগুলির সম্ভাব্য ভাগ্য সম্পর্কে অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন ঘটায়।

বওয়ার বলছেন, 'অবশ্য কোন মহান সিদ্ধান্ত বা কোন বলিষ্ঠ কর্মের ফল হবে জাতীয় স্বায়ত্তশাসন—এ সম্ভাবনাও অল্প। অস্ট্রিয়া কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ধীর অগ্রগতির পথে ধাপে ধাপে জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের দিকে এগিয়ে যাবে, যার ফলে আইন-প্রণয়ন ও প্রশাসন দীর্ঘস্থায়ী পঙ্গুত্বের অবস্থায় পড়বে। নতুন সংবিধান এক বড় রকমের আইন-প্রণয়নের মাধ্যমে রচিত হবে না, হবে বিশেষ প্রদেশ ও বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য বহু পৃথক আইনের মাধ্যমে।'*

স্প্রিংগারও একই কথা বলেছেন:

তিনি লিখছেন, 'ভালভাবেই জানি যে, এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলি (অর্থাৎ জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমগুলি—জে. স্তালিন) এক বছরে বা এক দশকেই সৃষ্টি হয় না। কেবল প্রুশিয়ার প্রশাসন-পুনর্গঠনেই যথেষ্ট সময় লেগেছিল।...প্রাথমিক প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানগুলির চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠা হতে প্রুশীয়দের সময় লেগেছিল দুই দশক। অস্ট্রিয়ার কত বাধা পার হতে হবে এবং কত সময় লাগবে—এ বিষয়ে আমি মোহ পোষণ করি তা কারও ভাবা ঠিক নয়।**

এ সবই খুব স্পষ্ট। কিন্তু রুশ মার্কসবাদীরা কি 'বলিষ্ঠ কর্মের' সঙ্গে জাতিগত সমস্যাকে জড়িত না করে পারবে? 'জাতিগুলির স্বাধীনতা' অর্জনের উপায় হিসাবে তারা কি আংশিক সংস্কার, 'একগাদা স্বতন্ত্র আইন-প্রণয়ন'এর উপর ভরসা করতে পারে? যদি তারা তা না পারে এবং পারা উচিতও নয়,

---

* দ্রষ্টব্য—বওয়ারের **জাতিগত প্রশ্ন**, পৃঃ ৪২২।

** দ্রষ্টব্য—স্প্রিংগারের **জাতীয় সমস্যা**, পৃঃ ২৮১-৮২।

তাহলে কি এটা পরিষ্কার নয় যে অস্ট্রীয় এবং রুশদের সংগ্রামের পদ্ধতি এবং তার ভবিষ্যৎও সম্পূর্ণ ভিন্ন হবে? এহেন অবস্থায় কি করে তারা অস্ট্রীয়দের এক-পেশে, দুধে-জলে মেশানো সাংস্কৃতিক-জাতীয় স্বায়ত্তশাসনে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখছে? যে-কোন একটি বেছে নিতে হবে: হয় যারা ধার করার পক্ষে তারা রাশিয়ায় 'বলিষ্ঠ কর্মকাণ্ডের' কথা ভাবে না, অথবা তারা এ ধরনের কাজের কথাই ভাবে, কিন্তু 'জানে না তারা কী করছে।'

পরিশেষে, রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার আশু কর্তব্য সম্পূর্ণ ভিন্ন, সুতরাং তা জাতি-সমস্যা সমাধানের ভিন্ন পদ্ধতি নির্দেশ করে। অস্ট্রিয়াতে পার্লামেণ্টারি ব্যবস্থা আছে এবং বর্তমান অবস্থায় পার্লামেণ্ট ছাড়া অস্ট্রিয়ার উন্নতি সম্ভব নয়। কিন্তু জাতীয় দলগুলির পরস্পরের মধ্যে দারুণ সংঘাতে প্রায়ই অস্ট্রিয়ার পার্লামেণ্টারি ব্যবস্থা এবং আইন-প্রণয়নে অচলাবস্থা দেখা দেয়। এজন্যই পুরানো রাজনৈতিক সংকটে অস্ট্রিয়া দীর্ঘকাল ধরে ভুগছে। সুতরাং জাতিগত সমস্যা হচ্ছে তার রাজনৈতিক জীবনের কেন্দ্র; এটাই হল মূল সমস্যা। সেজন্যই অস্ট্রিয়ার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট রাজনীতিকেরা কোন-না-কোনভাবে সর্বপ্রথম জাতিগত সংঘর্ষের সমাধানে প্রয়াসী হবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই—অবশ্য তা করবে প্রচলিত পার্লামেণ্টারি ব্যবস্থা, পার্লামেণ্টারি পদ্ধতিতেই।...

রাশিয়ায় তা প্রযোজ্য নয়। প্রথমতঃ, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এখানে কোন পার্লামেণ্ট নেই।'[১৩৩] দ্বিতীয়তঃ, এর এটাই প্রধান কথা—রাশিয়ার রাজনৈতিক জীবনের কেন্দ্র জাতি-সমস্যা নয়, কৃষি-সংক্রান্ত সমস্যা। তার ফলে রুশ সমস্যার পরিণতি এবং তদনুযায়ী জাতিগুলির 'মুক্তি'ও রাশিয়ায় কৃষি-সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের সঙ্গে জড়িত, অর্থাৎ সামন্ততন্ত্রের চিহ্নাবশেষের ধ্বংসের সঙ্গে অর্থাৎ দেশের গণতন্ত্রীকরণের সঙ্গে জড়িত। এতেই বোঝা যায় কেন রাশিয়ার জাতিগত সমস্যা স্বতন্ত্র এবং চূড়ান্ত সমস্যা নয়, দেশের সাধারণ এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নেরই একটা অংশ।

স্প্রিংগার লিখছেন, 'অস্ট্রীয় পার্লামেণ্টের বন্ধ্যাত্বের সঠিক কারণ হল যে প্রতিটি সংস্কার জাতীয় দলগুলির মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে, যা তাদের ঐক্যই ক্ষুণ্ণ করতে পারে। সুতরাং পার্টি-নেতারা যা কিছুর মধ্যে সংস্কারের গন্ধ আছে তাকেই এড়িয়ে চলেন। যদি জাতিগুলিকে নাকচ অসম্ভব এমন আইনগত অধিকার দেখা হয় যা তাদের সর্বদা পার্লামেণ্টের মধ্যে জাতীয় জঙ্গী গোষ্ঠী রাখার প্রয়োজনীয়তা থেকে মুক্ত করবে এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার

সমাধানে মনোযোগ দেবার সুযোগ দেবে, তাহলে কেবল তখনি মোটামুটি অস্ট্রিয়ার অগ্রগতি সাধারণভাবে ভাবা যেতে পারে।'*

বওয়ারও একই কথা বলেছেন:

'রাষ্ট্রের পক্ষে জাতীয় শান্তি সর্বাগ্রে অপরিহার্য। ভাষা বিষয়ে অত্যন্ত নির্বোধ প্রশ্নের দ্বারা বা ভাষাগত সীমান্তে উত্তেজিত লোকেদের প্রতিটি কলহের দ্বারা অথবা প্রতিটি নতুন স্কুল ব্যাপারে আইন-প্রণয়নে অচলাবস্থা রাষ্ট্র মেনে নিতে পারে না।'**

এ সবই পরিষ্কার। কিন্তু এটাও কম পরিষ্কার নয় যে রাশিয়ার জাতিগত সমস্যা সম্পূর্ণ ভিন্ন স্তরের। জাতিগত নয়, বরং কৃষি-সংক্রান্ত সমস্যাই রাশিয়ায় প্রগতির ভাগ্য নির্ধারণ করবে। জাতিগত সমস্যা তার কাছে গৌণ।

সুতরাং আমরা পাচ্ছি সমস্যাটির বিভিন্ন উপস্থাপনা, সংগ্রামের বিভিন্ন ভবিষ্যৎ ও পদ্ধতি, বিভিন্ন আশু কর্তব্য। এরকম অবস্থায়, এটা কি পরিষ্কার নয় যে কেবল 'পণ্ডিতেরা'ই যাঁরা, স্থান-কাল বিচার না করে জাতীয় সমস্যার 'সমাধান' করেন, অস্ট্রিয়ার দৃষ্টান্ত গ্রহণের কথা এবং তার কর্মসূচী ধার করার কথা ভাবতে পারেন?

আবার বলছি: বাস্তব ঐতিহাসিক অবস্থা হচ্ছে সবচেয়ে গোড়ার কথা এবং সমস্যাটির দ্বান্দ্বিক উপস্থাপনা হল একে উপস্থাপনার একমাত্র সঠিক পন্থা—এই হল জাতি-সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠি।

(৪)

সংস্কৃতিগত জাতীয় স্বায়ত্তশাসন

আমরা এতক্ষণ আস্ট্রীয় জাতীয় কর্মসূচীর বহিরঙ্গের কথা বলেছি এবং রুশ মার্কসবাদীদের পক্ষে অস্ট্রীয় সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির দৃষ্টান্ত মেনে নিয়ে তাকেই নিজেদের কর্মসূচীরূপে গ্রহণ করা যে অসম্ভব তার পদ্ধতিগত কারণসমূহও বলা হয়েছে।

এখন ঐ কর্মসূচীর মর্মবস্তু পরীক্ষা করে দেখা যাক।

অস্ট্রীয় সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের জাতীয় কর্মসূচী তাহলে কি?

দুটি কথায় তা প্রকাশ করা হয়েছে: সংস্কৃতিগত জাতীয় স্বায়ত্তশাসন।

এর মানে প্রথমেই ধরা যায়, প্রধানতঃ চেক ও পোল অধিবাসিত

---

* দ্রষ্টব্য—স্প্রিংগারের **জাতীয় সমস্যা**, পৃঃ ৩৬।

** দ্রষ্টব্য—বওয়ারের **জাতিগত প্রশ্ন**, পৃঃ ৪০১।

বোহেমিয়া অথবা পোল্যাণ্ড স্বায়ত্তশাসন পাবে না, পাবে সাধারণভাবে চেক ও পোলরা ভূখণ্ড-নির্বিশেষে, অস্ট্রিয়ার যে অংশেই তারা বাস করুক না কেন।

সেজন্যই এই স্বায়ত্তশাসনকে বলা হয় **জাতিগত**, ভূখণ্ডগত নয়।

এর দ্বিতীয় মানে দাঁড়ায় এই যে, অস্ট্রিয়ার বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে আছে যে চেক, পোল, জার্মান ইত্যাদি তাদের ব্যক্তিগতভাবে স্বতন্ত্র মানুষ হিসাবে অখণ্ড জাতিতে সংগঠিত হতে হবে এবং সেভাবেই তারা অস্ট্রীয় রাষ্ট্রের অংশে পরিণত হবে। এইভাবে অস্ট্রিয়া একটি স্বায়ত্তশাসনশীল ভূখণ্ডের সম্মিলন হয়ে উঠবে না, হবে ভূখণ্ড-নির্বিশেষে স্বায়ত্তশাসনশীল জাতিগুলির সম্মিলন।

এর তৃতীয় মানে দাঁড়ায়, চেক, পোল ইত্যাদির জন্য যে জাতিগত প্রতিষ্ঠানগুলি সৃষ্টি হবে, তার এক্তিয়ার কেবল 'সাংস্কৃতিক' সমস্যায়, 'রাজনৈতিক' সমস্যায় নয়। বিশেষতঃ, যে সমস্যাগুলি রাজনৈতিক, সেগুলি সংরক্ষিত থাকবে অস্ট্রীয় পার্লামেন্টের (রাইখ্স্রাট) জন্য।

এইজন্যই এই স্বায়ত্তশাসনকে বলা হয় **সংস্কৃতিগত**, সাংস্কৃতিক-জাতীয় স্বায়ত্তশাসন।

অস্ট্রীয় সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টির ১৮৯৯ সালে অনুষ্ঠিত ব্রুন কংগ্রেসে গৃহীত কর্মসূচীর পাঠ এখানে দেওয়া হল।*

'অস্ট্রিয়ায় জাতিগত অনৈক্য রাজনৈতিক প্রগতিকে ব্যাহত করছে,' 'জাতিগত সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান…হচ্ছে প্রথমতঃ সাংস্কৃতিক প্রয়োজন', 'কেবল সার্বভৌম, প্রত্যক্ষ এবং সমান ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত যথার্থ গণতান্ত্রিক সমাজেই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব'—এই সব উল্লেখের পর কর্মসূচীতে আরও বলা হয়েছে:

'কেবল সমানাধিকার এবং সবরকম অত্যাচার পরিহারের ভিত্তিতেই অস্ট্রিয়ার জনগণের **জাতিগত বৈশিষ্ট্যের**** সংরক্ষণ ও বিকাশ সম্ভব।

---

* দক্ষিণ-স্লাভ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টির প্রতিনিধিরাও এর পক্ষে ভোট দেন। দ্রষ্টব্য—**ব্রুন কংগ্রেসে জাতিগত সমস্যার আলোচনা**, ১৯০৬, পৃঃ ৭২।

** এম. প্যানিনের রুশ অনুবাদে (বওয়ারের বইয়ের তাঁর অনুবাদ দেখুন) 'জাতিগত বৈশিষ্ট্যের' স্থলে 'জাতিগত স্বাতন্ত্র্য' দেওয়া হয়েছে। প্যানিন এই অংশটির ভুল অনুবাদ করেছেন। জার্মান পুস্তকে 'স্বাতন্ত্র্য' শব্দটি নেই। যেটা আছে সেটা হল **নেশনালেন এজেনার্ট** অর্থাৎ **বৈশিষ্ট্য**, যা আসল জিনিস থেকে বহু দূরে।

সুতরাং সর্বাগ্রে বর্জনীয় সবরকম আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় কেন্দ্রীকরণ এবং স্বতন্ত্র প্রদেশগুলির সামন্ততান্ত্রিক সুযোগ-সুবিধা।

'এই অবস্থায়, এবং কেবল এই অবস্থাতেই অস্ট্রিয়ায় জাতীয় অনৈক্যের পরিবর্তে নিম্নলিখিত সূত্রে জাতীয় শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব :

'১। অস্ট্রিয়া নানা জাতির গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রে রূপান্তরিত হবে।

'২। ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত প্রদেশগুলি জাতীয়ভাবে সীমায়িত স্বয়ং-শাসিত কর্পোরেশনে পরিবর্তিত হবে, এর প্রত্যেকটিতে সার্বভৌম, প্রত্যক্ষ এবং সমানাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত জাতীয় পার্লামেন্টের ওপরেই আইন-প্রণয়ন এবং প্রশাসন ন্যস্ত হবে।

'৩। একই জাতির স্বয়ংশাসিত অঞ্চলগুলি অবশ্যই একটিমাত্র জাতীয় সম্মিলন গঠন করবে, তাই সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে নিজেদের জাতীয় ব্যাপারগুলি পরিচালনা করবে।

'৪। রাজকীয় পার্লামেন্ট থেকে বিশেষ আইন পাশ করে জাতীয় সংখ্যা-লঘু সম্প্রদায়ের অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে।'

অস্ট্রিয়ার সব জাতির সংহতির প্রতি আবেদন জানিয়ে কর্মসূচী শেষ হয়েছে।*

বুঝতে কষ্ট হয় না যে এই কর্মসূচীতে 'ভূখণ্ডবাদের' কিছু কিছু চিহ্ন আছে, কিন্তু সাধারণভাবে এ জাতিগত স্বায়ত্তশাসনের সূত্ররূপ দিয়েছে। বিশেষ কারণেই সাংস্কৃতিক-জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে প্রথম আন্দোলনকারী স্প্রিংগার এটিকে সোৎসাহে** অভিনন্দন জানিয়েছেন ; এটিকে জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে 'তত্ত্বগত বিজয়'*** বলে বওয়ারও এই কর্মসূচী সমর্থন করেছেন; শুধু বিষয়টিকে আরও পরিষ্কার করার জন্য তাঁর প্রস্তাব—৫নং সূত্রটিকে আরও সুনির্দিষ্ট করা হোক, যাতে শিক্ষা-সংক্রান্ত এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক ব্যাপার পরিচালনের জন্য 'প্রত্যেক স্বয়ংশাসিত অঞ্চলের সংখ্যালঘু জাতিগুলিকে এক একটি সর্বজনিক প্রতিষ্ঠানে' পরিণত করার দাবি ঘোষিত হয়।†

এই হচ্ছে অস্ট্রীয় সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির জাতীয় কর্মসূচী।

---

*Verhandlungen des Gesamtparteitages in Brünn, 1899.

** দ্রষ্টব্য—স্প্রিংগারের **জাতীয় সমস্যা,** পৃঃ ২৮৬।

*** দ্রষ্টব্য—**জাতিগত প্রশ্ন,** পৃঃ ৫৪৯।

† ঐ, পৃঃ ৫৫৫।

এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি বিশ্লেষণ করে দেখা যাক।

দেখা যাক কীভাবে অস্ট্রিয়ার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টি সাংস্কৃতিক-জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের যাথার্থ্য প্রতিপাদন করে।

সাংস্কৃতিক-জাতীয়.স্বায়ত্তশাসন তাত্ত্বিক স্প্রিংগার এবং বওয়ারের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক।

নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ব্যতিরেকেই স্বতন্ত্র ব্যক্তিবর্গের একটা সম্মিলন হচ্ছে জাতি —এখান থেকেই জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের যাত্রারম্ভ।

স্প্রিংগারের মতে 'জাতিসত্তা মূলতঃ ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত নয়', জাতি হল 'ব্যক্তিবর্গের স্বায়ত্ত-শাসনমূলক সম্মিলন'।*

বওয়ারও বলেন, জাতি হচ্ছে 'কোন বিশেষ অঞ্চলে পূর্ণ সার্বভৌমত্ব' ভোগ করে এমন এক 'ব্যক্তিবর্গের সম্মিলন।'**

কিন্তু একটি জাতির অন্তর্গত ব্যক্তিরা সর্বদা একসঙ্গে জমাট বেঁধে বাস করে না; প্রায়ই তারা নানা দলে বিভক্ত হয়ে সেইভাবে নানা বিরুদ্ধ জাতীয় অবয়বের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। পুঁজিবাদই তাদের এইভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে ও শহরে জীবিকার সন্ধানে ছড়িয়ে যেতে বাধ্য করে। কিন্তু যখন তারা বিদেশী জাতীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ করে, তখন সেখানে তারা সংখ্যালঘু হয়ে দেখা দেয়, স্থানীয় সংখ্যাগুরু জাতি কর্তৃক তাদের ভাষা, স্কুল ইত্যাদির উপর বাধানিষেধ চাপানোর ফলে তাদের কষ্টভোগ করতে হয়। এর থেকেই জাতিতে জাতিতে সংঘাত। এখানেই ভূখণ্ডমূলক স্বায়ত্তশাসনের 'অকার্যকারিতা'। স্প্রিংগার ও বওয়ারের মতে এরকম অবস্থায় একমাত্র সমাধান হচ্ছে রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে থাকা একটি নির্দিষ্ট জাতির সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিকে একটিমাত্র সাধারণ আন্তঃশ্রেণী জাতীয় সম্মিলনে সংগঠিত করা। তাদের মতে একমাত্র এরকম সম্মিলনই সংখ্যালঘু জাতির সাংস্কৃতিক স্বার্থ রক্ষা করতে পারে এবং জাতিগত বিরোধের অবসান ঘটাতে পারে।

স্প্রিংগার বলছেন, 'সেজন্যই জাতিগুলিকে সংগঠিত করা দরকার, তাদের অধিকার ও দায়িত্ব দেওয়া দরকার।'† অবশ্য 'আইনের খসড়া সহজেই করা যায়, কিন্তু তা কি কার্যকর হবে?'...'কেউ যদি জাতির জন্য আইন করতে

* দ্রষ্টব্য—স্প্রিংগারের জাতীয় সমস্যা, পৃঃ ১৯।

** দ্রষ্টব্য—জাতিগত প্রশ্ন, পৃঃ ২৮৬।

† দ্রষ্টব্য—জাতীয় সমস্যা, পৃঃ ৭৪।

চায়, তাকে প্রথমে জাতি সৃষ্টি করতে হবে'* 'যতক্ষণ জাতিগুলি না গঠিত হচ্ছে ততক্ষণ জাতীয় অধিকার সৃষ্টি করা এবং জাতীয় বিরোধ দূর করাও অসম্ভব।**

বওয়ারও অনুরূপ ভাব প্রকাশ করে 'শ্রমিকশ্রেণীর দাবি' হিসাবে প্রস্তাব দিয়েছেন যে, 'ব্যক্তিগত নীতির ভিত্তিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির প্রকাশ্য কর্পোরেশনে পরিণত হওয়া উচিত।'***

কিন্তু একটা জাতি কি করে সংগঠিত হবে? কি করে নির্ধারিত হবে একজন ব্যক্তি কোন্ জাতিভুক্ত?

স্প্রিংগার বলেন, 'জাতিসত্তা নির্ণীত হবে পরিচয়পত্র দিয়ে; একটি বিশেষ অঞ্চলের প্রত্যেক ব্যক্তি অবশ্যই ঘোষণা করবে সে ঐ অঞ্চলের কোন্ জাতির অন্তর্ভুক্ত।'†

বওয়ার বলেন, 'ব্যক্তিগত নীতিতে ধরেই নেওয়া হয় যে জনসংখ্যা নানা জাতিতে বিভক্ত হবে।...সাবালক নাগরিকদের স্বাধীন ঘোষণার দ্বারা জাতীয় রেজিষ্টার তৈরী করতে হবে।'‡

আরও আছে:

বওয়ার বলছেন, 'জাতিগতভাবে সমজাতীয় জেলার জার্মানরা এবং দ্বি-জাতিসম্পন্ন জেলার রেজিস্টারভুক্ত জার্মানরা জার্মান জাতি গঠন করবে এবং একটি জাতীয় কাউন্সিল নির্বাচন করবে।'§

চেক, পোল এবং অন্যান্য জাতি সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য।

স্প্রিংগারের মতে **জাতীয় কাউন্সিল** হচ্ছে নীতি প্রতিষ্ঠার ও অনুদান দেবার ক্ষমতা-সম্পন্ন জাতির সাংস্কৃতিক পার্লামেন্ট, অর্থাৎ জাতীয় শিক্ষা, জাতীয় সাহিত্য, কলা ও বিজ্ঞান, আকাদমি, মিউজিয়ম, গ্যালারি, রঙ্গমঞ্চ ইত্যাদির ওপর অভিভাবকত্ব থাকবে।'¶

এই হবে জাতির সংগঠন এবং তার কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান।

বওয়ারের মতে, এই আন্তঃশ্রেণী প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে অস্ট্রীয় সোশ্যাল

---

* ঐ, পৃঃ ৮৮-৮৯।

** ঐ, পৃঃ ৮৯।

*** দ্রষ্টব্য—**জাতিগত প্রশ্ন**, পৃঃ ৮৮২।

† দ্রষ্টব্য—**জাতীয় সমস্যা**, পৃঃ ২২৬।

‡ দ্রষ্টব্য—**জাতিগত প্রশ্ন**, পৃঃ ৩৬৮।

§ ঐ, পৃঃ ৩৭৫।

¶ দ্রষ্টব্য—**জাতীয় সমস্যা**, পৃঃ ২৩৪।

ডিমোক্র্যাটিক পার্টি 'জাতীয় সংস্কৃতিকে…সমগ্র জনগণের সম্পত্তি করা এবং তার দ্বারা **জাতির সমস্ত মানুষকে একই জাতীয়-সংস্কৃতিগত সম্প্রদায়ে ঐক্যবদ্ধ করার'** চেষ্টা করে চলেছে* (বড় হরফ আমাদের)।

মনে করা যেতে পারে এ সবই কেবল অস্ট্রিয়াতে প্রযোজ্য। কিন্তু বওয়ার একমত নন। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন অস্ট্রিয়ার মতো বহুজাতিক রাষ্ট্রের পক্ষে জাতীয় স্বায়ত্তশাসন অপরিহার্য।

বওয়ারের মতে, 'বহুজাতিক রাষ্ট্রে সব জাতিরই শ্রমিকশ্রেণী জাতীয় স্বায়ত্তশাসন দাবি করে সম্পত্তিশালী শ্রেণীর জাতীয় শক্তিনীতির বিরোধিতা করে।'**

তারপর, অজ্ঞাতসারে জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের বদলে জাতীয় স্বায়ত্তশাসন বসিয়ে, তিনি আরও বলেন:

'সুতরাং, বহুজাতিক রাষ্ট্রে সব জাতিরই সর্বহারার সাংবিধানিক কর্মসূচী অবশ্যই হবে জাতীয় স্বায়ত্তশাসন, জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ।'***

কিন্তু তিনি আরও এগিয়েছেন। তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করেন যে, তাঁর এবং স্প্রিংগারের 'গঠিত' আন্তঃশ্রেণী 'জাতীয় সম্মিলন' ভবিষ্যৎ সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রাক্‌রূপের ভূমিকা নেবে। কারণ তিনি জানেন যে, 'সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা… মানবসমাজকে জাতিগতভাবে সীমায়িত নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত করবে';**** সমাজতন্ত্রের আমলে 'ঐক্যবদ্ধ মানবসমাজ স্বায়ত্তশাসনশীল নানা জাতীয় সম্প্রদায়ে শ্রেণীভুক্ত হবে';† এইভাবে 'সমাজতান্ত্রিক সমাজ নিঃসন্দেহে ব্যক্তিবর্গের এবং ভূখণ্ডগত সংস্থার জাতীয় সম্মিলন এর একটি পরীক্ষিত চিত্র উপস্থিত করবে'‡ এবং সেই অনুসারে 'জাতিসত্তা বিষয়ে সমাজতন্ত্রী নীতি হচ্ছে জাতীয় নীতি ও জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের উচ্চতর সমন্বয়।'§

মনে হয়, এই যথেষ্ট হয়েছে।…

এইগুলিই হল সাংস্কৃতিক-জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে বওয়ার ও স্প্রিংগার প্রদত্ত যুক্তি।

---

* দ্রষ্টব্য—**জাতিগত প্রশ্ন,** পৃঃ ৫৫৩।

** ঐ, পৃঃ ৩৩৭।

*** দ্রষ্টব্য—**জাতিগত প্রশ্ন,** পৃঃ ৩৩৩।

**** ঐ, পৃঃ ৫৫৫।

† ঐ, পৃঃ ৫৫৬।

‡ ঐ, পৃঃ ৫৪৩।

§ ঐ, : ৫৪২।

প্রথমেই যেটা নজরে পড়ে সেটা হল সম্পূর্ণ অবোধ্যভাবে এবং পুরোপুরি অন্যায্যভাবে জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে জাতিগত স্বায়ত্তশাসন চালানো। হয় বওয়ার আত্মনিয়ন্ত্রণের অর্থ বুঝতে পারেননি, নয়তো তিনি জানেন, কিন্তু কোন-না-কোন কারণে ইচ্ছাকৃতভাবে এর অর্থ খর্ব করেছেন। কারণ এতে কোন সন্দেহ নেই যে (ক) সাংস্কৃতিক-জাতীয় স্বায়ত্তশাসন বহুজাতিক রাষ্ট্রের অখণ্ডতা আগে থেকেই ধরে নেয়, কিন্তু আত্মনিয়ন্ত্রণ অখণ্ডতার এই চৌহদ্দির বাইরে চলে যায়, এবং (খ) আত্মনিয়ন্ত্রণ জাতিকে পূর্ণ অধিকার দেয়, যেখানে জাতীয় স্বায়ত্তশাসন দেয় শুধু 'সাংস্কৃতিক' অধিকার। এই হল পয়লা নম্বর।

দ্বিতীয়তঃ, ভবিষ্যতের কোন সময়ে ভিতর ও বাইরের এমন অবস্থা-সমন্বয় হতে পারে, যাতে বহুজাতির মধ্যে কোন-না-কোন জাতি বহুজাতিক রাষ্ট্র থেকে, ধরুন অস্ট্রিয়া থেকে, বিচ্ছিন্ন হবার সিদ্ধান্ত করতে পারে। রুথেনিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা কি ব্রুন পার্টি কংগ্রেসে তাদের জনগণের 'দুই অংশকে' একটি অখণ্ডতায় ঐক্যবদ্ধ করার আগ্রহ দেখায়নি ?* এরকম ক্ষেত্রে জাতীয় স্বায়ত্তশাসন যা নাকি **'সব জাতির সর্বহারাদের জন্য অনিবার্য'** তার কি হবে ? প্রোক্রাস্টেসের খাটের মতো একটি নিরেট রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যে নানা জাতিকে যান্ত্রিকভাবে চেপে ধরলে সমস্যার কোন্ ধরনের 'সমাধান' পাওয়া যাবে ?

তাছাড়া, জাতীয় স্বায়ত্তশাসন হল জাতিগুলির সমগ্র বিকাশধারারই পরিপন্থী। এর দাবি হচ্ছে জাতিগুলির সংগঠন ; কিন্তু যদি অর্থনৈতিক বিকাশ জাতিগুলির সব গোষ্ঠীকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং সেই সব গোষ্ঠী নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে, তখন কি তাদের কৃত্রিমভাবে সংযুক্ত করা যায় ? সন্দেহ নেই যে পুঁজিবাদের গোড়ার দিকে জাতিগুলি একত্রে সংযুক্ত থাকে। কিন্তু এতেও কোন সন্দেহ নেই যে পুঁজিবাদের উচ্চতর পর্যায়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ার একটা প্রক্রিয়া শুরু হয়, এই প্রক্রিয়ার ফলে অনেক গোষ্ঠী জাতিগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবিকার সন্ধানে অন্য অঞ্চলে চলে যায় এবং পরে স্থায়ীভাবে বসবাস করে ; এই সবের ফলে, এই নতুন বসবাসকারী তাদের পুরানো সংযোগ হারিয়ে ফেলে এবং নতুন বসতির নতুন সংযোগ লাভ করে এবং পুরুষানুক্রমে নতুন আচরণ, নতুন রুচি এবং সম্ভবতঃ নতুন ভাষাও লাভ করে। প্রশ্ন উঠবে : এত পৃথক নানা গোষ্ঠীকে কি একটিমাত্র জাতি-

* দ্রষ্টব্য—'ব্রুন সোশ্যাল ডিমোক্রাটিক পার্টির কার্যবিবরণী', পৃঃ ৪৮।

সম্মিলনে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব? যা ঐক্যবদ্ধ করা যায় না, তাকে এক করার ঐন্দ্রজালিক যোগসূত্র কোথায়? দৃষ্টান্তস্বরূপ বাল্টিক প্রদেশের জার্মানদের এবং ট্রান্স-ককেশিয়ার জার্মানদের 'একটি জাতিতে ঐক্যবদ্ধ' করার কথা কি ভাবা যায়? কিন্তু যদি এটা অকল্পনীয় এবং অসম্ভব হয়, তাহলে পুরানো জাতীয়তাবাদী, যারা ইতিহাসের চাকাকে পেছনে ফেরাতে চেয়েছিল, তাদের কল্পনাবিলাসের সঙ্গে জাতিগত স্বায়ত্তশাসনের পার্থক্য কোথায়?

কিন্তু কেবল দেশান্তরের ফলেই জাতির ঐক্য ক্ষুন্ন হয় না। অভ্যন্তরীণ কারণেও তা হ্রাস পায়, যেমন শ্রেণী-সংগ্রামের ক্রমবর্ধমান তীব্রতার ফলে। পুঁজিবাদের গোড়ার যুগেও শ্রমিকশ্রেণী এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর এক 'সাধারণ সংহতি'র কথা বলা যেত। কিন্তু বৃহদায়তন শিল্প বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যেমনি শ্রেণী-সংগ্রাম তীব্র থেকে তীব্রতর হয়, এই 'সাধারণ সংহতি' তেমনি গলে যেতে আরম্ভ করে। যখন এক এবং একই জাতির মালিক এবং শ্রমিক পরস্পরকে বুঝতে পারে না, তখন 'সাধারণ সংহতি'র কথা গুরুত্ব দিয়ে বলাও যায় না। যখন বুর্জোয়াদের তৃষ্ণা যুদ্ধের জন্য, আর শ্রমিকদের ঘোষণা 'যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ', তখন কি 'সাধারণ ভাগ্য' থাকতে পারে? এইরকম বিরোধী উপাদান নিয়ে কি একটি আন্তঃশ্রেণীজাতীয় সম্মিলন গঠন করা যেতে পারে? এবং এর পরে কি কেউ 'জাতির সব মানুষকে জাতীয়-সাংস্কৃতিক ঐক্যের সম্মিলন'-এর কথা বলতে পারে?* এটা কি স্পষ্ট নয় যে জাতীয় স্বায়ত্তশাসন শ্রেণী-সংগ্রামের সমগ্র ধারারই বিরোধী?

কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য ধরে নেওয়া যাক, 'জাতিকে সংগঠিত কর' শ্লোগানটি কার্যকর। এটা বোঝা যায়, বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদী পার্লামেণ্ট-সদস্যরা জাতিকে 'সংগঠিত' করে আরও বেশি ভোটের আশায়। কিন্তু সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা কবে থেকে জাতি 'সংগঠন', জাতি 'গঠন', জাতি 'সৃষ্টি' নিয়ে ব্যস্ত হতে আরম্ভ করল?

শ্রেণী-সংগ্রাম যে যুগে তীব্রতম রূপ নিচ্ছে, সে যুগে যারা আন্তঃশ্রেণী জাতী সংহতি সংগঠন করে, তারা কি রকম সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট? এখনও পর্যন্ত অন্য সব সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট পার্টির মতো অস্ট্রীয় পার্টির সামনে একটিই কর্তব্য ছিল: সর্বহারাদের সংগঠিত করা। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, সেই কর্তব্য 'পুরানো' হয়ে গেছে। স্প্রিংগার ও বওয়ার এখন 'নতুন' কর্তব্য, আরও

* বওয়ারের **জাতিগত প্রশ্ন**, পৃঃ ৫৫৩।

বেশি গুরুতর কর্তব্য, নির্ধারণ করছেন যথা জাতি 'সৃষ্টি করা', 'সংগঠিত করা'।

যাই হোক, যুক্তিশাস্ত্রেরও একটা নিয়মিকতা আছে: যিনি জাতীয় স্বায়ত্ত-শাসন গ্রহণ করবেন, তিনি অবশ্যই এই 'নতুন' কর্তব্যও করবেন, কিন্তু শেষোক্তকে গ্রহণ করার মানে হল শ্রেণীগত অবস্থানত্যাগ করা এবং জাতীয়তার পথ গ্রহণ করা।

স্প্রিংগার ও বওয়ারের সাংস্কৃতিক-জাতীয় স্বায়ত্তশাসন আসলে জাতীয়তা-বাদেরই সূক্ষ্ম প্রকারভেদ।

এটা মোটেই আকস্মিক নয় যে অস্ট্রিয়ার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের জাতীয় কর্মসূচী 'জাতিগুলির বৈশিষ্ট্যসমূহের রক্ষা এবং বিকাশ'-এর দায়িত্ব নির্দেশক। ভেবে দেখুন: ট্রান্স-ককেশীয় তাতারদের শাখেসি ভাখেসি উৎসবের আত্ম-নিগ্রহের মতো 'জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলি' 'রক্ষা' করতে হবে; কিংবা জর্জীয়দের প্রতিশোধ গ্রহণের 'জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলি' 'বিকশিত' করতে হবে!…

এই ধরনের দাবি পুরোপুরি বুর্জোয়া জাতীয় কর্মসূচীর উপযুক্ত; এবং যদি অস্ট্রীয় সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের কর্মসূচীতে তা দেখা যায়, তাহলে বুঝতে হবে জাতীয় স্বায়ত্তশাসন এ ধরনের দাবি মেনে নেয়, বাতিল করে না।

কিন্তু যদি জাতীয় স্বায়ত্তশাসন এখন অনুপযোগী হয়, তাহলে ভবিষ্যতের সমাজতান্ত্রিক সমাজে তো আরও অনুপযোগী হয়ে পড়বে।

'জাতিগতভাবে সীমায়িত নানা সম্প্রদায়ে মানবসমাজের বিভাজন'* সম্পর্কে বওয়ারের ভবিষ্যদ্বাণী আধুনিক মানবসমাজের সমগ্র বিকাশধারাতেই প্রত্যাখ্যাত হয়ে গেছে। জাতিগত ব্যবধান দৃঢ়তর হচ্ছে না, বরং ভেঙে পড়ছে, ধ্বসে পড়ছে। চল্লিশের দশকেই মার্কস ঘোষণা করেছিলেন যে, 'মানুষের মধ্যে জাতিগত পার্থক্য এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা দিনে দিনে লোপ পাচ্ছে', এবং 'শ্রমিক-শ্রেণীর প্রাধান্যে সেগুলি আরও দ্রুত লোপ পাবে'।[১৩৪] মানবজাতির পরবর্তীকালীন বিকাশ এবং এর সঙ্গে যুক্ত পুঁজিবাদী উৎপাদনের বিপুল বিশাল প্রসার, জাতিসমূহের পুনর্বিন্যাস এবং আরও বৃহত্তর ভূখণ্ডে মানুষের সম্মিলনগুলি জোরের সঙ্গেই মার্কসের চিন্তাধারাকে প্রমাণিত করে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজকে 'ব্যক্তি এবং আঞ্চলিক সংস্থাগুলির জাতীয় সম্মিলনের একটা পরীক্ষিত চিত্র' রূপে বওয়ারের দেখানোর ইচ্ছাটা মার্কসের

* এই অধ্যায়ের শুরু দেখুন।

সমাজতন্ত্রের ধারণার নামে বাকুনিনের ধারণারই সংশোধিত সংস্করণ চালানোর কুণ্ঠিত প্রয়াস। সমাজতন্ত্রের ইতিহাস প্রমাণ করে যে এরকম প্রত্যেকটি প্রয়াসের মধ্যেই অবশ্যম্ভাবী ব্যর্থতার বীজ নিহিত থাকে।

বওয়ারের প্রশংসিত 'জাতিসত্তার সমাজতান্ত্রিক নীতি'র প্রকৃতি উল্লেখের প্রয়োজন নেই; আমাদের মতে তা হল **শ্রেণী-সংগ্রামের** সমাজতান্ত্রিক নীতির বদলে বুর্জোয়াসুলভ **জাতিসত্তার নীতি** চালু করা। যদি জাতীয় স্বায়ত্তশাসন এই ধরনের সন্দেহজনক নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে, এর দ্বারা শ্রমিক-আন্দোলনের শুধু ক্ষতিই হবে।

একথা সত্য যে, এই ধরনের জাতীয়তাবাদ খুব পরিষ্কার নয়, কারণ নিপুণভাবে এতে বাগ্‌বিন্যাসের মুখোস আঁটা আছে; কিন্তু সেজন্যই তা সর্বহারাদের পক্ষে আরও বেশি ক্ষতিকর। আমরা খোলাখুলি জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সর্বদাই লড়তে পারি, কেননা তাকে চেনা সহজ। যখন তা মুখোস-পরা এবং মুখোসের আড়ালে চেনার অসাধ্য, তখন তার সঙ্গে লড়াই করা অনেক বেশি কঠিন। সমাজতন্ত্রের আবরণে সুরক্ষিত হয়ে তা বেশি দুর্ভেদ্য এবং বেশি স্থিতিশীল হয়ে ওঠে। শ্রমিকদের মধ্যে অংকুরিত হলে তা আবহাওয়াকে বিষাক্ত করে এবং বিভিন্ন জাতির শ্রমিকদের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাসের ও পার্থক্যের ক্ষতিকর ধ্যানধারণা ছড়ায়।

কিন্তু জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের ক্ষতিকর দিকগুলির এখানেই শেষ নয়। এই নীতি শুধু জাতিগুলির পরস্পরের মধ্যে পার্থক্যের ভিত্তিই তৈরী করে না, সংযুক্ত শ্রমিক-আন্দোলন ভাঙার ভিত্তিও তৈরী করে। জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের ধারণা সংযুক্ত শ্রমিক-পার্টিকে জাতীয় ধারায় গঠিত অনেকগুলি পৃথক পার্টিতে ভাগ হয়ে যাবার মানসিক অবস্থা সৃষ্টি করে। পার্টির ভাঙন থেকে ট্রেড ইউনিয়নেও ভাঙন দেখা দেয় এবং তার ফল হচ্ছে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা। এইভাবে ঐক্যবদ্ধ শ্রেণী-আন্দোলন পৃথক পৃথক সংকীর্ণ আন্দোলনে ভাগ হয়ে যায়।

'জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের' স্বদেশে অস্ট্রিয়াতেই এর দৃষ্টান্ত সবচেয়ে শোচনীয়। ১৮৯৭ সালের দিকে (উইমবার্গ পার্টি কংগ্রেস[১৩৫]), একদা অ-বিভক্ত অস্ট্রীয় সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টি পৃথক পৃথক পার্টিতে ভাঙতে আরম্ভ করে। এই ভাঙন আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠল ব্রুন পার্টি কংগ্রেসের (১৮৯৯) পরে, তাতে জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। ব্যাপার শেষ পর্যন্ত

এমন এক পর্যায়ে দাঁড়াল যে ঐক্যবদ্ধ আন্তর্জাতিক একটি পার্টির পরিবর্তে এখন দেখা দিয়েছে ছটি জাতীয় পার্টি, তার মধ্যে চেক সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টির সঙ্গে জার্মান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টির কোন সংস্রবই নেই।

কিন্তু পার্টিগুলির সঙ্গেই যুক্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলি। অস্ট্রিয়ায় পার্টিগুলিতে এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে উভয় ক্ষেত্রেই কাজের চাপ মূলতঃ একই সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক শ্রমিকদের ওপরে পড়ে। সুতরাং এই আশংকার কারণ আছে যে, পার্টির মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদ ট্রেড ইউনিয়নেও বিচ্ছিন্নতাবাদ আনবে এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলি ভেঙে পড়বে। বস্তুতঃ তা-ই হয়েছে : ট্রেড ইউনিয়নগুলিও জাতীয়তা অনুযায়ী বিভক্ত হয়েছে। এখন প্রায়ই ব্যাপার এতদূর গড়াচ্ছে যে জার্মান শ্রমিকদের ধর্মঘট চেক শ্রমিকরা ভাঙবে, কিংবা মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে জার্মান শ্রমিকদের বিরুদ্ধে এমনকি চেক বুর্জোয়াদের সঙ্গেও মিলিত হবে।

উপরিলিখিত আলোচনা থেকে দেখা যাবে, সাংস্কৃতিক-জাতীয় স্বায়ত্ত-শাসন জাতি-সমস্যার কোন সমাধানই নয়। শুধু তাই নয়, যে পরিস্থিতি শ্রমিক-আন্দোলনের ঐক্য ধ্বংসের সহায়তা করে, জাতীয়তার ভিত্তিতে শ্রমিকদের পৃথকীকরণ উৎসাহিত করে এবং তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিয়ে তোলে, সে পরিস্থিতি সৃষ্টি করে এ সমস্যাটিকে জটিল করে ও গুলিয়ে ফেলে।

এই তো হচ্ছে জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের ফসল।

(৫)

বুন্দ, তার জাতীয়তাবাদ, তার বিচ্ছিন্নতাবাদ

আমরা পূর্বেই বলেছি যে বওয়ার চেক, পোল প্রমুখ জাতির জন্য জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজনীয়তা যখন মঞ্জুর করছেন তখনি তিনি ইহুদিদের অনুরূপ স্বায়ত্তশাসনের বিরোধিতা করছেন। ‘শ্রমিকশ্রেণী কি ইহুদি-জনগণের জন্য স্বায়ত্তশাসন দাবি করবে?’ এই প্রশ্নের উত্তরে বওয়ার বলেন যে ‘ইহুদি শ্রমিকদের জন্য স্বায়ত্তশাসন দাবি করা যেতে পারে না।’* বওয়ারের মতে এর কারণ হল ‘পুঁজিবাদী সমাজ তাদের (ইহুদিদের—জে. স্ত.) জাতি হিসাবে টিঁকে থাকা অসম্ভব করে তোলে।’**

* দ্রষ্টব্য—জাতিগত প্রশ্ন, পৃঃ ৩১, ৩৯৬।

** ঐ, পৃঃ ৩৮৯।

সংক্ষেপে দাঁড়ায়, ইহুদি জাতি ফুরিয়ে আসছে, সুতরাং জাতীয় স্বায়ত্তশাসন দাবি করার মতো কেউ নেই। ইহুদিরা অপরাপর জাতির সঙ্গে মিলেমিশে যাচ্ছে।

জাতি হিসাবে ইহুদিদের ভাগ্য সম্পর্কে এই ধারণা নতুন কিছু নয়। চল্লিশের দশকের*[136] গোড়াতেই মার্কস প্রধানতঃ জার্মান ইহুদি প্রসঙ্গে এরকম মত প্রকাশ করেছিলেন। রুশ ইহুদি প্রসঙ্গে ১৯০৩ সালে কাউটস্কি এই মতের পুনরাবৃত্তি করেন।** বওয়ার এখন আবার অস্ট্রীয় ইহুদিদের সম্পর্কে একই মতের পুনরাবৃত্তি করছেন, অবশ্য একটু পার্থক্য আছে, ইহুদি জাতির বর্তমান নয়, ভবিষ্যৎকেই তিনি অস্বীকার করেছেন।

'ইহুদিদের বসবাসের কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ড নেই'***—এই ঘটনার ভিত্তিতেই বওয়ার ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন, জাতি হিসাবে ইহুদিদের অস্তিত্ব রক্ষা করা অসম্ভব। এই ব্যাখ্যা যদিও মূলতঃ ঠিক, কিন্তু কোনমতেই সমগ্র সত্যের পরিচায়ক নয়। ঘটনার অন্তর্নিহিত সত্য এই যে প্রথমতঃ ইহুদিদের মধ্যে জমির সঙ্গে সংযুক্ত কোন বড় এবং স্থায়ী অংশ নেই যা সহজেই জাতিকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে পারে, কেবল কাঠামো হিসাবে নয়, 'জাতীয়' বাজার হিসাবেও। পঞ্চাশ-ষাট লাখ রুশ ইহুদিদের মধ্যে শতকরা তিন থেকে চারভাগ মাত্র কোন-না-কোনভাবে চাষবাসের সঙ্গে যুক্ত। বাকি শতকরা ছিয়ানব্বই ভাগ ব্যবসা-বাণিজ্য, শহরের প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিযুক্ত, এবং সাধারণতঃ তারা শহরের বাসিন্দা; তা ছাড়া তারা সারা রাশিয়ায় ইতস্ততঃ ছড়ানো এবং কোন জেলাতেই সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়।

এইভাবে অন্য জাতির বাসভূমিতে সংখ্যালঘুরূপে ইহুদিরা সাধারণভাবে 'বিদেশীই' থেকে যাচ্ছে শিল্পপতি, ব্যবসায়ী এবং বুদ্ধিজীবিক পেশার লোক হিসাবে; স্বভাবতঃই তাদের ভাষা প্রভৃতি ব্যাপারে 'বিদেশী জাতিদের' সঙ্গে মানিয়ে চলতে হয়। পুঁজিবাদের উন্নত রূপের বৈশিষ্ট্য হিসাবে জাতিগুলির মধ্যে ক্রমবর্ধমান ওলট-পালট এবং তার সঙ্গে এইসব মিলে ইহুদিদের আত্তীকরণের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। 'পেল বন্দোবস্ত' রহিত হলে আত্তীকরণ পদ্ধতিকেই ত্বরান্বিত করা হবে মাত্র।

* দ্রষ্টব্য—কার্ল মার্কসের 'ইহুদি সমস্যা', ১৯০৬।

** কার্ল কাউটস্কির 'কিশিনেভ কর্মসূচী ও ইহুদি সমস্যা', ১৯০৩।

*** দ্রষ্টব্য—**জাতিগত প্রশ্ন**, পৃঃ ৩৮৮।

তার ফলে রুশ ইহুদিদের জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটি একটু অদ্ভুত ধরনের রূপ নিচ্ছে : এমন একটি জাতির জন্য স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব করা হচ্ছে যার ভবিষ্যৎ স্বীকৃতিহীন এবং যার অস্তিত্ব এখনও প্রমাণ-সাপেক্ষ !

তৎসত্ত্বেও, জাতীয় স্বায়ত্তশাসন নীতি অনুযায়ী 'জাতীয় কর্মসূচী' গ্রহণ করে বুন্দদের ষষ্ঠ কংগ্রেসে (১৯০৫) এই অদ্ভুত দুর্বল ব্যবস্থাই গৃহীত হয়েছে।

দুটি ঘটনা বুন্দকে এই পন্থা গ্রহণে বাধ্য করেছিল।

প্রথম ঘটনাটি হল ইহুদিদের এবং শুধু ইহুদিদেরই সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক শ্রমিকদের সংগঠনরূপে বুন্দের অস্তিত্ব। এমনকি ১৮৯৭ সালের আগেই ইহুদি শ্রমিকদের মধ্যে সক্রিয় সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক গোষ্ঠীগুলি 'একটি বিশেষ ইহুদি শ্রমিক সংগঠন'* গড়া স্থির করে। ১৮৯৭ সালে বুন্দ গঠনের উদ্দেশ্যে তারা একত্র হয়ে এরূপ একটি সংগঠন তথা বুন্দ স্থাপন করে। সেই সময়ে একটি সুসংহত সংস্থারূপে রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির কার্যতঃ কোন অস্তিত্বই ছিল না। বুন্দ একইভাবে বেড়ে চলল, ছড়িয়ে পড়ল এবং রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির অন্ধকার দিনগুলির পটভূমিতে ক্রমশঃ স্পষ্টতর হয়ে উঠল।... তারপরেই এল বিংশ শতক। একটি ব্যাপক শ্রমিক-আন্দোলন জন্ম নিল। পোল সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি বাড়তে লাগল এবং ইহুদি শ্রমিকদের গণ-সংগ্রামে টেনে আনল। রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি বেড়ে উঠল এবং 'বুন্দ' শ্রমিকদের আকর্ষণ করল। কোন ভূখণ্ডগত ভিত্তি না থাকায় বুন্দের জাতীয় কাঠামোটা খুবই সংকীর্ণ হয়ে পড়ল। বুন্দের সামনে সমস্যা দাঁড়াল—হয় সাধারণ আন্তর্জাতিক প্রবাহে মিশে যেতে হয় নতুবা ভূখণ্ড-ব্যতিরিক্ত একটি সংগঠন হিসাবে স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখতে হয়। বুন্দ শেষের পথটিই বেছে নিল।

এইভাবেই 'তত্ত্বটি' গড়ে উঠল যে, বুন্দই হচ্ছে 'ইহুদি সর্বহারাদের একমাত্র প্রতিনিধি'।

কিন্তু কোন 'সরল' পথেও এই অদ্ভুত 'তত্ত্বকে' সমর্থন করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। কোন-না-কোন রকম 'নীতি'র ভিত্তি, কিছুটা 'নীতিগত' যাথার্থ্য প্রয়োজন। সাংস্কৃতিক-জাতীয় স্বায়ত্তশাসন হল সেইরকম একটি ভিত্তি। অস্ট্রীয় সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের কাছ থেকে ধার করে বুন্দ সেই নীতিকেই আঁকড়ে রইল। যদি অস্ট্রীয়দের এ ধরনের কর্মসূচী নাও থাকত, বুন্দ নিজের অস্তিত্বের 'নীতিগত' সমর্থনের জন্যই তা আবিষ্কার করত।

* দ্রষ্টব্য—'জাতীয় আন্দোলনের রূপ' ইত্যাদি, কাস্তেলিয়ানস্কি সম্পাদিত, পৃঃ ৭৭২।

এইভাবে, প্রথম মৃদু প্রয়াস হল ১৯০১ সালে (চতুর্থ কংগ্রেসে), তারপর বুন্দ ১৯০৫ সালে (ষষ্ঠ কংগ্রেসে) নির্দিষ্টভাবে জাতীয় কর্মসূচী গ্রহণ করল।

দ্বিতীয় ঘটনা—ইহুদিদের অদ্ভুত অবস্থা—অন্যান্য জাতিসত্তার অখণ্ড অঞ্চলে সুসংবদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠদের মধ্যে স্বতন্ত্র সংখ্যালঘু জাতিসত্তারূপে তাদের বাস। আমরা আগেই বলেছি, এই অবস্থা জাতি হিসাবে ইহুদিদের অস্তিত্বকেই ছোট করে দিচ্ছে এবং তাদের আত্তীকরণের পথে ঠেলে দিচ্ছে। কিন্তু এটা একটা বাস্তব প্রক্রিয়া। মানসিক দিক থেকে এই অবস্থা ইহুদিদের মনে একটা প্রতিক্রিয়া জাগায় এবং জাতীয় সংখ্যালঘুর অধিকারের গ্যারান্টি, আত্তীকরণের বিরুদ্ধে গ্যারান্টি দাবি করে। ইহুদি জাতিসত্তার প্রাণশক্তি বিষয়ে প্রচার করে বলেই বুন্দ এই গ্যারান্টির পক্ষপাতী না হয়ে পারে না। এবং এই অবস্থা মেনে নিলে জাতীয় স্বায়ত্তশাসনকেও মানতে হয়। কারণ বুন্দ কোন স্বায়ত্তশাসন আদায় করতে পারলে তা নিশ্চয়ই হবে জাতীয় স্বায়ত্তশাসন, অর্থাৎ **সাংস্কৃতিক-জাতীয়** স্বায়ত্তশাসন; ইহুদিদের কোন অখণ্ড বাসভূমি নেই বলে তাদের ভূখণ্ডগত-রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নই ওঠে না।

এটা লক্ষণীয় যে বুন্দ গোড়া থেকেই জাতীয় সংখ্যালঘুদের গ্যারান্টি হিসাবে তথা জাতিসমূহের 'স্বাধীন বিকাশের' গ্যারান্টি হিসাবে জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রকৃতির ওপর জোর দিয়েছিল। এটাও আকস্মিক নয় যে বুন্দের দ্বিতীয় কংগ্রেসে রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টির মুখপাত্র গোল্ডব্লাট জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'এমন সব প্রতিষ্ঠান যা তাদের (জাতিগুলিকে—জে. স্ত.) সাংস্কৃতিক বিকাশের পূর্ণ স্বাধীনতার **গ্যারান্টি** দেয়।* চতুর্থ ডুমায় বুন্দ-বক্তব্যের সমর্থক সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক গোষ্ঠীও অনুরূপ একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল'।...

এইভাবে ইহুদিদের জাতীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যাপারে বুন্দ অদ্ভুত এক অবস্থায় এসে পৌছাল।

আমরা এতক্ষণ সাধারণভাবে জাতীয় স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করেছি। বিশ্লেষণে দেখা গেল, জাতীয় স্বায়ত্তশাসন নিয়ে যায় জাতীয়তাবাদে। পরে দেখা যাবে, বুন্দও সেই শেষ লক্ষ্যবিন্দুতেই গিয়ে পৌছেছে। কিন্তু বুন্দ জাতীয় স্বায়ত্তশাসনকে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকেও দেখছে—অর্থাৎ জাতীয় সংখ্যালঘুদের অধিকারের **গ্যারান্টির** দিক থেকে। সেই বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকেই

* দ্রষ্টব্য—'দ্বিতীয় কংগ্রেসের বিবরণী', পৃঃ ১৭৬।

সমস্যাটিকে বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। এটা আরও জরুরী এই কারণে যে কেবল ইহুদি সংখ্যালঘুদের নয়, জাতীয় সংখ্যালঘুদের' সমস্যারূপেই সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির কাছে এটা একটা গুরুতর প্রশ্ন।

তাহলে কথাটা দাঁড়াচ্ছে, '**যেসব প্রতিষ্ঠান**' জাতিগুলিকে '**সাংস্কৃতিক বিকাশের পূর্ণ স্বাধীনতার গ্যারান্টি দেয়**' (বড় হরফ আমাদের—জে. স্ত.)।

কিন্তু কোন্ কোন্ 'প্রতিষ্ঠান গ্যারান্টি দেয়', ইত্যাদি ?

সেগুলি প্রথমতঃ হল স্প্রিংগার ও বওয়ারের 'জাতীয় পরিষদ', সাংস্কৃতিক বিষয়ের ডায়েটের মতো একটা কিছু।

কিন্তু এইসব প্রতিষ্ঠান কি কোন জাতিকে 'সাংস্কৃতিক বিকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে পারে' ? সাংস্কৃতিক বিষয়ের একটি ডায়েট কি জাতীয়তাবাদী নিপীড়নের বিরুদ্ধে একটা জাতিকে গ্যারান্টি দিতে পারে ?

বুন্দের বিশ্বাস—তা পারে।

কিন্তু ইতিহাস বিপরীতটাই প্রমাণ করে।

একসময় রুশীয় পোল্যাণ্ডে ডায়েট ছিল। সেটা ছিল রাজনৈতিক ডায়েট, এবং অবশ্যই পোলজাতির 'সাংস্কৃতিক বিকাশের' স্বাধীনতা দিতে সচেষ্ট ছিল। কিন্তু সে চেষ্টা কৃতকার্য তো হয়ইনি, বরং রাশিয়ার তৎকালীন সাধারণ রাজনৈতিক অবস্থার বিরুদ্ধে অসম সংগ্রামে সে নিজেই তলিয়ে গেল।

ফিনল্যাণ্ডে দীর্ঘকাল ধরে একটি ডায়েট রয়েছে, এবং এটিও ফিনিশ জাতিকে 'হস্তক্ষেপ থেকে' রক্ষা করতে চেষ্টা করছে, কিন্তু কতদূর পেরেছে তা সবাই দেখতে পাচ্ছে।

অবশ্য ডায়েটে ডায়েটে পার্থক্য আছে এবং অভিজাত পোলিশ ডায়েটটিকে যেভাবে বশে রাখা গিয়েছিল, গণতান্ত্রিকভাবে সংগঠিত ফিনিশ ডায়েটকে সেভাবে রাখা যায়নি। কিন্তু চূড়ান্ত প্রশ্ন অবশ্যই ডায়েট নয়, বরং সাধারণভাবে তা হল রাশিয়ার সাধারণ প্রশাসন। যদি সেই ধরনের স্থূল এশিয়াটিক সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রশাসন রাশিয়ায় এখন থাকত, যেমন অতীতে ছিল যখন পোল্যাণ্ডের ডায়েট রহিত হয়েছিল, তাহলে ফিনল্যাণ্ডের ডায়েটকেও কঠিনতর অবস্থায় পড়তে হত। তাছাড়া, ফিনল্যাণ্ডের ওপরে 'হস্তক্ষেপের' নীতি বাড়ছেই এবং একথা বলা যায় না যে এই নীতির পরাজয় ঘটছে।…

ঐতিহাসিকভাবে বিকশিত প্রতিষ্ঠান পুরানো রাজনৈতিক ডায়েটগুলিরই যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে নবীনতর ডায়েট, নতুন প্রতিষ্ঠান, বিশেষতঃ

'সাংস্কৃতিক' ডায়েটের মতো দুর্বল প্রতিষ্ঠানগুলি কি জাতিগুলিকে স্বাধীন বিকাশের গ্যারান্টি দিতে পারবে ?

স্পষ্টতঃই এটা 'প্রতিষ্ঠানের' সমস্যা নয়, এটা নির্ভর করে দেশের প্রচলিত সাধারণ প্রশাসনের ওপরে। যখন দেশে গণতন্ত্রই থাকে না, তখন জাতিগুলির 'সংস্কৃতিগত বিকাশের পূর্ণ স্বাধীনতার' গ্যারান্টিও থাকতে পারে না। যে কেউ নিশ্চিতভাবে বলতে পারে, দেশ যতই গণতান্ত্রিক হবে, 'জাতিসমূহের স্বাধীনতা'র ওপরে 'হস্তক্ষেপও' ততই কম হবে, এবং এই ধরনের 'হস্তক্ষেপের' বিরুদ্ধে গ্যারান্টিও ততই জোরদার হবে।

রাশিয়া একটি আধা-এশিয়াটিক দেশ, সুতরাং 'হস্তক্ষেপের' নীতি রাশিয়ায় প্রায়ই স্থূলতম রূপ, জাতিগত দাঙ্গার রূপ গ্রহণ করে। একথা বলা বাহুল্য যে 'এই গ্যারান্টিগুলি' রাশিয়াতে একেবারে নেই বললেই চলে।

জার্মানি অবশ্য ইউরোপীয় এবং সে কিছুটা পরিমাণে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করে। 'হস্তক্ষেপের' নীতি যে কখনও সেখানে দাঙ্গার রূপ নেয়নি, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

ফ্রান্সে অবশ্য 'গ্যারান্টিগুলি' আরও বেশি, কারণ জার্মানির চেয়েও ফ্রান্স বেশি গণতান্ত্রিক।

সুইজারল্যাণ্ডের কথা উল্লেখের প্রয়োজন নেই, সেখানে বুর্জোয়া ধরনের কিন্তু উচ্চ বিকশিত গণতন্ত্রের কল্যাণে সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু সব জাতিই স্বাধীনভাবে বাস করে।

সুতরাং বুন্দ যখন জোর দিয়ে বলে যে 'প্রতিষ্ঠানগুলি' স্বয়ং জাতিগুলির পূর্ণ সাংস্কৃতিক বিকাশের গ্যারান্টি দিতে পারে, তখন সে ভুল ধারণাই গ্রহণ করে।

বলা যেতে পারে, বুন্দ নিজেই রাশিয়াতে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাকে 'প্রতিষ্ঠানগুলির সৃষ্টি' এবং স্বাধীনতার গ্যারান্টির প্রাথমিক শর্ত মনে করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটা তা নয়। বুন্দের অষ্টম কনফারেন্সের বিবরণীতে[১৩৭] দেখা যায়, বুন্দ মনে করে, **ইহুদি সম্প্রদায়কে** 'সংস্কার' করে রাশিয়ার বর্তমান ব্যবস্থার **ভিত্তিতেই** 'প্রতিষ্ঠানগুলিকে' রক্ষা করতে পারবে।

বুন্দের জনৈক নেতা এই সম্মেলনে বলেন, 'এই সম্প্রদায়ই ভাবী সাংস্কৃতিক-জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে। সাংস্কৃতিক-জাতীয় স্বায়ত্তশাসন জাতিগুলির পক্ষে আত্মসেবার একটি রূপ, জাতীয় প্রয়োজন মেটানোর একটা

ধরন'। সম্প্রদায়গত রূপের মধ্যেও অনুরূপ উপাদান নিহিত আছে। তারা একই শিকলের বিভিন্ন গ্রন্থি, একই বিবর্তনের বিভিন্ন স্তর।'*

এই ভিত্তিতে সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয় যে—'ইহুদি সম্প্রদায়ের **সংস্কারের জন্য** এবং **আইন-প্রণয়নের মাধ্যমে** তাদেরকে একটি গণতান্ত্রিকভাবে গঠিত ধর্ম-নিলিপ্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য চেষ্টা করা দরকার'** (বড় হরফ আমাদের—জে. স্ত.)।

স্পষ্ট বোঝা যায় যে বুন্দ রাশিয়ার গণতন্ত্রীকরণকে শর্ত এবং গ্যারান্টি মনে করে না, বরং বলা যায় ডুমার মারফৎ 'আইন-প্রণয়নের' মাধ্যমে 'ইহুদি সম্প্রদায়কে সংস্কার করার' ফল হিসাবে অর্জিত ইহুদিদের কতিপয় 'ধর্ম-নির্লিপ্ত প্রতিষ্ঠান'ই হবে সেই গ্যারান্টি ও শর্ত।

কিন্তু আমরা পূর্বেই দেখেছি যে যদি রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক না হয়, 'প্রতিষ্ঠানগুলি' নিজেরাই 'গ্যারান্টি' দিতে পারে না।

অবশ্য প্রশ্ন করা যেতে পারে, কোন ভাবী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অবস্থা কিরূপ দাঁড়াবে? গণতন্ত্রের মধ্যেও কি বিশেষ 'সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান যা গ্যারান্টি' ইত্যাদি দিতে পারে, সেগুলির প্রয়োজন হবে না? গণতান্ত্রিক সুইজারল্যাণ্ডের কথা ধরা যাক, সেখানে এ সম্বন্ধে অবস্থাটি কি? স্প্রিংগারের 'জাতীয় পরিষদের' ধরনে সুইজারল্যাণ্ডেও বিশেষ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আছে কি? না, তা **নেই**। কিন্তু তার জন্য—ইতালীয়দের কথাই ধরা যাক—তারা সেখানে সংখ্যালঘু বলে তাদের সংস্কৃতিগত স্বার্থ কি ব্যাহত হয় না? কেউ এরকম শুনেছে বলে মনে হয় না। এবং সেটাই স্বাভাবিক: গণতন্ত্র আছে বলে সুইজারল্যাণ্ডে সবরকম বিশেষ সাংস্কৃতিক 'প্রতিষ্ঠান', যা তথাকথিত 'গ্যারান্টি দেয়', তা অবাস্তর হয়ে দাঁড়ায়।

সুতরাং এই হল সাংস্কৃতিক জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের **প্রতিষ্ঠানগুলির রূপ**—বর্তমানে শক্তিহীন এবং ভবিষ্যতে অবান্তর; জাতীয় স্বায়ত্তশাসনও তাই!

কিন্তু সাংস্কৃতিক স্বায়ত্তশাসন বিষয়ক এই মত যখন এমন 'জাতির' ওপর জোর করে চাপানো হয়, যার অস্তিত্ব ও ভবিষ্যৎ বিষয়ে সন্দেহ আছে, সেটা আরও বেশি ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। এরকম ক্ষেত্রে জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রবক্তারা সেই 'জাতি'র ভাল এবং মন্দ—সব বৈশিষ্ট্যকেই রক্ষা করতে

---

* দ্রষ্টব্য—'বুন্দের অষ্টম সম্মেলনের বিবরণী', ১৯১১, পৃঃ ৬২।

** ঐ, পৃঃ ৮৩-৮৪।

এবং অক্ষুণ্ণ রাখতে চায়—কেবল আত্তীভবনের থেকে 'জাতিকে রক্ষা করার জন্য', 'বাঁচিয়ে রাখার জন্য'।

এই বিপজ্জনক পন্থা বুন্দ গ্রহণ করতে বাধ্য। তা-ই সে গ্রহণ করেছে। আমরা বুন্দের সাম্প্রতিক সম্মেলনের 'ধর্মীয় ছুটির দিন', 'ইদ্দিশ' ভাষা ইত্যাদি সম্পর্কে প্রস্তাবগুলির কথাই উল্লেখ করছি।

সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি **সর্বজাতির** জন্য নিজ নিজ ভাষা ব্যবহারের অধিকার অর্জনের চেষ্টা করে। কিন্তু বুন্দ তাতে সন্তুষ্ট নয়; সে দাবি করে, 'বিশেষ জোরের' সঙ্গে* '**ইহুদি** ভাষায় অধিকার'কে তুলে ধরতে হবে, (বড় হরফ আমাদের—জে. স্ত.) এবং বুন্দ চতুর্থ ডুমার নির্বাচনে নিজেই ঘোষণা করেছিল যে 'তাদেরই (নির্বাচন প্রার্থীদের) বুন্দ অগ্রাধিকার দেবে, যারা ইহুদি ভাষার অধিকার রক্ষার দায়িত্ব নেবে'।**

সব জাতির নিজ নিজ ভাষা ব্যবহারের **সাধারণ** অধিকার নয়, শুধু ইহুদি ভাষা ইদ্দিশ ব্যবহারের **বিশেষ** অধিকার। বিভিন্ন জাতির শ্রমিকরা **প্রথমে** তাদের নিজ নিজ ভাষার জন্য লড়াই করুক: ইহুদি ভাষার জন্য ইহুদিরা, জর্জীয়রা জর্জীয় ভাষার জন্য, ইত্যাদি। সব জাতির সাধারণ অধিকারের জন্য লড়াই গৌণ ব্যাপার। সব নিপীড়িত জাতির নিজ নিজ ভাষা ব্যবহারের অধিকার আপনাকে স্বীকার করতে হবে না; আপনি যদি ইদ্দিশ ভাষার অধিকার মেনে নেন, তাহলেই জানবেন বুন্দ আপনাকে ভোট দেবে, বুন্দ আপনাকে 'অগ্রাধিকার' দেবে।

কিন্তু তাহলে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে বুন্দের পার্থক্য কোথায়?

সপ্তাহে একটি দিনকে বাধ্যতামূলক ছুটির দিন রূপে আদায় করতে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি লড়াই করে। কিন্তু বুন্দ তাতে সন্তুষ্ট নয়, সে দাবি করে, 'আইন-প্রণয়নের মাধ্যমে' 'ইহুদি শ্রমিকদের নিজস্ব বিশেষ ছুটির দিন ভোগের গ্যারান্টি দিতে হবে। এবং তারা অন্য ছুটির দিন উপভোগের বাধ্যতা থেকে অব্যাহতি পাবে।'***

আশা করা যায়, বুন্দ আর 'এক পদ অগ্রসর' হবে এবং সব পুরানো হিব্রু ছুটির দিনগুলি পালনের দাবি জানাবে। এবং যদি, বুন্দের দুর্ভাগ্যক্রমে, ইহুদি

---

* দ্রষ্টব্য—'বুন্দের অষ্টম সম্মেলনের বিবরণী', পৃঃ ৮৫।

** দ্রষ্টব্য—'বুন্দের নবম সম্মেলনের বিবরণী', ১৯১২ পৃঃ ৪২।

*** দ্রষ্টব্য—'বুন্দের অষ্টম সম্মেলনের বিবরণী', পৃঃ ৮৩।

শ্রমিকরা ধর্মীয় কুসংস্কার পরিত্যাগ করে এবং এইসব ছুটির দিন পালন না করতে চায়, বুন্দ তার (ধর্মীয়) 'ছুটির দিনের অধিকারে'র সপক্ষে আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের ধর্মীয় ছুটির (স্যাবাথ) কথা স্মরণ করিয়ে দেবে, এবং এইভাবে, তাদের মধ্যে 'ধর্মীয় ছুটির দিনের মনোভাব' সঞ্চারিত করবে।··

স্বভাবতঃই বোঝা যাচ্ছে কেন বুন্দের অষ্টম সম্মেলনে 'ইহুদিদের জন্য হাসপাতাল' দাবি করে 'জ্বালাময়ী ভাষণ' দেওয়া হয়েছিল; এই দাবির পক্ষে যুক্তি হল—'নিজের লোকেদের মধ্যে রোগী বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে,' 'ইহুদি শ্রমিক পোল শ্রমিকদের মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে না, বরং ইহুদি দোকানদারদের সঙ্গেই ভাল থাকবে।'*

যা-কিছু ইহুদী তার সংরক্ষণ, ইহুদিদের সব জাতীয় বৈশিষ্ট্যের—এমনকি যেগুলি শ্রমিকদের পক্ষে ক্ষতিকর সেগুলিরও সংরক্ষণ, অ-ইহুদী সবকিছু থেকে স্বতন্ত্রীকরণ, এমনকি আলাদা হাসপাতাল স্থাপন—এই স্তরে বুন্দ নেমে গেছে!

কমরেড প্লেখানভ বলেছিলেন, 'বুন্দ জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রকে খাপ খাইয়া নিচ্ছে'—তাঁর কথা হাজারবার সত্য। অবশ্য ভি. কসোভ্স্কি এবং তাঁর মতো বুন্দপন্থীরা প্লেখানভকে 'বাক্যবাগীশ'[১৩৮]** বলে নিন্দা করতে পারেন, কাগজে যা ইচ্ছা লেখা যায়—কিন্তু যারা বুন্দের কার্যকলাপের সঙ্গে পরিচিত, তারা সহজেই বুঝতে পারবে যে এই বীরপুঙ্গবেরা আসলে নিজেদের সম্পর্কে সত্য কথা বলতে ভয় পায় এবং 'বাক্যবাগীশতা' প্রভৃতি কড়া ভাষার আড়ালে নিজেরা লুকাতে চায়।···

কিন্তু জাতীয় প্রশ্নে যেহেতু বুন্দের এইরকম মনোভাব, সংগঠনের ব্যাপারেও বুন্দ স্বভাবতঃই ইহুদি শ্রমিকদের স্বতন্ত্রীকরণের পথ, অর্থাৎ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির ভেতরেই জাতীয় কিউরিয়া গঠনের পথ নিতে বাধ্য হল। এইতো জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের যুক্তি!

বস্তুতঃ, বুন্দ 'একক প্রতিনিধিত্বের' তত্ত্ব ছাড়িয়ে শ্রমিকদের 'জাতিগত বিভাজনের' তত্ত্বে পৌঁছেছে। বুন্দের দাবি হল, রুশীয় সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি 'তার সাংগঠনিক কাঠামোয় জাতিসত্তা অনুযায়ী বিভাজন পত্তন করুক'।***

'বিভাজন' থেকে 'এক ধাপ এগিয়ে' নতুন তত্ত্ব এল 'স্বতন্ত্রীকরণ'। একমাত্র

---

* ঐ, পৃষ্ঠা ৬৮

** 'নাশা জারিয়া', সংখ্যা ৯-১০, ১৯১২, পৃঃ ১২০ দেখুন।

*** দ্রষ্টব্য—'বুন্দের সপ্তম কংগ্রেসের ঘোষণা',[১৩৯] পৃঃ ৭।

স্বতন্ত্র হয়ে যাবার মধ্যেই রয়েছে জাতিগত অস্তিত্বের সার্থকতা'—এই মর্মে বুন্দের অষ্টম সম্মেলনে যেসব বক্তৃতা দেওয়া হয়েছিল, তা অকারণে নয়।*

সাংগঠনিক ফেডারেলিজম বিচ্ছিন্নতা ও স্বতন্ত্রতার উপাদানকে পুষ্ট করে। বুন্দ সেই স্বতন্ত্রতার দিকেই এগিয়ে চলেছে।

বস্তুতঃ, এ ছাড়া তার আর গতি নেই। মাটির সঙ্গে সম্পর্কবিহীন একটি সংগঠনরূপে বুন্দের অস্তিত্বই তাকে স্বতন্ত্রতার দিকে নিয়ে যাবে। বুন্দের নির্দিষ্ট সংহত কোন ভূখণ্ড নেই; 'বিদেশী' ভূখণ্ডে তাকে কাজ করতে হয়, অথচ প্রতিবেশী পোল, লেট ও রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টিগুলি আন্তর্জাতিক ভূখণ্ডগত যৌথ প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এর ফলে এই সমষ্টিগত প্রতিষ্ঠানগুলির যে-কোন একটির সম্প্রসারণ মানেই হল বুন্দের পক্ষে 'ক্ষতি' এবং কর্মক্ষেত্রের সংকোচন। দুটি বিকল্প আছে: হয় গোটা রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসিকেই জাতীয় ফেডারেলিজমের ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করতে হবে—যাতে বুন্দ ইহুদি সর্বহারাদের নিজের 'কাজে' লাগাতে পারে; অথবা এইসব প্রতিষ্ঠানের ভূখণ্ডগত আন্তর্জাতিক ভিত্তি সক্রিয় থাকবে—যাতে পোল এবং লেট সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির মতো আন্তর্জাতিকতার ভিত্তিতেই বুন্দ পুনর্গঠিত হবে।

এতেই বোঝা যায়, বুন্দ কেন গোড়া থেকেই 'ফেডারেল ভিত্তিতে রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির পুবর্গঠন' দাবি করে আসছে।**

১৯০৬ সালে ঐক্যের পক্ষে নীচ থেকে চাপ আসায় নতি স্বীকার করে বুন্দ মধ্যপন্থা বেছে নেয় এবং রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের সঙ্গে যোগ দেয়। কিন্তু কিভাবে যোগ দিয়েছিল? পোল ও লেট সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা যখন শান্তিপূর্ণ যৌথ উদ্যোগের জন্য যোগ দিয়েছিল, বুন্দ তখন যোগ দিয়েছিল ফেডারেশনের পক্ষে লড়াই চালাবার জন্য। সে-সময় বুন্দপন্থীদের নেতা মেদেম হুবহু এই কথাই বলেছিলেন:

'আমরা কোন ভাবরাজ্যের আশায় যোগ দিচ্ছি না, যোগ দিচ্ছি লড়বার জন্য। এখানে কোন মোহ নেই, এবং কেবল ম্যানিলভরাই নিকট ভবিষ্যতে একটি ভাবরাজ্যের আশা করতে পারে। বুন্দ অবশ্যই আপাদমস্তক সশস্ত্র হয়েই পার্টিতে যোগ দেবে।'***

* দ্রষ্টব্য—'বুন্দের অষ্টম সম্মেলনের বিবরণী', পৃঃ ৭২।

** দ্রষ্টব্য—'জাতীয় স্বায়ত্তশাসন এবং ফেডারেল ভিত্তিতে রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির পুনর্গঠন প্রসঙ্গে', ১৯০২, বুন্দ কর্তৃক প্রকাশিত।

*** 'নাশে স্লোভো', সংখ্যা ৩, ভিলনো. ১৯০৬, পৃঃ ২৪।

এর মধ্যে মেদেমের কোন অসৎ অভিসন্ধি প্রকাশ পেয়েছে মনে করলে ভুল হবে। এটা কোন অসৎ উদ্দেশ্যের ব্যাপারই নয়, এটা হচ্ছে বুন্দের অদ্ভুত অবস্থার পরিণতি যা তাকে আন্তর্জাতিকতার ভিত্তিতে গঠিত রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির সঙ্গে লড়তে বাধ্য করে। এবং লড়তে গিয়ে বুন্দ ঐক্যের স্বার্থকে স্বভাবতঃই লংঘন করে। শেষ পর্যন্ত ব্যাপার এতদূর গড়ায় যে সংবিধি লংঘন করে বুন্দ আনুষ্ঠানিকভাবে রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টি থেকে বেরিয়ে গেল, এবং চতুর্থ ডুমার নির্বাচনে পোল সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের বিরুদ্ধে পোল জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে জোট বাঁধল।

আপাতবিচারে বুন্দ ভেবেছিল, আলাদা হওয়াটাই স্বাধীন কাজকর্মের শ্রেষ্ঠ গ্যারান্টি।

সেজন্যই সংগঠনের ক্ষেত্রে 'বিভাজনের নীতি' শেষ পর্যন্ত তাদের স্বতন্ত্রতা এবং পুরোপুরি বিচ্ছিন্নতার দিকে নিয়ে গেল।

ফেডারেল মতের প্রশ্নে পুরানো **ইস্ক্রার**[১৪০] একটি বিতর্কে একদা বুন্দ লিখেছিল :

'**ইসক্রা** নিশ্চিতভাবে আমাদের বলতে চায় যে বুন্দ ও রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির মধ্যে ফেডারেল সম্পর্ক উভয়ের মধ্যেকার বন্ধনকে শিথিল করবেই। রাশিয়ার বাস্তব অবস্থার উল্লেখ করে আমরা এই মত খণ্ডন করতে পারছি না—তার সহজ কারণটা এই যে, রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট পার্টি ফেডারেল সংস্থা হিসাবে বিরাজ করে না। কিন্তু আমরা অস্ট্রীয় সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির পরম শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতার উল্লেখ করতে পারি, যেখানে ১৮৯৭ সালের পার্টি-কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের ফলে পার্টি ফেডারেল রূপ নিয়েছে।'*

এটি লেখা হয় ১৯০২ সালে।

কিন্তু এখন আমরা ১৯১৩ সালে আছি। এখন আমাদের কাছে দুটিই আছে—রুশ 'বাস্তব অবস্থা' এবং 'অস্ট্রিয়ার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির অভিজ্ঞতা'।

সেগুলি আমাদের কি বলে ?

'অস্ট্রিয়ার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির পরম শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতা' দিয়েই শুরু করা যাক। ১৮৯৬ পর্যন্ত অস্ট্রিয়াতে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টি ছিল অবিভক্ত। ঐ বছরে লণ্ডনের আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে চেকরা প্রথম পৃথক প্রতিনিধিত্ব দাবি করে এবং তা মঞ্জুর হয়। ১৮৯৭ সালে ভিয়েনা (উইমবার্গ)

---

* 'জাতীয় স্বায়ত্তশাসন' ইত্যাদি, ১৯০২, পৃঃ ১৭, বুন্দ কর্তৃক প্রকাশিত।

পার্টি কংগ্রেসে এই ঐক্যবদ্ধ পার্টিকে আনুষ্ঠানিকভাবেই লোপ করে দেওয়া হল এবং তার পরিবর্তে ছটি জাতীয় 'সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক গোষ্ঠীর' একটি ফেডারেল লীগ তৈরী হল। পরে এই 'গোষ্ঠীগুলি' স্বাধীন পার্টিতে রূপান্তরিত হল, যেগুলির পরস্পরের মধ্যে ধীরে ধীরে সংযোগ ছিন্ন হল। পার্টিগুলিকে অনুসরণ করে পরিষদীয় গোষ্ঠীগুলি ভেঙে গেল—জাতিগত 'ক্লাব' গড়ে উঠল। তারপরে আসে ট্রেড ইউনিয়ন, সেগুলিও জাতি অনুযায়ী বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এমনকি সমবায় সমিতিগুলিতেও আঘাত এল, চেক স্বাতন্ত্র্যবাদীরা শ্রমিকদের ডাক দিল সেগুলিকে আলাদা করতে।* স্বাতন্ত্র্যবাদী উত্তেজনা যে শ্রমিকদের সংহতিবোধকে দুর্বল করে এবং প্রায়ই ধর্মঘট ভাঙার দিকে নিয়ে যায়—সে কথা নিয়ে আমরা কিছু বলতে চাই না।

সুতরাং, 'অস্ট্রীয় সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির পরম শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতা' বুন্দের **বিপক্ষে** এবং পুরানো **ইস্ক্রার** পক্ষেই বলে। অস্ট্রীয় পার্টির ফেডারেল আদর্শ কদর্যতম বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্ম দিয়েছে, শ্রমিক-আন্দোলনের ঐক্য বিনষ্ট করেছে।

আমরা উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখেছি যে 'রাশিয়ার বাস্তব পরিস্থিতি'ও এই কথাই বলে। চেক স্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতো বুন্দ স্বাতন্ত্র্যবাদীরাও সাধারণ রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি থেকে বেরিয়ে গেছে। আর ট্রেড ইউনিয়নের কথা ধরলে বুন্দপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলি তো গোড়া থেকেই জাতিগত ভিত্তিতে সংগঠিত, অর্থাৎ তারা অন্য জাতির শ্রমিকদের থেকে বিচ্ছিন্ন।

পূর্ণ স্বতন্ত্রীকরণ ও পূর্ণ বিচ্ছেদ—ফেডারেল আদর্শের 'রুশ বাস্তব অভিজ্ঞতা' থেকে এটুকুই প্রকাশ পায়।

আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে এইরকম অবস্থার প্রভাবে শ্রমিকদের সংহতি দুর্বল হয়, তাদের মনোবল ভেঙে যায়; এবং দ্বিতীয় পদ্ধতিটি বুন্দের ভেতরেও প্রবেশ করেছে। বেকার সমস্যা প্রসঙ্গে ইহুদি ও পোল শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান সংঘর্ষের কথা বলছি। এবিষয়ে বুন্দের নবম সম্মেলনে এই ধরনের বক্তৃতা দেওয়া হয়েছিল:

'...যে পোল শ্রমিকরা আমাদের হটিয়ে দিচ্ছে, তাদের দাঙ্গাবাজ, দালাল মনে করি; তাদের ধর্মঘট আমরা সমর্থন করি না, আমরা তাদের ধর্মঘট ভাঙব।

---

* 'ডকুমেন্টে দেস সেপারেটিসমাস'এর ২৯ পৃষ্ঠায় একটি পুস্তিকা থেকে ভানেক-এর ১৪১ উদ্ধৃত শব্দগুলি দেখুন।

দ্বিতীয়তঃ, আমরাও ওদের হটিয়ে হটে-আসার জবাব দেব: ইহুদি শ্রমিকদের কারখানায় ঢুকতে না দিলে আমরাও পোল শ্রমিকদের কারখানায় ঢুকতে না দিয়ে তার জবাব দেব।...**এ ব্যাপার আমরা নিজেদের হাতে না নিলে শ্রমিকরা অন্যদের অনুসরণ করবে'*** (বড় হরফ আমাদের—জে. স্ত.)।

এইভাবেই তারা বুন্দ সম্মেলনের শ্রমিক-সংহতির কথা বলে।

'পৃথকীকরণ' এবং 'স্বতন্ত্রীকরণের' পথে আপনি এর বেশি অগ্রসর হতে পারবেন না। বুন্দ তার লক্ষ্য অর্জন করেছে: পৃথকীকরণ নীতিকে সে নানাজাতির শ্রমিকদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধাবার ও ধর্মঘট ভাঙার পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে। এবং এ ছাড়া গতিও নেই: 'এ ব্যাপার আমরা নিজেদের হাতে না নিলে **শ্রমিকরা অন্যদের অনুসরণ করবে**।...'

বুন্দের ফেডারেল আদর্শ শ্রমিক-আন্দোলনকে বিশৃংখল করে দিচ্ছে, সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট কর্মীদের মনোবল ভেঙে দিচ্ছে—বুন্দের ফেডারেল আদর্শ যা করছে, তা এই।

সুতরাং সংস্কৃতিগত জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের ধারণা, এবং যে আবহাওয়া তা সৃষ্টি করে, অস্ট্রিয়ার চেয়ে রাশিয়াতে বরং সেটি আরও বেশি ক্ষতিকর বলে প্রমাণ করেছে।

(৬)

ককেশীয়দের অবস্থা, বিলুপ্তিবাদীদের সম্মেলন

আমরা ককেশীয় সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের এক অংশ, যারা জাতীয়তাবাদী 'মহামারী'র মোকাবিলায় অসমর্থ, তাদের দোদুল্যমানতার কথা উপরে বলেছি। অদ্ভুত মনে হলেও এই দোদুল্যমানতা প্রকাশ হয়ে পড়ল, যখন ঐ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা বুন্দের পদাংক অনুসরণ করল এবং সংস্কৃতিগত জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের কথা ঘোষণা করল।

এভাবেই এইসব ডিমোক্র্যাটরা—প্রসঙ্গতঃ যাদের রুশ বিলুপ্তিবাদীদের সঙ্গে সংযোগ আছে—সারা ককেশাসের জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং তার অন্তর্গত জাতিগুলির জন্য সংস্কৃতিগত জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের দাবি উপস্থিত করে।

এদের স্বীকৃত নেতা অপরিচিত নন, 'ন'-এর কথা শুনুন:

জনসমষ্টির বংশগত গঠন, এবং ভূখণ্ড এবং কৃষিগত বিকাশ—উভয় দিক

* দ্রষ্টব্য—'বুন্দের নবম সম্মেলনের বিবরণী', পৃঃ ১৯।

থেকেই কেন্দ্রীয় গুবেরনিয়া অঞ্চলগুলি থেকে ককেশাসের যে গভীর পার্থক্য, তা সকলেই জানে। এই ধরনের অঞ্চলের বৈষয়িক উন্নতি এবং সম্পদের সুপ্রয়োগ নির্ভর করে স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচিত এবং স্থানীয় জলবায়ু ও সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত স্থানীয় শ্রমিকদের ওপর। স্থানীয় অঞ্চলের সদ্ব্যবহার ত্বরান্বিত করার স্বার্থে নির্ধারিত সব আইনই স্থানীয়ভাবে চালু করা উচিত এবং স্থানীয় শক্তিগুলির সাহায্যেই সেগুলি কার্যকরী করা উচিত। সুতরাং স্থানীয় প্রশ্নে ককেশীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক সরকারের কেন্দ্রীয় সংস্থারই আইন-প্রণয়নের অধিকার সম্প্রসারিত হওয়া উচিত।···অতএব ককেশীয় কেন্দ্রীয় সরকারের কাজ হবে আঞ্চলিক সম্পদকে অর্থনৈতিক ভাবে আরও বেশি কাজে লাগানোর জন্য এবং স্থানীয় ভিত্তিতে বৈষয়িক সমৃদ্ধির জন্য আইন-প্রণয়ন করা।'*

সুতরাং—ককেশাসের জন্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন চাই।

'ন'-এর ঘোলাটে এবং অসংলগ্ন যুক্তি থেকে যদি আমরা নিজেদের সরিয়ে নিই তাহলে স্বীকার করতেই হবে তাঁর সিদ্ধান্ত নির্ভুল। 'ন' যা অস্বীকার করেননি —রাষ্ট্রের সাধারণ সংবিধানের কাঠামোর মধ্যেই ককেশাসের জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন—ককেশাসের গঠনবৈশিষ্ট্য ও জীবনযাপন পদ্ধতির জন্যই বাস্তবিক তা অপরিহার্য। রাশিয়ার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টিও এই দাবি স্বীকার করেছে, যা দ্বিতীয় কংগ্রেসে ঘোষণা করেছে: 'রাশিয়ার মূল ভূখণ্ড থেকে জনসংখ্যার গঠন এবং জীবনযাপন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ভিন্ন, সীমান্ত অঞ্চলগুলির জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্ত সরকার চাই।'

যখন মার্তভ দ্বিতীয় কংগ্রেসে এই বিষয়টি আলোচনার জন্য পেশ করেন, তখন তিনি তার সপক্ষে যা বলেন তা এই: 'রাশিয়ার বিপুল বিস্তার এবং আমাদের কেন্দ্রীভূত প্রশাসন ফিনল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, লিথুয়ানিয়া ও ককেশাসের মতো বড় ইউনিটের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের আবশ্যকতা ও বাস্তবতা প্রমাণ করে।'

কিন্তু এর থেকে মনে হয় যে **স্বয়ংশাসিত সরকারকেই** আঞ্চলিক **স্বায়ত্তশাসন** বলে ধরতে হবে।

কিন্তু 'ন' আরও এগিয়েছেন। তাঁর মতে ককেশাসের জন্য স্বায়ত্তশাসন 'কেবল সমস্যার একটি দিককে' ব্যক্ত করে।

'এতক্ষণ আমরা স্থানীয় জীবনের বৈষয়িক উন্নতির কথা বলেছি। কিন্তু

*দ্রষ্টব্য—জর্জীয় সংবাদপত্র 'চ্‌ভেনি ৎখোভ্‌রেবা'[১৪২] (আমাদের জীবন)', সংখ্যা ১২, ১৯১২।

কোন অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতি কেবল অর্থনৈতিক কার্যক্রমের দ্বারা সম্পন্ন হয় না, আর্থিক, সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের দ্বারাও হয়। সাংস্কৃতিক দিক থেকে শক্তিশালী একটি জাতি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও শক্তিশালী।...কিন্তু জাতি-সমূহের সাংস্কৃতিক উন্নতি কেবল নিজ নিজ জাতীয় ভাষাতেই সম্ভব।... সুতরাং মাতৃভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত সব সমস্যাই আসলে জাতীয় সংস্কৃতির সমস্যা। শিক্ষা, বিচার-ব্যবস্থা, গীর্জা, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, মঞ্চ প্রভৃতিও এই ধরনের সমস্যা। যদি একটি অঞ্চলের বৈষয়িক উন্নতি জাতিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে, জাতীয় সংস্কৃতির ব্যাপারগুলি তাদের বিচ্ছিন্ন করে, প্রত্যেক-টিকে পৃথক ক্ষেত্রে স্থাপন করে। পূর্বোক্ত ধরনের কাজকর্ম একটি বিশেষ ভূখণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত।..কিন্তু জাতীয় সংস্কৃতির বেলায় তা নয়। এগুলি কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, বিশেষ জাতির অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত। যেখানেই বাস করুক না কেন প্রতিটি জর্জীয় লোকের আগ্রহ আছে জর্জীয় ভাষার ভাগ্য সম্পর্কে। একথা বললে প্রচণ্ড অজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হবে যে কেবল জর্জিয়ায় বসবাসকারী জর্জীয়রাই জর্জীয় সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত। আর্মেনীয় গীর্জার দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। নানা অঞ্চলের ও রাজ্যের আর্মেনীয়রা এর কার্যাবলী পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে। এখানের স্বতন্ত্র ভূখণ্ডের কোন ভূমিকা নেই। কিংবা ধরা যাক একটি জর্জীয় যাদুঘর—তাতে কেবল তিফলিসের জর্জীয়রা নয়, বাকু, কুতাই, সেণ্ট পিটার্সবুর্গ ইত্যাদির জর্জীয়দেরও কৌতূহল আছে। সুতরাং জাতীয় সংস্কৃতির সব কিছুর পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণের ভার সংশ্লিষ্ট জাতির ওপরেই ছেড়ে দেওয়া উচিত। আমরা ককেশীয় জাতিগুলির সংস্কৃতিগত স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে দাবি জানাই।'*

সংক্ষেপে, যেহেতু সংস্কৃতি মানে ভূখণ্ড নয় এবং ভূখণ্ড সংস্কৃতি নয়, তাই সংস্কৃতিগত জাতীয়-স্বায়ত্তশাসন প্রয়োজন। সংস্কৃতিগত জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে 'ন' এই পর্যন্তই বলতে পারেন।

আমরা সাধারণভাবে জাতিগত সাংস্কৃতিক স্বায়ত্তশাসনের আলোচনা করে সময় নষ্ট করব না; এর আপত্তিকর প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। শুধু একটি বিষয়ে উল্লেখ করতে চাই যে, সংস্কৃতিগত জাতীয় স্বায়ত্ত-শাসন যা সাধারণভাবে অকার্যকর তা, ককেশীয়দের অবস্থার ক্ষেত্রেও তা, অর্থহীন এবং অকার্যকর।

---

* দ্রষ্টব্য—জর্জীয় সংবাদপত্র 'চ্ভেনি খ্মোভ্রেবা', সংখ্যা ১১, ১৯১২।

তার কারণগুলি নীচে উল্লেখ করছি :

সংস্কৃতিগত জাতীয় স্বায়ত্তশাসন কম-বেশি উন্নত জাতির কথা ধরে নেয়—যার উন্নত সংস্কৃতি ও সাহিত্য আছে। এইসব শর্ত ব্যতিরেকে, স্বায়ত্তশাসন সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে পড়ে, এবং অবাস্তব হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু ককেশাসে কিছু সংখ্যক জাতি আছে, তাদের প্রত্যেকেরই আছে আদিম সংস্কৃতি, স্বতন্ত্র ভাষা, কিন্তু নেই তাদের নিজস্ব সাহিত্য; তাছাড়া যে জাতিগুলি এখন পরিবর্তনের স্তরে, সেগুলি অংশতঃ আত্তীকৃত হচ্ছে, এবং অংশতঃ বিকশিত হচ্ছে। এইসব জাতির ওপর কিভাবে সংস্কৃতিগত জাতীয় স্বায়ত্তশাসন প্রয়োগ করা হবে? এই জাতিদের সম্পর্কে কি করা হবে? সংস্কৃতিগত জাতীয় স্বায়ত্তশাসন বলতে নিঃসন্দেহে স্বতন্ত্র সংস্কৃতিগত জাতীয় ইউনিয়ন বোঝায়—কিভাবে তাদের এরূপ স্বতন্ত্র ইউনিয়নে 'সংগঠিত' করা যায়?

মিংগ্রেলিয়ান, আবখাসিয়ান, আদজারিয়ান, স্বানিতিয়ান, লেসগিয়ান ইত্যাদি যারা স্বতন্ত্র ভাষায় কথা বলে, অথচ যাদের নিজস্ব কোন সাহিত্য নেই—তাদের নিয়ে কি হবে? কোন্ জাতির সঙ্গে তাদের জুড়ে দেওয়া হবে? তাদের কি জাতীয় ইউনিয়নে 'সংগঠিত' করা যাবে? কোন্ 'সংস্কৃতিগত কার্যক্রমে' তাদের সংগঠিত' করা যাবে?

অসেটদের বেলায় কি হবে? ট্রান্স ককেশীয় অসেটদের জর্জীয়রা আত্তীকরণ করে নিচ্ছে (এখনও পর্যন্ত কোনমতেই সম্পূর্ণ আত্তীকৃত হয়নি), সিস-ককেশীয় অসেটরা অংশতঃ রুশীয়দের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে আর অংশতঃ বিকশিত হয়ে উঠছে এবং নিজেদের সাহিত্য সৃষ্টি করছে—এদের বেলায় কি হবে? একটিমাত্র জাতীয় ইউনিয়নে কি করে তাদের 'সংগঠিত' করা যাবে?

আদ্‌জারিয়ানরা জর্জীয় ভাষায় কথা বলে, কিন্তু তাদের সংস্কৃতি তুর্কী, ধর্ম ইসলাম—এদের কোন্ জাতীয় ইউনিয়নের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে? এরা কি জর্জীয়দের থেকে আলাদাভাবে 'সংগঠিত' হবে **ধর্ম-সংক্রান্ত ব্যাপারে**, আবার **অন্যান্য সাংস্কৃতিক ব্যাপারে** যুক্ত হবে জর্জীয়দের সঙ্গে? এবং কবুলেতিয়ান, ইংগুশ ও ইংঘিলোয়াদের সম্পর্কেই বা কি সিদ্ধান্ত হবে?

যে স্বায়ত্তশাসন থেকে এক-একটা গোটা জাতিসত্তা বাদ পড়ে যায়, সে কিরকম স্বায়ত্তশাসন?

না, এটা জাতীয় সমস্যার কোন সমাধানই নয়, অলস কল্পনার ফল মাত্র।

কিন্তু সেই অসম্ভবকে মেনে নিয়ে ধরে নেওয়া যাক, 'ন'-এর জাতিগত

সাংস্কৃতিক স্বায়ত্তশাসন কার্যকর হয়েছে। তা কোথায় নিয়ে যাবে, তার ফলাফলই বা কি হবে? ট্রান্স-ককেশীয় তাতারদের দৃষ্টান্ত ধরা যাক, তাদের মধ্যে সাক্ষরের হার ন্যূনতম, তাদের স্কুলগুলি সর্বশক্তিমান মোল্লাদের নিয়ন্ত্রণে এবং তাদের সংস্কৃতি ধর্মীয় ভাবাচ্ছন্ন।···এটা বোঝা মোটেই কঠিন নয় যে তাদের একটি সংস্কৃতগত জাতীয় ইউনিয়নে 'সংগঠিত' করার অর্থ হল মোল্লাদের নিয়ন্ত্রণে তাদের ছেড়ে দেওয়া, প্রতিক্রিয়াশীল মোল্লাদের কৃপণ করুণার কাছে সঁপে দেওয়া, ঘৃণ্যতম শত্রুর হাতে তাদের তুলে দিয়ে তাতার-জনগণের আত্মিক দাসত্বের ঘাটি সৃষ্টি করা।

কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীলদের রসদ যোগানোর দায়িত্ব সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা আবার কবে থেকে নিল?

ট্রান্স-ককেশীয় তাতারদের একটি সংস্কৃতিগত জাতীয় ইউনিয়নে বিচ্ছিন্ন করে রাখার 'ঘোষণা' মানেই হল, দুষ্ট প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতেই তাদের ছেড়ে দেওয়া—এর চেয়ে ভাল কিছু কি ককেশীয় বিলুপ্তিবাদীরা সত্যিই খুঁজে পায় নি?

না, এর মধ্যে জাতীয় সমস্যার সমাধান নেই।

বিলম্বে-গঠিত জাতি ও জাতিসত্তাগুলিকে একই উচ্চতর সংস্কৃতির প্রবাহের মধ্যে আনাই হচ্ছে ককেশীয় জাতীয় সমস্যার একমাত্র সমাধান। এটাই হল একমাত্র প্রগতিশীল সমাধান এবং কেবল এই সমাধানই সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের পক্ষে গ্রহণীয়। ককেশাসে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনই গ্রহণীয়, কারণ তাতে বিলম্বে-গঠিত জাতিগুলি একটি সাধারণ সাংস্কৃতিক বিকাশে আকৃষ্ট হবে; তাদের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার খোলস ছাড়তে সাহায্য করবে; তাদের অগ্রসর হতে চালিত করবে এবং উচ্চতর সাংস্কৃতিক সুযোগ-সুবিধার পথ সুগম করবে।' সংস্কৃতিগত জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের কাজ একেবারে ঠিক এর বিপরীতমুখী, কারণ এর ফলে জাতিগুলিকে তাদের পুরানো খোলসের মধ্যেই আটকে থেকে সাংস্কৃতিক বিকাশের নিম্নতর স্তরে নিজেদের বেঁধে ফেলে এবং সংস্কৃতির উচ্চতর স্তরে ওঠার পথে বাধা পায়।

এইভাবে জাতীয় স্বায়ত্তশাসন আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের সুফলগুলিকে ব্যাহত করে, এবং অস্বীকার করে।

এইজন্যই 'ন'-প্রস্তাবিত জাতিগত সাংস্কৃতিক স্বায়ত্তশাসন এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের একটা মিশ্র ধরনও অচল। এই অস্বাভাবিক মিশ্রণে অবস্থার

উন্নতি হয় না, বরং অবনতি ঘটে, কারণ বিলম্বে-গঠিত জাতিসত্তাগুলির উন্নতিকে তো বাধা দেয়ই, সঙ্গে সঙ্গে এ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনকে জাতীয় ইউনিয়নে সংগঠিত জাতিগুলির একটি কলহক্ষেত্রে পরিণত করে।

সুতরাং যে সংস্কৃতিগত জাতীয় স্বায়ত্তশাসন সাধারণভাবে অচল, ককেশাসে তার প্রয়োগ হবে অর্থহীন, প্রতিক্রিয়াশীল।

'ন' এবং তাঁর ককেশীয় সতীর্থ-চিন্তাশীলদের সাংস্কৃতিক জাতীয় স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে এই পর্যন্ত।

ককেশীয় বিলুপ্তিবাদীরা 'এক পা অগ্রসর' হবে কিনা এবং সংগঠনের প্রশ্নেও বুন্দের পদাংক অনুসরণ করবে কিনা তা ভবিষ্যতে বোঝা যাবে। সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির ইতিহাসে এ পর্যন্ত দেখা গেছে সংগঠনে ফেডারেল আদর্শের পরে কর্মসূচীতে এসেছে জাতীয় স্বায়ত্তশাসন। অস্ট্রীয় সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা ১৮৯৭ সালেই সংগঠনগত ফেডারেল আদর্শ চালু করেছিল; এবং এর মাত্র দু'বছর পরে (১৮৯৯) তারা জাতীয় স্বায়ত্তশাসন নীতি গ্রহণ করে। বুন্দপন্থীরা স্পষ্টভাবে জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের কথা প্রথম বলে ১৯০১ সালে, অথচ সংগঠনগত ফেডারেল আদর্শ তারা ১৮৯৭ থেকেই চালিয়ে আসছে।

ককেশীয় বিলুপ্তিবাদীরা শেষ থেকে, জাতীয় স্বায়ত্তশাসন থেকে শুরু করছে। যদি তারা বুন্দের পদাংক অনুসরণ করে চলে, তাহলে প্রথমেই তাদের নয়ের দশকের শেষে আন্তর্জাতিকতার ভিত্তিতে গঠিত বর্তমান সংগঠন-সৌধকে ধূলিসাৎ করতে হয়।

জাতীয় স্বায়ত্তশাসন যা এখনও শ্রমিকরা বোঝে না, যদিও তা গ্রহণ করা সহজ ছিল, কিন্তু বহু বৎসরের চেষ্টায় নির্মিত এবং ককেশাসের সব জাতিসত্তার শ্রমিকদের শ্রমে গঠিত ও লালিত একটি সৌধকে ধূলিসাৎ করা কঠিন হবে। হিরোস্ট্রাটের প্রচেষ্টার মতো এই কাজ আরম্ভ করা মাত্রই সংস্কৃতিগত জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের জাতীয়তাবাদী স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রমিকদের চোখ খুলে যাবে।

ককেশীয়রা যখন স্বাভাবিকভাবে মৌখিক ও লিখিত আলোচনার মাধ্যমে জাতি-সমস্যার নিষ্পত্তি করছে, তখন বিলুপ্তিবাদী নিখিল রুশ সম্মেলন একটা অতি অস্বাভাবিক পদ্ধতি আবিষ্কার করছে। এটা একটা সহজ-সরল পদ্ধতি। সেটা কি শুনুন:

'জাতিগত সাংস্কৃতিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি প্রয়োজন…এই মর্মে ককেশীয় প্রতিনিধিদের বক্তব্য শোনার পর এই সম্মেলন, উক্ত দাবির গুণাগুণ সম্পর্কে কোন মত প্রকাশ না করেই ঘোষণা করছে যে, প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণে অধিকার আছে— কর্মসূচীর এই ধারার ভাষ্যের সঙ্গে কর্মসূচীর যথার্থ অর্থের কোন বিরোধিতা নেই।'

সুতরাং, সর্বপ্রথমে তারা সমস্যাটির 'গুণাগুণ সম্পর্কে কোন মত প্রকাশ' করছে না এবং তারপরেই 'ঘোষণা করছে'। একটা মৌলিক পদ্ধতি বটে।…

এই মৌলিক সম্মেলন কি 'ঘোষণা'ই বা করল ?

কর্মসূচীতে স্বীকৃত জাতিসত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের সঙ্গে জাতিগত সাংস্কৃতিক স্বায়ত্তশাসনের 'দাবি' ঐ কর্মসূচীর 'অর্থের বিরোধী নয়'।

বক্তব্যটি বিশ্লেষণ করে দেখা যাক।

আত্মনিয়ন্ত্রণের ধারায় জাতিসত্তাগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের কথা আছে। এই ধারানুযায়ী জাতিসত্তাগুলির কেবল স্বায়ত্তশাসন না, পৃথক হওয়ার অধিকারও আছে। এটা রাজনৈতিক আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন। সব আন্তর্জাতিক সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের দ্বারা দীর্ঘকাল ধরে স্বীকৃত জাতিসত্তার রাজনৈতিক আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারের অপব্যাখ্যা দিয়ে বিলুপ্তবাদীরা কাদের বোকা বানাতে চাইছে ?

কিংবা সম্ভবতঃ তারা এই পরিস্থিতি এড়িয়ে যেতে চাইবে এবং নিজেদের সমর্থনে বলবে যে সংস্কৃতিগত জাতীয় স্বায়ত্তশাসন জাতিসত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের 'বিরোধিতা করে না'? অর্থাৎ যদি কোন রাষ্ট্রের সব জাতিসত্তা সংস্কৃতিগত জাতীয়তার ভিত্তিতে নিজেদের ব্যাপার সম্পন্ন করতে সম্মত হয়, তাহলে সেই জাতি-সমষ্টির সে ব্যাপারে পূর্ণ অধিকার থাকবে এবং কেউই ভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক জীবন তাদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দিতে পারবে না। এই নীতি যুগপৎ অভিনব এবং চাতুরিপূর্ণ। এর সঙ্গে কি আরেকটু যোগ করা যায় না, যেমন সাধারণভাবে ধরলে, একটি জাতির নিজের সংবিধান রহিত করার অধিকার আছে, তার বদলে স্বৈরচারী শাসন চালু করতে পারে, পুরানো ব্যবস্থায় ফিরে যেতে পারে, শুধু এই ভিত্তিতে যে যে-কোন জাতিরই নিজ ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার আছে? আবার বলি : এইভাবে দেখলে সংস্কৃতি-গত জাতীয় স্বায়ত্তশাসন অথবা কোন প্রকার জাতীয়তাবাদী প্রতিক্রিয়াই জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের 'বিরোধী' নয়।

এই কথাই কি সম্মেলনের বহুমান্য ব্যক্তিরা বলতে চেয়েছিলেন?

না, তা নয়। এই সম্মেলন স্পষ্টই বলেছে জাতির পক্ষে সংস্কৃতিগত জাতীয় স্বায়ত্তশাসন জাতিগুলির অধিকারের 'পরিপন্থী নয়', কিন্তু কর্মসূচীর "যথার্থ অর্থের' পরিপন্থী। এখানে আসল কথাটা হল কর্মসূচী, জাতিগুলির অধিকার নয়।

এবং ব্যাপারটা স্পষ্টতঃই বোধগম্য। যদি বিলুপ্তিবাদী সম্মেলনে কোন জাতি প্রসঙ্গটি উত্থাপন করত তাহলে হয়তো সম্মেলন সরাসরি সংস্কৃতিগত জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের অধিকারের কথা ঘোষণা করত। কিন্তু কোন জাতি সম্মেলনে এরূপ প্রসঙ্গ তোলেনি—তুলেছে ককেশীয় সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের এক 'প্রতিনিধিদল'—একথা সত্যি তারা সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট হিসাবে খারাপ, কিন্তু সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট তো বটে। তারা জাতিগুলির অধিকার নিয়ে মাথা ঘামাল না, প্রশ্ন তুলল সংস্কৃতিগত জাতীয় স্বায়ত্তশাসন সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির নীতিগুলির পরিপন্থী কিনা, সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির কর্মসূচীর 'যথার্থ অর্থের' পরিপন্থী কিনা।

সুতরাং দেখা গেল, জাতিগুলির অধিকার এবং সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির কর্মসূচীর যথার্থ অর্থ মোটেই এক ও অভিন্ন নয়।

স্পষ্টতঃই, এমন দাবি আছে যেগুলি জাতির অধিকারের পরিপন্থী নয়, তবু কর্মসূচীর 'যথার্থ অর্থের' পরিপন্থী হতে পারে।

একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের কর্মসূচীতে ধর্ম বিষয়ে স্বাধীনতার একটি ধারা আছে। এই ধারানুযায়ী প্রত্যেক জনসমষ্টির পছন্দমতো ধর্মগ্রহণের স্বাধীনতা আছে: ক্যাথলিক ধর্ম, অর্থডক্স্ চার্চের ধর্ম ইত্যাদি, যাই হোক না কেন। অর্থডক্স্ চার্চের অনুগামী ক্যাথলিক বা প্রোটেস্ট্যান্ট—যাই হোক, সবরকম ধর্মীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধেই সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের সংগ্রাম। এর দ্বারা কি বোঝায় যে ক্যাথলিক, প্রোটেস্ট্যান্ট প্রভৃতি ধর্ম কর্মসূচীর 'যথার্থ অর্থের পরিপন্থী নয়'? না, তা বোঝায় না। সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা সর্বদাই ক্যাথলিক বা প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম-বিশ্বাসের নিপীড়নের বিরুদ্ধতা করবে; তারা সর্বদাই জাতিগুলির পছন্দমত ধর্মাচরণের স্বাধীনতাকে সমর্থন জানাবে; কিন্তু সেই সঙ্গে সর্বহারা স্বার্থের সম্যক উপলব্ধির ভিত্তিতে তারা ক্যাথলিক, প্রোটেস্ট্যান্ট, অর্থডক্স্ চার্চের ধর্ম প্রভৃতির বিরুদ্ধেও আন্দোলন চালিয়ে যাবে—যাতে তারা সমাজতান্ত্রিক বিশ্ববীক্ষার বিজয় অর্জন করতে পারে।

কোন সন্দেহ নেই যে প্রোটেস্ট্যান্ট, ক্যাথলিক, অর্থডক্স্ চার্চের ধর্ম প্রভৃতি কর্মসূচীর 'যথার্থ অর্থের' সর্বহারা স্বার্থের 'পরিপন্থী', এবং সেজন্যই তারা এগুলির বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাবে।

আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার সম্বন্ধেও একই কথা বলা যায়। নিজেদের কাজকর্ম নিজেদের পছন্দমতো করার স্বাধীনতা জাতিগুলির আছে; উপকারী হোক বা নাহোক, তাদের যে-কোন জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখার অধিকার আছে —কেউ জাতির জীবনে জবরদস্তি হস্তক্ষেপ করতে পারে না, সে অধিকার কারওনেই। কিন্তু তার মানে এই নয় যে জাতির পক্ষে ক্ষতিকর প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে, অবাঞ্ছনীয় দাবিগুলির বিরুদ্ধে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা লড়বে না, আন্দোলন করবে না: বরং এই ধরনের আন্দোলন পরিচালনা করা এবং জাতি-গুলির ইচ্ছাকে এমনভাবে প্রভাবিত করা যাতে নিজেদের কাজকর্মে জাতিগুলি সর্বহারা স্বার্থের সর্বোত্তম পোষকতা করে—এই হল সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের কর্তব্য। এজন্যই জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের জন্য সংগ্রাম করার সঙ্গে সঙ্গে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি আন্দোলন করে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, তাতারদের পৃথকীকরণের বিরুদ্ধে, ককেশীয় জাতিগুলির সংস্কৃতিগত জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের বিরুদ্ধে, কেননা উভয়ই ঐ জাতিগুলির অধিকারের বিরোধী নয়, কিন্তু কর্মসূচীর 'যথার্থ অর্থের' অর্থাৎ ককেশীয় সর্বহারা স্বার্থের পরিপন্থী।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, 'জাতিগুলির অধিকার' এবং কর্মসূচীর 'যথার্থ অর্থ' সম্পূর্ণ ভিন্ন পর্যায়ের দুটি জিনিস। কর্মসূচীর 'যথার্থ অর্থ' বলতে বোঝায় সর্বহারাদের স্বার্থ। সর্বহারাদের কর্মসূচীতে তা বিজ্ঞানসম্মতভাবে সূত্রায়িত হয়েছে। আর জাতিগুলির অধিকার বলতে বোঝায়—বুর্জোয়া, অভিজাত, ধর্মযাজক ইত্যাদি যে-কোন শ্রেণীর স্বার্থ—কোন্ শ্রেণীর শক্তি ও প্রভাব কেমন, তার ওপরই তা নির্ভর করে। একদিকে মার্কসবাদীদের কর্তব্য, অন্যদিকে নানা শ্রেণী-সমন্বিত জাতিগুলির অধিকার। সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির নীতি পরস্পর-'বিরোধী' হতেও পারে, নাও হতে পারে, যেমন ধরা যাক চিয়পের পিরামিড বিলুপ্তিবাদীদের 'বিখ্যাত' সম্মেলনের পরিপন্থী হতেও পারে, নাও হতে পারে। কোনমতেই এ দুটি দৃষ্টান্ত তুলনীয় নয়।

কিন্তু ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে সম্মেলনের বহুমান্য সদস্যরা অত্যন্ত অমার্জনীয়-ভাবে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন জিনিসকে গুলিয়ে দিয়েছেন। ফল দাঁড়িয়েছে জাতিগত সমস্যার সমাধান নয় বরং একটা অদ্ভুত জিনিস,—জাতিসত্তাগুলির

অধিকার এবং সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির নীতি নাকি 'পরস্পর-বিরুদ্ধ' নয়, সুতরাং জাতিসত্তার প্রত্যেকটি দাবিকেই সর্বহারা স্বার্থের সঙ্গে সুসমঞ্জস বলে ধরা যেতে পারে; ফলে আত্মনিয়ন্ত্রণ-প্রয়াসী জাতিসত্তার কোন দাবিই কর্মসূচীর 'যথার্থ অর্থের পরিপন্থী' নয়!

তাদের কাছে যুক্তিতর্কের বালাই নেই।...

এই অদ্ভুত ব্যাপার থেকেই বিলুপ্তিবাদীদের সম্মেলনের অধুনাখ্যাত প্রস্তাবের উদ্ভব, যার ঘোষণা—জাতিগত সাংস্কৃতিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি কর্মসূচীর 'যথার্থ অর্থের পরিপন্থী' নয়।

কিন্তু এতে বিলুপ্তিবাদীদের সম্মেলন যুক্তিশাস্ত্রের নিয়মগুলিকেই কেবল লংঘন করেনি, সংস্কৃতিগত স্বায়ত্তশাসন মঞ্জুর করে রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির প্রতি কর্তব্যও লংঘন করেছে। এরা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে কর্মসূচীর 'যথার্থ অর্থ' লংঘন করেছে, কারণ একথা সুবিদিত, যে দ্বিতীয় কংগ্রেসে এই কর্মসূচী গৃহীত হয়েছিল, তাতে সংস্কৃতিগত জাতীয় স্বায়ত্তশাসন **জোরের সঙ্গেই বাতিল করা** হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে কংগ্রেসে বলা হয়েছিল:

'গোল্ডব্ল্যাট (বুন্দপন্থী):... আমি মনে করি, জাতিসত্তার সংস্কৃতিগত বিকাশের স্বাধীনতা রক্ষার্থে বিশেষ প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠা প্রয়োজন, সুতরাং আমি প্রস্তাব করি নিম্নলিখিত শব্দগুলি ৮ম ধারায় যোগ করা হোক: "এবং এমন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করতে হবে যা তাদের সংস্কৃতিগত বিকাশের পূর্ণ স্বাধীনতার গ্যারান্টি দেবে।"' (আমরা জানি, এই হল সংস্কৃতিগত জাতীয় স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে বুন্দেরও সংজ্ঞা—জে. স্ত.)।

'মার্তিনভ দেখিয়ে দেন, সাধারণ প্রতিষ্ঠানগুলি এমনভাবে সংগঠিত হবে যে জাতিসত্তাগুলির বিশেষ বিশেষ স্বার্থও রক্ষিত হবে। জাতিসত্তাগুলির সংস্কৃতিগত বিকাশের স্বাধীনতার গ্যারান্টির জন্য কোন **বিশেষ** প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা অসম্ভব।

'যেগোরোভ: জাতিগত প্রশ্নে আমরা কেবল নেতিবাচক প্রস্তাবই গ্রহণ করতে পারি অর্থাৎ জাতিগুলির ওপর সমস্ত বাধানিষেধের বিরোধিতা করতে পারি। কিন্তু একটি বিশেষ জাতিসত্তা কিভাবে বিকাশলাভ করবে, সে প্রশ্ন সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট হিসাবে আমাদের বিচার্য নয়। সেটা একটা স্বতঃস্ফূর্ত পদ্ধতি।

'কোল্‌ৎসোভ: যখনি তাঁদের জাতীয়তাবাদের উল্লেখ করা হয়, বুন্দের

প্রতিনিধিরা রুষ্ট হন। অথচ বুন্দের প্রতিনিধি-প্রস্তাবিত সংশোধনী হচ্ছে পুরোমাত্রায় জাতীয়তাবাদী ধরনের। এমনকি যে জাতিসত্তাগুলি লোপ পেতে বসেছে, তাদের সমর্থনেও আমাদের আক্রমণাত্মক পন্থা নিতে অনুরোধ করা হয়েছে।'

পরিশেষে 'গোল্ডব্ল্যাটের সংশোধনী সংখ্যাগরিষ্ঠদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়—পক্ষে পড়ে মাত্র তিনটি ভোট।'

সুতরাং এটা পরিষ্কার যে বিলুপ্তিবাদীদের সম্মেলন কর্মসূচীর 'যথার্থ অর্থের বিরোধিতা' করেছে। এই সম্মেলন কর্মসূচী লংঘন করেছে।

বিলুপ্তিবাদীরা এখন নিজেদের সমর্থনে স্টকহোম কংগ্রেসের উল্লেখ করছে, তাদের মতে কংগ্রেস সংস্কৃতিগত জাতীয় স্বায়ত্তশাসন অনুমোদন করেছে। তাই ভি. কশোভস্কি লেখেন :

'আমরা জানি, স্টকহোম কংগ্রেসে গৃহীত চুক্তি অনুসারে বুন্দকে জাতীয় কর্মসূচী বজায় রাখার অনুমতি (সাধারণ পার্টি-কংগ্রেসে জাতীয় সমস্যা বিষয়ে সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত) দেওয়া হয়েছিল। এই কংগ্রেস লিপিবদ্ধ করে যে, কোনপ্রকারেই জাতিগত সাংস্কৃতিক স্বায়ত্তশাসন সাধারণ পার্টি-কর্মসূচীর বিরোধী নয়।'*

কিন্তু বিলুপ্তিবাদীদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। স্টকহোম কংগ্রেস কখনও বুন্দের কর্মসূচী অনুমোদনের কথা ঘোষণা করেনি—কেবল তখনকার মতো সমস্যাকে উন্মুক্ত রাখতে সম্মত হয়েছিল। সাহসী কশোভস্কির সবটা সত্য বলার মতো যথেষ্ট সাহস নেই। কিন্তু ঘটনাই সাক্ষী। এখানে সেগুলি দেওয়া হল :

'গালিন একটি সংশোধনী পেশ করেন : জাতীয় কর্মসূচীর প্রশ্নটি যখন কংগ্রেসে বিবেচিত হচ্ছে না তখন এটি উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। (পক্ষে ভোট ৫০, বিপক্ষে ৩২।) 'কণ্ঠস্বর : উন্মুক্ত কথাটার মানে কি ?

'সভাপতি : যখন আমরা বলি, জাতীয় সমস্যা উন্মুক্ত রাখা হয়েছে, তার মানে দাঁড়ায়—আগামী কংগ্রেস পর্যন্ত বুন্দ এবিষয়ে নিজের সিদ্ধান্ত বহাল রাখতে পারে'** (বড় হরফ আমাদের—জে. স্ত.)।

আপনারা দেখছেন, কংগ্রেস বুন্দের জাতীয় কর্মসূচীর প্রশ্নটি এমনকি 'পরীক্ষাও করেনি', কেবল প্রশ্নটি 'উন্মুক্ত' রেখেছে, আগামী কংগ্রেস অধিবেশন

* 'নাশা জারিয়া', সংখ্যা ৯-১০, ১৯১২, পৃঃ ১২০।

** 'নাশে স্লোভো', সংখ্যা ৮, পৃঃ ৫৩ দেখুন।

পর্যন্ত বুন্দকেই কর্মসূচীর ভাগ্য নির্ধারণ করতে দেওয়া হয়েছে। অন্য ভাষায়, স্টকহোম কংগ্রেস প্রশ্নটি এড়িয়ে গেছে, সংস্কৃতিগত জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে কোন মতই দেয়নি।

কিন্তু বিলুপ্তিবাদীদের সম্মেলন এবিষয়ে একটা সুনিশ্চিত অভিমত দিচ্ছে, ঘোষণা করছে যে সংস্কৃতিগত জাতীয় স্বায়ত্তশাসন গ্রহণযোগ্য এবং পার্টি-কর্মসূচীর নামেই সেটা অনুমোদন করছে।

পার্থক্যটা তো অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

সুতরাং, অনেক কলা-কৌশল সত্ত্বেও বিলুপ্তিবাদীদের সম্মেলন জাতীয় সমস্যাকে এক-পাও অগ্রসর করে দিতে পারেনি।

বুন্দ এবং ককেশীয় জাতীয় বিলুপ্তিবাদীদের কাছে এই সম্মেলন কেবল অনুনয়-বিনয় করেছে।

(৭)

রাশিয়ায় জাতীয় সমস্যা

এখন আমাদের জাতীয় সমস্যার সমাধান নির্দেশ করতে হবে।

রাশিয়ার বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখেই কেবল এই সমস্যার সমাধান সম্ভব—এই সূত্র ধরেই আমাদের আরম্ভ করতে হবে।

রাশিয়া চলেছে একটা ক্রান্তিকালীন যুগের ভিতর দিয়ে, 'স্বাভাবিক', 'সংবিধানসঙ্গত' জীবন তখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি, এবং রাজনৈতিক সংকট তখনও কাটেনি। ঝড়ের দিন, 'জটিলতার' দিন সামনে। এই পরিস্থিতি থেকেই আন্দোলনের উদ্ভব—বর্তমান ও ভবিষ্যতের আন্দোলন—যেগুলির লক্ষ্য পূর্ণ গণতন্ত্র অর্জন করা।

এই আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই জাতি-সমস্যার বিচার করতে হবে।

সুতরাং দেশের মধ্যে পূর্ণ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাই হল জাতি-সমস্যা সমাধানের ভিত্তি এবং শর্ত।

সমস্যার সমাধান খুঁজতে গিয়ে কেবল দেশের পরিস্থিতি নয়, বিদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কেও আমাদের অবহিত হতে হবে। রাশিয়া হচ্ছে ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যবর্তী, এর একদিকে অস্ট্রিয়া, অন্যদিকে চীন। এশিয়াতে গণতন্ত্রের বিকাশ অবশ্যম্ভাবী। ইউরোপে সাম্রাজ্যবাদের বিকাশ আকস্মিক নয়। ইউরোপে মূলধনের গতি সংকুচিত হতে আরম্ভ করেছে, এবং গতি এখন

বিদেশের দিকে—নতুন বাজার, সুলভ শ্রম এবং বিনিয়োগের নতুন ক্ষেত্রের সন্ধানে। কিন্তু এর ফলেই বাহ্যিক জটিলতা এবং যুদ্ধ। কেউ জোর দিয়ে বলতে পারে না যে বল্কান যুদ্ধে[১৪৩] জটিলতার শেষ, আরম্ভ নয়। সুতরাং এটা খুবই সম্ভব যে, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিস্থিতির এমন সংযোগ ঘটতে পারে যাতে রাশিয়ার কোন-না-কোন জাতি তার স্বাধীনতার প্রশ্ন উত্থাপন ও নিষ্পত্তির প্রয়োজন বোধ করতে পারে। এবং এসব ব্যাপারে অবশ্যই মার্কসবাদীরা বাধা সৃষ্টি করবে না।

আর তার মানে দাঁড়ায় রুশ মার্কসবাদীরা জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ছাড়বে না।

সুতরাং জাতি-সমস্যা সমাধানে **আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার হচ্ছে একটি আবশ্যিক উপাদান।**

আরও আছে। যেসব জাতি কোন-না-কোন কারণে অখণ্ড কাঠামোর মধ্যেই থাকতে চাইবে, তাদের প্রতিই বা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কি হবে?

আমরা দেখেছি, সংস্কৃতিগত স্বায়ত্তশাসন অচল। প্রথমতঃ, ব্যাপারটা কৃত্রিম এবং প্রয়োগের অযোগ্য; কারণ ঘটনার গতিধারা, বাস্তব ঘটনাবলী যে জনগণকে বিচ্ছিন্ন করেছে এবং দেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে দিয়েছে সংস্কৃতিগত স্বায়ত্তশাসনে কৃত্রিমভাবে তাদেরই একটি জাতিরূপে ধরে রাখার প্রস্তাব দিচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ, এ জাতীয়তাবাদকে পুষ্ট করে, কারণ এ জাতিগত বিভাগ অনুসারে জনগণকে 'চিহ্নিতকরণ', জাতিসমূহের 'সংগঠন', 'জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলির' সংরক্ষণ ও অনুশীলনের অনুকূলে মত সৃষ্টি করে, এর সবগুলিই পুরোপুরি সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। রাইখস্রাটের মোরাভিয়ান বিচ্ছিন্নতাবাদীরা জার্মান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক প্রতিনিধিদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মোরাভিয়ার বুর্জোয়া প্রতিনিধিদের সঙ্গে মিলিত হয়ে একটিমাত্র, বলা যায়, মোরাভীয় 'মণ্ডলী' (কোলো) গঠন করল—এতে অবাক হবার কিছু নেই। বুন্দের বিচ্ছিন্নতাবাদীরা যে খ্রীষ্টিয় ছুটির দিন (স্যাবাথ) ও ইহুদি ভাষার (ইদ্দিশ) মর্যাদা স্বীকার করে জাতীয়তাবাদে জড়িত হয়ে পড়েছে, সেটাও আকস্মিক নয়। এখন আর ডুমায় বুন্দের কোন প্রতিনিধি নেই, কিন্তু বুন্দের এলাকাগুলিতে একটি যাজক প্রতিক্রিয়াশীল ইহুদি সম্প্রদায় আছে—যার 'নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে' ইহুদি শ্রমিক ও বুর্জোয়াদের নিজে

একটা কিছু শুরু করার, একটা 'সম্মিলন' করার ব্যবস্থা বুন্দ করছে।* এই হল সংস্কৃতিগত জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের যুক্তি।

সুতরাং জাতীয় স্বায়ত্তশাসন সমস্যার সমাধান করে না।

তাহলে সমাধানের উপায় কি?

একমাত্র সঠিক সমাধান হল **আঞ্চলিক** স্বায়ত্তশাসন, স্পষ্ট দানা বেঁধে উঠেছে এরকম ইউনিট (এলাকা) যেমন পোল্যাণ্ড, লিথুয়ানিয়া, উক্রেন, ককেশাস প্রভৃতির জন্য স্বায়ত্তশাসন

আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রথম সুবিধা এই যে ভূখণ্ডহীন কোন কাল্পনিক ব্যাপার নিয়ে তার কারবার নয়, একটি বিশেষ ভূখণ্ডের বিশেষ জনসংখ্যা নিয়েই তার কাজ। দ্বিতীয়তঃ, এ জাতি হিসাবে, জনগণকে বিভক্ত করে না, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন জাতীয় ব্যবধান বাড়ায় না। অপরপক্ষে, এইসব ব্যবধান ভেঙ্গে দেয় এবং জনসংখ্যাকে এমনভাবে ঐক্যবদ্ধ করে যে ভিন্ন প্রকার বিভাজনের অর্থাৎ শ্রেণী অনুসারী বিভাজনের পথ খোলা থাকে। পরিশেষে স্বায়ত্তশাসন সেই অঞ্চলেই প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগাতে পারে, কোন সাধারণ কেন্দ্রের সিদ্ধান্তের অপেক্ষা না করে যথাসাধ্য ভালভাবে ঐ অঞ্চলের উৎপাদনী শক্তির বিকাশে ঘটাতে পারে—এইগুলি সংস্কৃতিগত জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের বৈশিষ্ট্য নয়।

সুতরাং **আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন** জাতীয় সমস্যা সমাধানের **একটি অপরিহার্য উপাদান।**

অবশ্য কোন অঞ্চলেই ঘনসংবদ্ধ একটি অবিমিশ্র জাতি থাকে না—প্রত্যেক জাতির মধ্যেই সংখ্যালঘু জাতিরা ছড়িয়ে আছে। যেমন পোল্যাণ্ডে ইহুদি, লিথুয়ানিয়ায় লেট, ককেশাসে রাশিয়ান, উক্রেনে পোল ইত্যাদি। সুতরাং ভয় হতে পারে, সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি সংখ্যালঘুদের নিপীড়ন করবে। কিন্তু যদি পুরানো ব্যবস্থা দেশে চলতেই থাকে, তবেই সে ভয় যুক্তিযুক্ত হতে পারে। দেশকে পূর্ণ গণতন্ত্র দাও, ভয়ের সব কারণ দূর হবে।

বিচ্ছিন্ন সংখ্যালঘুদের একটিমাত্র জাতীয় সম্মিলনে বাঁধবার প্রস্তাব করা হয়েছে। কিন্তু সংখ্যালঘুরা যা চায় তা কোন কৃত্রিম সম্মিলন নয়, যে অঞ্চলে তারা বাস করে সেখানেই প্রকৃত অধিকার চায়। পূর্ণ গণতন্ত্রীকরণ ছাড়া সেরকম সম্মিলন তাদের কি দিতে পারে? অন্যপক্ষে, যখন কোন দেশে পূর্ণ

* দ্রষ্টব্য—'বুন্দের অষ্টম সম্মেলনের বিবরণী'—সম্প্রদায়ের উপর সিদ্ধান্তের শেষাংশ।

গণতন্ত্র আছে, তখন সেখানে জাতীয় সম্মিলনের কি প্রয়োজন?

বিশেষভাবে সংখ্যালঘু জাতি কি বিষয়ে আন্দোলন করে?

জাতীয় সম্মিলন নেই বলে কোন সংখ্যালঘু জাতি অসন্তুষ্ট নয়, নিজস্ব ভাষা ব্যবহারের অধিকার নেই বলেই তারা অসন্তুষ্ট। নিজের ভাষা ব্যবহার করতে দাও, অসন্তোষ কেটে যাবে।

কৃত্রিম সম্মিলেন নেই বলে কোন সংখ্যালঘু জাতি অসন্তুষ্ট নয়, তাদের নিজেদের স্কুল নেই বলেই তারা অসন্তুষ্ট। তাদের নিজস্ব স্কুল দাও, অসন্তোষের সবল কারণ চলে যাবে।

জাতীয় সম্মিলনের অভাবে নয়, বিবেকের স্বাধীনতা (ধর্মের স্বাধীনতা), গতি-বিধির স্বাধীনতা ইত্যাদি পায় না বলেই সংখ্যালঘু জাতি অসন্তুষ্ট। এইসব স্বাধীনতা দাও, তাহলেই আর অসন্তোষ থাকবে না।

সুতরাং, জাতিসমূহের জন্য (ভাষা, স্কুল প্রভৃতি) সমানাধিকার হচ্ছে জাতি-সমস্যা সমাধানের একটি অপরিহার্য উপাদান। সেই সঙ্গে পূর্ণ গণতন্ত্রের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় আইন প্রণীত হওয়া প্রয়োজন, যাতে বিনা ব্যতিক্রমে সব জাতিগত বিশেষ সুবিধা নিষিদ্ধ হবে এবং জাতীয় সংখ্যালঘুদের অধিকারের ওপর থেকে সব রকমের অক্ষমতা বা নিয়ন্ত্রণ নিষিদ্ধ হবে।

তাহলে, কেবলমাত্র তাহলেই, সংখ্যালঘু জাতির অধিকার যথার্থ সুনিশ্চিত হয়, নিছক কাগুজে গ্যারান্টি হয়ে থাকে না।

সাংগঠনিক ফেডারেল নীতি ও সংস্কৃতিগত জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের সঙ্গে যুক্তিসঙ্গত সম্পর্ক আছে একথা কেউ মানতেও পারে, নাও মানতে পারে। কিন্তু একথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না যে শেষোক্তটি (অর্থাৎ সংস্কৃতিগত স্বায়ত্তশাসন) অবাধ ফেডারেল মতের অনুকূল আবহাওয়ার জন্ম দেয়, যার পরিণতি হল সম্পূর্ণ বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা। যদি অস্ট্রিয়ার চেকরা এবং রাশিয়ার বুন্দপন্থীরা আরম্ভ করে থাকে স্বায়ত্তশাসন দিয়ে, তারপর পৌঁছে থাকে ফেডারেশনে, এবং শেষ করে থাকে বিচ্ছিন্নতাবাদে, তাহলে কোন সন্দেহ নেই যে জাতীয়তাবাদী আবহাওয়া এতে উল্লেখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল—যা স্বভাবতঃই সংস্কৃতিগত জাতীয় স্বায়ত্তশাসনেরই সৃষ্টি। জাতীয় স্বায়ত্তশাসন ও সাংগঠনিক ফেডারেল মতের হাত ধরাধরি করে চলাটা মোটেই আকস্মিক নয়। ব্যাপারটা স্পষ্টই বোঝা যায়। উভয় ক্ষেত্রেই দাবি—জাতি হিসাবে বিভাজন। উভয়েই ধরে নেয় জাতি হিসাবে সংগঠনের কথা। সাদৃশ্যটা প্রশ্নাতীত। একমাত্র

পার্থক্য হচ্ছে, একটিতে সামগ্রিকভাবে জনসংখ্যা বিভক্ত, অপরটিতে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক শ্রমিকরাই বিভক্ত।

জাতি হিসাবে শ্রমিকদের বিভাজন কতদূর যায় আমরা জানি। ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক-পার্টির মধ্যে বিভেদ, জাতিগতভাবে ট্রেড ইউনিয়নগুলির বিচ্ছিন্নকরণ জাতিগত সংঘর্ষ বৃদ্ধি, জাতি হিসাবে ধর্মঘট ভাঙা, সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক কর্মীদের মনোবলে সম্পূর্ণ ভাঙন—এইসব হল সাংগঠনিক ফেডারেল মতের ফল। অস্ট্রিয়ার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির ইতিহাস এবং রাশিয়ার বুন্দের কার্যকলাপ সুস্পষ্টভাবেই তা প্রমাণ করে।

একমাত্র সমাধান হচ্ছে অন্তর্জাতিক ভিত্তিতে সংগঠন।

রাশিয়ার সব জাতির শ্রমিকদের স্থানীয়ভাবে একটি অখণ্ড, অবিচ্ছিন্ন যৌথ প্রতিষ্ঠানে ঐক্যবদ্ধ করা, এই যৌথ প্রতিষ্ঠানগুলিকে একটি অখণ্ড পার্টিতে ঐক্যবদ্ধ করা—এই হচ্ছে কাজ।

এটা বলাই বাহুল্য যে এই ধরনের একটা পার্টি-কাঠামোতে অঞ্চলগুলির জন্য ব্যাপক স্বায়ত্তশাসন বাদ পড়ে না, বরং এক ও অখণ্ড পার্টির মধ্যে তা ধরেই নেওয়া হয়।

ককেশাসের অভিজ্ঞতা এই ধরনের সংগঠনের উপযোগিতা প্রমাণ করছে। ককেশীয়রা যদি আর্মেনীয় ও তাতার শ্রমিকদের মধ্যে জাতিগত সংঘর্ষ কাটিয়ে উঠতে পারে; যদি তারা হত্যাকাণ্ড ও গুলিচালনা থেকে জনসংখ্যাকে রক্ষা করতে পেরে থাকে; যদি নানা জাতীয় গোষ্ঠীতে পূর্ণ বাকুতে এখন অসম্ভব হয় জাতি-সংঘর্ষ; এবং যদি শক্তিশালী আন্দোলনের একটিমাত্র স্রোতে শ্রমিকদের টেনে আনা সম্ভব হয়ে থাকে; তাহলে তার জন্য ককেশীয় সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির আন্তর্জাতিক কাঠামোর কম কৃতিত্ব নয়।

সংগঠনের প্রকৃতি কেবল ব্যবহারিক কাজকে প্রভাবিত করে না। শ্রমিকদের সমগ্র মানসজীবনের ওপরেও অপরিবর্তনীয় ছাপ রেখে দেয়। শ্রমিক তার সংগঠনের জীবনে বেঁচে থাকে—যা তার বুদ্ধির বিকাশ ঘটাবে, তাকে শিক্ষিত করে তুলবে। এবং এইভাবে তার সংগঠনে কাজ করতে করতে ভিন্ন জাতির কমরেডদের সঙ্গে ঘন ঘন দেখা সাক্ষাৎ হওয়ায় এক সাধারণ যৌথ প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে পাশাপাশি একই সংগ্রামে লিপ্ত থেকে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায় যে শ্রমিকেরা প্রথমতঃ একটি শ্রেণীগত পরিবারেরই সদস্য, সমাজতন্ত্রের এক ও অভিন্ন বাহিনীর সৈনিক। এবং শ্রমিকশ্রেণীর ব্যাপক অংশের মধ্যে এর একটা

প্রচণ্ড শিক্ষাগত মূল্য না থেকে পারে না।

সুতরাং, আন্তর্জাতিক ধাঁচের সংগঠন ভ্রাতৃভাবের শিক্ষালয়রূপে কাজ করে, এবং আন্তর্জাতিকতার সপক্ষে এ এক প্রচণ্ড সক্রিয় উপাদান।

কিন্তু জাতি ভিত্তিক এক সংগঠনের ক্ষেত্রে তা খাটে না। যখন শ্রমিকরা জাতিগত ভিত্তিতে সংগঠিত হয়, তখন তারা জাতীয় খোলসের মধ্যে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। শ্রমিকদের মধ্যে যা সাধারণ তাকে বাদ দিয়ে, জোর পড়ে যা পরস্পরের মধ্যে পার্থক্যসূচক তার উপর। এই ধাঁচের সংগঠনের শ্রমিক প্রথমতঃ তার জাতির লোক: হয় ইহুদি, না হয় পোল, কিংবা অন্য কিছু। সংগঠনের ক্ষেত্রে জাতীয় ফেডারেশনের মতবাদ শ্রমিকদের মধ্যে জাতিগত-ভাবে স্বাতন্ত্র্যের ভাব জাগাবে, তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে!

সুতরাং, জাতীয় ধাঁচের সংগঠন হচ্ছে জাতীয় সংকীর্ণচিত্ততা এবং গতি-হীনতার শিক্ষালয়।

দেখা গেল, আমাদের সামনে দুটি মূলগতভাবে ভিন্ন ধাঁচের সংগঠন রয়েছে: একটি ধাঁচের ভিত্তি আন্তর্জাতিক সংহতি এবং অপর ধাঁচের ভিত্তি জাতি অনুসারে শ্রমিকদের সাংগঠনিক 'বিভাজন'।

এ দুটি ধাঁচের মধ্যে সামঞ্জস্য আনবার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। ১৮৯৭ সালে উইমবার্গে অস্ট্রীয় সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টি রচিত আপোষের সূত্র-গুলি শূন্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। অস্ট্রিয়ার পার্টি টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, তার সঙ্গে সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকেও টেনে নামিয়েছে। প্রমাণিত হল, 'মীমাংসা' কেবল কল্পনাবিলাস নয়, ক্ষতিকরও। স্ট্রেসার যথার্থ বলেছেন, 'উইমবার্গ পার্টি-কংগ্রেসেই* বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রথম জয়লাভ।' রাশিয়াতেও তাই। স্টকহোম কংগ্রেসে বুন্দের ফেডারেল নীতির সঙ্গে 'আপোষ' শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ ফেঁসে গেল। বুন্দ স্টকহোমের আপোষ-বোঝাপড়া লংঘন করল। স্থানীয়ভাবে শ্রমিকদের একটিমাত্র সংগঠনে ঐক্যবদ্ধ করা, সব জাতির শ্রমিকদের তার ভেতরে আনা—এইসব কাজে স্টকহোম কংগ্রেসের পর থেকেই বুন্দ বাধা দিচ্ছে। ১৯০৭ ও ১৯০৮ সালে রাশিয়ার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টি বারবার দাবি করেছে, শেষ পর্যন্ত নীচে থেকে সব জাতির শ্রমিকদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও বুন্দ তার বিচ্ছেদ-পন্থী কৌশলের জিদ ত্যাগ করেনি।[১৪৪] বুন্দ যা শুরু করেছিল সংগঠনগত

* তার 'দের আরবিটার উন্দ দাই নেশান, ১৯১২ দেখুন।

জাতীয় স্বায়ত্তশাসন দিয়ে, তা আসলে পরিণত হল ফেডারেল আদর্শে, যার একমাত্র পরিণতি পূর্ণ বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদে। এবং রাশিয়ার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টি থেকে ভেঙে বেরিয়ে বুন্দ পার্টি-কর্মীদের মধ্যে অনৈক্য ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করল। উদাহরণস্বরূপ জাগিয়েলোর ব্যাপার[১৪৫] স্মরণ করা যেতে পারে।

সুতরাং 'আপোষের' পথ কল্পনাবিলাস ও ক্ষতিকররূপে বর্জন করতে হবে।

হয় এটি, নয়ত অন্যটি : হয় বুন্দের ফেডারেল আদর্শ যে ক্ষেত্রে শ্রমিকদের জাতি অনুসারে শ্রমিকদের 'বিভাজন'-এর ভিত্তিতে রাশিয়ার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টিকে নিজেকে সংস্কার করতে হবে; অথবা আন্তর্জাতিক ধাঁচের সংগঠন যে ক্ষেত্রে ককেশীয়, লেটিশ এবং পোলিশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক ব্যবস্থার মতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে বুন্দকে নিজেকে সংস্কার করতে হবেএবং এভাবে রাশিয়ার ইহুদি শ্রমিকদের সঙ্গে অন্যান্য জাতির শ্রমিকদের প্রত্যক্ষ মিলন সম্ভব করে তুলতে হবে।

কোন মাঝামাঝি পথ নেই : নীতি জয়ী হয়, 'আপোষ' করে না।

সুতরাং, শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক সংহতির নীতি জাতি-সমস্যা সমাধানের একটি অপরিহার্য উপাদান।

ভিয়েনা, জানুয়ারি, ১৯১৩

'প্রশ্ভেশ্চেনিয়ে' ৩-৫ সংখ্যা ১৪৬
মার্চ-মে ১৯১৩
স্বাক্ষর : জে. স্তালিন

ডুমাতে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক গোষ্ঠীর অবস্থা

প্রাভদার ৪৪ সংখ্যায় ডুমার সাতজন সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক প্রতিনিধির এক 'বিবৃতি' বেরিয়েছে। তাতে তারা ছজন শ্রমিক প্রতিনিধিকে আক্রমণ করেছে।[১৪৭]

প্রাভদার ঐ সংখ্যাতেই ছজন শ্রমিক প্রতিনিধি ঐ সাতজনের উত্তরও দিয়েছে এবং তাদের আক্রমণকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পথে প্রথম পদক্ষেপ বলে বর্ণনা করেছে।

সুতরাং শ্রমিকদের সামনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, ডুমাতে এক ঐক্যবদ্ধ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক গোষ্ঠী থাকবে কি থাকবে না।

এতকাল পর্যন্ত সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক গোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ রয়েছে এবং ঐক্যবদ্ধভাবে জোরদার রয়েছে—এমন জোরদার যে সর্বহারাশ্রেণীর শত্রুরাও একে স্বীকার করেছে।

এখন এই গোষ্ঠী দুভাগে ভাগ হয়ে যেতে পারে, তাতে কেবল শত্রুদেরই মজা, তাদেরই আনন্দ।...

কী ঘটেছিল? কেন সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক গোষ্ঠীর সদস্যরা এমন তীক্ষ্ণভাবে ভাগ হয়ে গেলেন? শ্রমিকশ্রেণীর শত্রুদের সামনে একটি সংবাদ-পত্রের কলমে তাদের কমরেডদের আক্রমণ করতে সাতজন প্রতিনিধিকে কী উৎসাহিত করেছিল?

ঐ 'বিবৃতিতে' তারা দুটি প্রশ্ন তুলেছিল—**লুচ** এবং **প্রাভদায়** লেখার প্রশ্ন এবং এই দুটি পত্রের একীকরণের প্রশ্ন।

সাতজন প্রতিনিধির মত হল, সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক ডেপুটিদের কর্তব্য উভয় পত্রেই রচনা দেওয়া এবং **লুচ**-পত্রে না লিখতে চাওয়া মানে ছজন ডেপুটির পক্ষে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক গোষ্ঠীর ঐক্য লংঘন করা।

কিন্তু সত্যিই কি তাই? সাতজন প্রতিনিধিই কি ঠিক?

প্রথমতঃ, এটা কি অদ্ভুত নয় যে, যে-পত্রের নীতি একজন শুধু সমর্থন করে না তাই নয়, বরং ক্ষতিকর মনে করে, তার কাছে সেই পত্রে লেখার প্রত্যাশা করা? দৃষ্টান্তস্বরূপ, গোঁড়া বেবেলকে কি সংশোধনবাদী কাগজে লিখতে বাধ্য

করা যায়, অথবা সংশোধনবাদী ভোলমারকে কি কোন গোঁড়া সংবাদপত্রে লিখতে বাধ্য করা যায়? জার্মানিতে এ ধরনের দাবিতে ওরা হেসে উঠবে, কারণ ওরা জানে যে ঐক্যবদ্ধ কাজ মানে মতভেদ থাকবে না তা নয়। এই দেশে সত্যি কথা বলতে কি···ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এই দেশে আমরা এখনও সংস্কৃতিবান হতে পারিনি।

দ্বিতীয়তঃ, রাশিয়াতে আমাদের অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ নির্দেশনা আছে, তাতে দেখা যায় গোষ্ঠীর ঐক্য ক্ষুন্ন না করেও ডেপুটিরা দুটি ভিন্ন কাগজে লিখতে পারে। আমরা তৃতীয় গোষ্ঠীর কথাই স্মরণ করছি।[১৪৮] এটা কারোর কাছে গোপন নেই যে তৃতীয় ডুমার তেরজন সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে নজন **কেবল জ্ভেজ্দা** পত্রে লিখেছিল, দুজন **কেবল জিভয়ি দেলো**[১৪৯] পত্রে লিখেছিল, বাকি দুজন কোন কাগজেই লেখেনি।··· যাই হোক, এইসব ব্যাপার কিন্তু তৃতীয় গোষ্ঠীর ঐক্যকে বিন্দুমাত্র ক্ষুন্ন করেনি! আগাগোড়া ঐ গোষ্ঠী এক হয়ে কাজ করছে।

লুচ পত্রিকায় লেখা বাধ্যতামূলক—সাতজন ডেপুটির এই দাবি স্পষ্টতঃই ভ্রান্ত, আপাতবিচারে মনে হয়, তারা এখনও এই প্রশ্নে খুব পরিষ্কার হতে পারেনি।

সাতজন ডেপুটি আরও দাবি করেছে যে, **প্রাভদা** ও **লুচ** মিলে একটি গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ সংবাদপত্র হওয়া উচিত।

কিন্তু কিভাবে দুটি এক হবে? একটি সংবাদপত্রে তাদের মিলে যাওয়া কি সম্ভব?

লুচের 'আদর্শগত সমর্থক' এই সাতজন ডেপুটি কি সত্যি জানে না যে এই ধরনের সংযুক্তি **লুচ-ই** প্রথম প্রত্যাখান করবে? তারা কি **লুচের** ১০৮ নং সংখ্যা পড়েছে—যাতে বিবৃতি আছে যে **'কেবল যান্ত্রিক পদ্ধতির দ্বারা, যেমন দুটি মুখপত্রের সংযুক্তি ইত্যাদি দ্বারা, ঐক্য হতে পারে না'**?

যদি তারা ওটি পড়ে থাকে, তাহলে কি করে সংযুক্তির কথা গুরুত্ব দিয়ে বলতে পারে?

দ্বিতীয়তঃ, ঐ সাতজন ডেপুটি কি সাধারণভাবে ঐক্য বিষয়ে এবং বিশেষভাবে একটি সাধারণ মুখপত্র সম্পর্কে বিলুপ্তিবাদী নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অবহিত আছে?

লুচের প্রেরণাদাতা পি. অ্যাক্সেলরড কি বলেন শুনুন। যখন সেণ্ট পিটার্সবুর্গ

শ্রমিকদের একাংশ **অ্‌ভ্রেজ্‌দা** এবং **জিভয়ি দেলোর** পান্টা একটি গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ সংবাদপত্র প্রকাশ করবে ঠিক করে, **নেভ্‌স্কি গোলোস** পত্রিকার ষষ্ঠ সংখ্যায় তিনি লিখলেন :

'বর্তমান সময়ে একটি সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক মুখপত্রের ধারণাটাই কল্পনাবিলাস, তার চেয়ে বড় কথা, এই কল্পনাবিলাস বস্তুতঃ পার্টির রাজনৈতিক অগ্রগতি এবং সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির পতাকাতলে সর্বহারাশ্রেণীর সংগঠনগত ঐক্যেরও প্রতিকূল। প্রকৃতিকে দরজার বাইরে বার করে দাও, সে আবার জানলা দিয়ে ঢুকবে।...প্রস্তাবিত শ্রমিকদের মুখপত্র কি দুটি বিরোধী শিবিরের মধ্যে নিরপেক্ষ ভূমিকা নিতে পারে? ...স্পষ্টতঃই পারে না' (**নেভ্‌স্কি গোলোস**, সংখ্যা ৬ দেখুন)।

সুতরাং অ্যাক্সেলরড-এর মত অনুসারে একটি সাধারণ সংবাদপত্র শুধু অসম্ভব নয়, ক্ষতিকরও, কারণ তা নাকি 'সর্বহারাশ্রেণীর রাজনৈতিক অগ্রগতি এবং ঐক্যের প্রতিকূল'।

লুচের আর একজন পৃষ্ঠপোষক, কুখ্যাত ডান, কি বলেন শোনা যাক।

তিনি লিখছেন, 'মহৎ রাজনৈতিক কর্তব্য বিলুপ্তিবাদ-বিরোধী পন্থার বিরুদ্ধে বিরতিহীন সংগ্রামকে অনিবার্য করে তোলে।...বিলুপ্তিবাদ-বিরোধী পন্থা অনবরত বাধা জন্মায়, বিশৃংখলা ঘটায়।' 'একে ভ্রূণেই ধ্বংস করার সর্বরকম চেষ্টা করা' প্রয়োজন (**নাশা জরায়া**, সংখ্যা ৬, ১৯১১ দেখুন)।

সুতরাং, 'বিলুপ্তিবাদ-বিরোধী পন্থার বিরুদ্ধে বিরতিহীন **যুদ্ধ**'—অর্থাৎ **প্রাভদার** বিরুদ্ধে, 'বিলুপ্তিবাদ-বিরোধী পন্থাকে' অর্থাৎ **প্রাভদাকে 'ধ্বংস করা'**—হল ডানের প্রস্তাব।

এত কাণ্ডের পরে ঐ সাতজন ডেপুটি কি করে দুটি সংবাদপত্রের সংযুক্তির কথা গুরুত্ব দিয়ে বলতে পারে?

তারা কাদের সংযুক্তি, একীকরণ চায়?

হয় এটা, নয় ওটা :

হয় তারা এখনও প্রশ্নটি বুঝে উঠতে পারেনি এবং **লুচ** যে কি ভূমিকা গ্রহণ করেছে তা ধরতে পারেনি, যে **লুচের** সমর্থক বলে তারা নিজেদের দাবি করে—সেক্ষেত্রে 'তারা নিজেরাই জানে না তারা কি করছে'।

নয় তারা নিজেরাই **লুচ**-পন্থী, ডানের সঙ্গেই 'বিলুপ্তিবাদ-বিরোধী পন্থা ধ্বংস করতে' প্রস্তুত। অ্যাক্সেলরডের মতো তারা বিশ্বাস করে না যে একটিমাত্র

মুখপত্র সম্ভব, কিন্তু ডুমা গোষ্ঠীর মধ্যে চুপি চুপি বিভেদের ভিত্তি তৈরীর জন্য জোর দিয়ে ঐক্যের কথা বলা চাই।...

ছুটির যেটিই হোক না কেন, একটি বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই : শ্রমিকরা সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক গোষ্ঠীর সংহতি রক্ষার প্রশ্নের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে—যেটি এখন ভাঙবার আশংকা দেখা দিয়েছে।

গোষ্ঠীই বিপন্ন!

কে গোষ্ঠীকে বাঁচাতে পারে, কে রক্ষা করতে পারে তার সংহতি ?

শ্রমিকেরা, এবং কেবল শ্রমিকেরাই তা পারে! আর কেউ না, কেবল শ্রমিকেরাই পারে!

দেখা যাচ্ছে, গোষ্ঠীর মধ্যে বিভেদের চেষ্টা—তা সে যেখান থেকেই আসুক, তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া শ্রেণী-সচেতন শ্রমিকদের কর্তব্য।

যে সাতজন ডেপুটি সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক গোষ্ঠীর বাকি অর্ধেককে আক্রমণ করছে, শ্রেণী-সচেতন শ্রমিকদের কর্তব্য হচ্ছে তাদের শৃংখলা মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া।

গোষ্ঠীর ঐক্য রক্ষার্থে এ ব্যাপারে অবিলম্বে শ্রমিকদের হস্তক্ষেপ করা উচিত।

এখন চুপ করে থাকা অসম্ভব। তার চেয়েও বেশি, নীরবতা এখন অপরাধ।

প্রাভদা, সংখ্যা ৪৭

২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৩

স্বাক্ষর : কে. স্তালিন

লেনা হত্যাকাণ্ডের বর্ষপূর্তি[১৫০]

বন্ধুগণ!

এক বছর আগে লেনায় আমাদের পাঁচশো জন সাথীকে গুলি করে মারা হয়েছিল। ১৯১২ সালের ৪ঠা এপ্রিল লেনার সোনার খনিতে আমাদের পাঁচশো ভাই একটা শান্তিপূর্ণ অর্থনৈতিক ধর্মঘটের অপরাধে গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন, মুষ্টিমেয় কোটিপতিদের খুশী করতে জারের হুকুমে তাঁদের গুলি করা হয়।

জারের নামে তাঁর বিশেষ বাহিনীর যে ক্যাপটেন ত্রেশচেংকো এই হত্যা-কাণ্ড পরিচালনা করেছিল এবং সরকারের কাছ থেকে উঁচু সম্মান ও স্বর্ণ-খনি মালিকদের কাছ থেকে প্রচুর পুরস্কার পেয়েছিল, সে এখন ঘন ঘন অভিজাত ভাটিখানায় যাতায়াত করছে এবং পুলিশের গোপন বিভাগের প্রধান পদে নিয়োগের জন্য অপেক্ষা করছে। বিশেষ মুহূর্তের উদ্দীপনায় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে নিহতদের পরিবারবর্গের জন্য ব্যবস্থা করা হবে, কিন্তু দেখা গেল কথাটা জঘন্য মিথ্যা। প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, লেনার শ্রমিকদের জন্য রাষ্ট্রীয় বীমা চালু করা হবে, কিন্তু দেখা গেল সে-কথাটাও ধাপ্পা। কথা দেওয়া হয়েছিল, ব্যাপারটার 'তদন্ত' হবে, কিন্তু কার্যতঃ এমনকি তাঁদের নিজস্ব প্রতিনিধি সিনেটর মানুখিনের তদন্ত-বিবরণও চেপে রাখা হয়েছে।

ডুমার কক্ষে দাঁড়িয়ে কশাই-মন্ত্রী মাকারভ বিদ্রূপ করে বলেছিল, 'যা হয়েছিল, তাই হবে।' সে যে ঠিকই বলেছিল তা প্রমাণিত হল: জার এবং তাঁর মন্ত্রীরা ছিলেন যা, তাই আছেন, মিথ্যুক, অসত্যবাদী, রক্তপায়ী— যারা মুষ্টিমেয় নিষ্ঠুর জমিদার ও কোটিপতিদের ইচ্ছাকেই রূপ দেয়।

১৯০৫ সালের ৯ই জানুয়ারি সেন্ট পিটার্সবুর্গে শীত প্রাসাদের চত্বরে গুলি-চালনার দ্বারা পুরানো, প্রাক্-বিপ্লব স্বৈরতন্ত্রের উপরে ন্যস্ত বিশ্বাসকেই খুন করা হয়েছিল।

১৯১২ সালের ৪ঠা এপ্রিল দূরবর্তী লেনায় গুলিচালনার দ্বারা বর্তমান 'নবসজ্জায় সজ্জিত' উত্তর-বিপ্লব স্বৈরতন্ত্রের উপরে ন্যস্ত বিশ্বাসকেই খুন করা হয়েছে।

যারা বিশ্বাস করত আমরা এখন একটি সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে বাস করছি, যারা বিশ্বাস করত পুরানো দাঙ্গা-হাঙ্গামা আর সম্ভব নয়, তারা সকলেই নিশ্চিত বুঝেছে, ব্যাপারটা মোটেই তা নয়; সেই জারগোষ্ঠীই রাশিয়ার মহান জনগণের ওপর এখনও প্রভুত্ব করছে। নিকোলাস রোমানভ তার রাজতন্ত্রের বেদীতে এখনও হাজার হাজার রুশ শ্রমিক-কৃষকের প্রাণ বলি চায়; জারের যে দালালরা, ত্রেশচেংকোরা, নিরস্ত্র রুশ নাগরিকদের ওপর নিজেদের শক্তি জাহির করেছে, রাশিয়ার সর্বত্র এখনও তাদের চাবুকের আওয়াজ এবং গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে।

লেনার গুলিচালনা আমাদের ইতিহাসে একটি নতুন পৃষ্ঠা যোজনা করেছে। সহিষ্ণুতার শেষ সীমা পার হয়ে গিয়েছে। জনসাধারণের ঘৃণার বাঁধের দরজাগুলো ভেঙে খুলে গেছে। সাধারণের ক্রোধের নদীতে এসেছে প্লাবন। জারের পদলেহী মাকারভের কথা—'যা হয়েছিল, তাই হবে'—আগুনে ইন্ধন জুগিয়েছে। ১৯০৫ সালে জারের আর-এক রক্তপায়ী ত্রেপভের 'কোন গুলিই বাঁচাবে না' হুকুমে যেমন হয়েছিল, এক্ষেত্রেও প্রতিক্রিয়া ঠিক সে-রকম। শ্রমিক আন্দোলন ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রের মতো প্রসারিত, ফেনায়িত হয়ে উঠতে লাগল। লেনা হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রুশ শ্রমিকরা একদিনের যুক্ত ধর্মঘট করল—তাতে প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষ যোগ দিল। তারা উঁচুতে ধরে রেখেছিল আমাদের পুরানো রক্তপতাকা—যার ওপরে শ্রমিকশ্রেণী আর একবার রুশ বিপ্লবের প্রধান তিনটি দাবি লিখে দিল:

শ্রমিকদের জন্য—আট ঘণ্টা কাজের দিন চাই!
কৃষকের স্বার্থে—সব জমিদার ও জারের জমির বাজেয়াপ্তি চাই!
সমগ্র জনগণের জন্য গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র চাই!

আমাদের পেছনে আছে এক বছরের সংগ্রাম। পেছনের দিকে তাকিয়ে আমরা সানন্দে বলতে পারি: শুরু হয়ে গেছে, একটা বছর বৃথা যায়নি।

লেনা ধর্মঘট মে-দিবস ধর্মঘটের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল। ১৯১২ সালের মে-দিবস আমাদের শ্রমিক-আন্দোলনের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। সেই সময়ের পর থেকে এক মুহূর্তের জন্যও সংগ্রামে ভাঁটা পড়েনি। রাজনৈতিক ধর্মঘট ব্যাপক হচ্ছে, বাড়ছে। সেবাস্তপোলে ১৬ জন নাবিককে গুলি করার জবাব ১৫০,০০০ শ্রমিক দিয়েছে ধর্মঘট পালন করে, ঘোষণা করেছে বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে বিপ্লবী সশস্ত্র বাহিনীর মিত্রতা। শ্রমিকদের এলাকা

থেকে ডুমা নির্বাচনে যে কারসাজি করা হয়, ধর্মঘট করে সেণ্ট পিটার্সবুর্গের শ্রমিকশ্রেণী তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে চতুর্থ ডুমার উদ্বোধনের দিনেই[151] সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক গোষ্ঠী বীমা সমস্যা নিয়ে প্রস্তাব তোলে, সেণ্ট পিটার্সবুর্গের শ্রমিকেরা সংগঠিত করে একদিনের ধর্মঘট ও বিক্ষোভযাত্রা। পরিশেষে, ১৯১৩ সালের ৯ই জানুয়ারি দু লক্ষ রুশ শ্রমিক নিহত সহযোদ্ধাদের স্মৃতিতে ধর্মঘট করে বেরিয়ে পড়ে, সমগ্র গণতান্ত্রিক রাশিয়াকে আহ্বান জানায় —নতুন লড়াই শুরু করতে।

এই হল ১৯১২ সালের প্রধান ফলশ্রুতি।

বন্ধুগণ! লেনা হত্যাকাণ্ডের প্রথম বার্ষিকী আসন্ন। যেভাবেই হোক, আমাদের কথা শোনাতেই হবে। এ আমাদের কর্তব্য। আমরা আমাদের নিহত কমরেডদের স্মৃতিকে সম্মান করি। আমরা দেখিয়ে দেব যে আমরা সেই রক্তাক্ত ৪ঠা এপ্রিলকে ভুলিনি, যেমন ভুলিনি ৯ই জানুয়ারির সেই রক্তাক্ত রবিবারকে।

সভা, মিছিল, অর্থসংগ্রহ ইত্যাদি দ্বারা আমরা সর্বত্র লেনা বার্ষিকী পালন করব।

গোটা মেহনতী রাশিয়া সেদিন একস্বরে বলিষ্ঠ আওয়াজ তুলুক:

রোমানভ রাজতন্ত্র ধ্বংস হোক!

নতুন বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!

গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক!

শহীদদের জয় হোক!

রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির
কেন্দ্রীয় কমিটি

আবার ছাপিয়ে নিয়ে বিলি করুন!

মে-দিবস অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি করুন!

১৯১৩ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে লিখিত

টীকা

১। কে. কাউটস্কির পুস্তিকা তিফলিস থেকে জর্জীয় ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয় মার্চ, ১৯০৭এ। বলশেভিক সংবাদপত্র 'দ্রো'-র ১৮ই মার্চ, ১৯০৭এর ৭ নং সংখ্যায় কোবা-র (জে. ভি. স্তালিন) ভূমিকা সংবলিত হয়ে পুস্তিকাটির জর্জীয় ভাষায় প্রকাশের বিজ্ঞপ্তি বেরিয়েছিল।

২। ক্যাডেট—সাংবিধানিক গণতন্ত্রী দলের সংক্ষেপিত নাম; ১৯০৫ সালের অক্টোবরে গঠিত লিবারেল-রাজতন্ত্রী বুর্জোয়াদের প্রধান দল।

৩। **প্রথম সিমপোসিয়াম**—১৯০৬ সালে সেন্ট পিটার্সবুর্গে প্রকাশিত মেনশেভিকদের একটি রচনা সংকলন।

৪। **নাশে দেলো** (আমাদের লক্ষ্য)—১৯০৬ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর থেকে ২৫শে নভেম্বর পর্যন্ত মস্কো থেকে প্রকাশিত একটি মেনশেভিক সাপ্তাহিক।

৫। **তোভারিশ** (কমরেড)—একটি দৈনিকপত্র, মার্চ, ১৯০৬ থেকে ১৯০৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সেন্ট পিটার্সবুর্গ থেকে প্রকাশিত। যদিও প্রকাশ্যভাবে পত্রিকাটি কোন দলের মুখপত্র ছিল না, কার্যতঃ বামপন্থী ক্যাডেটদের মুখপত্র ছিল। এতে মেনশেভিকরাও লিখত।

৬। **অৎক্লিকি** (প্রতিধ্বনি)—১৯০৬-০৭ সালে সেন্ট পিটার্সবুর্গ থেকে প্রকাশিত মেনশেভিকদের প্রবন্ধ-সংকলন। তিনটি খণ্ড বেরিয়েছিল।

৭। **মির বঝি** (ঈশ্বরের দুনিয়া)—লিবারেল মতের একটি মাসিক পত্রিকা, ১৮৯২ সালে সেন্ট পিটার্সবুর্গে এর প্রকাশক শুরু হয়। উনিশ শতকের নব্বইয়ের দশকে এতে 'আইনানুগ মার্কসবাদীদের' রচনা প্রকাশিত হত। ১৯০৫-এর বিপ্লবের সময় মেনশেভিকরাও এই পত্রিকায় লিখত। ১৯০৬ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত এটি 'চলতি দুনিয়া' নামে বের হত।

৮। **গোলস ত্রুদা** (শ্রমবাণী)—১৯০৬ সালের ২১শে জুন থেকে ৭ই জুলাই পর্যন্ত সেন্ট পিটার্সবুর্গ থেকে প্রকাশিত মেনশেভিক সংবাদপত্র।

৯। **ত্রুদোভিকস** (মেহনতী গোষ্ঠী)—পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের একটি গোষ্ঠী, প্রথম রাষ্ট্রীয় ডুমার কৃষক প্রতিনিধিদের নিয়ে ১৯০৬ সালের এপ্রিলে গঠিত।

পপুলার সোশ্যালিষ্ট (জনপ্রিয় সমাজতন্ত্রী)—একটি পেটি-বুর্জোয়া সংগঠন, সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি পার্টির দক্ষিণপন্থীদের থেকে ১৯০৬ সালে বিচ্ছিন্ন হয়। এদের রাজনৈতিক দাবি সংবিধানসম্মত রাজতন্ত্রের বেশি নয়। লেনিন এদের বলতেন 'সোশ্যাল ক্যাডেট' এবং 'সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি মেনশেভিক'।

১০। দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় ডুমার নির্বাচনের কৌশল আলোচনার জন্য ১৯০৭ সালের ৬ই জানুয়ারি সেন্ট পিটার্সবুর্গে অনুষ্ঠিত সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট সম্মেলনের কথাই এখানে বলা হচ্ছে। ৪০ জন বলশেভিক এবং ৩১জন মেনশেভিক এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিল। রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি, যেখানে মেনশেভিকরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ, প্রস্তাব দিয়েছিল যে সম্মেলনকে শহর এবং গুবেরনিয়াতে ভাগ করা উচিত। এই ভাবে মেনশেভিকরা বেশি সংখ্যক ভোট লাভের কথা ভেবেছিল। পার্টি নিয়মের পরিপন্থী বলে এ প্রস্তাব সম্মেলন নাকচ করে দিয়েছিল। প্রতিবাদে মেনশেভিক প্রতিনিধিরা সভা ছেড়ে চলে যায়। বাকি প্রতিনিধিরা সম্মেলন চালিয়ে যাবার সংকল্প নেয়। লেনিনের বিবরণ শোনার পর সম্মেলন ক্যাডেটদের সঙ্গে নির্বাচনী সমঝওতার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে—এই কারণে যে নীতির দিক থেকে ঐ ধরনের সমঝওতা গ্রহণীয় তো নয়ই, বরং রাজনৈতিকভাবে নিশ্চিত ক্ষতিকর। 'অনতিবিলম্বে সেন্ট পিটার্সবুর্গের জন্য বিপ্লবী গণতন্ত্রের সঙ্গে সমঝওতার অত্যন্ত জরুরী প্রশ্নটি নিয়ে' একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। কেন্দ্রীয় কমিটির যে মেনশেভিক প্রতিনিধিরা সম্মেলনে উপস্থিত ছিল, তারা ঘোষণা করল যে এই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত সেন্ট পিটার্সবুর্গের সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট সংস্থার উপর প্রযোজ্য নয়, এবং যে মেনশেভিকরা সম্মেলন ছেড়ে গিয়েছিল, তারা ক্যাডেটদের সঙ্গে সমঝওতার সিদ্ধান্ত সংবাদপত্রে প্রকাশ করল।

১১। **রেশ** (ভাষণ)—ক্যাডেটদলের কেন্দ্রীয় মুখপত্ররূপে এই দৈনিকটি সেন্ট পিটার্সবুর্গ থেকে ১৯০৬ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯১৭ সালের ২৬শে অক্টোবর পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল।

১২। **চভেনি ৎস্খোভ্রেবা** (আমাদের জীবন)—জে. ভি. স্তালিনের পরিচালনায় তিফলিস থেকে প্রকাশিত একটি বৈধ জর্জীয় বলশেভিক দৈনিক-পত্র। ১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯০৭ এর প্রথম প্রকাশ। মোট ১৩টি সংখ্যা বেরিয়েছিল। 'চরমপন্থী ঝোঁকে'র অপরাধে ১৯১০ সালের ৬ই মার্চ এর প্রকাশ নিষিদ্ধ করা হয়।

১৩। **না ওচেরেদি** (কালের নির্দেশ)—ডিসেম্বর ১৯০৬ থেকে ১৯১০ সালের মার্চ পর্যন্ত সেণ্ট পিটার্সবুর্গ থেকে প্রকাশিত একটি মেনশেভিক সাপ্তাহিকপত্র। মোট চারটি সংখ্যা বেরিয়েছিল।

১৪। **ভ্রেমিয়া** (সময়)—'আমাদের জীবন' বন্ধ হবার পরে স্তালিনের পরিচালনায় ১১ই মার্চ ১৯০৭ থেকে ১৫ই এপ্রিল পর্যন্ত তিফলিস থেকে প্রকাশিত একটি জর্জীয় বলশেভিক দৈনিকপত্র ৎস্খাকায়া এবং দাভিতাশভিলি এর সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। মোট ৩১টি সংখ্যা বেরিয়েছিল।

১৫। দ্রষ্টব্য—কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসের 'নির্বাচিত রচনাবলী' ইংরেজী সংস্করণ, ১ম খণ্ড, মস্কো ১৯৫১, পৃ: ৬৪,৬৫।

১লা জুন ১৮৪৮ থেকে ১৯শে মে ১৮৪৯ পর্যন্ত কোলন থেকে প্রকাশিত; এটির পরিচালনায় ছিলেন মার্কস ও এঙ্গেলস্।

১৬। গুরকো—স্বরাষ্ট্র বিভাগের উপমন্ত্রী লিডভাল নামে একজন বড় ফাটকাবাজ জুয়াচোর ১৯০৬ সালে দুর্ভিক্ষপীড়িত এলাকায় খাদ্য পাঠানোর ব্যাপারে গুরকোর সঙ্গে চুক্তি করেন। লিডভালের সঙ্গে গুরকোর ফাটকাবাজী এমন জটিলতা সৃষ্টি করে যে তার থেকে 'লিডভাল মামলা' নামে একটি চাঞ্চল্যকর মামলার উদ্ভব হয়। গুরকোর কোন ক্ষতি হয়নি, কেবল পদটি খোয়াতে হয়েছিল।

১৭। 'অক্টোবরপন্থী' বা ১৭ই অক্টোবরের সম্মিলন—১৯০৫ সালের নভেম্বরে বড় বড় শিল্পপতি ও বণিক বুর্জোয়া ও জমিদারদের একটি প্রতিবিপ্লবী পার্টি গড়ে উঠেছিল। এই পার্টি স্তলিপিন শাসনকে, জারতন্ত্রের স্বরাষ্ট্র ও বৈদেশিক নীতিকে পুরোপুরি সমর্থন জানিয়েছিল।

১৮। **পারুস** (পাল)—১৯০৭ সালে মস্কোয় প্রকাশিত ক্যাডেটদের দৈনিক একটি মুখপত্র।

১৯। **সেগোদ্‌নিয়া** (আজ)—বুর্জোয়াদের সান্ধ্য দৈনিকপত্র; ১৯০৬-০৮ সালে সেণ্ট পিটার্সবুর্গ থেকে প্রকাশিত।

২০। **স্লোভো** (কথা)—১৯০৪ সালের ডিসেম্বরে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে এই দৈনিকপত্রের প্রথম প্রকাশ। ১৯০৫ সালের অক্টোবর থেকে জুলাই ১৯০৬ পর্যন্ত এই দৈনিকটি অক্টোবরপন্থীদের মুখপত্র ছিল।

২১। **জি. পি. তেলিয়ার** জন্ম ১৮৮০ সালে এবং মৃত্যু ২৫শে মার্চ, ১৯০৭ সালে সুখুমে। কুতাইস জেলার চাগানি গ্রামে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

২২। এখানে আলোচ্য সরাসরি স্তালিনের নেতৃত্বে পরিচালিত তিফলিস শ্রমিকদের মে-দিবসের মিছিল; ১৯০১ সালের ২২শে এপ্রিল এই মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তিফলিসের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে বাজারের এই জমায়েতে ২,০০০ নরনারী যোগ দিয়েছিল। মিছিলের সঙ্গে পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর সংঘর্ষ হয়। তাতে ১৪ জন আহত এবং ৫০ জনেরও বেশি গ্রেপ্তার হয়। তিফলিস মিছিলের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেনিনের ইস্ক্রা লেখে: 'রবিবার ২২শে এপ্রিল (পুরানো পঞ্জী) তিফলিসে যা ঘটে গেল তা থেকে সারা ককেশাস অঞ্চলে বৈপ্লবিক আন্দোলনের সূচনা হল' (ইস্ক্রা, সংখ্যা ৬, জুলাই, ১৯০১)।

২৩। রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির তিফলিস কমিটির গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯০৩ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি শ্রমিকদের একটি মিছিল বেরিয়েছিল। তাতে ৬,০০০ লোক যোগ দিয়েছিল, সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে তার সংঘর্ষ ঘটে; গ্রেপ্তার হয় ১৫০ জন।

২৪। **প্রলেতারিয়াতিস বর্দজোলা** (সর্বহারার সংগ্রাম)—রু.সো.ডি.লে. পার্টির ককেশীয় সম্মিলনের মুখপত্র একটি বে-আইনী দৈনিকপত্র।

২৫। **আখালি ৎখোভরেবা** (নবজীবন)—২০শে জুন থেকে ১৪ই জুলাই ১৯০৬ পর্যন্ত তিফলিসে প্রকাশিত একটি জর্জীয় বলশেভিক দৈনিকপত্র। ২০টি সংখ্যা বেরিয়েছিল। এর পরিচালনায় ছিলেন জে. ভি. স্তালিন; নিয়মিত লেখক ছিলেন এম. দাভিতাশভিলি, জি. তেলিয়া, জি. কিকোদ্‌সে প্রমুখ।

২৬। ৩০শে এপ্রিল থেকে ১৯শে মে ১৯০৭ পর্যন্ত লণ্ডনে অনুষ্ঠিত রু. সো. ডি. লে. পার্টির পঞ্চম সম্মেলন। সব প্রধান প্রশ্নেই সম্মেলন বলশেভিক প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। তিফলিসের প্রতিনিধিরূপে স্বয়ং স্তালিন সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। 'রু. সো. ডি. লে. পার্টির লণ্ডন কংগ্রেস' প্রবন্ধে তিনি সম্মেলনের কার্যবিবরণীর সংক্ষিপ্তসার করেন।

২৭। **বুন্দ**—পোল্যাণ্ড, লুথিয়ানিয়া ও রাশিয়ার সাধারণ ইহুদি শ্রমিক ইউনিয়ন, ১৮৯৭ সালের অক্টোবরে গঠিত।

২৮। **স্পিল্কা**—উক্রেনীয় সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লীগ, এই সংস্থাটি মেনশেভিকদের কাছাকাছি ছিল, পেটি-বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী 'বিপ্লবী উক্রেনীয় পার্টি' ভেঙে ১৯০৪ সালের শেষদিকে এটি গড়ে ওঠে। স্তলিপিন প্রতিক্রিয়ার সময় উঠে যায়।

২৯। লাখভারি (বর্শা)—১৯০৭ সালের এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত তিফলিসে প্রকাশিত জর্জীয় দৈনিকপত্র।

৩০। স্খিভি (রশ্মি)—ডিসেম্বর ১৯০৫ থেকে জানুয়ারি ১৯০৬ পর্যন্ত তিফলিসে প্রকাশিত জর্জীয় মেনশেভিকদের দৈনিকপত্র।

৩১। ৩রা জুন ১৯০৭ তারিখে জার সরকার দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় ডুমা ভেঙে দেয়। ডুমার ৫৫ জন সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট প্রতিনিধির বিরুদ্ধে সশস্ত্র চক্রান্তের মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়। অধিকাংশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট প্রতিনিধির শাস্তিমূলক শ্রমদণ্ড এবং চির-নির্বাসনের হুকুম হয়।

৩২। 'রু. সো. ডি. লে. পার্টির লণ্ডন কংগ্রেস' প্রবন্ধটি অসমাপ্ত। ১৯০৭ সালের দ্বিতীয়ার্ধে জে. ভি. স্তালিনের ওপর পুলিশের খর নজর এবং পরে তাঁর গ্রেপ্তারের জন্য প্রবন্ধটি শেষ হতে পারেনি।

৩৩। এ. ভারশেঝ্স্কি—এ. ভি. তারকোভা-র ছদ্মনাম ; তিনি ক্যাডেট সংবাদপত্র 'রেচ'-এর লেখক ছিলেন।

৩৪। ই. ডি. কুস্কোভা—'ক্রেডো' নামে পরিচিত অর্থনীতিবাদী গোষ্ঠীর কর্মসূচীর অন্যতম প্রণেতা। ১৯০৬-০৭ সালে তিনি আধা-ক্যাডেট আধা-মেনশেভিক পত্র-পত্রিকায় লিখতেন।

৩৫। জি. এ. আলেক্সিন্স্কি—দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় ডুমার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট গোষ্ঠীর বলশেভিক অংশের সদস্য। রু. সো. ডি. লে. পার্টির লণ্ডন কংগ্রেসের পর তিনি তৃতীয় রাষ্ট্রীয় ডুমা বয়কট করার কৌশল নিতে বলেন। পরবর্তীকালে তিনি বলশেভিক পার্টি ছেড়ে দেন। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর তিনি দেশান্তরী হয়ে যান।

৩৬। স্টুটগার্ট আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক কংগ্রেসের প্রশ্নটি মূলে (দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেস) রু. সো. ডি. লে. পার্টির লণ্ডন কংগ্রেসের বিষয়সূচীভুক্ত ছিল, কিন্তু পরে প্রত্যাহার করা হয়। স্টুটগার্ট কংগ্রেস ১৯০৭ সালে আগস্টের ৫-১১ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বলশেভিকদের প্রতিনিধিত্ব করেন ভি. আই. লেনিন, এ. ভি. লুনাচারস্কি, এম. এম. লিৎভিনভ এবং অন্যান্যরা।

৩৭। রায়াদোভই (সাধারণ কর্মী)—বগ্দানভ নামে সমধিক পরিচিত এ. এ. মালিনভস্কির ছদ্মনাম। (তিনি ম্যাক্সিমভ ছদ্মনামও ব্যবহার করতেন।) ১৯০৩ সালে বলশেভিক পার্টিতে যোগ দেন, কিন্তু রু. সো. ডি. লে. পার্টির

লণ্ডন কংগ্রেসের পর বলশেভিক পার্টি ত্যাগ করেন। মৃত্যু—১৯২৮ সালে।

৩৮। সেণ্ট পিটার্সবুর্গ সংগঠনে বিভেদ সম্পর্কে দ্রষ্টব্য স্তালিনের প্রবন্ধ 'সেণ্ট পিটার্সবুর্গ নির্বাচনী অভিযান এবং মেনশেভিকরা'।

৩৯। 'রাষ্ট্রীয় ডুমার নামে' ভূমি সমস্যা বিষয়ে খসড়া আবেদন, কৃষকদের ভূমিস্বত্ব সম্পর্কে সরকারের ২০শে জুন ১৯০৬ সালের ঘোষণার উত্তরে ক্যাডেটরা এই খসড়া ৫ই জুলাই (১৯০৬) প্রকাশ করে। যতক্ষণ পর্যন্ত ডুমা ভূমি-সংক্রান্ত আইনের চূড়ান্ত খসড়া না করছে ততক্ষণ কৃষকদের কোন সিদ্ধান্ত না নিতে অনুরোধ করা হয়। মেনশেভিক নিয়ন্ত্রণাধীন রু. সো. ডি. লে. পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ডুমার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট গোষ্ঠীকে ক্যাডেটদের আবেদনে সাড়া দিতে বলে। ঐ গোষ্ঠী অবশ্য এর বিরুদ্ধে ভোট দেয়।

৪০। নারদোভৎসি (জাতীয় গণতন্ত্রী)—১৮৯৭ সালে গঠিত পোলিশ বুর্জোয়াদের প্রতিবিপ্লবী জাতীয়তাবাদী পার্টি। ১৯০৫-০৭ সালের বিপ্লবের দিনগুলিতে এটিই ছিল পোলিশ প্রতিবিপ্লবীদের পার্টি, ব্ল্যাক হাণ্ড্রেডী জমিদারদের পার্টি।

৪১। এখানে আলোচ্য এ. এল. জাপারিদ্‌সে ও আই. জে. সেরেতেলি—রু. সো. ডি. লে. পার্টির পঞ্চম (লণ্ডন) কংগ্রেসে প্রদত্ত দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় ডুমার দুই মেনশেভিক প্রতিনিধির বক্তৃতা।

৪২। গুয়েসদিস্টস্‌-জুলে গুয়েসদের সমর্থকরা, ফরাসী সমাজতন্ত্রী কর্মীদের মধ্যে যাদের বামপন্থী মার্কসবাদী ঝোঁক ছিল। ১৯০১ সালে গুয়েসদেপন্থীরা ফ্রান্সের সোশ্যালিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করে। এরা ফরাসী শ্রমিক-আন্দোলনে সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। বুর্জোয়াদের সঙ্গে চুক্তি করে চলার নীতি এবং বুর্জোয়া সরকারে অংশগ্রহণ করার নীতির বিরোধিতা করেছেন। বিশ্বসাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় গুয়েসদে জাতীয় প্রতিরক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন এবং বুর্জোয়া সরকারে ঢুকে পড়েন। গুয়েসদেপন্থীদের যে অংশ বিপ্লবী মার্কসবাদে আস্থাশীল ছিল তারা পরে ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়।

৪৩। এখানে যুরি পেরেয়াস্লাভস্কির একটি প্রবন্ধের কথা বলা হয়েছে।

বাকিনস্কি দাইয়েন (বাকু দিবস)—১৯০৭ জুন থেকে ১৯০৮ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রকাশিত একটি লিবারেলপন্থী দৈনিক সংবাদপত্র।

৪৪। ওয়াই. লারিন এবং এল. এ. রিন্‌—এম. এ. লুরিয়ের-এর ছদ্মনাম।

তিনি একজন মেনশেভিক বিলুপ্তিবাদী, ১৯০৭ সালে তিনি 'ব্যাপক শ্রমিক সম্মেলনে'র পক্ষে বলেন। ১৯১৭তে লারিন বলশেভিক পার্টিতে যোগ দেন।

ইএল (আই আই লুঝিন)—জনৈক মেনশেভিক বিলুপ্তিবাদী।

৪৫। এখানে আলোচ্য 'নিখিল রুশ শ্রমিক কংগ্রেস ও "বলশেভিকরা"' নামে পুস্তিকা, ১৯০৭ সালে তিফলিসে জর্জীয় ভাষায় প্রকাশিত। 'ব্রদিয়াগা' (ভবঘুরে)—মেনশেভিক জর্জি ইরাদ্‌ঝের গোপন নাম। 'গুবা' অর্থাৎ জর্জির স্ত্রী মেনশেভিক পিশ্‌কিনার গোপন নাম।

৪৬। শ্রমিক কংগ্রেস সম্পর্কে মেনশেভিক রচনাসংগ্রহ 'রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং রণকৌশলগত সমস্যা'-য় প্রকাশিত চেরেভানিনের প্রবন্ধ, মস্কো, ১৯০৬।

৪৭। লিনদব—জি. ডি. লিভিসেনের ছদ্মনাম।

৪৮। ১৯০৭ সালের শরৎকালে কমরেড স্তালিনের নেতৃত্বে বাকু কমিটি তৃতীয় রাষ্ট্রীয় ডুমার নির্বাচনী অভিযান পরিচালনা করে। বাকু শ্রমিকদের ভোটার-প্রতিনিধিদের এক সভা হয় ২২শে সেপ্টেম্বর, তাতে বলশেভিকদেরই নির্বাচকরূপে নির্বাচিত করা হয়, তারা আবার চূড়ান্তভাবে ডুমায় শ্রমিক-প্রতিনিধি নির্বাচন করবে। স্তালিনের তৈরী 'নির্দেশ' (ম্যানডেট) এই সভায় গৃহীত হয় এবং রু. সো. ডি. লে. পার্টির বালাখানি জেলা কমিটির ছাপাখানা বিভাগ থেকে পুস্তিকা আকারে ছাপা হয়।

৪৯। বাকুর শ্রমিক-প্রতিনিধিদের সঙ্গে তৈল মালিকদের সম্মেলনের প্রস্তাবিত কনভোকেশন উপলক্ষে এই প্রবন্ধ রচিত। তখন সম্মেলন বয়কটের বলশেভিক কৌশল সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যেও প্রভূত সমর্থন পেয়েছিল। ১৯০৭ সালের ১০ই অক্টোবর থেকে ১লা নভেম্বর পর্যন্ত খনিতে-খনিতে, বাকুর কারখানায় কারখানায় এই সম্মেলন প্রসঙ্গে অনেক সভা-সমিতি হয়েছিল। এইসব জমায়েতে সামিল শ্রমিকদের দুই-তৃতীয়াংশ সম্মেলনে যোগদানের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে। যেন-তেন-প্রকারেন সম্মেলনে যোগ দিতে চেয়েছিল যে মেনশেভিকরা তারা পরাজিত হয়।

৫০। তৈলশিল্পের শ্রমিকরা—তৈলকূপ খোঁড়া এবং তৈল তোলার কাজে নিযুক্ত শ্রমিকেরা। মেকানিক (যন্ত্রমিস্ত্রী)—যন্ত্রশালা, শক্তিকেন্দ্র এবং তৈলকূপের অন্য সহায়ক প্ল্যান্টে নিযুক্ত শ্রমিক।

৫১। বেশকেশ—বোনাসের মতো একধরনের স্বল্প অর্থসাহায্য, রাজনৈতিক

লড়াই থেকে দূরে থাকা এবং শ্রমিক-আন্দোলনে বিভেদসৃষ্টির জন্য বাকু তৈল মালিকদের ব্যাপকভাবে অনুসৃত পদ্ধতি। এই ধরনের বিচিত্র বোনাসের পরিমাণ সম্পূর্ণভাবেই মালিকের খেয়ালখুশীর ওপর নির্ভর করত। বলশেভিকরা ধর্মঘটের দাবির মধ্যে এই বোনাসের দাবির অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে প্রবল বিরোধিতা করে, মূল বেতনহার বৃদ্ধির দাবিতে লড়াই করে।

৫২। কোচেগার—(সমরৎশেভ) আই. শিতিকভের ছদ্মনাম—'গুদক' সংবাদপত্রের ঘোষিত সম্পাদক ও প্রকাশক।

৫৩। **নেফতিয়ানোয়ে দেলো** (তৈল-প্রসঙ্গ)—বাকুর তৈল মালিক কংগ্রেস সংস্থার মুখপত্ররূপে প্রকাশিত (১৮৯৯-১৯২০)।

বৃহত্তম ব্যবসায়ের প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে নির্বাচিত তৈল মালিকদের নিয়ে গঠিত এই কাউন্সিল তৈল মালিকদেরই সংগঠন। এর কাজ হল শ্রমিক-শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগঠিত লড়াই চালানো, সরকারের সঙ্গে আদান-প্রদানে তৈল মালিকদের স্বার্থ বাঁচানো, এবং তৈল মালিকদের জন্য বেশি মুনাফা পাইয়ে দেওয়া ইত্যাদি।

৫৪। দাসনাকৎসাকান বা দাসনাক—আর্মেনীয় বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী পার্টির সদস্যদের আর্মেনীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থের জন্যে লড়তে গিয়ে দাস-নাকরা ট্রান্স-ককেশীয় শ্রমজীবী মানুষদের মধ্যে জাতিগত সংঘর্ষ বাঁধিয়ে দিত।

৫৫। নভেম্বর, ১৯০৭—স্তালিন-নেতৃত্বে বাকু বলশেভিকরা একটি শ্লোগান চালু করে: 'হয় গ্যারান্টিসহ সম্মেলন, নতুবা কোন সম্মেলনই নয়'। যে যে শর্তে শ্রমিকরা সম্মেলনে যোগ দিতে রাজী হয়েছিল সেগুলি হল: সম্মেলনের পক্ষে অভিযানে ট্রেড ইউনিয়নের সক্রিয় অংশগ্রহণ, দাবি সম্পর্কে শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক আলোচনা, ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি কাউন্সিল সভা আহ্বা-নের স্বাধীনতা, সম্মেলনের তারিখ শ্রমিকদের পছন্দমতো হবে। কী কী চূড়ান্ত শর্তে শ্রমিকরা সম্মেলনে যোগ দেবে এবং সম্মেলন আহ্বায়ক সংগঠন কমিশনের প্রতিনিধি নির্বাচন করবে তা নির্ভর করে প্রতিনিধি কাউন্সিলের ওপর; বাকুর খনিতে ও কারখানায় এই কাউন্সিল নির্বাচনের ব্যাপক অভিযান চলে। প্রকাশ্য সভায় এইসব প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। বলশেভিকদের প্রস্তাবিত পথের পক্ষেই অধিকাংশ শ্রমিক ভোট দেয়। যারা সম্মেলন বয়কটের পক্ষে ছিল সেই দাসনাক ও সোশ্যাল রিভলিউশনারিরা এবং যারা কোন গ্যারান্টি

ছাড়াই সম্মেলনের পক্ষে ছিল—তারা জনসমর্থন পায়নি।

৫৬। গুদক (সাইরেন)—বাকুর তৈলশিল্প শ্রমিক ইউনিয়নের মুখপত্র একটি বলশেভিক সংবাদ সাপ্তাহিক। এর প্রথম সংখ্যার প্রকাশ ১২ই আগস্ট, ১৯০৭। এই পত্রিকায় প্রকাশিত স্তালিনের অনেকগুলি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বর্তমান খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এস. শউমিয়ান, এ. জাপারিৎস, এস. স্পন্দরিয়ান প্রমুখ এই পত্রিকায় প্রায়শঃ লিখতেন। এর ৩৪নং সংখ্যা অর্থাৎ বলশেভিক সম্পাদকের অধীনে শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১লা জুন, ১৯০৮। তারপর 'সাইরেন' মেনশেভিকদের হাতে পড়ে। বলশেভিকরা 'বাকিনস্কি রাবোচি' নামে বাকুতে নতুন একটি বৈধ ট্রেড ইউনিয়ন সংবাদপত্র বের করে। এর প্রথম সংখ্যা বেরোয় ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৮।

৫৭। বাকুর মিরজোইয়েভ তৈলখনি এলাকায় একটি ধর্মঘটে প্রায় ১,৫০০ শ্রমিক যোগ দিয়েছিল। ১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৯০৮ ধর্মঘটের আরম্ভ এবং চলেছিল ৭৩ দিন।

৫৮। ১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারিতেই শ্রমিকদের প্রতিনিধি নির্বাচন শেষ হয়েছিল, কিন্তু ককেশাসের লাটসাহেব ভরোন্তসভ-দাশকভের নির্দেশে প্রতিনিধি কাউন্সিলের কনভোকেশন স্থগিত থাকে। ৩০শে মার্চ, ১৯০৮ কাউন্সিলের প্রথম সভা হয় এবং পরবর্তী সভাগুলির তারিখ ৬ই, ১০ই, ২৬শে এবং ২৯শে এপ্রিল। কাউন্সিলের কার্যবিবরণী সম্পর্কে অর্দজনিকিদ্‌ঝে লেখেন: 'সারা রাশিয়ায় যখন অন্ধকার প্রতিক্রিয়া, তখন বাকুতে যথার্থ একটা শ্রমিকদের পার্লামেন্টের অধিবেশন চলছে। এই পার্লামেন্টে বাকু শ্রমিকদের সব দাবি-দাওয়া খোলাখুলি তুলে ধরা হচ্ছে এবং আমাদের বক্তারা আমাদের নিম্নতম কর্মসূচী ব্যাখ্যা করেছেন। গ্যারান্টিসহ সম্মেলনের বলশেভিক প্রস্তাবে কাউন্সিলের ১৯৯ জন ভোট দেয়, ১২৪ জন সম্মেলন বয়কটের প্রস্তাবে ভোট দেয়। বর্জনের সমর্থক—সোশালিষ্ট রিভলিউশনারি এবং দাসনাকরা সভা ত্যাগ করে। ম্যানডেটটিকেই চূড়ান্ত প্রস্তাবরূপে গ্রহণের পক্ষে ১১৩ এবং বিপক্ষে ৫৪ জন ছিল।

৫৯। প্রমিস্লভি ভেস্ত্‌নিক (তৈলখনির সংবাদ)—একটি বৈধ মেনশেভিক সংবাদপত্র, ১৯০৭ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর থেকে ১৯০৮ সালের মার্চ-জুলাইতে সপ্তাহে দুই বা তিন বার বাকুতে প্রকাশিত হত। মেকানিকদের ইউনিয়নের মুখপত্র।

৬০। কে—জা (পি. কারা-মুরজা)—ক্যাডেট দলের সভ্য। বাকু তৈল মালিকদের মুখপত্র 'নেফতায়ানোয়ে দেলো'র সম্পাদক।

৬১। কোচি—ডাকাত, ভাড়াটে খুনী।

৬২। খানলার সাকারালিয়েভ—একজন বলশেভিক কর্মী এবং আজার-বাইজান শ্রমিকদের বুদ্ধিমান সংগঠক। নাফ্‌থা তৈলখনিতে একটি সার্থক ধর্মঘটের পর ১৯০৭ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর রাতে তিনি তৈল মালিকদের ভাড়াটে খুনীর হাতে ভীষণভাবে আহত হন এবং কয়েকদিন পর মারা যান। রু. সো. ডি. লে. পার্টির বিবি-এইবাৎ জেলা কমিটির আবেদনে সাড়া দিয়ে শ্রমিকরা দুদিনের সাধারণ ধর্মঘট ডাকে এবং দাবি করে যে নাফ্‌থা উৎপাদক সমিতিকে তৈলক্ষেত্র থেকে খানলারের হত্যাকারী ফোরম্যান ড্রিলার জাফার এবং ম্যানেজার আবুজারবেককে বহিষ্কার করতে হবে। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বিশাল মিছিল বের হয়, ২০০,০০০ শ্রমিক এতে যোগ দেয়। খানলারের কবরের পাশে স্তালিন বক্তৃতা দেন।

৬৩। ২৫শে মার্চ থেকে ৯ই নভেম্বর বন্দী থাকার সময় বাকু জেলে ১৯০৮-এর গ্রীষ্মে স্তালিন সংবাদপত্রের এই সমালোচনা লেখেন।

৬৪। ত্সাপাৎস্‌কালি (স্ফুলিঙ্গ)—১৯০৮-এর মে থেকে জুলাই পর্যন্ত তিফলিসে প্রকাশিত একটি মেনশেভিক জর্জীয় দৈনিক সংবাদপত্র।

৬৫। আজ্‌রি (চিন্তা)—১৯০৮ সালের ২৯শে জানুয়ারি থেকে ২রা মার্চ পর্যন্ত তিফলিসে প্রকাশিত একটি জর্জীয় মেনশেভিক সংবাদপত্র।

৬৬। ১৯০৪ সালে শেনড্রিকভ্‌রা (লেভ, ইলিয়া ও গ্লেব) বাকুতে একটা 'জুবাতভ' তৈরী করে অর্থাৎ বালাখানি ও বিবি-এইবাৎ শ্রমিকদের সংগঠন রূপে পরিচিত পুলিশ-নিয়ন্ত্রিত একটি সংগঠন, পরে নামকরণ হয় বাকু শ্রমিক ইউনিয়ন। শেনড্রিকভরা বলশেভিকদের বিরুদ্ধে কুৎসার অভিযান চালায়। সংকীর্ণ অর্থনৈতিক শ্লোগানের কথা বলে তারা ধর্মঘট আন্দোলনকে দুর্বল করে, সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতিকে বানচাল করার চেষ্টা করে, সালিশী বোর্ড, সমবায় ইত্যাদি গড়ে তোলার আন্দোলন করে। এরা জার সরকার, কর্তৃপক্ষ এবং তৈল মালিকদের আনুকূল্য পায়। মেনশেভিকরা সরকারীভাবেই শেনড্রিকভদের একটি পার্টি সংগঠন বলে স্বীকার করে। বাকুর বলশেভিকরা জার সরকারের গোপন পুলিশের দালাল এই শেনড্রিকভদের মুখোস খুলে দেয় এবং চূড়ান্তভাবে হারিয়ে দেয়।

'প্রাভোয়ি দেলো' (ন্যায্য লক্ষ্য)—সেণ্ট পিটার্সবুর্গে প্রকাশিত শেনড্রিকভদের পত্রিকা ; ১ম সংখ্যা বেরোয় নভেম্বর ১৯০৭, ২-৩ সংখ্যা ১৯০৮-এর মে-তে। যে গ্রোশেভ ও কালিনিনের কথা পরে তোলা হয়েছে তাঁরা ছিলেন মেনশেভিক এবং শেনড্রিকভদের সমর্থক।

৬৭। এ. গুকাসভ—বাকুর একজন বৃহত্তম তৈল মালিক এবং তৈল মালিক কংগ্রেসের একজন অগ্রণী সদস্য।

৬৮। তৈল মালিকদের সঙ্গে সম্মেলন আহ্বানের দায়িত্ব প্রাপ্ত সংগঠনী সমিতির সভা ১৩ই মে, ১৯০৮ ডাকা হয়েছিল। ১৪ জন তৈল মালিক ও ১৫ জন শ্রমিক উপস্থিত ছিল। সেই দিনেই সংবাদপত্রগুলি একটি ঘোষণা প্রকাশ করে যে ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা ঐ সমিতিতে যোগ দেওয়ার অনুমতি পাবে না। যে শ্রমিক প্রতিনিধিরা সভায় উপস্থিত ছিল, যতক্ষণ পর্যন্ত ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা যোগ না দিচ্ছে ততক্ষণ তারা সভার কার্যক্রম মেনে নিতে অস্বীকার করে। এই অস্বীকৃতির অজুহাতে সমিতির সভাপতি জুনকোভস্কি (ককেশীয় লাটসাহেবের কাউন্সিল সদস্য) সভা বন্ধ করেন।

৬৯। 'জমি ও স্বাধীনতা', 'লড়াই করে অধিকার অর্জন করবে'—সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি পার্টির শ্লোগান।

৭০। সাধারণ ধর্মঘট হয় বাকুতে ১লা জুলাই, ১৯০৩, তিফলিসে ১৪ই এবং বাটুমে ১৭ই জুলাই। গোটা ট্রান্স-ককেশিয়া এই ধর্মঘটে আলোড়িত হয়, দক্ষিণ রাশিয়াতেও (ওদেশা, কিয়েভ, ইয়েকাতেরিনোস্লাভ এবং অন্যান্য জায়গায়) ছড়িয়ে পড়ে।

৭১। বালাখানি এবং বিবি-এইবাতে রথসচাইলড, নোবেল ও মিরজোইয়েভের তৈলখনি এলাকায় ধর্মঘটের সঙ্গে সঙ্গে ১৯০৪ সালের ১৩ই ডিসেম্বর সাধারণ ধর্মঘট শুরু হয়ে যায়। ১৪ই থেকে ১৮ই ডিসেম্বরের মধ্যে বাকুর অধিকাংশ কল-কারখানায় এই ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ে। স্তালিন এই ধর্মঘটের নেতৃত্ব দেন।

'যেন প্রচণ্ড বৈপ্লবিক ঝঞ্ঝার বার্তাবহ সূচক বজ্রের গর্জন' (দ্রষ্টব্য—সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির ইতিহাস, সংক্ষিপ্ত পাঠ, মস্কো, ইং সং, ১৯৫২, পৃঃ ৯৪)। এই ডিসেম্বর ধর্মঘটের তাৎপর্য গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়েছে।

৭২। বাকু—১৯০২ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত

একটি বুর্জোয়া সংবাদপত্র। প্রধানতঃ এটি আর্মেনীয় তৈল ও বাণিজ্য-বুর্জোয়াদের স্বার্থবাহক।

১৩। এখানে জর্জীয় মেনশেভিক সংবাদপত্র 'খোমলির' (১৭ই জুলাই ১৯০৮) ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত 'বাকুর শ্রমিক কমিশন' প্রবন্ধের কথা বলা হয়েছে।

১৪। ১৯০৭ সালে মেকানিকদের ইউনিয়ন প্রকাশিত এস. এ. রিন-এর পুস্তিকা 'তৈল মালিকদের সঙ্গে সম্মেলন'।

১৫। **প্রলেতারি** (সর্বহারা)—পার্টির চতুর্থ ('ঐক্য') কংগ্রেসের পর বলশেভিকদের পরিচালিত একটি অবৈধ সংবাদপত্র। ২১শে আগস্ট (৩রা সেপ্টেম্বর) ১৯০৬ থেকে ২৮শে নভেম্বর (১১ই ডিসেম্বর) ১৯০৯ পর্যন্ত বেরিয়েছিল। মোট ৫০টি সংখ্যা বেরিয়েছিল—প্রথম ২০টি ফিনল্যাণ্ডে, বাকি জেনেভায় ও প্যারিসে। প্রকৃতপক্ষে 'সর্বহারা' ছিল বলশেভিকদের কেন্দ্রীয় মুখপত্র এবং লেনিন এটি সম্পাদনা করতেন। স্তলিপিন প্রতিক্রিয়ার দিনগুলিতে এই পত্রিকাটি বলশেভিক সংগঠনগুলিকে বাঁচিয়ে রাখা এবং শক্তিশালী করে তোলার কাজে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

১৬। **গোলোস সৎসিয়াল ডিমোক্র্যাতা** (সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট কণ্ঠস্বর)—ফেব্রুয়ারি ১৯০৮ থেকে ডিসেম্বর ১৯১১ পর্যন্ত বিদেশে প্রকাশিত মেনশেভিক বিলুপ্তিবাদীদের মুখপত্র। সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন জি. ভি. প্লেখানভ, পি. বি. অ্যাক্সেলরড, ওয়াই. ও. মার্তভ, এফ. আই. দান ও এ. এস. মার্তিনভ। পত্রিকাটির বিলুপ্তিবাদী ঝোঁক সুস্পষ্ট ছিল বলে ১৯০৮-এর ডিসেম্বরে প্লেখানভ লেখা বন্ধ করেন এবং পরে সম্পাদকমণ্ডলী থেকেও পদত্যাগ করেন। রু. সো. ডি. লে. পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনাম ১৯১০ সালের জানুয়ারিতে পত্রিকা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া সত্ত্বেও এর কলমে বিলুপ্তিবাদের পক্ষে ওকালতি করে মেনশেভিকরা কাগজটি চালাতে থাকে।

১৭। **সৎসিয়াল ডিমোক্র্যাত** (সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট)—ফেব্রুয়ারি ১৯০৮ থেকে জানুয়ারি ১৯১৭ পর্যন্ত প্রকাশিত—রু. সো. ডে. লে. পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র। প্রথম সংখ্যার প্রকাশ রাশিয়ায়, তার পর বিদেশ থেকে প্রকাশিত হত, প্রথম প্যারিসে, তারপরে জেনেভায়। রু. সো. ডে. লে. পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে কেন্দ্রীয় মুখপত্রের সম্পাদকমণ্ডলী তৈরী হয়েছিল বলশেভিক, মেনশেভিক এবং পোলিশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের নিয়ে। এই

পত্রিকায় লেনিনের লেখা সম্পাদকীয় বেরোত। সম্পাদকমণ্ডলীতে বরাবর তিনি বলশেভিক চিন্তাধারা চালানোর জন্য লড়েছেন। সম্পাদকমণ্ডলীর একাংশ (কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ) বিলুপ্তিবাদীদের সম্পর্কে আপোষের মনোভাব দেখিয়েছেন এবং লেনিনের নীতিকে অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করেছেন। মেনশেভিক মার্তভ ও দান কেন্দ্রীয় মুখপত্রের সম্পাদকমণ্ডলীর কাজকে সাবোতাজ করেন এবং খোলাখুলি 'সর্বহারার কণ্ঠস্বর' পত্রিকায় বিলুপ্তিবাদকে সমর্থন করেন। লেনিনের আপোষহীন সংগ্রামের ফলে মার্তভ ও দান সৎসিয়াল ডিমোক্র্যাত পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী থেকে ১৯১১ সালের জুন মাসে পদত্যাগ করেন। ডিসেম্বর, ১৯১১ থেকে পত্রিকাটি লেনিনের সম্পাদনায় বের হয়। স্তালিন এতে প্রচুর লিখেছেন, সেগুলি বর্তমান খণ্ডে আছে। 'সৎসিয়াল ডিমোক্র্যাত' ট্রান্স-ককেশিয়া সমেত রাশিয়ার আঞ্চলিক পার্টি-সংগঠনগুলির কাজ সম্পর্কে নিয়মিত খোঁজখবর ছাপত।

৭৮। রু. সো. ডি. লে. পার্টির ('দ্বিতীয় সর্ব-রুশীয় সম্মেলন') তৃতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯০৭ সালের ২১শে থেকে ২৩শে জুলাই; চতুর্থ সম্মেলন (তৃতীয় সর্ব-রুশীয় সম্মেলন) হয় ঐ বছর ৫-১২ই নভেম্বর।

৭৯। 'বাকিনস্কি প্রলেতারি'র একটি শাখার শিরোনাম।

৮০। ১৯০৭ সালে অনুষ্ঠিত রু. সো. ডি. লে. পার্টির পঞ্চম লণ্ডন কংগ্রেসের বলশেভিক শাখার একটি অধিবেশনে নির্বাচিত 'প্রলেতারির' বর্ধিত সম্পাদকমণ্ডলী কার্যতঃ ছিল বলশেভিকদের ঘাঁটি, লেনিনের নেতৃত্বে এই বর্ধিত সম্পাদকমণ্ডলীর অধিবেশন হয় প্যারিসে ৮-১৭ই জুন ১৯০৯। তাতে 'উলটো-করে-ধরা বিলুপ্তিবাদ' বলে আল্টিমেটামবাদের নিন্দা করা হয়। অৎজোভিস্টদের ক্যাপ্রিতে প্রতিষ্ঠিত 'পার্টি' স্কুলকে 'বলশেভিক দলে ভাঙন ধরানোর একটি গোপন আড্ডা' রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এ. বোগ্দানভ (ভি. শাণ্টসার সমর্থিত) 'প্রলেতারি'-র বর্ধিত সম্পাদকমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত মানতে অস্বীকার করেন এবং বলশেভিক সংগঠন থেকে বহিষ্কৃত হন।

৮১। বাকু কমিটির প্রস্তাব নিম্নলিখিত টীকা সহ 'প্রলেতারি'-র ৩রা (১৬ই) অক্টোবর ১৯০৯ প্রকাশিত ৫৯ নং সংখ্যায় প্রকাশিত হয়: "অৎজোভিস্ট, চরমপন্থী এবং ঈশ্বর-নির্মাতাদের সম্পর্কে বাকু কমরেডরা যা বলেছে, তার থেকে পৃথক আমরা কিছুই বলিনি। সম্পাদকমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত মানতে অসম্মত হওয়ায় কমরেড ম্যাক্সিমভের আচরণের বিরুদ্ধে বাকু কমরেডরাই প্রতিবাদ

জানিয়েছে। যদি কমরেড ম্যাক্সিমভ বলশেভিক মুখপত্রের সিদ্ধান্তগুলি মানতেন এবং যদি বলশেভিক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অভিযানে না নামতেন, তাহলে 'ভাঙন' ধরতো না। 'মানতে না চাওয়া' মানেই অবশ্য ভেঙে বেরিয়ে আসা। বর্তমান খণ্ডে 'সেণ্ট পিটার্সবুর্গ বলশেভিকদের সঙ্গে সংলাপ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে আমরা পার্টি ভাঙার অভিযোগ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি, তাতে তাদের পাঠানো এই ধরনের প্রস্তাব ছিল এবং বাকু প্রস্তাবের আগেই আমরা তা পেয়েছিলাম।" 'সেণ্ট পিটার্সবুর্গ বলশেভিবদের সঙ্গে সংলাপ' রচনাটি লেনিনের (দ্রষ্টব্য—লেনিন রচনাবলী, ৪র্থ রুশ সং, ১৬শ খণ্ড, পৃঃ ৪৯-৫৯)।

৮২। আমশারা (প্রতিবেশী)—যে ইরাণীয় অদক্ষ শ্রমিকেরা বাকুতে কাজ করতে এসেছিল, তাদের সকলকেই বলা হত।

৮৩। ১৯০৯ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরে 'ককেশাসের চিঠি' 'প্রলেতারি' বা 'সৎসিয়াল ডিমোক্র্যাত' পত্রিকায় প্রকাশের উদ্দেশ্যেই লেখা হয়। ইতোমধ্যে 'প্রলেতারি' বন্ধ হয়ে যাওয়ায় রু. সো. ডি. লে. পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র 'সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট' পত্রে পাঠানো হয়। দ্বিতীয় চিঠিতে বিলুপ্তিবাদের তীক্ষ্ণ সমালোচনা ছিল বলে সম্পাদকমণ্ডলীর মেনশেভিক সদস্যরা এটি প্রকাশ করতে দেননি ; তাই 'সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট' পত্রিকার 'ক্রোড়পত্র' হিসাবে বের হয়।

৮৪। ১৮৬৪ সালের নিয়মাবলীর পরিবর্তে জেমস্তভো প্রশাসন সংস্থা বিষয়ে জার সরকার ১৮৯০ সালের ১২ই জুনের নিয়মাবলী চালু করে। জেমস্তভো নির্বাচনে পূর্বতন সম্পত্তিগত যোগ্যতার পরিবর্তে নতুন নিয়মাবলী সামাজিক মর্যাদাকেই প্রাধান্য দিল, অধিকাংশ জেমস্তভো বিধানসভায় অভিজাতদের নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা তৈরী করল, এবং বিধানসভাগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর আরও নির্ভরশীল করে তুলল।

৮৫। **বাকিন্স্কি প্রলেতারি** (বাকু সর্বহারা)—১৯০৭ সালের ২০শে জুন থেকে ১৯০৯ সালের ২৭শে আগস্ট পর্যন্ত বাকুতে প্রকাশিত অবৈধ বলশেভিক সংবাদপত্র। সাতটি সংখ্যা বেরিয়েছিল। রু.সো.ডি.লে. পার্টির বাকু সংগঠনের বালাখানি জেলার মুখপত্ররূপে বেরোয় প্রথম সংখ্যা ; দ্বিতীয় সংখ্যা বেরোয় বালাখানি ও শেবুনি গোরোদ জেলার মুখপত্ররূপে ; তৃতীয় সংখ্যা ছিল বাকু কমিটির মুখপত্র। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন স্তালিন, তিনি এতে যেসব সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখেন, এই খণ্ডে সেগুলি গ্রথিত হয়েছে। এর লেখকদের মধ্যে ছিলেন এস. শউমিয়ান, এ. জাপারিজ, এবং এস. স্পন্দরায়ান। পঞ্চম

সংখ্যাটি প্রকাশের পর এর প্রকাশ বন্ধ থাকে এবং সলভিচেগোদস্ক নির্বাসন থেকে স্তালিন বাকুতে ফিরে আসবার পর ১৯০৯ সালের ১লা আগস্ট থেকে আবার প্রকাশিত হতে থাকে। সপ্তম অর্থাৎ শেষ সংখ্যা বেরোয় ২৭শে আগস্ট, ১৯০৯। 'বাকু সর্বহারা'-র সম্পাদকমণ্ডলী 'প্রলেতারি' ও 'সংস্রিয়াল ডিমোক্র্যাত' পত্রিকার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

৮৬। ক্রুদ (শ্রম)—১৯০৮ সালের গোড়ার দিকে বাকুর তৈলখনি অঞ্চলগুলি ও বাকু শহরের শ্রমিকদের তৈরী সংযুক্ত ক্রেতা সমবায় সমিতি; এই সমিতির বারশ' সদস্য ছিল। বালাখানি, বিবি-এইবাৎ, জাভোক্ঝল্নি ও শেব্নি গোরোদ জেলায় এর শাখা খোলা হয়েছিল। ১৯০৯ সালে 'শ্রমিকের কণ্ঠস্বর' নামে সমবায় সমিতি একটি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করে। বলশেভিকরা এই সমবায় সমিতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে।

৮৭। জ্নানি—সিলা (জ্ঞানই শক্তি) ও নাউকা (বিজ্ঞান) সংঘের লক্ষ্য ছিল তৈল শ্রমিকদের মধ্যে আলোচনাচক্রের মাধ্যমে সংগঠিত আত্মশিক্ষার উন্নতি বিধান। এরা সাধারণ শিক্ষা, কারিগরী জ্ঞান, বক্তৃতা, আলোচনাচক্র প্রভৃতির আয়োজন করত। সদস্য চাঁদা, বক্তৃতা ও নাট্যানুষ্ঠান দ্বারা এদের তহবিল সংগৃহীত হত। 'জ্ঞানই শক্তি' সংঘ বলশেভিকদের দ্বারা পরিচালিত ছিল; 'বিজ্ঞান' সংঘ ছিল মেনশেভিক পরিচালিত।

৮৮। ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯০৯ সালে সেন্ট পিটার্সবুর্গে কংগ্রেসের উদ্বোধন হয়, এই কংগ্রেস কয়েকদিন চলেছিল। পাঁচশ' দশ জন প্রতিনিধি এতে যোগ দিয়েছিল। ৪৩ জন শ্রমিক প্রতিনিধি ছিল, তার মধ্যে দুজন ছিল বাকু শ্রমিক। কংগ্রেস শেষ হবার অব্যবহিত পরে কয়েকজন শ্রমিক প্রতিনিধিকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয়।

৮৯। দাসাৎস্কিসি (সূচনা)—জর্জীয় বৈধ মেনশেভিক সংবাদপত্র, ১৯০৮ সালের ৪ঠা মার্চ থেকে ৩০শে মার্চ পর্যন্ত তিফলিসে প্রকাশিত হয়।

৯০। অ্যান, ন এবং কস্ত্রভ—জর্জীয় বিলুপ্তিবাদী মেনশেভিক নেতা নোয়া জর্ডানিয়ার ছদ্মনাম।

৯১। প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী কংগ্রেসে (১৮৮৯) বক্তৃতা প্রসঙ্গে জি. ভি. প্লেখানভ এই কথাগুলি বলেন।

৯২। এখানে ১৯০৬ সালের ৯ই নভেম্বর জার সরকারের মন্ত্রী স্তলিপিন কর্তৃক প্রবর্তিত কৃষি আইনের কথা বলা হয়েছে—যাতে গ্রাম-সমাজ

ছেড়ে ব্যক্তিগত বাস্তুভিটায় কৃষকদের বাস করার অধিকার দেওয়া হয়েছে।

৯৩। ১৯১০ সালের ২রা-২২শে জানুয়ারি (১৫ই জানুয়ারি থেকে ৫ই ফেব্রুয়ারি) প্যারিসে অনুষ্ঠিত আর. এস. ডি. এল. পি-র কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামের কথা বলা হয়েছে। 'কম-বেশি সংগঠিত গোষ্ঠীগুলির বিলোপসাধন করব এবং পার্টির কর্মধারা ব্যাহত করবে না' এমন প্রবণতায় তাদের রূপান্তরিত করা সম্পর্কে প্লেনাম একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। 'বিলুপ্তিবাদী' ও 'অৎজোভিজ্‌ম্' কথা ব্যবহার না করেও লেনিনের চাপে পড়ে প্লেনাম এই দুই প্রবণতার নিন্দা করে। আপোষপন্থীদের প্রাধান্যের ফলে বেশ কয়েকটি লেনিনবাদ-বিরোধী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। লেনিনের প্রতিবাদ সত্ত্বেও কয়েকজন বিলুপ্তিবাদী মেনশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় সংগঠনে নির্বাচিত হয়। এই প্লেনামের পরে মেনশেভিকরা পার্টির বিরুদ্ধে তাদের লড়াই তীব্র করে তোলে।

৯৪। এখানে কেন্দ্রীয় কমিটি, কেন্দ্রীয় মুখপত্রের সম্পাদকমণ্ডলী, বিদেশে কেন্দ্রীয় কমিটির ব্যুরো, রাশিয়ার কেন্দ্রীয় কমিটির কলেজিয়াম ইত্যাদি পুনর্গঠনের ('সংস্কারের') সিদ্ধান্তের কথা বলা হয়েছে। ১৯১ সালের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত রু. সো. ডি. লে. পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির (বলশেভিক) প্লেনামে গৃহীত সিদ্ধান্ত।

(দ্রষ্টব্য—'সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত', ১ম খণ্ড, ষষ্ঠ রুশ সং, ১৯৪০, পৃঃ ১৫৭, ১৫৮।)

৯৫। ১৯১১ সালে জুনের শেষ দিকে স্তালিনের অজ্ঞাতবাসের পর্ব শেষ হবার কথা।

৯৬। **মিস্‌ল** (চিন্তা)—ডিসেম্বর ১৯১০ থেকে এপ্রিল ১৯১১ পর্যন্ত মস্কোয় প্রকাশিত একটি দর্শন-সমাজ-অর্থনীতি বিষয়ক বৈধ বলশেভিক মাসিক-পত্র। এর পাঁচটি সংখ্যা বেরোয়। লেনিন এটির প্রতিষ্ঠা করেন এবং কার্যতঃ তিনিই ছিলেন এর পরিচালক। লেখকদের মধ্যে ছিলেন ভি. ভি. ভরোভস্কি, এম. এস. অলমিনৃস্কি এবং আই. আই. স্কাভোরৎসভ-স্তেপানভ। বল-শেভিকরা ছাড়াও প্লেখানভ এবং পার্টির কাছাকাছি মেনশেভিকরা এই পত্রিকায় লিখতেন।

৯৭। **রাবোচাইয়া গ্যাজেতা** (মজুর সংবাদ)—১৯১০ সালের ৩০শে অক্টোবর থেকে (১২ই নভেম্বর) ৩০শে জুলাই (১২ই আগস্ট) ১৯১২ পর্যন্ত প্যারিসে প্রকাশিত একটি জনপ্রিয় বলশেভিক সংবাদপত্র। লেনিনের দ্বারা

সংগঠিত ও পরিচালিত। ১৯১২ সালের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত পার্টি-সম্মেলনে পার্টি ও পার্টির নীতির পক্ষ অবলম্বনে 'মজদুর সংবাদে'র ভূমিকা উল্লেখ করা হয় এবং পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সরকারী মুখপত্ররূপে এটিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

৯৮। জ্ভেজ্দা (তারকা)—১৬ই ডিসেম্বর ১৯১০ থেকে ২২শে এপ্রিল ১৯১২ পর্যন্ত সেণ্ট পিটার্সবুর্গে প্রকাশিত একটি বৈধ বলশেভিক সংবাদপত্র; প্রথমে সাপ্তাহিক, পরে সপ্তাহে দুবার ও তিনবার প্রকাশিত হত। এর কাজ-কর্ম লেনিন পরিচালনা করতেন, বিদেশ থেকে নিয়মিত এর জন্য প্রবন্ধ পাঠাতেন। এর নিয়মিত লেখকদের মধ্যে ভি. এম. মলোটভ, এম. এস. অলমিন্স্কি, এন. জি. পোলেতাইয়েভ, এন. এন. বাতুরিন, কে. এস. য়েরমেয়েভ এবং অন্যান্যরা। ম্যাক্সিম গর্কির কাছ থেকেও লেখা আসত। ১৯১২ সালের বসন্তে স্তালিন ছিলেন সেণ্ট পিটার্সবুর্গে, তখন পত্রিকাটি ছিল তাঁর পরিচালনায়। পত্রিকাটি কোন সংখ্যার প্রচার দাঁড়িয়েছিল ৫০,০০০ থেকে ৬০,০০০। 'জ্ভেজ্দা' দৈনিক 'প্রাভদা' প্রকাশের পথ প্রস্তুত করেছিল। এর পরে বেরোয় 'নেভস্কায়া জ্ভেজ্দা', অক্টোবর ১৯১২ পর্যন্ত চলেছিল।

৯৯। ১৯১২ সালের মার্চ মাসের গোড়ায় স্তালিনের 'পার্টির সপক্ষে!' পুস্তিকা সারা দেশে ব্যাপকভাবে বিলি করা হয় লেনিনের পুস্তিকা 'রু. সো. ডি. লে. পার্টির নির্বাচনী মোর্চা'-র সঙ্গে। 'সৎসিয়াল ডিমোক্র্যাত' পত্রিকার ২৬ সংখ্যায় কেন্দ্রীয় কমিটির মন্তব্যসহ একটি সংবাদ বেরোয়: "কেন্দ্রীয় কমিটি রাশিয়ায় দুটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছে: (১) 'পার্টির সপক্ষে!' (৬,০০০), (২) 'নির্বাচনী কর্মসূচী (১০,০০০)। এই পুস্তিকাগুলি ১৮টি কেন্দ্রে ছড়িয়ে দেওয়া হয়, তার মধ্যে কয়েকটি কেন্দ্র বৃহত্তম।...কেন্দ্রীয় কমিটির পুস্তিকা দুটি সর্বত্র সাগ্রহে অভ্যর্থিত হয়, কেবল এত কম কেন—এই একমাত্র অভিযোগ।"

২৯শে মার্চ, ১৯১২, কিয়েভ থেকে জি. কে. অর্দজোনিকিদ্জে লিখেছেন: 'পুস্তিকা দুটি ভাল ধারণা সৃষ্টি করেছে, পাঠকরা পড়ে অভিভূত'। কিছু পরে লেনিনের নির্দেশে এন. কে. ক্রুপস্কায়া লেখেন, 'আমরা তোমার দুটি চিঠি (আঞ্চলিক ব্যাপার ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা) ও দুটি পুস্তিকা—"পার্টির সপক্ষে!" এবং "কর্মসূচী" পেয়েছি। সানন্দে আমরা গ্রহণ করেছি।'

১০০। জানুয়ারি ৫ই-১৭ই (১৮ই-৩০শে) ১৯১২ প্রাগে অনুষ্ঠিত নিখিল রুশ পার্টি সম্মেলনের কথা পুস্তিকায় বলা হয়েছে। এই সম্মেলনে বলশেভিক সংগঠন-

গুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে এবং বলশেভিক পার্টির স্বাধীন অস্তিত্বকে বিঘোষিত করে। সম্মেলনের একটি সিদ্ধান্তে মেনশেভিকরা পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হয় এবং একই পার্টির ভেতরে মেনশেভিক ও বলশেভিকদের নামকাওয়াস্তে ঐক্য চির-কালের মতো শেষ হয়। প্রাগ সম্মেলন নতুন ধরনের একটি পার্টির সূচনা করে।

১০১। ১৯১২ সালের এপ্রিলের গোড়ায় স্তালিন রচনা করেন। তিফলিসের একটি ছাপাখানায় গোপনীয়তার সঙ্গে ছাপা হয়, সবই পরে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে পাঠানো হয়।

১০২। রাজ্যের মৌল বিধানের ৮৭ নং ধারাবলে রাষ্ট্রীয় ডুমার অধিবেশন স্থগিত থাকাকালীন সময়ে মন্ত্রিমণ্ডলী সরাসরি বিলগুলি স্বাক্ষরের জন্য জারের কাছে পেশ করবেন। এর ফলে ডুমার সম্মতি ছাড়াই স্তলিপিন অনেক জরুরী আইন, বিশেষতঃ কৃষি আইন পাশ করে নিল।

১০৩। **জাপ্রোসি ঝিজ্‌নি** (জীবনের দাবি)—১৯০৯-১২ সালে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে প্রকাশিত একটি পত্রিকা। ১৯১২ সালের গ্রীষ্মে লেনিন গর্কিকে লেখেন: প্রসঙ্গতঃ বলি, এটা একটা অদ্ভুত পত্রিকা—বিলুপ্তিবাদপন্থী-ত্রুদোভিক-ভেখিপন্থী। (দ্রষ্টব্য—লেনিন রচনাবলী, ৪র্থ রুশ সং, ৩৫ খণ্ড, পৃঃ ৩০।)

১০৪। শান্তিপূর্ণ নবরূপায়ণবাদীরা—বড় বড় বাণিজ্য ও শিল্প বুর্জোয়া এবং বড় বড় জমিদারদের পার্টি, ১৯০৬ সালে গঠিত। লেনিন এটিকে বলেন—'শান্তিপূর্ণভাবে উৎসন্নে যাওয়া পার্টি'।

১০৫। **দেলো ঝিজ্‌নি** (জীবনের জন্য)—বিলুপ্তিপন্থী মেনশেভিকদের একটি বৈধ পত্রিকা—১৯১১ সালের ২২শে জানুয়ারি থেকে ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত সেণ্ট পিটার্সবুর্গে প্রকাশিত।

১০৬। **নাশা জারিয়া** (আমাদের প্রত্যুষ)—বিলুপ্তিপন্থী মেনশেভিকদের মুখপত্র—একটি বৈধ মাসিক পত্রিকা; প্রকাশকাল—১৯১০ থেকে ১৯১৪, সেণ্ট পিটার্সবুর্গে।

১০৭। প্রগ্রেসিভস্ (প্রগতিশীল)—অক্টোবরপন্থী ও ক্যাডেটদের মধ্যবর্তী রুশ বুর্জোয়াদের একটি লিবারেল রাজতন্ত্রী গোষ্ঠী। র‍্যাবুশিনস্কি, কোনো-ভালভ্ প্রমুখ মস্কোর শিল্পপতিরা ছিলেন এই গোষ্ঠীর নেতা।

১০৮। চতুর্থ রাষ্ট্রীয় ডুমার নির্বাচন হয় ১৯১২ সালের শরৎকালে, কিন্তু বলশেভিকরা লেনিন ও স্তালিনের নেতৃত্বে অনেক আগে থেকেই—বসন্তকাল থেকেই নির্বাচনী অভিযানের প্রস্তুতি করেন। গণতন্ত্রী প্রজাতন্ত্র, আট-ঘণ্টা

কাজের দিন, জমিদারের জমি বাজেয়াপ্তি—এই স্লোগানের ভিত্তিতে একক-ভাবেই বলশেভিকরা জয়ী হন।

১৯১২ সালের মার্চে লেনিন লেখেন 'আর. এস. ডি. এল. পি-র নির্বাচনী কর্মসূচী', পুস্তিকা আকারে রাশিয়ার বড় বড় শহরে প্রচুর পরিমাণে বিলি করা হয়। স্তালিনের ব্যক্তিগত নেতৃত্বে নির্বাচনী অভিযান পরিচালিত হয়। ২২শে এপ্রিল (১৯১২) তিনি গ্রেপ্তার হওয়ায় অভিযান সাময়িকভাবে ব্যাহত হয়। নারিমের বন্দী অবস্থা থেকে তিনি পালিয়ে ১৯ সেপ্টেম্বরে (১৯১২) সেণ্ট পিটার্সবুর্গে ফিরে আসেন, তখন নির্বাচনী অভিযানের উত্তেজনা তুঙ্গে ওঠে।

১০৯। **জেমশচীনা**—রাষ্ট্রীয় ডুমার চরম দক্ষিণপন্থীদের মুখপত্র, ব্ল্যাক হাণ্ড্রেডদের সংবাদপত্র ; প্রকাশকাল—১৯০৯ থেকে ১৯১৭, সেণ্ট পিটার্সবুর্গে।

১১০। **নোভোয়ে ভ্রেমিয়া** (নতুন কাল)—প্রতিক্রিয়াশীল অভিজাত-শ্রেণীর ও আমলাতন্ত্রের মুখপত্র ; প্রকাশকাল—১৮৬৮ থেকে অক্টোবর, ১৯১৭ ; সেণ্ট পিটার্সবুর্গে।

১১১। **গোলস মস্কোভি** (মস্কোর কণ্ঠস্বর)—অক্টোবরপন্থী পার্টির দৈনিক মুখপত্র ; প্রকাশকাল—১৯০৬ ডিসেম্বর থেকে ১৯১৫ ; সম্পাদক ও প্রকাশক—এ. আই. গুচ্কভ।

১১২। **প্রাভদা** (সত্য)—সেণ্ট পিটার্সবুর্গে প্রকাশিত বলশেভিকদের বৈধ দৈনিকপত্র। সেণ্ট পিটার্সবুর্গ শ্রমিকদের উৎসাহে ১৯১২ সালের বসন্তে এর প্রতিষ্ঠা। এর প্রথম সংখ্যা বেরোয় ২২শে এপ্রিল (৫ই মে) ১৯১২। ১৯১৭ সালের ১৫ই মার্চ স্তালিন এর সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নিযুক্ত হন। ঐ বছর এপ্রিলে রাশিয়ায় ফিরে এসে লেনিন 'প্রাভদা'র পরিচালনভার গ্রহণ করেন। এই পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন: ভি. এম. মলোটভ, ওয়াই. এম. স্বেরদলভ, এম. এস. অলমিনস্কি, কে. এন. সামোইলিভা এবং আরও অনেকে। অপবাদ ও হয়রানি সত্ত্বেও 'প্রাভদা' সেই সময় শ্রমিক, বিপ্লবী সৈন্য, এবং কৃষকদের বলশেভিক পার্টির চারিপাশে সমবেত করে প্রভূত উপকার করেছিল, সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া এবং তাদের দালাল মেনশেভিক ও সমাজতন্ত্রী বিপ্লবীদের মুখোস খুলে দিয়েছিল—লড়াই চালিয়েছিল বুর্জোয়া-গণতন্ত্রী বিপ্লব থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে উত্তরণের জন্য।

১১৩। ১৯১২ সালের অক্টোবরের গোড়ায় 'শ্রমিক-ডেপুটির উদ্দেশ্যে

সেণ্ট পিটার্সবুর্গ শ্রমিকদের নির্দেশ' লেখা হয়েছিল। ১৭ই অক্টোবর বৃহত্তম কারখানাগুলির শ্রমিকদের সভায় এবং শ্রমিক ভোটারদের প্রতিনিধি-সভায় 'নির্দেশটি' সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছিল। স্তালিন কারখানার সভা-গুলিতেও 'নির্দেশ' সম্বন্ধে আলোচনা করেন। লেনিন এই 'নির্দেশে' অসাধারণ গুরুত্ব আরোপ করেন। 'সৎসিয়াল ডিমোক্র্যাত' পত্রিকায় ছাপার জন্য পাঠিয়ে তিনি মার্জিনে মন্তব্য করেন: 'অবশ্যই "ফেরৎ" দেবেন !! পরিচ্ছন্ন রাখবেন। এ দলিলটি সংরক্ষণ করা "বিশেষ জরুরী"।' ১৯১২ সালের ৫ই নভেম্বর (১৮ই) ২৮-২৯ সংখ্যায় 'নির্দেশ' ছাপা হয়। 'প্রাভদার' সম্পাদকমণ্ডলীকে একটি চিঠি দিয়ে লেনিন জানান: 'আপনারা অবশ্যই একটা ভাল জায়গায় বড় হরফে 'সেণ্ট পিটার্সবুর্গ ডেপুটিদের প্রতি নির্দেশ' প্রকাশ করবেন (লেনিন রচনাবলী, ৪র্থ রুশ সং, ৩৫ খণ্ড, পৃঃ ৩৮)।

১১৪। নির্বাচন-সংক্রান্ত আইনের ব্যাখ্যা 'শাসক' সিনেট যা করেছেন তাতে 'ব্যাখ্যা' কথাটার মানে দাঁড়ায় সরকারের যা অনুকূলে। আইনের 'ব্যাখ্যা'-দানের কর্তৃপক্ষ খুশিমত নির্বাচন বাতিল করে দেয়।

১১৫। সেণ্ট পিটার্সবুর্গ গুবেনিয়ার শ্রমিক কিউরিয়ার প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় গুবেনিয়া ভোটার প্রতিনিধি সভায় (৫ই অক্টোবর, ১৯১২ সালে)। সেণ্ট পিটার্সবুর্গের ২১টি বৃহত্তম কারখানা ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হলেও, সভায় নির্বাচিত ছয় জনের মধ্যে চারজন বলশেভিক। জনসাধারণের চাপে পড়ে 'ব্যাখ্যাত' কারখানার শ্রমিকদের ভোটাধিকার আবার স্বীকৃত হয়। ১৯১২ সালের ১৪ই অক্টোবর, এইসব প্ল্যাণ্টে ভোটার প্রতিনিধিদের নতুন নির্বাচন হয়, ১৭ই অক্টোবর সেণ্ট পিটার্সবুর্গ গুবেনিয়ার শ্রমিক কিউরিয়া থেকে ভোটার প্রতিনিধিদের দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় নির্বাচকদের দ্বিতীয় নির্বাচন হয়—পাঁচজনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হয়—তার মধ্যে দুজন বলশেভিক, তিনজন মেনশেভিক। পরদিন একটি অতিরিক্ত নির্বাচন হয় এবং একজন বলশেভিক নির্বাচিত হন। 'সেণ্ট পিটার্সবুর্গ নির্বাচন' নামে 'সৎসিয়াল ডিমোক্র্যাতে' প্রকাশিত লেখায় স্তালিন বিশদভাবে এই নির্বাচনের গতিবিধি বর্ণনা করেছেন।

১১৬। লুচ (রশ্মি)—মেনশেভিক বিলুপ্তিবাদীদের বৈধ দৈনিক সংবাদপত্র। প্রকাশকাল—সেপ্টেম্বর ১৯১২ থেকে জুলাই ১৯১৩, সেণ্ট পিটার্সবুর্গে। 'লুচ'-এর কলমে বিলুপ্তিবাদীরা খোলাখুলি পার্টির গোপন সংগঠনকে আক্রমণ করে।

বুর্জোয়াদের দেওয়া তহবিল থেকেই মূলতঃ কাগজটা চলত।

১১৭। এখানে অবুখভ কারখানার কথা বলা হয়েছে।

১১৮। ১৯০৫ সালের ৯ই জানুয়ারির 'রক্তাক্ত রবিবার'-এর অষ্টম বার্ষিকী উপলক্ষে 'রাশিয়ার সব মেহনতী নারী ও পুরুষের প্রতি!' পুস্তিকাটি স্তালিন রচিত (ডিসেম্বর ১৯১২)। এ ধরনের একটি পুস্তিকা প্রকাশের তাগিদ অনুভব করে লেনিন সেণ্ট পিটার্সবুর্গ থেকে স্তালিনকে লেখেন ২৩শে নভেম্বর (৬ই ডিসেম্বর): 'প্রিয় বন্ধু, ৯ই জানুয়ারি সম্পর্কে কিছু ভাবা খুবই জরুরী, আগে থেকেই প্রস্তুতি করা উচিত। সভা, সমিতি, একদিনের ধর্মঘট ও মিছিলের ডাক দিয়ে আগেই একটা পুস্তিকা তৈরী করতে হবে (প্রকৃত ঘটনার জায়গায় সভা করা চাই, সরজেমিনে বিচার করা সহজ)।...পুস্তিকায় তিনটি শ্লোগান (প্রজাতন্ত্র, আট ঘণ্টা কাজের দিন এবং জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্তকরণ) যেন অবশ্য সোচ্চার থাকে, রোমানভ রাজতন্ত্রের 'লজ্জাকর' ত্রিশতবার্ষিকী সম্পর্কে বিশেষ জোর দেওয়া চাই। যদি আপনি সেণ্ট পিটার্সবুর্গে ঐ ধরনের পুস্তিকা রচনা সম্বন্ধে যথেষ্ট সুনিশ্চিত না হতে পারেন, তাহলে এখানে লিখে পাঠিয়ে দেওয়া হবে' (লেনিন রচনাবলী, ৪র্থ রুশ সংস্করণ, ১৮ খণ্ড, পৃঃ ৪০১)।

১১৯। ১৯১২ সালের আগস্ট-অক্টোবরে নৃশংস কারাপ্রশাসনের প্রতিবাদে কুতোমার ও আলগাছি সশ্রম জেলখানায় (ট্রান্স-বাইকালে দণ্ডমূলক দাসত্বের জায়গা) রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে গণ-অনশন ও আত্মহত্যা ঘটতে থাকে। এর প্রতিক্রিয়ায় সেণ্ট পিটার্সবুর্গ, মস্কো ও ওয়ারশ-তে শ্রমিকদের প্রতিবাদ ধর্মঘট, ছাত্রদের সভা-সমিতি হয়।

১২০। ১৯১২-র অক্টোবরে কৃষ্ণ সমুদ্রে নৌবিদ্রোহ সংগঠনের অভিযোগে ১৪২ জন নাবিক অভিযুক্ত হয়। ১৭ জন অভিযুক্ত ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড হয়, ১০৬ জনের দণ্ডমূলক দাসত্ব আর ১৯ জন ছাড়া পায়। এই রায়ের বিরুদ্ধে মস্কো, সেণ্ট পিটার্সবুর্গ, খারকভ, নিকোলায়েভ, রিগা এবং অন্যান্য শহরে ধর্মঘট ও মিছিল হয়।

১২১। দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় ডুমার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট সদস্যদের বিরুদ্ধে সরকারের সাজানো অভিযোগ সম্পর্কে নতুন দলিলাদি ১৯১১ সালের শেষদিকে দেখা যায়। তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পূর্ণভাবেই সেণ্ট পিটার্সবুর্গে গোপন পুলিশের বানানো বলে প্রমাণিত হয়। ১৯১১ সালে নভেম্বরের মাঝা-

মাঝি তৃতীয় ডুমার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট ডেপুটিরা দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় ডুমার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের মামলা বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করার দাবি উপস্থাপন করে। ডুমা সেই দাবি প্রত্যাখ্যান করে। এর ফলে সেণ্ট পিটার্সবুর্গ, রিগা, ওয়ারশ ও অন্যান্য শহরে হাজার হাজার লোকের জমায়েত হয়, অভিযুক্ত ডেপুটিদের মুক্তি দাবি করে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১২২। সেণ্ট পিটার্সবুর্গে নির্বাচনী প্রচার চালানোর সময় স্তালিন ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিনিধি। সেণ্ট পিটার্সবুর্গের কার্যকারী কমিশন হল সেণ্ট পিটার্সবুর্গ কমিটির অল্প কয়েকজন সদস্য নিয়ে গঠিত, চলতি কাজকর্ম পরিচালনা করার জন্য নিযুক্ত।

১২৩। বিলুপ্তিবাদীরা আর. এস. ডি. এল. পি-র ১৯১২ সালের সেপ্টেম্বরে ঘোষিত ন্যূনতম কর্মসূচীর প্রধান রাজনৈতিক দাবি ত্যাগ করে নির্বাচনী মোর্চা ছেড়ে বেরিয়ে গেল। গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের বদলে তারা 'রাজ্য-ডুমা ও আঞ্চলিক পৌর প্রশাসনে' সকলের ভোটাধিকারের দাবি যোগ করেছিল, জমিদারের জমি বাজেয়াপ্তকরণের পরিবর্তে তারা 'তৃতীয় ডুমায় কৃষি আইনের সংশোধনের' দাবি যোগ করে।

১২৪। বলশেভিকদের প্রাগ সম্মেলনের প্রতিরূপ হিসাবে আগস্ট ১৯১২ সালে ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত বিলুপ্তিবাদীদের তথাকথিত 'আগস্ট' সম্মেলনের কথা বলা হয়েছে।

১২৫। বলশেভিক 'ক' হচ্ছেন এন. জি. পোলেতায়েভ; বিলুপ্তিবাদী 'খ' সম্ভবতঃ ই. মায়েভস্কি (ভি. এ. গুতোভস্কি)। নীচে উল্লিখিত সেণ্ট পিটার্সবুর্গ বিলুপ্তিবাদী 'এবি·· এবং এল' হচ্ছেন ভি. এম. এব্রোসিমভ এবং ভি. লেভিতস্কি (ভি. ও. জেদারবাউম)।

১২৬। **নেভস্কি গোলোস** (নেভার কণ্ঠস্বর)—মেনশেভিক বিলুপ্তিবাদীদের বৈধ সংবাদ সাপ্তাহিক; প্রকাশকাল—মে-আগস্ট ১৯১২, সেণ্ট পিটার্সবুর্গ থেকে।

১২৭। দ্রষ্টব্য—'ককেশাসের চিঠি', বর্তমান খণ্ড।

১২৮। 'জনৈক সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটের ডায়েরি'-র ৯ম সংখ্যায় প্লেখানভ সৎসিয়াল ডিমোক্র্যাতা সংবাদে প্রকাশিত জর্জীয় মেনশেভিক বিলুপ্তিবাদী এস. জিব্রাদজে-এর বিবৃতির সমালোচনা করেছেন।

১২৯। নিখিল ইসলামাবাদ—উনিশ শতকের শেষার্ধে তুর্কীয় একটি

প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আদর্শের আন্দোলন—জমিদার, বুর্জোয়া, মৌলবীদের মধ্যে প্রচলিত, পরে অন্যান্য দেশের সম্পত্তিশালী মুসলিমদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। এই আন্দোলনের বক্তব্য—যেখানে যত ইসলাম ধর্মী আছে তারা একটি অখণ্ড জাতিসত্তা। নিখিল ইসলামের সাহায্যে মুসলিম শাসকশ্রেণী নিজেদের অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করেন এবং প্রাচ্যের মেহনতী মানুষের মধ্যে বিপ্লবী চেতনাকে গলা টিপে মারতে চান। বর্তমানে মার্কিন-ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিখিল ইসলাম মতবাদকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জনগণতন্ত্রের দেশগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাবার এবং মুক্তি আন্দোলনগুলিকে দমন করবার কাজে ব্যবহার করছে।

১৩০। **'মার্কসবাদ ও জাতি সমস্যা'** ১৯১২ সালের শেষ ও ১৯১৩ সালের প্রথমে ভিয়েনায় রচিত। প্রথম 'এনলাইটেনমেণ্ট' পত্রে (৩-৫ সংখ্যায়) ১৯১৩ সালে কে. স্তালিন স্বাক্ষরে প্রকাশিত হয় 'জাতি সমস্যা ও সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি' নামে। 'জাতি-সমস্যা এবং মার্কসবাদ' নামে স্বতন্ত্র পুস্তিকারূপে সেণ্ট পিটার্সবুর্গের প্রিবয় পাবলিশার্স ১৯১৪ সালে প্রকাশ করেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশে সব সাধারণ পাঠাগার ও পাঠকক্ষ থেকে পুস্তিকাটি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। জাতি-সমস্যা বিষয়ক স্তালিনের 'রচনাসংগ্রহ' প্রকাশ করতে গিয়ে জাতিবিষয়ক জন-কমিশারিয়েট আবার এটি প্রকাশ করেন (রাষ্ট্রীয় প্রকাশভবন, তুলা) ১৯২০ সালে। ১৯৩৪ সালে স্তালিনের রচনা ও বক্তৃতাসংকলন 'মার্কসবাদ এবং জাতীয় ও উপনিবেশ সমস্যা' বইয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। 'রু. সো. ডি. লে. পার্টির জাতীয় কর্মসূচী' প্রবন্ধে লেনিন সেই সময়ের জাতি সমস্যা বিষয়ে জোর দিতে গিয়ে লেখেন: 'সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির জাতীয় কর্মসূচীগত নীতি, এবং সমস্যা তত্ত্বগত মার্কসবাদী সাহিত্যে সম্প্রতি আলোচিত হয়েছে (স্তালিনের প্রবন্ধকে অবশ্যই এখানে অগ্রাধিকার দিতে হবে)।' ১৯১৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে লেনিন গর্কিকে লেখেন: 'আমরা একজন চমৎকার জর্জীয় পেয়েছি যিনি সব অস্ট্রীয় এবং অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করে "এনলাইটেনমেণ্ট"-এর জন্য একটা বড় প্রবন্ধ লিখতে বসে গেছেন।' আলোচনার জন্য এই প্রবন্ধ ছাপার প্রস্তাব হয়েছে শুনে লেনিন তীব্র আপত্তি জানান এবং লেখেন: 'আমরা সর্বতোভাবে এর বিরুদ্ধে। এটি 'অত্যন্ত ভাল' প্রবন্ধ। সমস্যাটি জ্বলন্ত এবং আমরা বুন্দপন্থীদের কাছে এক বিন্দুও নীতি বিসর্জন দেব না।' (মার্কস-এঙ্গেলস্-লেনিন ইনস্টিট্যুট: সংগ্রহশালা।) ১৯১৩ সালের মার্চে

স্তালিন গ্রেপ্তার হবার অল্প পরেই, লেনিন 'সংসিয়াল ডিমোক্র্যাতের' সম্পাদকদের লেখেন : '…আমাদের মধ্যে ব্যাপক ধর-পাকড় হচ্ছে। কোবাকে (স্তালিন) ধরে নিয়ে গেছে।…জাতি-সমস্যা সম্পর্কে কোবা একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছেন (এন্‌লাইটেনমন্ট-এর তিনটি সংখ্যার জন্য)। বেশ! বিলুপ্তিবাদী ও বুন্দের সুবিধাবাদী, বিচ্ছিন্নতাকামীদের বিরুদ্ধে আমরা সত্যের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাবই।' (মার্কস-এঙ্গেলস্‌-লেনিন ইন্‌স্টিট্যুট : সংগ্রহশালা।)

১৩১। জিয়োনিজম্‌—ইহুদি বুর্জোয়াদের প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদী ধারা, বুদ্ধিজীবী এবং বেশ পেছিয়ে পড়া ইহুদি শ্রমিকদের মধ্যে এই ধারার অনুগামী ছিল। এর উদ্দেশ্য সাধারণ সর্বহারা সংগ্রাম থেকে ইহুদি শ্রমিক-শ্রেণীকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা। আজ জিওনপন্থী সংগঠনগুলি সোভিয়েত রাশিয়া ও জনগণতন্ত্রী দেশগুলির বিরুদ্ধে এবং পুঁজিবাদী দেশ ও উপনিবেশের বিপ্লবী আন্দোলনের বিরুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের হাতিয়ার।

১৩২। ১৮৯৯ সালের ২৪শে থেকে ২৯শে সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত অস্ট্রিয়ার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টির কংগ্রেস। পরের অধ্যায়ে স্তালিন এই কংগ্রেসের জাতি সমস্যা বিষয়ক প্রস্তাব উধৃত করেন।

১৩৩। 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! এখানে আমাদের কোন পার্লামেন্ট নেই'—জারের অর্থমন্ত্রী (পরে প্রধানমন্ত্রী) ভি. কোকোভৎসেভ ১৯০৮ সালের ২৪শে এপ্রিল রাষ্ট্রীয় ডুমায় এই কথা বলেন।

১৩৪। মার্কস-এঙ্গেলসের 'সাম্যবাদী ইস্তেহার', দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। (মার্কস-এঙ্গেলসের 'নির্বাচিত রচনাবলী' ইং সং, ১ম খণ্ড, মস্কো ১৯৫১, পৃঃ ৪৯।)

১৩৫। ১৮৯৭ সালের ৬ই থেকে ১২ই জুনে অনুষ্ঠিত অস্ট্রিয়ার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টির ভিয়েনা কংগ্রেস। উইমবার্গ হোটেলে এই কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হওয়ায় ঐ নাম দেওয়া হয়।

১৩৬। এখানে 'ইহুদী সমস্যা' নামে মার্কসের প্রবন্ধের কথা বলা হয়েছে। প্রকাশকাল—১৮৪৪।

১৩৭। ১৯১০-এর সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত বুন্দের অষ্টম সম্মেলন।

১৩৮। 'লা পার্তিয়ু' সংবাদপত্রের ২রা অক্টোবর (১৫ই) ১৯১২ সংখ্যায় 'বিভেদপন্থীদের আর একটি সম্মেলন' শীর্ষক প্রবন্ধে প্লেখানভ বিলুপ্তিবাদী 'তাৎপর্যপূর্ণ' সম্মিলনের নিন্দা করেন এবং বুন্দপন্থী ও ককেশীয় সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের ভূমিকাকে 'সমাজতন্ত্র থেকে জাতীয়তাবাদের পন্থা গ্রহণ' বলে

বর্ণনা করেন। বুন্দপন্থী নেতা কসোভস্কি বিলুপ্তিবাদী পত্রিকা 'নাশা জারিয়া'র একটি চিঠি লিখে প্লেখানভের সমালোচনা করেন।

১৩৯। ১৯০৬ সালে আগস্টের শেষে ও সেপ্টেম্বরের গোড়ায় অনুষ্ঠিত বুন্দের সপ্তম কংগ্রেস।

১৪০। **ইস্ক্রা** (স্ফুলিঙ্গ)—প্রথম সর্ব-রুশীয় মার্কসবাদী সংবাদপত্র, লেনিন প্রতিষ্ঠিত, ১৯১০ সালে।

১৪১। কার্ল ভানেক—জনৈক চেক সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট, ইনি খোলাখুলি সংকীর্ণতাবাদী ও বিচ্ছেদপন্থী ভূমিকা নেন।

১৪২। **চ্‌ভেনি ৎস্খোভরেবা** (আমাদের জীবন)—জর্জীয় মেনশেভিকদের দৈনিক সংবাদপত্র। প্রকাশকাল—১লা থেকে ২২শে জুলাই, ১৯১২, কুতাইস থেকে।

১৪৩। এখানে প্রথম বল্কান যুদ্ধের উল্লেখ করা হয়েছে—১৯১২ সালের অক্টোবরে এর সূচনা; একদিকে বুলগেরিয়া, সারবিয়া, গ্রীস্, মন্টিনিগ্রো, অন্যদিকে তুর্কী।

১৪৪। দ্রষ্টব্য—রু. সো. ডি. লে. পার্টির ৪র্থ ও ৫ম সম্মেলনের প্রস্তাবসমূহ (তৃতীয় সর্ব রুশীয়); অনুষ্ঠানকাল—৫ থেকে ১২ই নভেম্বর, ১৯০৭, এবং ২১ থেকে ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯০৮ (৩ থেকে ৯ই জানুয়ারি, ১৯০৯)। (দ্রষ্টব্য—সোভিয়েতইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ।)

১৪৫। ই. জে. জাগিয়েলো—পোল্যাণ্ডের সোশ্যালিষ্ট পার্টির সদস্য। পোলিশ সোশ্যালিষ্ট পার্টি, বুন্দ ও বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের একটি গোষ্ঠী দ্বারা ওয়ারশ থেকে ৪র্থ ডুমায় নির্বাচিত। ৬ জন বলশেভিকের বিরুদ্ধে ৭ জন মেনশেভিক বিলুপ্তিবাদী ভোটে ডুমার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট গোষ্ঠী জাগিয়েলোকে ঐ গোষ্ঠীর সদস্যরূপে গ্রহণের প্রস্তাব নেন।

১৪৬। সেন্ট পিটার্সবুর্গে প্রকাশিত বলশেভিকদের বৈধ মাসিকপত্র। প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর, ১৯১১। রুশ সম্পাদকমণ্ডলীর সঙ্গে (এম. এ. সাভেলিয়েভ, এম. এস. অলমিন্‌স্কি, এ. আই. এলিজারোভা) নিয়মিত পত্র মাধ্যমে এটি লেনিনের পরিচালনাধীন ছিল। স্তালিন যখন সেন্ট পিটার্সবুর্গে তখন তিনি পত্রিকাটির কাজে সক্রিয় অংশ নেন। এটি 'প্রাভদা'র সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্-মুহূর্তে, ১৯১৪ সালের জুনে সরকার পত্রিকাটি নিষিদ্ধ করে। ১৯১৭ সালের শরতে একটি যুগ্ম সংখ্যা বেরোয়।

১৪৭। ১৯১২ সালে ডিসেম্বরে ৪র্থ ডুমার শ্রমিক ডেপুটিরা 'লুচ' পত্রিকার লেখক তালিকায় নিজেদের নাম অন্তর্ভুক্তি করতে সম্মতি দেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা 'প্রাভদা'তেও লিখতে থাকেন। বস্তুতঃ পরে কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশে তাঁরা 'লুচ'-এর লেখক তালিকা থেকে নিজেদের নাম প্রত্যাহার করেন।

এতে ডুমার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট গোষ্ঠীর ৬ জন বলশেভিক ও ৭ জন মেনশেভিকের মধ্যে প্রচণ্ড বির্তক বাধে।

১৪৮। এখানে তৃতীয় রাষ্ট্রীয় ডুমার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট গোষ্ঠীর কথা বলা হয়েছে।

১৪৯। **জিভয়ি দেলো** (জীবন্ত আদর্শ)—মেনশেভিক বিলুপ্তিবাদীদের একটি বৈধ সংবাদ সাপ্তাহিক ; প্রকাশকাল—জানুয়ারি-এপ্রিল, ১৯১২, সেণ্ট পিটার্সবুর্গ থেকে।

১৫০। 'লেনা হত্যাকাণ্ডের বর্ষপূর্তি' পুস্তিকাটি ১৯১৩ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে ক্রাকোতে স্তালিন কর্তৃক লিখিত। এন. কে ক্রুপস্কায়া নিজে হাতে এর অনুলিপি করেন, হেক্টোগ্রাফ যন্ত্রে এর প্রতিলিপি করে রাশিয়ায় পাঠানো হয়। সেণ্ট. পিটার্সবুর্গ, কিয়েভ, মোঘিলেভ তিফলিস ও অন্যান্য স্থানে বিলি করা হয়।

১৫১। চতুর্থ ডুমার উদ্বোধন হয় ১৫ই নভেম্বর ১৯১২।

অনুবাদক :

প্রমথ চক্রবর্তী
কমল চট্টোপাধ্যায়
বিজনবিহারী পুরকায়স্থ
রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত